আধুনিক চীন-বিপ্লবের ইতিহাস

(১৯১৯-১৯৫৬)

হো কান্-চি

অনুবাদ
দ্বিজেন গুপ্ত

রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশন্‌স্

বিক্রয়কেন্দ্র
পাইওনীয়ার পাবলিশার্স
৪৪।১ বি বেনেটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক

ফটিক রায়
রায়-পণ্ডিত পাবলিকেশনস
৪৪/১ বি বেনেটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক

নিরঞ্জন চৌধুরী
৮৩ বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
স্বপন চাকী

প্রাপ্তিস্থান

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। কলিকাতা ৭৩
নিউ বুক সেন্টার। কলিকাতা ৯

Translated from Chinese by
The English faculty of the Western Languages Department of the Peking University

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

৪ঠা মে আন্দোলন ও চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব

(মে ১৯১৯—জুন ১৯২১)

১। বিদেশী পুঁজিবাদের চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে চীনের রূপান্তর। পুরানো কায়দার গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার ব্যর্থতা।

সামন্তবাদী চীনে ক্ষুদ্রায়তন খামার এবং ঘরে প্রস্তুত হস্তশিল্পের কাজ এই দুটিই ছিল প্রচলিত প্রধান উৎপাদন প্রণালী। একজন চীনা কৃষক একই সময়ে হস্তশিল্পী ও সে নিজের প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্য ও অধিকাংশ হস্তশিল্পোৎপাদিত দ্রব্যের সে ছিল নিজে যোগানদার। স্বভাবজ অর্থনীতিই ছিল প্রধান। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মন্থর বিকাশ সত্ত্বেও, পোর্সিলিন ও রেশম শিল্পের মত কয়েকটি শিল্পে গোটা দেশজুড়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার মত কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প কারখানার আবির্ভাব ঘটেছিল। উৎপাদন পদ্ধতি ছিল পুঁজিবাদী বৃহৎ উৎপাদনের ধরনের—শ্রম-বিভাগ, সহযোগিতা এবং বেতন-ভুক শ্রমিকদের হস্তশিল্পের কলাকুশলতার উপর নির্ভরশীল। একদিক থেকে এই উৎপাদন হস্তশিল্প উৎপাদনের সমতুল্য, কারণ এই উৎপাদন ছিল হস্তশিল্প জনিত কলাকৌশলের উপর আশ্রিত এবং অপরদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সগোত্রীয়, কারণ বেতন-ভুক শ্রমিকদের শোষণের উপর ভিত্তি করে এই বৃহদায়তন উৎপাদন গড়ে উঠেছিল। সাধারণ হস্ত-শিল্পজাত উৎপাদন পদ্ধতি এবং বৃহদায়তন যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্বর্তীকালীন স্তর ছিল এটি। ইয়াংসী নদীর দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকার মত অর্থনীতি থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলসমূহে এই উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল বলে সামন্ততান্ত্রিক চীনে এই উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধান উৎপাদন পদ্ধতির রূপ নিতে পারেনি। হস্তশিল্পের বহু গুরুত্বপূর্ণ শাখা তখনও হস্ত শিল্পোৎপাদনের কারখানা স্থাপন করতে না পারায়, সমগ্র হস্তশিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধান স্থান গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং চীনা শ্রম-শিল্প, সামগ্রিকভাবে, অহিফেন যুদ্ধের সময়[১] শিল্পপণ্যোৎপাদনের স্তরে তখনও প্রবেশ করতে পারে নি। যাহোক, তৎকালে বিদ্যমান কারখানাগুলি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ভ্রূণ তাদের অভ্যন্তরে ধারণ করেছিল। যদি বিদেশী পুঁজিবাদ জোর করে প্রবেশ করে তার স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত না করত, চীন, অনিবার্যভাবে, মন্থর গতিতে হলেও, অন্যান্য বহু দেশের মত, পুঁজিবাদী সমাজ হিসাবে গড়ে উঠত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী পুঁজিবাদ চীনে প্রবেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনা সমাজের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, ফলে চৈনিক সমাজ আধা-ঔপনিবেশিকবাদ ও আধা-সামন্তবাদের পথে চালিত হয়। এভাবে, চীনের সাধারণ বিকাশ ব্যাহত হয়।

বিদেশী পুঁজিবাদের নিজস্ব বিকাশের সময়েই চীনে বিদেশী পুঁজিবাদের প্রবেশের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। ১৮৪০ সালের অহিফেন যুদ্ধের সময় থেকে ১৮৯৪

সালের চীন-জাপান যুদ্ধ[২] পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনের উপর ধারাবাহিক আগ্রাসী আক্রমণ চালায়। এই সব যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, চীনকে বহু অসম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়, এবং এইসব অসম চুক্তির ফলে চীনকে তার ভূ-ভাগ ছেড়ে দিতে, ক্ষতিপূরণ দিতে, বাণিজ্য বন্দর খুলে দিতে, প্রচলিত শুল্কপ্রথা গ্রহণ করতে, বাণিজ্য ও রাষ্ট্র দূতাবাসের বিধিসঙ্গত অধিকার, মিশনারীদের কার্যকলাপের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে, এবং এই ধরনের আরও বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য করা হয়। এই অবাধ পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার যুগে অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বৈশিষ্ট্য হলো পণ্য রপ্তানী। অসম চুক্তিসমূহের ফলে পুঁজিবাদী শক্তিবর্গকে তাদের তৈরি পণ্য রপ্তানী করে চীনকে বোঝাই করে দিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন বিশ্ব-পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ ক'রে একচেটিয়া অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন তখন নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য দেখাতে সুরু করে, যেমন পুঁজি রপ্তানীর ক্রমবৃদ্ধি এবং আগ্রাসনের অধিকতর একচেটিয়া প্রকৃতির প্রকাশ। এর ফলে চীনকে বিখণ্ডিত করার কোন্দলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে তীব্রতর বিরোধ দেখা দেয়। ১৮৯৪ সালের চীন-জাপানের যুদ্ধ এবং ১৯০০ সালের[৩] আট শক্তিবর্গের মিত্র বাহিনীর যুদ্ধে এই সব বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রকট হয়ে ওঠে। চীন-জাপান যুদ্ধের পরিণামে চীন শিমনোসেকির চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয় এবং জাপান কর্তৃক ফ্যাক্টরী স্থাপনের বিশেষ অধিকার মেনে নিতে চীন বাধ্য হয়। তারপর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা এবং খনি খনন, রেলপথ নির্মাণ এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করার মানসে চীনে আসতে থাকে, এবং তার ফলে চীনের পণ্যোৎপাদন ও ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে। তাছাড়া, চীনে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ঋণদানের মাধ্যমে, তারা চীনের আর্থিক ব্যবস্থাকে ও চীনা সরকারকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। আরও আক্রমণাত্মক কাজে চীনের "প্রভাবিত অঞ্চলসমূহকে" ঘাঁটি হিসাবে ভাগ করার অপচেষ্টার দরুন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই পারস্পরিক বিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

চীনের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ও তার বিস্তার সাধন করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনা সামন্তবাদী শাসকদের তাঁবেদার রূপে পাবার জন্য যথাশক্তি কাজ করে; অপরদিকে সামন্তবাদী শাসকরাও সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট আত্মবিক্রয় করতে এবং, জনগণের উপর তাদের শোষণ ও নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য, পোষা কুকুরের মত তাদের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলতে খুবই ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তাইপিঙ বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে চিঙ (মাঞ্চু) সরকারকে সাহায্য করে, এবং তারপর ১৯১১ সালের বিপ্লবকে কণ্ঠরোধ করার জন্য উয়ান শী-কাইকে সমর্থন করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বুর্জোয়াদের সঙ্গে চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের এক মৈত্রী গঠিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে, শোষণের সামন্তবাদী ব্যবস্থা যে শুধু অক্ষুন্নই থাকে তাই নয়, বিদেশী বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুৎসুদ্দী দালাল-পুঁজিবাদ[৪] মিলিত হয়ে, এই সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থা চীনের অর্থনৈতিক জীবনে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর চীনে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ চীনের উপর দুরকম ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমতঃ চীনের স্বভাবজ অর্থনীতিকে বিদেশী পুঁজি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয় এবং পুঁজিবাদের আবির্ভাব ও প্রসার ত্বরান্বিত করে, এভাবে চীনকে সামন্তবাদী সমাজ থেকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্তরে পরিবর্তিত করে। তাদের তৈরি পণ্য রপ্তানী চীনের বাজার বোঝাই করে দিল এবং জোর করে কাঁচা মাল আদায় করে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চীনের স্বভাবজ অর্থনীতিকে বিনষ্ট করে এবং চীনা কৃষকদের ক্রমেই বেশী ক'রে বাজারের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। এভাবে চীনে পুঁজিবাদের সপক্ষে পণ্যের বাজার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে, যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের সাহায্যে হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি বাজারে ঢুকতে না দেওয়ায় এবং ক্ষতিপূরণের কর-বোঝা, এবং অতিরিক্ত খাজনা ও করের ফলে আপামর কৃষক জনসাধারণ ও হস্তশিল্পীরা দেউলিয়া হয়ে যায়। এভাবে পুঁজিবাদের সপক্ষে শ্রমের বাজার সৃষ্টি হয়। এক কথায়, চীনে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে চীনের স্ব-নির্ভর স্বভাবজ অর্থনীতি শুধু ধ্বংস হয়ে গেল তাই নয়, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও প্রসারের সপক্ষে কিছু অনুকূল অবস্থারও সৃষ্টি হলো।

চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু পুঁজিবাদী উপাদানের আবির্ভাব ও বিকাশও সুরু হয়ে যায়। চীন আর তখন বিশুদ্ধ ও সহজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নয়, সে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল চীনকে উপনিবেশে পরিণত করা। তাদের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করে, সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের সামরিক এবং রাজনৈতিক ও তার অর্থনৈতিক সূত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত। তারা চীনের কৃষি অর্থনীতিকে তাদের কাজে লাগায় এবং তার দুর্বল জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে, এভাবে তারা চীনের উৎপাদিকা শক্তির বিস্তার ব্যাহত করে। ফলে, চীনের অর্থনীতি তার স্বাধীনতা হারায় এবং সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির এক অংশে পরিণত হয়। চীন তার আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা এবং তার জাতীয় স্বাধীন সত্তাকেও হারিয়ে ফেলে, কেবল নামেমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং সামান্য মাত্রায় স্বাধীনতা রক্ষা করে। চীন প্রকৃতপক্ষে আধা-উপনিবেশের স্তরে নেমে যায়।

আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনা সমাজে মৌলিক বিরোধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও চীন জাতির মধ্যে বিরোধ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে চীনা জনগণের বিরোধ, প্রথমটিই ছিল প্রধান বিরোধ। সামন্তবাদের সঙ্গে আতাঁত করে চীনকে আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরকরণের সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার সঙ্গে চীনা-জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের প্রক্রিয়া সমতালে এগিয়ে চলেছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের অহিফেন যুদ্ধ থেকে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের এই ১০৯ বছর সময়ে চীনা জনগণ অপ্রতিহতভাবে ও বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক বিপ্লবী সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। বিপ্লব দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক ভাগেরই নিজস্ব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য আছে: ১৯১৯ সালে ৪ঠা মে আন্দোলনের পূর্বের ৮০ বছরব্যাপী বিপ্লব ছিল পুরানো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এই বিপ্লব বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত এবং বিশ্ব-বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্তর্গত ; ৪ঠা মে (১৯১৯) থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী বিপ্লব নূতন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এই বিপ্লবের হোতা শ্রমিকশ্রেণী এবং এই বিপ্লব হচ্ছে বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের অংশ।

পুরাতন গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালীন অবস্থায়, চীনা জনগণ বন বন বিপ্লবী সংগ্রাম

করেছেন, এই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে তাইপিঙের কৃষকদের যুদ্ধ এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের এবং পেঁতিবুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত ১৯১১ সালের বিপ্লব সম্ভাবনা ও প্রভাবের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিপ্লবী সংগ্রাম সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানে।

তাইপিঙ বিপ্লবের নেতা, হুঙ সিউ-চুয়ান, পাই শাঙ তি হুই নামক ঈশ্বরোপাসনার জন্য এক সমিতি স্থাপন করেন, এবং, কৃষকদের স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ অনুসারে, প্রতীচ্যের মিশনারীদের দ্বারা আমদানীকৃত খ্রীষ্টধর্মের সংশোধন করেন এবং এভাবে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের সঙ্গে কৃষক-বিপ্লবের আদর্শকে সম্পৃক্ত করেন। পাই শাঙ তি হুইয়ের মাধ্যমে হুঙ সিউ-চুয়ান দারিদ্র্যপিষ্ট কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সংগঠিত করেন এবং এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুরু করেন। তাইপিঙ বিপ্লব ১৪ বছর কাল (১৮৫১-৬৪) পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এক সময়ে এর প্রভাব ১৭টি প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে। তাইপিঙ নেতৃবর্গ নানকিংয়ে এক বিপ্লবী সরকার গঠন করে। তারা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির মৌলিক ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং, সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে 'স্বর্গীয় রাজত্বের' কৃষি-আইন জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ করে। কিন্তু বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে এই বিপ্লব ছিল অগ্রগামী শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ববিহীন পুরানো ধরনের কৃষক-অভ্যুত্থান। কৃষক-সম্প্রদায় সামন্তবাদী শাসন ও জাতিনির্যাতনের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন বিপ্লবী শ্রেণী, কিন্তু ক্ষুদ্র উৎপাদকশ্রেণীভুক্ত বলে, অনগ্রসর উৎপাদন প্রণালী এই শ্রেণীকে অসুবিধায় ফেলে এবং এই শ্রেণী কিছু কিছু চরিত্রগত দুর্বলতা দেখায়, যেমন বিক্ষিপ্ত কাজের প্রতি ঝোঁক, সংরক্ষণশীলতা এবং স্বার্থপরতা। তাইপিঙ ভূমি সংক্রান্ত কর্মসূচীতে বলা ছিল যে জমি সমানভাবে বন্টন করা হবে, প্রত্যেকটি পরিবার একই সংখ্যক তুঁতগাছ, হাঁস মুরগী, শুয়ার ও সমান মাপের জমি পাবে। প্রত্যেকটি কৃষককে উৎপাদনের ব্যাপারে সমপরিমাণ শ্রমদান করতে হবে এবং সম পরিমাণ ফসল পাবে। কল্পনা করা হয়েছিল যে এভাবে প্রত্যেক কৃষক ইতস্ততঃ ছড়ানো খামার এবং ক্ষুদ্র-কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতি অনুযায়ী সর্বদাই সমপরিমাণ জমি রাখবে। বাস্তব দিক থেকে দেখলে যদি এ ধরনের কর্মসূচীকে কার্যে পরিণত করা যায়, তবুও কৃষকের প্রত্যাশা তখনও খুবই হতাশাব্যঞ্জক থাকবে, কারণ উৎপাদিকা শক্তি বিকাশ করানোর পরিবর্তে, এই কর্মসূচী কৃষকদের পশ্চাদপদ ক্ষুদ্র-কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতিতে নিশ্চল অবস্থায় রেখে দেবে। সুতরাং সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও, তাইপিঙ ভূমি সংক্রান্ত কর্মসূচী, সামাজিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে, কাল্পনিক কৃষি সমাজতন্ত্রের ভাবধারার আদর্শে রঞ্জিত। তাছাড়া, তাইপিঙ সেনাবাহিনী তাইপিঙ অধিকৃত অঞ্চলে কোনরূপ সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়। নানকিংয়ে সরকার গঠনের পর, তাইপিঙ নেতারা ধারাবাহিকভাবে সামরিক ও রাজনৈতিক ভুল করে, যেমন নেতৃত্ব দানকারী সংস্থার বিভক্তি এবং অন্যান্য কৃষক-অভ্যুত্থানগুলির সঙ্গে তাদের ঠিক ঠিক ভাবে সহযোগিতা স্থাপনে ব্যর্থতা। ফলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল চিঙ রাজকীয় সেনাবাহিনী ও মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী আক্রমণকারীদের যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করতে অসমর্থ হয়।

বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের প্রতিনিধি, ডঃ সান ইয়াৎ-সেন, ১৯০৫ সালে তুঙ মেঙ হুই (বিপ্লবী লীগ) নামে এক সংস্থা গঠন করেন, এবং বুর্জোয়া ও পেঁতি-বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু করেন। বিপ্লবী লীগ চিঙ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ এবং ফরাসী

বিপ্লব থেকে ধার-করা "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের" শ্লোগানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য এক কর্মসূচী উপস্থাপিত করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন করে বিপ্লবী লীগ প্রকাশ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থকদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান করে।

চিঙ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ১৯১১ সালের বিপ্লব ২০০০ বছরেরও উপর স্থায়ী সামন্তবাদী রাজতন্ত্রের অবসান এবং চীন প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায় এবং নানকিংয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করে। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতি-বিপ্লবী উয়ান শী-কাইয়ের হাতে অবিলম্বে চলে যায়। সুতরাং ব্যর্থতার মধ্যে ১৯১১ সালের বিপ্লবের অবসান ঘটে। ব্যর্থতার মূল কারণ চীনা বুর্জোয়াদের দুর্বলতার মধ্যে নিহিত। বিপ্লবের নেতৃত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী কর্মসূচী প্রণয়ন করেনি। সুতরাং, এই বিপ্লব সক্রিয়ভাবে, চীনের বৃহত্তম ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী গণতান্ত্রিক শক্তি, কৃষকশ্রেণীর সমাবেশ ঘটাতে এবং সংগ্রামে সামিল করতে অক্ষম হয়। তাছাড়া, ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯১১ সালের বিপ্লবের ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না, কারণ এই বিপ্লব ভূমিসমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় যা যে-কোন গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই মূল বিষয়। সেজন্য, দুর্নীতিপরায়ণ চিঙ সরকারকে উচ্ছেদ করলেও, উত্তরাঞ্চলের সামন্তবাদী যুদ্ধবাজ সমর-নায়ক, উয়ান শী-কাইয়ের প্রতিনিধিত্বে সাম্রাজ্যবাদী সমর্থিত সামন্ততন্ত্রী দালাল সরকারের মুখোমুখী হয়ে এই বিপ্লব শক্তিহীন হয়ে পড়ে। চীনে বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

সান ইয়াৎ-সেন মনে করেছিলেন যে পুঁজিবাদ এবং তার ক্ষতিকর পরিণতি রোধ করা যাবে। তাঁর নিজের কথায়, "রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব দুটি একই আঘাতে সম্পন্ন করা যাবে", অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় কাজ একই সঙ্গে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। পুঁজিবাদ রোধকল্পে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক উপস্থাপিত কর্মসূচী "ভূমি-মালিকানার সম বন্টন"। ভূমি-সম্পর্কিত এই কর্মসূচী প্রকৃতিগত ভাবে পুঁজিবাদকে, প্রতিহত করার পরিবর্তে, প্রতিপালন করবে। ইয়োরোপে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এটা স্বাভাবিক যে সান ইয়াৎ-সেন, এই প্রলেতারীয় বিপ্লবের ঝড়ে উৎসাহিত হয়ে, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছেন এবং কল্পনা করে নিয়েছিলেন যে চীনের অনগ্রসর অবস্থা "সামাজিক বিপ্লবকে" সহজতর করবে। এটা নিতান্তই কাল্পনিক সমাজতন্ত্র। যদি ১৯১১ সালের বিপ্লব সফল হত, তাহলে এই বিপ্লব পুঁজিবাদ বিকাশ এবং পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত করে দিত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে আধা-ঔপনিবেশিক চীনে এ ধরনের ঘটনা সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল।

পুরানো ধরনে সমস্ত কৃষক-অভ্যুত্থান এবং অহিফেন-যুদ্ধ পরবর্তী সমস্ত বুর্জোয়া-পরিচালিত বিপ্লব একই ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী আন্দোলনের কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত এক নতুন শ্রেণী তার রাজনৈতিক পার্টিসহ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হচ্ছে, ততক্ষণ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা ও সমাজতন্ত্রের দিকে চলে যাওয়া অসম্ভব। এই নতুন শ্রেণীই হল চীনের শ্রমিকশ্রেণী, এবং তার পার্টি এবং অগ্রগামী অংশ হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

২। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় চীনের শিল্পপণ্যোৎপাদী পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং তার অধিকতর বিকাশ। চীনের শিল্পপণ্যোৎপাদনকারী প্রলেতারিয়েতদের প্রসার। চৈনিক শ্রমিকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। শ্রমিক-শ্রেণীর প্রাথমিক আন্দোলন।

চীনের আধুনিক শ্রম-শিল্পের আবির্ভাব সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। বিদেশী পুঁজিবাদের অন্তঃপ্রবাহ সুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে. চীনে আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। চল্লিশের দশক থেকে, বৃটেন হংকংয়ে আধুনিক কলকারখানা স্থাপন করতে সুরু করে। শাংহাই, ক্যান্টন ও অ্যাময়তে বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী এবং জার্মান ব্যবসায়ীরা জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা বাষ্পীয়পোত কোম্পানী, রেশম নিষ্কাশন, ব্রিক-টী কারখানা ও মুদ্রণযন্ত্র ব্যবসা সুরু করে। এসব কলকারখানা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পণ্যরপ্তানী, কাঁচামাল লুণ্ঠন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিল। এসব বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও কলকারখানায় শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী প্রথম শ্রমিকদলের জন্ম হয়, এই শ্রমিকদের মধ্যে নাবিক ও জাহাজী শ্রমিকরাই প্রধান। ষাটের দশকে চীনা সামন্তবাদী শাসকরা সেঙ কুয়ো-ফ্যান ও লি হুঙ-চাঙকে তাদের প্রতিনিধি করে সামরিক পণ্যদ্রব্যের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে সুরু করে যাহার ফল স্বরূপ কয়লা ও লৌহ-শিল্পের ক্রমোন্নতির উৎসাহ দেয়। আশির দশকে বে-সামরিক লাভজনক শিল্পপণ্য সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই সামরিক শিল্পগুলিকে সম্প্রসারণ করা হয়। একই সময় চীনা ব্যবসায়ীদের একাংশ, জমিদার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আধুনিক শিল্প পণ্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করতে সুরু করে, এর ফলে আর একদল শিল্প সংস্থার শ্রমিকের সৃষ্টি হয়।

১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের পর, চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে, পরিধি ও বেগে, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আগ্রাসন এগিয়ে আসে। রেলপথ নির্মাণ, খনি ও শ্রমশিল্প প্রভৃতিতে বিদেশী লগ্নীর পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। রেলপথ নির্মাণ শিল্পে ইয়ুনান-ভিয়েতনাম, পূর্বচীন, সিঙ্গতাও-সিনান, পিকিং-হ্যাঙ্কাও, পিকিং-ফেঙতীয়েন, তিয়েনাসিন-পুকাও, শাংহাই-নানকিং এবং পিকিং-সুইউয়ান প্রভৃতি রেলপথ এই যুগে নির্মিত হয়। এসব রেলপথ নির্মাণের ব্যাপারে হয় সাম্রাজ্যবাদীরা সরাসরি মূলধন যোগায় কিম্বা পরিচালনাভার গ্রহণ করে অথবা এগুলিকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়। খনি-শিল্পে বিদেশী পুঁজি একচেটিয়া অধিকারলাভ করে। ১৯১৩ সালে সমগ্র দেশে কয়লার মোট উৎপাদন ১২,৮৭৯,৭৭০ টনে পেঁছায় যাহার মধ্যে ৭,১৩৬,৫৪৫ টন অথবা মোট উৎপাদনের ৫৫.৪ শতাংশ সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া মূলধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। লৌহ উৎপাদনের ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া অধিকার এমন কি আরও বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। ১৯১৩ সালে লৌহের মোট জাতীয় উৎপাদন ৪৫৯,৭১১ লক্ষ টন সবটাই জাপানী মূলধনের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

বে-সরকারী মালিকানাধীন শিল্পপণ্যোৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চীনের জাতীয় শিল্পেরও কিছুটা প্রাথমিক বিকাশ হয়। ১৯১১ সালে চীনের ফ্যাকটরী ও খনি শিল্পে সমগ্র মূলধন ছিল ১৭৯,৬৫৪,৮১২ রূপার ডলার, এর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানাধীন ফ্যাক্টরী ও খনিতে লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৮,৫৫২,৩৬৭ কোটি ডলার অর্থাৎ মোট লগ্নীর প্রায় অর্ধেক। চীনের জাতীয় শিল্পে কয়লা, লোহা, খনি ও বস্ত্র শিল্পই

ছিল প্রধান। এই দুই পণ্যোৎপাদন শাখায় চীনের মূলধন বন্টন ছিল ঃ খনি ও ধাতু শিল্পে ৪১, ৩১৫, ৯৯২ কোটি ডলার ; বয়ন শিল্পে ৪০, ৭৪৮, ৬৮৯ কোটি ডলার।

এসব চীনা ও বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আরও একদল শিল্প-শ্রমিকের উদ্ভব হয়।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ সূচনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা, সামরিক কার্য-কলাপে ব্যস্ত থাকায়, সাময়িকভাবে চীনের উপর তাদের আগ্রাসন শিথিল করে, এভাবে চীনের জাতীয়-শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ এনে দেয়। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৯ সালে বস্ত্র-শিল্পের সুতোকাটা টাকুর সংখ্যা ৫৪৪,৭৮০ থেকে ৬৫৮,৭৪৮ দাঁড়ায়। ১৯১৩ সালে কাঁচারেশম রপ্তানীর পরিমাণ ৭০,১৫০ তান[৬] (এক তানের সমান ৫০ কিলোগ্রাম) থেকে ১৯১৯ সালে ১১৮,০২৮ তান বেড়ে যায়। ১৯১৪ সালে শাংহাইয়ের চীনের নিজস্ব সুতাকলে টাকুর সংখ্যা ১৬০.৯০০ থেকে ১৯১৯ সালে ২১৬,২৩৬, হাজার ওঠে। ১৯১৪ সালে রেশম নিষ্কাশন কাটিমের সংখ্যা ১৪,৪২৪ থেকে ১৯১৯ সালে ১৮,৩০৬এ দাঁড়ায়। এই সময় সুতাকলের প্রতি গাঁট পিছু লাভ ১৯১৪ সালে ১৯.৫৮ রুপোর ডলার থেকে ১৯১৯ সালে ৭৩.৫৬ ডলার বেড়ে যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে, ১৯১৩ সালে আমদানী ও রপ্তানীর সূচক সংখ্যা ১০০ ধরলে ১৯১৯ সালে সূচক সংখ্যা দাঁড়ায় ঃ আমদানী ১৫৬.৪, এবং রপ্তানী ১১৩.৫।

সাম্রাজ্যবাদীরা সাময়িকভাবে তাদের আগ্রাসন শিথিল করায় চীনা জাতীয় পুঁজিবাদের বিকাশের সুযোগ ঘটলেও চীনের জাতীয় শিল্প স্বভাবতঃই অনগ্রসর ছিল। ১৯২০ সালে, চীনের সুতাকলগুলিতে টাকুর মোট সংখ্যা ১,৫৫০, ৮৪০-এর মধ্যে ৪১.৯ শতাংশের মালিক ছিল সাম্রাজ্যবাদীরা ; কয়লার মোট উৎপাদন ২১,৩১৮,৮২৫ টনের ৫০.৯ শতাংশ সাম্রাজ্যবাদীদের মালিকানাধীন ছিল। লোহার মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫৮,৮৬৮ টন এবং এর সবটাই জাপানী মূলধনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

১৯১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, চীনে (হস্তশিল্পী সহ) প্রায় ১ কোটির মত শ্রমিক ছিল, এদের মধ্যে ছয় লক্ষের উপর অর্থাৎ ছয় শতাংশ ফ্যাক্টরীতে কাজ করত। বেশীরভাগ আধুনিক ফ্যাক্টরীগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল। ১৯১৩ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৬৫টি ফ্যাক্টরীর মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি রুপোর ডলার। এই ফ্যাক্টরী-গুলির মধ্যে ৫৬৫ টি ফ্যাক্টরীর প্রতিটির মোট মূলধনের পরিমাণ এক লক্ষ ডলারেরও কম ছিল, এবং ৬৬টি ফ্যাক্টরীর প্রতিটিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ ডলার এবং বাকী ২০টির (৪ শতাংশের কম) প্রতিটিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল পাঁচ লক্ষ ডলারের বেশী।

বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, জাপ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে তাদের দ্রুত আগ্রাসন তীব্র করতে ব্যস্ত হয়। যুদ্ধের মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স সাময়িকভাবে তাদের কব্জা শিথিল করলেও, চীনে তাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যুদ্ধান্তে তারা পুনরায় তাদের আগ্রাসনও তীব্র করতে কালক্ষেপ করে না।

চীনে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ, বিদেশী লগ্নীর চেহারাটা ছিল বেশীর ভাগই সরাসরি লগ্নী। সাম্রাজ্য-বাদীরা চীনে প্রতিষ্ঠিত তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সমগ্র চীনের শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত, এবং তাদের ফ্যাক্টরী চীনা পুঁজিপতি পরিচালিত ফ্যাক্টরীগুলিকে বিপর্যস্ত

করে দিয়েছিল। চীনের শিল্পপণ্যোৎপাদনের কাঁচা মালের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ফলে, চীনের সম্পদ বহুল পরিমাণে বাইরে রপ্তানী হত এবং তার ভারী শিল্পগুলি অত্যন্ত অনগ্রসর থেকে গেল। ১৯১৯ সালে আকরিক লৌহের মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১, ০০৯, ৫৪২ টন, তার মধ্যে ৬৬২,৬৩২ টনই রপ্তানী হত। লোহার মোট উৎপাদন ৪৪২, ৫৯৪ টন কিন্তু আমদানীকৃত লোহার পরিমাণ ছিল ৩২৫,১৫৮ লক্ষ টন অর্থাৎ উৎপাদনের ৭০ শতাংশ।

দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী লগ্নীর প্রকৃতি ছিল প্রধানতঃ ব্যবসাগত। ১৯১৪ সালে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থের ৮৩ ১ শতাংশ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল; শিল্প উৎপাদনে ও খনিশিল্পে লগ্নীর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬'৯ শতাংশ। বেশীর ভাগ ফ্যাক্টরীতে প্রসেসিংর কাজ হত অথবা মেরামতির কাজ এবং আমদানীকৃত যন্ত্রাংশগুলিকে জোড়া দেওয়ার কাজ হত। বিদেশী লগ্নীকৃত অর্থের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে খাটত এবং এই লগ্নীর অন্তঃপ্রবাহ চীনের স্বাভাবিক অর্থনীতির ভিত্তিই নষ্ট করে দেয় এবং পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র-শিল্পেরই কিছুটা বিকাশ ঘটে।

তৃতীয়তঃ, চীন সে সময় কতগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবে ছিল, কিন্তু চীনে তাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের প্রসার অসমভাবে ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে, যে সব প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনকে নিয়ন্ত্রণ করত, তারা ছিল বৃটেন, জার্মানী ও জারতন্ত্রী রুশ ও ফ্রান্স। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে তাদের আগ্রাসনী নীতি তীব্র করার ফলশ্রুতি হিসাবে চীন বৃটেন, জার্মানী, রুশ, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান—এই ছয়টি শক্তির কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনে জারতন্ত্রী রুশের সুযোগ-সুবিধাগুলির বিলোপ সাধন করে এবং দুটি দেশের মধ্যে অসম সন্ধি-চুক্তি রদ করে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর, জার্মানী বাদ পড়ে যায়। এভাবে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর, চীন বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ফ্রান্সের নিকট জবরদস্তি লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

চীনা পুঁজিবাদের বিকাশ এবং চীনের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব সমতালে ঘটে। যুদ্ধের সময়, চীনা শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের সম্প্রসারণ করে ও শক্তিবৃদ্ধি করে। চীনে জাতীয় পুঁজিবাদ উদ্ভবের পূর্বে, চীনের সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত সংস্থাগঠনের সঙ্গে সঙ্গে জন্মলাভ করে চীনের শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়াদের অপেক্ষা দীর্ঘতর ইতিহাস ও অধিকতর শক্তির দাবী করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন সাম্রাজ্যবাদীদের কবর-খননকারী শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি করে এবং দৈনন্দিন তাদের অধিকতর শক্তিশালী করে।

চীনা শ্রমিক-শ্রেণী দ্রুত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সংগ্রামে আগ্রহী বিশলক্ষ শক্তি-শালী অগ্রসর শ্রেণীতে পরিণত হয়। সর্বাপেক্ষা অগ্রসর অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায়, প্রবল সাংগঠনিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণী হওয়ায়, এবং ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর মালিকানা না থাকায়, এই অগ্রসর শ্রেণী সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান গুণগুলি অর্জন করে। সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পর্কিত শ্রমিক শ্রেণীকে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হিসাবে সৃষ্টি করে ও তার সামনে এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। ফ্যাক্টরীগুলিতে যেখানে সংঘবদ্ধভাবে ও পরিকল্পিত উপায়ে

উৎপাদন অব্যাহত ধারায় চলে, এবং যেখানে সব রকম কার্যকলাপ যন্ত্রের দ্বারা সীমিত এবং পারস্পরিক নির্ভরশীল, সেখানে কাজ করতে করতে শ্রমিক শ্রেণী সহজেই সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেখানে যে বেতনভুক-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত এই শ্রমিক শ্রেণী, তাদের নিজস্ব উৎপাদনের উপকরণ নেই, তারা তাদের শ্রম বিক্রী করে মাত্র এবং বেতনের উপরই তারা বেঁচে থাকে। এই ব্যবস্থাই শ্রেণীসমূহের মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণীকেই সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী করে তোলে। এই মৌলিক বিশেষ বিষয়গুলি বিশ্বের তাবৎ শ্রমিক শ্রেণী মেনে নিয়েছে।

সকল দেশের শ্রমিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, চৈনিক শ্রমিক-শ্রেণীর নিজস্ব কতগুলি বিশিষ্ট দিক ছিল।

প্রথমতঃ, চীনা শ্রমিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের ত্রিবিধ নির্যাতন ভোগ করে। ঠিকাদার মারফৎ শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থা[৭], শিক্ষানবিশী ব্যবস্থা[৮], ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে তখনও খুব বেশী পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা প্রকট ছিল। দৈনিক কাজের সময় ছিল অতি দীর্ঘ ঃ অন্ততঃ পক্ষে দশ ঘন্টা, কোন কোন ক্ষেত্রে ষোল ঘন্টা পর্যন্ত চালু থাকত। অতিশয় নিম্ন বেতন পেত—দৈনিক বিশ থেকে ত্রিশ ফেন, একটি শ্রমিক ও তার পরিবার প্রতিপালনের পক্ষে যা নিতান্তই অপ্রতুল। নারী ও শিশু শ্রমিকদের আরও কম বেতন দেওয়া হত, যদিও তাদের সমানভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হ'ত। চীনা ও বিদেশী শ্রমিকদের বেতনের ব্যাপারে বিরাট তারতম্য ছিল, কিছু বিদেশী শ্রমিককে (ইংরেজ) চীনা শ্রমিকের বেতনের সাতগুণ বেশী বেতন দেওয়া হত। ফ্যাক্টরীতে বা খাদে নিরাপত্তার একান্তই অভাব ছিল, কারণ পুঁজিপতিরা যতটা তাদের যন্ত্রাদি সম্পর্কে সজাগ থাকত, মানুষের বেলায় ততটা থাকত না। ফলে, দুর্ঘটনা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার এবং অসংখ্য শ্রমিক পঙ্গু হয়ে থাকত অথবা মারা পড়ত। শ্রমিক নিরাপত্তার ইন্সিয়রেন্স ব্যাপারটি অজ্ঞাত থাকায়, শ্রমিকরা সদাই অভাব, বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু এবং পঙ্গু হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে বিপন্ন বোধ করত। বাক্ স্বাধীনতা, সভা সমিতি ও ধর্মঘট করার স্বাধীনতা থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত ছিল এবং তাদের কোনরূপ গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। এই ত্রিবিধ নির্যাতন ও শোষণের ফলে, চীনা শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী সংগ্রামে, অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় দুর্জয় সংকল্পের অধিকারী ও অতিমাত্রায় যত্নশীল ছিল বিপ্লবী সংগ্রামে।

দ্বিতীয়তঃ, চীনা শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ছিল। এটা ঘটেছে চীনা শ্রম-শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রীকরণের ফলে। ব্যবসার দিক লক্ষ্য রেখে রেলে, খনিতে, জাহাজে, কাপড়ের কলে ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পে শ্রমিকদের জড়ো করা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে, শাংহাই, তিয়েনসিন, সিঙতাও, উহান[৯] ও ক্যাণ্টনের মত বড় বড় শহরগুলিতে শ্রমিকদের কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। সর্বশেষ, শিল্পোদ্যোগগুলির দিক থেকে শ্রমিকরা বেশীর ভাগ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কাজ করে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৫00 জন শ্রমিক কাজে নিযুক্ত। ১৯১৯ সালে পিকিং সরকারের কৃষি ও বাণিজ্য মন্ত্রক কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৩টি প্রদেশে ৫00 শ্রমিক নিয়োজিত ১৪৪টি ফ্যাক্টরী এবং ১000 জনেরও বেশী নিযুক্ত শ্রমিকদের ২৯টি ফ্যাক্টরী ছিল। শ্রমিক-শ্রেণীর কেন্দ্রীকরণ শ্রেণী-সচেতনতা এবং শ্রমিকদের সংগ্রামে

তাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তির প্রকাশে সাহায্য করে। ফলতঃ, চীনা শ্রমিক শ্রেণী প্রচুর লড়াইয়ের ক্ষমতা অর্জন করে। অধিকন্তু, বড় বড় শহরগুলি চীনে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের কেন্দ্র হওয়ায়, শ্রমিকদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট প্রত্যক্ষ আতঙ্কের কারণ হয়।

তৃতীয়তঃ চীনা শ্রমিকদের শিল্প-সংস্থায় সংখ্যা প্রায় বিশলক্ষ হলেও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তাদের স্বাভাবিক মিত্র ছিল, অর্থাৎ এক কোটিরও বেশী হস্তশিল্পী এবং দোকান কর্মচারী এবং লক্ষ লক্ষ খামার শ্রমিক ও দরিদ্র কৃষক। বেশীর ভাগ শ্রমিক দেউলিয়া কৃষকদের পরিবার থেকে আসায়, কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক বন্ধন ছিল। শহর ও গ্রাম্য এলাকায় প্রলেতারিয়েত এবং অর্ধ-প্রলেতারিয়েতদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে শ্রমিক শ্রেণী তার বিপ্লবী সংগ্রামও চালিয়ে যেতে পারে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে শক্ত মৈত্রী স্থাপন করতে পারে।

চীনা শ্রমিক শ্রেণীর উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে কেন অদম্য সংকল্পে ও ব্যাপক অংশ-গ্রহণে শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রাম চালায় এবং প্রচুর কেন্দ্রীভূত লড়াই-ক্ষমতা প্রদর্শন করে চীনা শ্রমিকশ্রেণী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্পর্শে আসামাত্র তার নিজস্ব বিপ্লবী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি—গঠন করা মাত্র এই শ্রেণী পার্টি-নেতৃত্বে চীনা বিপ্লবে প্রধান শ্রেণীতে পরিণত হয়।

১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের বহু পূর্বে চীনা শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল, কিন্তু তখনও তার নিজস্ব রাজনৈতিক দাবী ও সংগ্রামের কর্মসূচী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায়, সে বুর্জোয়াদের নিতান্ত অনুসরণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯০৬ সালে, পিঙসিয়াও (কিয়াংসী প্রদেশে), লিউইয়াঙ্গ এবং লিলিংয়ে (দুটিই হুনান প্রদেশে অবস্থিত) তুঙ্গ মেঙ্গ হুই কর্তৃক সংগঠিত অভ্যুত্থানে আনিউয়ান কয়লাখনি শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে, চুকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ নির্মাণকারী শ্রমিকরা, চিঙ সরকারের "রেলপথ জাতীয়-করণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া আন্দোলনে সাড়া দিয়ে, এক অভ্যুত্থান পরিচালিত করে। তাছাড়া, শ্রমিকরা তাদের জীবনযাপনের অবস্থার উন্নতিকল্পে বহু অর্থনৈতিক সংগ্রাম করে, যেমন দৈনন্দিন চিঠি বিলির টহলের সংখ্যাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৯১৩ সালের পিকিং ডাক-বিভাগের কর্মীদের ধর্মঘট, মূল্যমান-হ্রাসপ্রাপ্ত মুদ্রায় বেতনদানের বিরুদ্ধে হানিয়াঙ অস্ত্রনির্মাণ কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট, চীন ব্যবসায়ী বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানী, এবং বৃটিশ মালিকানাধীন বাটারফিল্ড এবং স্কুইয়ার কোম্পানী, এবং শাংহাইয়ের জার্ডাইন, ম্যানথেসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে, বেতন-বৃদ্ধির দাবীদার শ্রমিকাংশের সমর্থনে, ১৯১৪ সালে শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত শাংহাইতে এবং অন্যান্য জায়গায় বেতনবৃদ্ধির দাবীতে বহু ধর্মঘট সংগঠিত হয়।

বিজয়লাভের জন্য, শ্রমিকরা সবরকমের সম্ভাব্য সংগঠন স্থাপন করে, যেমন বহু গুপ্ত সমিতি—কে লাও হুই (ভ্রাতৃসংঘ), লাও চুন হুই (তাওবাদী সমিতি), এবং অন্যান্য সংগঠন—এবং কারিগরদের গিল্ড ও স্থানীয় গিল্ড। কিন্তু এসব সংস্থা শ্রমিকদের বিজয়ের পথে চালিত করতে পারেনি, কারণ এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিদেশী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দেশী দালালরা ও স্থানীয় দুর্দান্ত প্রকৃতির মস্তানরা।

বিস্ময়কর শক্তি বিকাশের ফলে, চীনা শ্রমিক শ্রেণী দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে ও সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্তবাদী

নির্যাতন ও শোষণের ফলে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের প্রভাবে চীনা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা দ্রুত বেড়ে যায়।

৩। চীন বিপ্লবের উপর অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব।

১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চীনাদের এবং বিশ্বের ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয়। চীনা-বিপ্লবের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও গভীর।

(১) অক্টোবর বিপ্লব চীনা জনগণের মুক্তিসংগ্রামে তাদের আত্ম-বিশ্বাস এনে দেয়। রুশ প্রলেতারিয়েতদের নেতৃত্বে রুশ জনগণের বিজয় অর্জন এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বে তাদের প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে, সোভিয়েত রুশে প্রাক্তন জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তিলাভ, জার্মান-অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি এবং এই দুইদেশে সংঘটিত বিপ্লব থেকে, এবং বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা থেকে, চীনা জনগণের মনে জাতীয় মুক্তির নতুন আশা জাগে। রুশ প্রলেতারিয়েতরা সামাজিক প্রগতির সব বাধা দূর করে দিয়েছিল, যেমন জারতন্ত্র, অভিজাতবর্গ, সমরবাদ ও পুঁজিবাদ বিনষ্ট করা, এবং তারা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য ধ্বংস করার কথা ঘোষণা করেছিল। তাদের জয়লাভ চীনাজনগণের সংগ্রাম-স্পৃহাকে বিরাটভাবে অনুপ্রাণিত করে।

(২) অক্টোবর বিপ্লব পশ্চিমী প্রলেতারিয়েত এবং প্রাচ্যের নির্যাতিত জাতিগণের মধ্যে এক সেতু রচনা করে। এর অর্থ হচ্ছে যে, অক্টোবর বিপ্লবের পর, বিশ্ব বিপ্লবের দুর্গ গড়ে তোলা হয়, এই দুর্গ লেনিনবাদের ঝাণ্ডা উঁচু রেখে সমস্ত জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে দ্বিধাহীনভাবে সাহায্য দিতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন-পুষ্ট হয়ে উপনিবেশগুলিতে বিপ্লব তখন বিশ্ব-প্রলেতারীয় বিপ্লবের অংশীভূত হতে থাকে। লেনিন এবং রুশ জনগণ চীনজনগণকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন এবং চীন বিপ্লবকে অগাধ শক্তিধর হিসাবে বিবেচনা করতেন। চীনা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি গভীর সমবেদনায় এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রলেতারীয় নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে, তারা সংগ্রাম চলাকালীন চীনা জনগণের মুক্তি-আন্দোলনকে সর্বক্ষণ স্থায়ী সমর্থন করে যায়। ১৯১৯ এবং ১৯২০ সালে সোভিয়েত সরকার চীন সম্পর্কিত ব্যাপারে, জারতন্ত্রী রুশ যে সব সুযোগসুবিধা ভোগ করত সে সবের অবলুপ্তি ঘোষণা করে এবং চীন থেকে জারতন্ত্রী পদস্থ কর্মচারীদের বিতাড়ন দাবী করে, দুটি বিবৃতি দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বপ্রথম চীনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা ছেড়ে দেয়। চীনা জনগণ সোৎসাহে সোভিয়েত সরকার প্রদর্শিত আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান মনোভাবকে অভিনন্দিত করে। তরুণ ছাত্র সম্প্রদায় ও সংবাদপত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে অক্টোবর বিপ্লবের প্রচারে সোচ্চার হয়ে ওঠে। সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি বিশ্ব-কুটনীতির ইতিহাসে নবযুগ সূচনা করছে একথা উপলব্ধি করে, চীনা জনগণ "ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার প্রিয় সন্তান" হিসাবে নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানায়, এবং রুশ শ্রমিক, কৃষক ও সেনানীদের "বিশ্বের প্রিয়তম মানবগোষ্ঠি" হিসাবে অভিনন্দিত করে। জাগ্রত চীনা জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী যুদ্ধপ্রিয় সমরনায়কবর্গ ও আমলাদের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য নিজেদের প্রস্তুতি করতে সুরু করে।

(৩) অক্টোবর বিপ্লব চীনা জনগণের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিয়ে আসে, এবং তাদের মুক্তির পথ দেখায়। "অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়-নির্ঘোষ আমাদের মার্কসবাদ-

লেনিনবাদের প্রতি জাগ্রত করে।"[১০] এই বিশ্বজনীন সত্য প্রগতিবাদী চীনা বুদ্ধিজীবিদের স্বদেশের ভবিষ্যৎ বিচার করতে ও প্রলেতারীয় বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তাদের সমস্যা বিচার করতে সাহায্য করে। তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং শ্রমিক-শ্রেণী আন্দোলনের ভিত্তিতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করে। "চীনা বিপ্লবের বাস্তব রূপায়ণের পূর্ণ রূপদান প্রচেষ্টা সুরু হয়ে গেলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিশ্বজনীন সত্য চীনা বিপ্লবকে এক নতুন রূপে রূপ দেয়।"[১১]

অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক আনীত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, চীনাজনগণের মুক্তির পথে অগ্রগমনে চলার পথ আলোকিত করে। সুতরাং চীনা জনগণ লেনিনকে এবং রুশ বলশেভিক পার্টিকে তাদের সর্বাপেক্ষা মহান শিক্ষক ও বন্ধু হিসাবে গণ্য করে। তাদের শিক্ষা থেকেই চীনাজনগণ আদর্শগত শক্তি আহরণ করে।

৪। দেশপ্রেমিক ৪ঠা মে আন্দোলন। ৩রা জুন আন্দোলন এবং সংগ্রামে চীনা শ্রমিক-শ্রেণীর অংশ গ্রহণ। নয়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং তার প্রসার। চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিস্তৃতি।

দেশপ্রেমিক ৪ঠা মে আন্দোলন নূতন বিপ্লবী ঝড়ের প্রারম্ভ ও নূতন স্তরে চীন বিপ্লবের অগ্রগতি সূচনা করে।

প্রকৃতিগতভাবে ১৯১১ সালের বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ও অন্যান্য দুর্বলতার জন্য, এই বিপ্লব চীনা সামন্ততান্ত্রিক শক্তিবর্গ ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের নিকট কিছু ছিদ্র উন্মুক্ত রাখে। সাম্রাজ্যবাদীরা উয়ান শী-কাইকে নতুন শাসক হিসাবে মদত দেয় এবং এই বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীকে তাদের যন্ত্র হিসাবে নিয়োগ করে। তার ক্ষমতা অপব্যবহার করে, উয়ান চিঙ সরকার ও বিপ্লবীদের মধ্যে দুমুখো শয়তানি খেলা খেলে, চিঙ সম্রাটকে সিংহাসন ত্যাগ করতে এবং বিপ্লবীদের নানকিংয়ে আপোষ করতে বাধ্য করে। সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলিভাবে ও গোপনে উয়ানের ষড়যন্ত্র সমর্থন করে এবং চৈনিক প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রধান হিসাবে তাকে তুলে ধরে।

১৯১৬ সালে, রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্ঠা উয়ান শী-কাইয়ের পতন ঘটায়। ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদীরা তখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে এতই বেশী ব্যস্ত ছিল যে তারা চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অসমর্থ হয় এবং সেই সুযোগে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের একান্ত বশংবদ হিসাবে তুয়ান চি-জুই নামক অপর এক উত্তরের সামন্তবাদী যুদ্ধপ্রিয় সমরনায়ককে খাড়া করে। সুতরাং উয়ানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তুয়ান চি-জুই পিকিং সরকারে ক্ষমতায় আসীন হয়।

উয়ান শী-কাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের স্বীকৃত সাধারণ ভৃত্য হিসাবে, ক্ষমতায় আসীন হওয়ার অনতিবিলম্বে, চিঙ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ চুক্তি-সমূহকে কার্যকরী করার দায়িত্ব নিয়েছিল। ১৯১৩ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ষড়শক্তিবর্গের আন্তর্জাতিক সংঘ চীনে বিপ্লবী আন্দোলন দমনকল্পে উয়ান শী-কাইকে এই শর্তে ২ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ মঞ্জুর করে যে চীনের আর্থিক ব্যাপারে তাদের সরাসরি তদারকি করতে দিতে হবে। ১৯১৫ সালে, জাপান উয়ান শী-কাইকে "২১ দফা দাবী" চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে বাধ্য করে,[১২] এবং এভাবে জাপান চীনে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। উয়ানের মৃত্যুর পর জাপ-সমর্থিত তুয়ান চি-জুই সরকার

জাপানের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে সর্বসমেত ৫০০ মিলিয়ন ইয়েন ঋণ গ্রহণ করে। পরিবর্তে চীন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া,[১৩] মঙ্গোলিয়া এবং শাণ্টুং শোষণের অধিকার, চীনা সেনাবাহিনী ও পুলিস বিভাগ নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও তার বে-সামরিক শাসনে হস্তক্ষেপের অধিকার মেনে নেয়।

দালাল তুয়ান চি-জুই সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর জাপ-সমরবাদীদের আক্রমণ কালে সবচেয়ে জঘন্য ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধের ফলে, জাপ-সেনাবাহিনী চীনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় এবং চীনের উত্তরাঞ্চলী প্রদেশসমূহ এবং তার সামরিক যন্ত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়। চীনের সামন্তবাদী যুদ্ধপ্রিয় সমরনায়ক, আমলাবর্গ ও মুৎসুদ্দীদের মধ্য থেকে নতুন দালাল অনুসন্ধান প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পরস্পর প্রতিযোগিতা হয় এবং এই প্রতিযোগিতায় পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, চীনের উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করার মানসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপানকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংঘ সংগঠিত করার এবং ঐ সংঘে নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে প্রধান স্থান করে নেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক প্রস্তাব দেয়। ১৯২০ সালে এই আন্তর্জাতিক সংঘ গঠিত হয়, কিন্তু চারটি দেশের মধ্যে বিরোধহেতু, বিশেষভাবে জাপ-মার্কিন বিরোধের জন্য, কোন চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

জার্মান ও অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯১৯ সালে ১৮ই জানুয়ারী প্যারীতে ভের্সাই শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনের ভাগ নেওয়ার জন্য এবং বিজিত দেশগুলিকে খণ্ড খণ্ড ও উপনিবেশসমূহ পুনর্বণ্টন করার উদ্দেশ্যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সুচতুর পরিচালনায় এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ঐ সম্মেলনে চীনকেও প্রতিনিধি করা হয়। জনমতের চাপে, চীনা প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে চীনে সাম্রাজ্যবাদীরা যেসব সুযোগসুবিধা ভোগ করে আসছিল সেসব সুযোগসুবিধার বিলুপ্তিসাধন, উয়ান শী-কাই ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সম্পাদিত "২১ দফা দাবী" চুক্তি প্রত্যাহার এবং যুদ্ধের সময় জাপান অধিকৃত শাণ্টুং প্রদেশে জার্মান অধিকারভুক্ত বিশেষ সুবিধাগুলি চীনকে প্রত্যর্পণ করার দাবী জানিয়ে একটি আবেদনপত্র উপস্থাপিত করে।

এর পূর্বে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, উড্রো উইলসন, ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে, ঔপনিবেশিক দেশগুলির দাবীকে মর্যাদা দিতে হবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সকলকে সবরকম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এই ভণ্ডামীপূর্ণ ঘোষণার দ্বারা তথাকথিত "চৌদ্দ দফা সম্বলিত শান্তি শর্ত" প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "খোলা দরজা নীতি" ও জাপানের একচেটিয়া অধিকারের নীতির মধ্যে বিরোধ প্রকট হয় এবং এই বিরোধ খোলাখুলিভাবে তখনই প্রকট হয়ে ওঠে, যখন জাপ-প্রতিনিধিদল শাণ্টুংয়ের জার্মান স্বার্থ জাপানের উপর বর্তায় তাদের এই দাবী সম্মেলনে হাজির করে। জাপানের দাবীর প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন থাকায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রতিবিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্ট বজায় রাখতে, জাপানের অযৌক্তিক দাবী সমর্থন করে এবং চীনের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করে,

জাপানের সঙ্গে রফায় আসে। জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে শাণ্টুংয়ে সর্বপ্রকার জার্মান স্বার্থ জাপানের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক অধিকৃত বিশেষ সুবিধার অবলুপ্তি সাধন ও "২১ দফা দাবী" প্রত্যাহারের চীনের দাবীর উপর কোনরূপ আলোচনা করার কষ্ট স্বীকার সম্মেলন করল না। সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটিত করে, একদিকে চীন লুণ্ঠনের জন্য পারস্পরিক খেয়োখেয়ি, অপরদিকে চীনের স্বার্থ বলিদানের ব্যাপারে সম্মিলিত মোর্চার সংরক্ষণ।

চীনের কূটনৈতিক ব্যর্থতা চীনা জনগণের মোহমুক্তি ঘটায়—বিশেষভাবে প্রগতিবাদীদের ও তাদের প্রভাবিত তরুণ ছাত্রদের যারা প্যারী সম্মেলনের উপর আস্থা রেখেছিল। তারা উপলব্ধি করে যে তারা একমাত্র নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করেই তাদের দেশের ভাগ্য নির্ণয় করতে পারে।

১৯১৯ সালে ৪ঠা মে পিকিংয়ের ছাত্ররা এক বিরাট দেশপ্রেমিক সমাবেশ করে, প্রাক্তন রাজপ্রাসাদের সামনের ফটক, তিয়েন অ্যান মেনের ফটকে তিন হাজার ছাত্র জড়ো হয় এবং মিটিংয়ের শেষে তিনজন বিশ্বাসঘাতকদের—যোগাযোগ মন্ত্রী, সাও জু-লিন যিনি উয়ান শী-কাই সরকারের উপ-বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে "২১ দফা দাবী" চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন; মুদ্রা বিভাগের (Currency Bureau) পরিচালক, লু সুঙ-ইয় যিনি "২১ দফা দাবী" চুক্তি স্বাক্ষরের সময় জাপান সংক্রান্ত মন্ত্রকের চীনা মন্ত্রী ছিলেন; এবং তদানীন্তন জাপ-বিষয়ক মন্ত্রী, চ্যাঙ সুঙ্গ-সিয়াঙ্গ, যিনি জাপানের নিকট বহু রেলসংক্রান্ত অধিকার বিক্রি করে দেয়—শাস্তি দাবী করে প্যারেড করে। ছাত্ররা সাও জু-লিনের বাসভবন ধ্বংস করতে থাকলে, সামরিক পুলিসবাহিনী, পুলিস ধ্বংসকাণ্ড থামানোর জন্য অকুস্থলে আসে এবং ঘটনাস্থলেই ৩০ জনের বেশীকে গ্রেপ্তার করে। পিকিং সরকার পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট, সাই উয়ান পেইকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। অবিলম্বে পিকিংয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং রাস্তায় রাস্তায় দেশপ্রেমিকমূলক প্রচার করতে থাকে। ৩রা জুন পিকিং সরকার, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুমে, ৩০০ জনেরও বেশী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং পরের দিন আরও অতিরিক্ত এক হাজার ছাত্র গ্রেপ্তারের জন্য বিরাট সংখ্যক সামরিক পুলিস ও সরকারী পুলিস পাঠায় এবং সর্বপ্রকার দেশপ্রেমিক আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। বিশ্বাসঘাতক সরকারের উদ্ধত নীতির ফলে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

৩রা জুনের পর, দেশপ্রেমিক আন্দোলনের কেন্দ্র পিকিং থেকে শাংহাইতে স্থানান্তরিত হয়, এবং, ছাত্রদের স্থলে, শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের প্রধান শক্তি হিসাবে এগিয়ে আসে। ৫ই জুন পর্যন্ত চীনের বৃহত্তম শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র, শাংহাইয়ে বয়ন-শিল্প, ধাতু শিল্প, পরিবহন এবং সরকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৭০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট চালায়। এই ধর্মঘটে জাপ-মালিকানাধীন কাপড়ের মিলের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ এবং ফরাসী মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকরা যোগদান করায় ধর্মঘটের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র প্রকটিত হয়। পিকিং-মুকদেন রেলপথে তাঙ্গসান এবং পিকিং-হ্যাঙ্ককাও পথে চাওসিঙ্গতিয়েন নামক জায়গায় শ্রমিকরা স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে প্যারেড করে।

চীনের ইতিহাসে শ্রমিক-শ্রেণীর এই ধর্মঘটই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধর্মঘট। ৪ঠা মে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রধান শক্তিশালী সরিক হল শ্রমিকশ্রেণী।

শাংহাই, (চীনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্য শহর) চাঙওসিনতিয়েন ও তাঙ্গসান (এদুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও খনিকেন্দ্র) এবং (শাংহাই-নানাকিং রেলপথ বরাবর) (একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ) ধর্মঘট আন্দোলনের সাহায্যে,ধর্মঘট দ্বারা সামন্তবাদী যুদ্ধলিপ্সু সমরনায়ক সরকারের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ৪ঠা মে আন্দোলনের সাফল্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীর সামনে এগিয়ে আসা। এই বিজয় সাহসী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্যান্য সমস্ত সামাজিক স্তরের মানুষরা জনগণের শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করে।

চীনের বুর্জোয়ারাও এই দেশপ্রেমিক আন্দোলনে যোগদান করে। ৪ঠা মে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর, চীনাদের দ্বারা প্রস্তুত পণ্য দ্রব্যের বাজার বিস্তৃতি লাভ করায়, শাংহাইয়ে বুর্জোয়ারা ছাত্র আন্দোলনের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রভাবে পড়ে, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ একই সঙ্গে ৫ই জুন কাজ কারবার বন্ধ করে দেয় এবং অব্যবহিত পর আশেপাশের শহরগুলিতে ও সমগ্র দেশের বড় বড় শহরের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও একই পথ অনুসরণ করে। শাংহাইয়ের বুর্জোয়াবর্গ আন্দোলনের প্রথম থেকেই তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে। তারা "দাঙ্গা-হাঙ্গামার" বিরোধিতা করে এবং "ভদ্রজনোচিত প্রতিরোধের" সপক্ষে ওকালতি করে অর্থাৎ শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রকার ধর্মঘট আন্দোলন বিধিসম্মতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ও সমরনায়ক সরকারের অনুমোদিত বিধির মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

৪ঠা মে আন্দোলন পিকিং থেকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সামাজিক স্তরের মানুষদের এক বিস্তৃত দেশপ্রেমিক গণ-আন্দোলনে পরিণতিলাভ করে।

সংগ্রামে চীনা জনগণের প্রদর্শিত বিরাট শক্তি প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দিতে এবং বিশ্বাসঘাতক সাও জুলিন, চ্যাঙ্গ সুঙ্গ-সিয়ান ও লু সুঙ্গইয়ুদের, বরখাস্ত করতে বাধ্য করে। এই সমবেত গণশক্তি চীনা প্রতিনিধি দলকে প্যারী সম্মেলনে ভের্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরদানে অসম্মত হতে বাধ্য করে। এভাবে ৪ঠা মে দেশপ্রেমিক আন্দোলন বিরাট জয়লাভ করে।

৪ঠা মে আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘট চৈনিক জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জয়লাভকে ত্বরান্বিত করে। এবং চীনা শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট শক্তি প্রদর্শন করতে সুরু করে। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে কিভাবে সংগ্রামে পরিচালিত করতে হয় তা জানে এমন রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তা তখনই, অনুভূত হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সঙ্গে চীনে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের দ্রুত একাত্মতা হিসাবেই ব্যাখ্যা করা যায় এবং তত্ত্বের সঙ্গে আন্দোলনের এই অভিন্নতার দরুন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার শ্রেণীভিত্তি রচিত হয়।/

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আবির্ভাবের পূর্বে, চীনে পেতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা সোৎসাহে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রচার করে। তারা ছিল গণ-তন্ত্রের সমর্থক এবং রাজতন্ত্র, সামন্তবাদী, সমরনায়কতন্ত্রের বিরোধী। প্রাচীন প্রচলিত বিধি ও দুর্বোধ্য ভাষা প্রয়োগ, কুসংস্কার, অন্ধ আনুগত্য, যুক্তিতর্ক বিরহিত

অন্ধ মতবাদ এবং সামন্তবাদী শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রাচীন নৈতিক বিধির বিপক্ষে তারা বিজ্ঞানকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম অনিবার্যভাবে ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার সাধন করে—যে ভাষা ও সাহিত্য হচ্ছে আদর্শগত অভিব্যক্তির বাহন। ফলতঃ, তারা লেখার প্রাচীন রীতিনীতির বিরুদ্ধে ও মাতৃ-ভাষার সপক্ষে; প্রাচীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে ও নতুন সাহিত্যের ওকালতি তারা করে।

"নিউ ইয়ুথ" এবং "উইকলি রিভিউ" ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রচারে সবচেয়ে প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা। "নিউ ইয়ুথ" পত্রিকার প্রারম্ভকাল ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর এবং ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে "উইকলি রিভিউ" প্রকাশিত হয়। এই দুটি সাময়িক পত্রিকা অবিরামভাবে প্রাচীন সামন্তবাদী ভাবাদর্শ ও মতান্ধতার উপর আক্রমণ চালায়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন লী তা-চাও[১৪], চেন তু-সিউ ও লু সুন[১৫]।

যদিও গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ত ৪ঠা মে আন্দোলনের পূর্বে বুর্জোয়া সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, তথাপি এই আন্দোলন সামন্তবাদী ভাবাদর্শের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আবিভাবের পূর্বে নতুন ভাবধারা প্রচারে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

চীনে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মার্কসবাদকে গ্রহণ করেন তিনি হলেন লী তা-চাও। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে, তিনি অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে প্রচার সুরু করে দেন এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে রুশ বিপ্লবের জয় হচ্ছে বলশেভিকবাদের জয়, কারণ বলশেভিকবাদই প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে পরিচালিত করেছে এবং এই বলশেভিকবাদই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এই ঘোষণা বড় রকমের তাৎপর্য বহন করে।

লী তা-চাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরাজয় এবং সাধারণ মানুষের জয় ও গণতন্ত্রের—সাধারণ মানুষের নয়া গণতন্ত্রের জয় সূচনা করে।

তিনি মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও ইতিহাসের জড়বাদী মতবাদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বললেন, ইতিহাসের জড়বাদী তত্ত্বই চালিকাশক্তি এবং এই তত্ত্ব মানুষকে সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রাম করতে সক্ষম করে তুলবে এবং সফল হতে মানুষকে সংগ্রামী মনোভাব এনে দেবে। লী তা-চাও চীনা শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণকে পূর্ব থেকেই অনুধাবন করেছিলেন। এবং তিনি তাঁর এবং অন্যান্য মার্কসবাদীদের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগের সংকল্প ঘোষণা করেন।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত, 'নিউ ইউথ' মার্কসবাদ অনুশীলনের উপর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে বহু রচনা প্রকাশ করে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে, চীনের বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা জাগ্রত হতে সুরু করে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রসার এক সচেতন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

বুদ্ধিজীবীদের তিন অংশের—কমিউনিস্ট, পেঁতি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়া—সাংস্কৃতিক সম্মিলিত ফ্রণ্টে বিপ্লবী আন্দোলন হিসাবে এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সুরু হয়। সম্মিলিত ফ্রণ্টের মধ্যে প্রলেতারীয় ভাবাদর্শ ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শ পরস্পর শত্রুতামূলক হয়ে দাড়ায়। 'নিউ ইয়ুথ' ও 'উইকলি রিভিউর"

সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক বুর্জোয়াদের বিরক্তি উৎপাদন করে। প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবের ক্রমবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধও তীব্র হয়। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলনের অনতিকাল পরেই, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, হু শী, খোলাখুলিভাবে চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচারের বিরুদ্ধে, 'উইকলি রিভিউ'র জুলাই সংখ্যায় "মতবাদ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কম চিন্তা ও সমস্যার উপর অধিকতর নজর" শীর্ষক এক রচনা প্রকাশ করেন।

'মতবাদ' হচ্ছে একধরনের দৃষ্টিভঙ্গী, সমস্যা সমাধানের তত্ত্ব ও কর্ম প্রণালী, এবং 'ইজ্‌ম' সম্পর্কে অজ্ঞতার অর্থ বাস্তব জগতের নিয়মকানুন সম্পর্কিত অজ্ঞতা, এবং এসব নিয়মকানুন বোধগম্য না হলে কোন ব্যক্তি কোন 'সমস্যার' সমাধান আশা করতে পারে না, একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে লী তা-চাও হু শীর উপর তীব্র প্রতি-আক্রমণ চালান। চীনের সমস্যার মৌলিক সমাধান আবশ্যক। এই মৌলিক সমাধান বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানের আবশ্যকীয় শর্ত। যে 'মত' জনগণকে চীনের মৌলিক সমস্যা অনুধাবন ও সমাধান করতে সক্ষম করবে, সেটি হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং এটিই একমাত্র সঠিক 'মতবাদ' এবং যা চীন বিপ্লবের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে পারে।

সমস্যা এবং 'মতবাদ' সম্পর্কে হু শীর চিন্তাধারা লী খণ্ডন করেন এবং এইটেই বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে প্রলেতারীয় মতাদর্শের সর্বপ্রথম প্রতি-আক্রমণ। হু শী'র যুক্তি খণ্ডন করে লী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে বুর্জোয়া বিকৃতি ও অপবাদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন এবং কেবল ফলাফলের দ্বারা নীতি বিচারকে সমালোচনা করেন, এই ফলাফলের বিচার পদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদী যুগে, বুর্জোয়াদের এক প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন। এবং এক ধরনের বুর্জোয়া সংস্কারবাদ। এভাবে চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিতর্কের পর, হু শী'র প্রতিনিধিত্বে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়ারা আপোষ-মীমাংসা ও আত্ম-সমর্পণের পথে চলতে সুরু করে।

৫। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনকে সংযুক্তকরণ। কমরেড মাও সে-তুঙের গোড়ার দিকের বিপ্লবী কার্যকলাপ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আরও অধিক প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ চালানোর জন্য, চীনা কমিউনিস্টরা ১৯১৮ সালে শাংহাইতে একটি এবং ১৯১৯ সালে পিকিংয়ে একটি মার্কসবাদ অনুশীলন সমিতি স্থাপন করে। এইভাবে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট যুবলীগ একে একে সারা চীনে গঠিত হয়। ১৯২০ সালের মে মাসে শাংহাইতে একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ স্থাপিত হয়, সেপ্টেম্বর মাসে পিকিংয়ে আর একটি এবং ঐ বছরের শেষে ক্যাণ্টনে অপর একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ স্থাপিত হয়। তিনটি শহরই সে সময় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বেশ উন্নত হয়েছিল। পরে হুনান, হুপে এবং শাণ্টুঙ প্রদেশে আরো কমিউনিস্ট গ্রুপ সংগঠিত হয় এবং টোকিও ও প্যারীতেও চীনা ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে ওঠে।

মার্কসবাদী অনুশীলন সমিতি ও কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির নেতৃত্বে দেশব্যাপী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। নিউ ইউথ প্রেস সুপরিকল্পিতভাবে মার্কস-এঙ্গেলস প্রণীত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, এবং এঙ্গেলসের সমাজতন্ত্র: কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কমিউনিস্ট ক্লাসিকসমূহকে চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে সুরু করে।

ঐ প্রেস থেকেই 'শ্রেণী সংগ্রাম' এবং সমাজতন্ত্রের ইতিহাস প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের উপর পুস্তক প্রকাশিত হয়। "নিউ ইউথ" কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের ১লা মে, মে দিবস বিশেষ সংখ্যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের উপর, শাংহাইতে হাউশেঙ সুতাকলের হুনান নারী শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য, এবং চীনের বিভিন্ন অংশে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান রিপোর্ট প্রভৃতির উপর বিভিন্ন রচনা থাকে। ঐ সাময়িকপত্রে পর পর কয়েকটি সংখ্যায় "রুশদেশ বিষয়ে অনুশীলন" এই শিরোনামা দিয়া ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। শাংহাইয়ে কমিউনিস্ট গ্রুপ স্থাপনের পর, "নিউ ইয়ুথ" সরকারীভাবে ঐ গ্রুপের মুখপাত্রে পরিণত হয়। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে, শাংহাইয়ে কমিউনিস্ট গ্রুপ 'কমিউনিস্ট পার্টি" নাম দিয়ে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করে এবং ঐ মাসিকপত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

চীনা কমিউনিস্টরাও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারমূলক ও সংগঠনমূলক কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

পিকিং কমিউনিস্ট গ্রুপ পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলকে কেন্দ্র করে নিজেদের উদ্যোগে শ্রমিকদের নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে এবং শ্রমিকদের জন্য সহজ বোধ্য, সংক্ষিপ্ত সংবাদপত্র, "শ্রমিকের কণ্ঠস্বর" প্রকাশ করে। ১৯২০ সালের ১লা মে চাঙঘসিনতিয়েনের শ্রমিকরা মিছিল বার করে এবং একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং উত্তরকালে "শ্রমিকদের সঙ্ঘ" এই নামে তা গঠিত হয়। চাঙঘসিনতিয়েনের তৎপরতার ফলশ্রুতিতে উত্তর চীনের অন্যান্য অংশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার ঘটে।

শাংহাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপ আদি কাজকর্ম হিসাবে সিয়াওশাতুকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরতলিতে শ্রমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করে এবং শ্রমিকদের সহজবোধ্য পত্রিকা, "শ্রমজগত" প্রকাশ করে। শ্রমিকদের এই সংবাদপত্রের পাঠক রেখে এই সংবাদপত্র সহজ, সুস্পষ্ট ও উদ্দীপনাময় ভাষায় বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করে। এই সংক্ষিপ্ত সাময়িকী সমাজতন্ত্র ও মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করে। কমিউনিস্টরা শ্রমিক সাধারণের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালোনোর জন্য যায়। সর্বপ্রথম, "শ্রম জগতে"র বিশেষ স্তম্ভে নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে এবং এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে, এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শাংহাইয়ের কমিউনিস্ট গ্রুপের নেতৃত্বে যন্ত্রপাতি নির্মাতাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। এটা ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সমন্বয় সাধনের ফসল। পরবর্তীকালে মুদ্রাকর ও বয়ন-শিল্পের-শ্রমিকদের-ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত হয়।

চাঙঘসিনতিয়েন এবং সিয়াওশাতু কে ভিত্তি করে চীনা কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সুরু করে। তারপর ক্যাণ্টন কমিউনিস্ট গ্রুপ শ্রমিকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে এবং "শ্রমিকের প্রতিধ্বনি" নাম দিয়ে একটি সহজবোধ্য পত্রিকা প্রকাশ করে। হুনান ও অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার ও সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাতে থাকে।

এইসব কার্যাবলী চীনা শ্রমিক-শ্রেণীকে জাগ্রত ও শক্তিশালী করে, এভাবে আদর্শ-

গত ও সংগঠনগত বনিয়াদ তৈরী হয় এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উপযোগী ক্যাডারদের লালন করে।

এই সময়ে কমরেড মাও সে-তুঙ হুনানে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাচ্ছিলেন। ১৯১৭ সালে হুনানের প্রথম প্রাদেশিক নর্ম্যাল ইস্কুলে পড়ার সময়ই, নতুন সংস্কৃতি প্রচার কল্পে "নয়া গণ-অনুশীলন সমিতি" নাম দিয়ে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। পরবর্তী বছরে তিনি পিকিং যান এবং পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজে নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক তত্ত্বে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ তাঁকে সত্বর মার্কসবাদ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এভাবেই এই তরুণ বুদ্ধিজীবীর মনে কমিউনিজমের মৌলিক নীতি সঞ্চারিত হয়।

১৯১৯ সালে মাও সে-তুঙ হুনানে ফিরে আসেন। ৪ঠা মে আন্দোলন সুরু হলে তিনি প্রাদেশিক রাজধানী, চাংসায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদও সমর-প্রভুত্বের বিরোধিতা করে এবং গণতন্ত্র ও নয়া সংস্কৃতি সমর্থন করে, মাও "সিয়াঙচিয়াঙ রিভিউ" নামে এক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্রিকার প্রভাব দক্ষিণ চীনের সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সময়ে, হুনান থেকে সমর-প্রভুদের বিতাড়ন-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি হুনানের ছাত্রদের ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটান।

১৯২০ সালে মাও সে-তুঙ 'মার্কসবাদ অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন এবং হুনানে "সমাজতান্ত্রিক যুব লীগ" নামে এক সংস্থা স্থাপন করেন। এই সমিতি তাঁর নেতৃত্বে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকদের ঐক্য স্থাপন করেন।

তাঁর নেতৃত্বের গুণে, এক সুদৃঢ় আদর্শগত ও সংগঠনগত ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং হুনানে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা স্থাপন কল্পে ক্যাডারদের শিক্ষিত করে তোলা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা : চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রসার (জুলাই ১৯২১—ডিসেম্বর ১৯২৩)

১। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা। ওয়াশিংটন সম্মেলন ও চীন-বিভাজনের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে চুক্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর লাভ করে। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, যখন যুধ্যমান দেশগুলি রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করে এবং অন্যান্য শক্তিবর্গের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের ও অন্যান্য যুধ্যমান দেশের জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজনে বিরাট এক বাজার সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-প্রসারের পথ প্রস্তুত করে। যখন ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক ক্ষমতার এবং জনবলের দিক থেকে প্রচণ্ড রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই

কেবলমাত্র যুদ্ধজনিত দুর্দশা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায়। বস্তুতঃ, সে যুদ্ধ থেকে বিরাট মুনাফা অর্জন করে যদিও ঐ যুদ্ধের দরুন অন্যান্য দেশসমূহের সম্পদ বিনষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সপক্ষে এটি খুব গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদান।

ফলতঃ, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আপেক্ষিক শক্তিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। ১৯১৩ সালে পুঁজিবাদী বিশ্বের সমগ্র ইস্পাত উৎপাদনের ৪০ শতাংশ একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত হয় এবং এই ঊর্ধ্বগতি রেখা অব্যাহত থাকে এবং তা ১৯২৯ সালে ৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পের দিক থেকে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয় এবং পুঁজিবাদী দুনিয়া, নেতৃত্বের স্থান দখল করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, যুদ্ধোত্তর কালে সম্প্রসারণের পিছনে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই ছিল এর কারণ, তাই স্বভাবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম প্রধান ঔপনিবেশিক বাজার চীনকে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে প্রাচ্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের প্রধান দ্বন্দ্ব হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে। প্যারী সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনে জাপানের একচেটিয়া অবস্থান দুর্বল করার পরিবর্তে, চীনে জাপানের বিশেষ অধিকার ও স্বার্থকে স্বীকার করে নেয়। তাতে দুটি দেশের দ্বন্দ্ব কমার পরিবর্তে আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ বাজারে জাপানের অনধিকার প্রবেশ হেতু, যুদ্ধোত্তর কালে, বৃটেনের প্রসার ব্যাহত হওয়ার ফলে বৃটেন ও জাপানের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে।

চীনকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করে তুলে। এভাবে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এবং অপরদিকে জাপানের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হয়ে যায়।

অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতার মধ্যে এই সংগ্রাম প্রধানত প্রতিফলিত হয়। এই তিন শক্তি তাদের নৌ-শক্তি সম্প্রসারণ করে, বিশেষভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে তাদের নৌ-বহর নয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে বৃদ্ধি পেতে সুরু করে।

চীনে সমর-প্রভুদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে এই সংগ্রাম প্রতিফলিত হয়। আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য নিজেদের অবস্থিতি সম্প্রসারণ ও সংহত করতে একদিকে যেমন প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীনা সমর-প্রভুদের মধ্য থেকে তার বিশ্বস্ত তাঁবেদার অনুসন্ধান করতে থাকে, অপরদিকে তেমনি যুদ্ধবাদী চীনা সমর-প্রভুরাও তাদের প্রভাবাধীন এলাকা বজায় রাখতে ও সম্প্রসারণ করিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল হতে চায়। এভাবে, উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভুদের একটি দল—য়ু পেই-ফু এবং সাও কুনের নেতৃত্বে চিহ্লী চক্র—বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের হাতের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়, অপরদিকে আর দুটি চক্র—তুয়ান চি-জুইয়ের নেতৃত্বে আনহোয়েই চক্র এবং চ্যাও সো-লিনের নেতৃত্বে ফেঙতিয়েন চক্র—জাপানের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন চক্রের এ সব যুদ্ধবাদী সমর-প্রভুরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ১৯২০ সালের জুলাইয়ে চিহ্লী-আনহোয়েই যুদ্ধ, ১৯২২ সালের এপ্রিলে চিহ্লী-ফেঙতিয়েন যুদ্ধ এবং ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় চিহ্লী-ফেঙতিয়েন যুদ্ধ চীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং জাপানের মধ্যে সংগ্রামের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়; বিভিন্ন সমর-প্রভু চক্রের জয় বা পরাজয় এই তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সুযোগ-সুবিধা এবং স্বার্থের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণই সূচিত করে।

সুদূর প্রাচ্যে জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি করা বা জাপ-প্রভাব কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলন আহ্বান করে এবং এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী, চীন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও বেলজিয়াম অংশগ্রহণ করে। সমরোপকরণের ব্যাপারে ওয়াশিংটন সম্মেলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাপানের রণতরীর কত টন বহন ক্ষমতা হবে তা আনুপাতিক হিসাবে ৫ ঃ৫ ঃ৩ ঠিক করা হয়। এক নয় শক্তি চুক্তি সাধিত হয় এবং এই চুক্তিতে চীন সমস্যা সম্পর্কিত ব্যাপারে কুখ্যাত "খোলা দরজা" কর্মপন্থা পুনরায় ঘোষণা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কর্তৃক চীনে জাপানের বিশেষ অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতিতেই এই চুক্তি সম্ভব হয়। এই ভাবে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয়। জাপান কর্তৃক এককভাবে চীন শাসনের বদলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক পুরানো কায়দায় চীনে যৌথ আধিপত্য স্বীকৃত হয় এবং চীনে একচেটিয়া মার্কিন প্রভুত্বের পথ পরিষ্কার হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলন হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীন-বিভাজনের সম্মেলন।

ওয়াশিংটন সম্মেলন চলাকালীন সময়ে, চীনা কমিউনিস্ট কর্তৃক প্রচারিত নিউ ইয়ুথ, কমিউনিস্ট পার্টি, ভ্যানগার্ড প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রকাশিত মন্তব্যে চীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়, সম্মেলনের লুণ্ঠন-বিভাজন প্রকৃতি এবং জাপান, বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীন-বিভাজনের বিপদ সর্বসমক্ষে তুলে ধরে এবং উক্ত মন্তব্যসমূহে এটাও উল্লিখিত হয় যে চীনা জনগণের সামনে রাজনৈতিক কর্তব্য হল সাম্রাজ্যবাদীদের ও সমর-প্রভুদের নিয়ন্ত্রিত সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

২। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির সাংগঠনিক নীতি গ্রহণ। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির কর্মসূচী প্রণয়ন ও পথ নির্দেশক লাইন রচনা।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সহায়তায়, শাংহাইতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপ কর্তৃক নির্বাচিত ১২ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন মাও সে-তুঙ, তুঙ পি-য়ু, চেন তান-চিউ এবং হো শু-হেঙ। সর্বসমেত তারা ৫৭ জন কমিউনিস্ট সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান গৃহীত হয় এবং পার্টির প্রধান নেতৃস্থানীয় সংস্থা নির্বাচিত হয়। অনুষ্ঠানিক-ভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

রুশ বলশেভিক পার্টির ধরনে এক নতুন বিপ্লবী পার্টি হিসাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের পার্টি হল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানে সুসজ্জিত শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রগামী অংশ ও শ্রেণী-সচেতন বাহিনী। এই পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত বাহিনী এবং পার্টি-সদস্যরা সংকল্পে, কার্য ও নিয়মানুবর্তিতায় ঐক্যবদ্ধ। এই পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনসমূহের সর্বোচ্চ রূপ এবং এর লক্ষ্য হল অন্যান্য সমস্ত শ্রমিক-সংগঠনসমূহ পরিচালিত করা।

এ ধরনের পার্টি গঠনের মৌলিক শর্ত হল পার্টি-সদস্যদের কঠোর মান বজায় রাখতে হবে, পার্টি-সভ্যদের উচ্চ স্তরে উন্নীত করতে হবে এবং পার্টির মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণীর এবং সাধারণভাবে মেহনতি মানুষের সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বিপ্লবী কর্মীদের টেনে আনতে হবে।

শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ বাহিনীতে পরিণত হলে, পার্টিকে বিপ্লবী তত্ত্বে সজ্জিত হতে হবে, সমাজ ও বিপ্লবের বিকাশ যে সব নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পার্টির অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শগত ঐক্যের উপর জোর দিতে হবে এবং শ্রেণী-সংগ্রামের বিভিন্ন অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং পার্টিকে পার্টি সভ্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে।

উপরিউক্ত নীতিতে পার্টিগঠনের বিভিন্ন কারণ ছিল। প্রথমতঃ, অক্টোবর সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পর জন্মলাভ করায়, পার্টি রুশ বলশেভিক পার্টির আদর্শে নিজেকে সংগঠিত করতে এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নিকট থেকে সাহায্য ও নির্দেশ লাভ করতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইয়োরোপীয় দেশগুলির মত, পুঁজিবাদের যে "শান্তিপূর্ণ" বিকাশের স্তরে শ্রমিক শ্রেণী শান্তিপূর্ণ ভাবে সংসদীয় সংগ্রাম করতে পারে, সে ধরনের "শান্তিপূর্ণ" বিকাশের স্তর চীনে ছিল না, অথবা চীনে শ্রমিকদের মধ্যে কোন অভিজাত শ্রমিক গড়ে ওঠেনি ; তার অর্থ হচ্ছে যে সংস্কারবাদের সামাজিক ভিত্তি চীনে বর্তমান ছিল না। এভাবে গোড়া থেকেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কোনরূপ সামাজিক সংস্কারবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে রুশ বলশেভিক পার্টির খাঁটি ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নেয়। পার্টি উদ্ভবের এইটেই হচ্ছে সব থেকে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য হচ্ছে যে পার্টির সঠিক সাংগঠনিক নীতিগুলির ভিত্তি এই কংগ্রেস রচনা করেছে।

কিন্তু আধা-ঔপনিবেশিক চীনে পেতি-বুর্জোয়া জনসংখ্যার আধিক্য হেতু, পার্টি সভ্যের বৃহদংশ শহুরে পেতি বুর্জোয়া বা কৃষকসম্প্রদায় থেকে এসেছে। সুতরাং এটা অনিবার্য যে এ সব পার্টি-সভ্য পার্টির মধ্যে কমবেশী পরিমাণে পেতি-বুর্জোয়া ভাবধারা নিয়ে এসেছে এবং এসব পেতি-বুর্জোয়া ভাবধারাই "বাম" এবং "দক্ষিণ"পন্থী সুবিধাবাদের সামাজিক ভিত্তির কারণ। তাই, সব রকমের অ-প্রলেতারীয় ভাবধারাকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে পুনর্গঠন করা এবং সমগ্র পার্টির সাধারণ আদর্শগত স্তর উন্নীত করা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেস দুটি ভ্রান্ত মতের বিরোধিতা করে। একটি হল "বৈধ মার্কসবাদী" দক্ষিণপন্থী তত্ত্ব, এর উদ্দেশ্য ছিল পার্টিকে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে তৈরী করা যেখানে বুদ্ধিজীবীরা এসে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করবে। এই "বৈধ মার্কসবাদীদের" মত হল যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য শক্ত সংগঠন স্থাপন করার পরিবর্তে, চীনে মার্কসবাদীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে কেবলমাত্র প্রচারমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সংসদীয় গণ-তান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। অন্যটি হল "বাম" হটকারী ভাবাদর্শ-এদের মতে পার্টির আশু লক্ষ্য হল প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, এবং এই "বাম" ভাবাদর্শের পথিকরা

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পার্টির অংশগ্রহণে বিরোধিতা করে, বৈধ কার্যকলাপের বিপক্ষে এবং পার্টির মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করার সপক্ষে মত দেয়।

চেন তু-সিউ এই কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। চীনে মার্কসবাদ প্রবর্তনের পূর্বে চেন ছিলেন সংস্কারপন্থী গণতন্ত্রী, পরে তিনি হলেন প্রভাবশালী সমাজতান্ত্রিক প্রচারক এবং কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোগী। প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে, তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বপদে নির্বাচিত হন। যাহোক, তিনি সাচ্চা মার্কসবাদী ছিলেন না। যদিও তিনি চীনে মার্কসীয় দর্শন প্রচার করেছিলেন, তথাপি মানসিক গঠনের দিক থেকে তাঁর মধ্যে বেশ বেশী পরিমাণে বুর্জোয়া ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনি বলতেন যে মার্কসীয় দর্শন এবং বাস্তববাদী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দর্শন হচ্ছে "আধুনিক যুগে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা" এবং সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুই দর্শনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে মার্কসবাদ সামাজিক গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র কিন্তু তাদের সারমর্ম গ্রহণে অক্ষম, এবং, এই মনোভাব তাঁকে অজ্ঞেয়বাদের (অ্যাগ্নেস্টিজম্) জলাভূমিতে নামিয়ে দেয়। একথা সত্য যে তিনি চীনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার করেছিলেন কিন্তু চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাঁর মতে কি ভাবে আরম্ভ হবে? প্রথমে তিনি মনে করতেন যে চীনের অবিলম্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু করা উচিত এবং এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি চীন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরসমূহকে গুলিয়ে ফেলেছিলেন। পরে তাঁর মত পরিবর্তন হয় এবং সেই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি বিবেচনা করলেন যে চীন বিপ্লবকে অবশ্যই দুটি স্তর অতিক্রম করতে হবে: বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং প্রলেতারিয়েতদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

তাঁর এই ভ্রান্ত মতাদর্শ থেকে ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবের যুগে ভ্রান্ত পার্টি নীতি পরিণতি লাভ করে। চীনা বিপ্লবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের সমন্বয়সাধন করার সম্যক ও অখণ্ড জ্ঞান চেন তু-সিউয়ের উপলব্ধির সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ নতুন ধরনের পার্টি গঠনের সমস্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন।

প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের পর, কমরেড মাও সে-তুঙকে হুনান প্রদেশের পার্টি সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করার জন্য হুনানে ফেরৎ পাঠানো হয়। কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে, তিনি সেই সময়কার বিপ্লবী সংগঠনগুলি ও সোশিয়ালিস্ট ইয়ুথ লীগের অন্তর্ভুক্ত উন্নতমানের উপাদানই শুধু পার্টির মধ্যে এনেছিলেন তাই নয়, তিনি শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রণী শ্রমিকদেরও পার্টিতে নিয়ে আসেন।

কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির আদর্শগত কাজে খুব মনোযোগ দিতেন। ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে, পার্টি সভ্যদের ও ইয়ুথ (যুব) লীগের সভ্যদের আদর্শগত ও রাজনীতিগত মনোন্নয়নের জন্য এবং তাদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব আয়ত্তের জন্য, এবং জনসাধারণের মধ্যে কমিউনিস্ট শিক্ষা প্রচারের জন্য, তিনি দুটি মাসিকপত্র 'সেল্ফ স্টাডি ইউনিভার্সিটি' ও "নিউ টাইম্স" বার করেন।

"সেল্ফ স্টাডি ইউনিভার্সিটির" প্রভাব সুদূর পিকিং, শাংহাই, ও অন্যান্য স্থানে পেঁছায়। দেশের বহু প্রগতিশীল সংবাদপত্র এই পত্রিকাটির প্রশংসা করে।

পার্টির প্রতিষ্ঠার পর চীনা বিপ্লব মূলগতভাবে নতুন চেহারায় দেখা দেয়।

লেনিনের নির্দেশনায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোতে সুদূর প্রাচ্যে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় বিপ্লবী সংস্থাগুলির প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠায়।

কংগ্রেস ওয়াশিংটন সম্মেলনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদকে চীনের এবং প্রাচ্যের অপরাপর শোষিত জাতিসমূহের বৃহত্তম শত্রু বলে উল্লেখ করে। কংগ্রেস প্রাচ্যের শোষিত জাতিসমূহ এবং প্রতীচ্যের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। সুতরাং, চীনা জনগণের এবং প্রাচ্যদেশের অন্যান্য জাতিসমূহের কাজ হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে, রুশ প্রলেতারিয়েত ও পশ্চিমী দেশের প্রলেতারিয়েতদের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিকট এই কংগ্রেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় বলা হয়েছিল যে পার্টির চরম লক্ষ্য হচ্ছে চীনে কমিউনিস্ট মতাদর্শে সমাজ গঠন করা, কিন্তু কোন্ পথে সেই লক্ষ্যে পেঁছান যাবে তা পরিষ্কার ছিল না। লেনিনবাদী আদর্শ অনুসারে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে সমাজতান্ত্রিক এবং তারপর কমিউনিস্ট সমাজগঠনের ব্যাপারে আশু করণীয় কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবকে পরিচালনা করা।

মস্কো কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এই কংগ্রেসে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বিপ্লব সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পার্টির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়।

১৯২২ সালের জুলাই মাসে শাংহাইতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ১২৩ জন পার্টি সভ্যের ১২ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রয়োগের সাহায্যে, কংগ্রেস সঠিকভাবে চীন বিপ্লবের কর্মসূচী সংক্রান্ত সমস্যাবলীকে আলোচনা করে। এই কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ম্যানিফেস্টোতে চীনা বিপ্লব সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে পার্টির পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত তুলে ধরা হয়।

ম্যানিফেস্টো তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে ঔপনিবেশিক বাজারের উপর পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নির্ভরশীলতার কথা বলা হয় এবং আরও বলা হয় যে, ৮০ বছর ব্যাপী বৈদেশিক আগ্রাসন ভোগ করার পর, চীন তাদের বৃহত্তম সাধারণ উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। প্যারী সম্মেলন এবং ওয়াশিংটন সম্মেলনের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি, বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক "যুক্ত আগ্রাসনের" ফলে, ওয়াশিংটন সম্মেলনের পর চীনে সৃষ্ট, নূতন অবস্থার বিশ্লেষণ এই ম্যানিফেস্টোতে করা হয়। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে দুটি পরস্পর-বিরোধী শিবিরের অস্তিত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়ঃ প্রতি-বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদী শিবির, যার উদ্দেশ্য হল যুক্তভাবে প্রলেতারিয়েতদের ও শোষিত জাতিদের লুণ্ঠন করা এবং জাতীয় বিপ্লব এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী শিবির। এই বিপ্লবী শিবির সাম্রাজ্যবাদকে কবরে পাঠাতে কৃতসংকল্প।

চীনা সমাজ এবং চীন বিপ্লব ও তার চালিকাশক্তির প্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বিতীয় অংশে করা হয়। চীনা সমাজ একটি ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং চীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব অথবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্মুখীন। বিপ্লবের চালিকাশক্তিসমূহ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায় ও পেতি-বুর্জোয়ারা। জাতীয় বুর্জোয়ারাও বিপ্লবের শক্তি।

কংগ্রেসে প্রধান প্রশ্ন হিসাবে আলোচিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পার্টি কর্মসূচীর কথা তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে। ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করা হয় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হলো চীনা প্রলেতারিয়েতদের রাজনৈতিক পার্টি এই রাজনৈতিক পার্টির উদ্দেশ্য হল প্রলেতারিয়েতদের সংগঠিত করে, শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে, শ্রমিক এবং কৃষকদের রাজনৈতিক একনায়কত্ব কায়েম করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পদ্ধতির উচ্ছেদ করা এবং ক্রমশঃ কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণ ঘটানো।„ একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজ এই দেশে গঠন করে চীনা জনগণ পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করতে পারে এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই পার্টির এই সর্বোচ্চ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ম্যানিফেস্টো একথাও উল্লেখ করে যে তৎকালীন ঐতিহাসিক অবস্থায় চীনের গণবিপ্লবের করণীয় মৌলিক কাজ হল : (১) গৃহ-বিপ্লব দূর করা, সমর-প্রভুদের উৎখাত করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, (২) আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের জোয়ালকে উৎখাত করা এবং চীনা জনগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা এবং (৩) চীনকে যথার্থ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। এই গুলিই ছিল পার্টির সর্বনিম্ন কর্মসূচী। এভাবে পার্টি কর্তৃক চীনা জনগণের সামনে প্রকৃত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচী তুলে ধরা হয়।

"সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" "সামন্তবাদী সমর-প্রভুরা নিপাত যাক!" "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন কর!" —এ গুলিই ছিল চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান রণধ্বনি। আহিফেন যুদ্ধ থেকে সুরু এই বিপ্লব ইতিমধ্যে বহু সংগ্রামকণ্টকিত পথ অতিক্রম করেছে কিন্তু ৪ঠা মে আন্দোলন পর্যন্ত কোন নেতাই পরিষ্কার ভাবে ধারণা করতে পারেন নি যে বিপ্লবের মৌলিক কাজ হল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করা। পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বপ্রথম এই রণধ্বনিকে (স্লোগান) পার্টির মৌল রাজনৈতিক লাইন এবং চীনা জনগণের মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচী বলে ব্যক্ত করা হয়। বিপ্লবকে জয়ের পথে পরিচালন করতে সক্ষম পার্টি এভাবে নিজেকে চীন বিপ্লবের বিচক্ষণ নেতা হিসাবে প্রমাণ করে।

এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচী যেহেতু যে কোন বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী কর্মসূচী থেকে মূলগতভাবে পৃথক সেহেতু স্বভাবতঃই এই কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা আসে বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের নিকট থেকে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যখন সর্বপ্রথম চীনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার শ্লোগান তোলে, তখন হু শী অবিলম্বে বললেন : "এ ধরনের মন্তব্য একান্তই অহেতুক, অজানা দেশের বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পর্কে গ্রাম্যলোকের কথাবার্তার মতই এটা শোনাচ্ছে।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সব সাম্রাজ্যবাদী দেশ চীনকে "শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ" চীন হিসাবে দেখতে চায়, ওয়াশিংটন সম্মেলন প্রকৃতপক্ষে "চীনকে সাহায্যদানের" মার্কিন অভিব্যক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত নতুন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সভার অর্থ কোন "অনিষ্টকর ব্যাপার" নয়, চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ বিনিয়োগ "সবটাই

মঙ্গলকর," এ ধরনের বক্তব্যসমূহ সপ্রমাণ করে, হু শী তার বিশেষ ধরনের যুক্তিসহ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করলেন। তিনি এমনকি চীনের জনগণকে তার হাতসাফাই কৌশলে প্রতারিত করতে এমনও বললেন যে "এখন বৈদেশিক আক্রমণ থেকে চীনের বেশী বিপদ নেই"; সুতরাং "বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ বলে বলা যায় এমন কিছু উল্লেখ করার ব্যাপারে" তিনি সংবাদপত্রের নিকট আপত্তি জানালেন। সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বস্ত ভৃত্য তার মুখোশ খুলে ফেললেন যখন তিনি দাবী জানালেন যে গণতন্ত্রের জন্য চীনের সংগ্রাম এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন।

পার্লিয়ামেণ্ট, প্রেসিডেণ্ট, সংবিধান, "ভদ্রলোকদের সরকার," "স্বয়ংশাসিত প্রদেশ সমূহের কনফেডারেশন প্রভৃতি বাক্য বিন্যাসের দ্বারা বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা গণতন্ত্র অর্জন করার পথ খোঁজে। তারা সমর-প্রভু সরকারের ছত্রচ্ছায়ায় বুর্জোয়া পার্লিয়ামেণ্টেরী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর বলে মনে করে। উত্তর চীন ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে শান্তি-আলোচনা চালানোর জন্য, পার্লিয়ামেণ্ট পুনঃ সংস্থাপন ও সংবিধান রচনা করার জন্য তারা পিকিং কেন্দ্রীয় সরকারে সংস্কারপন্থী মন্ত্রিসভার (ক্যাবিনেট) ("ভদ্রলোকদের সরকারের" সমার্থক বলে তারা ক্যাবিনেট ব্যবস্থাকে বিবেচনা করে) প্রস্তাব করে। স্থানীয় সরকার সম্পর্কে তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রস্তাব করে, কারণ তারা মনে করে যে "এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা" (Unitary government) চীনের পক্ষে উপযোগী নয়। তারা বলে, সর্বোত্তম পথ হচ্ছে স্থানীয় সংসদের ক্ষমতা বিস্তার, যে ব্যবস্থায় সমর-প্রভুদের "নিয়ন্ত্রণাধীনে" রাখার মত অবস্থা হবে।

এই পরিকল্পনা নিয়ে বুর্জোয়া সংস্কাবাদীরা যুদ্ধবাদী সমর-প্রভুদের নিকট থেকে কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে। এমন কি তাদের অভিলাষ হয় যে জমিদার, আমলা ও সমর-প্রভুরা বুর্জোয়াদের দলে ভিড়ে যায়। বস্তুতঃ এ ধরনের পরিকল্পনা, যাতে সামন্ততন্ত্রী সমর-প্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন অবিকৃত থাকে, এ কখনও কোনদিকে পথ দেখাতে পারে না। তথাকথিত পার্লিয়ামেণ্ট, প্রেসিডেণ্ট, সংবিধান, ভদ্রলোকদের সরকার ইত্যাদি, কেন্দ্রীয় যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের হাতে সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় সমর-প্রভুদের মধ্যে কলহ ও বিরোধের ছুতা হয়ে দাঁড়ায়। সম্প্রসারণকামী সে সব সমর-প্রভুরা ক্ষমতাবলে চীনের ঐক্যসাধন অথবা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করে, এবং স্ব স্ব প্রদেশ নিয়ন্ত্রণকারী সমর-প্রভুরা স্বয়ং-শাসিত প্রদেশসমূহের এক শিথিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Confederation) অনুমোদন করে। সুতরাং সমর-প্রভু শাসিত ব্যবস্থায়, কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় সরকারের পক্ষে সমর-প্রভুদের একনায়কত্ব থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

কুয়োমিণ্টাংয়ের গণতান্ত্রিক অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে না দেখার দরুন তাদের ধারাবাহিক বিপ্লবী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—এ কথা উল্লেখ করে, চীনা কমিউনিস্টরা এভাবে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের বিভিন্ন ভ্রান্তির সমালোচনা করে। কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্ত-ফ্রণ্ট গঠন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করতে সকল গণতন্ত্রীদের আহ্বান জানায়।

প্রথম জাতীয় কংগ্রেস পার্টির সাংগঠনিক নীতির যেমন ভিত্তি স্থাপন করেছে, তেমনি দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও কর্মপন্থার ভিত্তি স্থাপন

করে। তা সত্ত্বেও, দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও বহু দুর্বলতা ছিল—বিশেষ ভাবে প্রলেতারীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে। যদিও কংগ্রেসে উল্লেখ করা হয় যে প্রলেতারিয়েতরা পরিণামে বিপ্লবের নেতৃত্বকারী শ্রেণী হয়ে দাঁড়াবে, তথাপি আশু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারীয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে পার্টি এটাই তুলে ধরে যে পার্টির করণীয় কাজ হল কেবল "গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের সাহায্যে শ্রমিকদের পরিচালনা করা।" এই বক্তব্য প্রলেতারিয়েত-দের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতার ভূমিকা থেকে বুর্জোয়াদের সাহায্যকারীর ভূমিকায় নামিয়ে আনে। পার্টি কর্তৃক শ্রমিক-কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী সামনে নিয়ে না আসার সঙ্গে এই বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, যেহেতু গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের পরই শ্রমিক ও কৃষকদের "কিছু অধিকারের" কথাই পার্টি বিবেচনা করেছে। পার্টি এ তথ্য লক্ষ্য করে না যে শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত এবং শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সম্ভবও বটে, শুধু তাই নয়, চীনে সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের পথে একমাত্র রাস্তা এবং মধ্যবর্তী সময়ে বুর্জোয়া একনায়কত্ব কায়েম করার কোন প্রয়োজন নেই। এই সব দুর্বলতা চেন তু-সিউ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চক্র কর্তৃক আরও প্রসারিত হয়ে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যবর্তী বিপ্লবের পর্বে পার্টি পলিসিতে মারাত্মক বিচ্যুতি হিসাবে পরিণতি লাভ করে। ফলে, বিপ্লব এক বিরাট ধাক্কা খায়।

কংগ্রেস কমিন্টার্নে যোগদান এবং দি পার্টি গাইড নামে কেন্দ্রীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা—প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দি গাইড নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং বিপ্লবী যুক্তফ্রণ্টের সমর্থনে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী ভাবধারা প্রচারে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। চীনা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের জাগরণ। হুনানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন। পিকিং-হ্যাংকাও রেল শ্রমিকদের বৃহৎ রাজনৈতিক ধর্মঘট।

১৯২১ সালে জুলাই মাসে পার্টির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনায় তার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করে। শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনার্থে পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অব্যবহিত পর চীনা ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট দপ্তর গঠিত হয়। এর প্রধান কাজ হল সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করা এবং শ্রমিকদের জন্য ক্লাব ও নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং তাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম পরিচালনা করা। পার্টির সঠিক নেতৃত্ব এবং চীনা শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী উৎসাহের ফলে ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রথম বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়। ১৯২২ সালে জানুয়ারী মাসে হংকং নাবিকদের ধর্মঘট দিয়ে আন্দোলন সুরু হয় এবং ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ধর্মঘট আন্দোলন তুঙ্গে উঠে পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল শ্রমিকদের মোট ১৩ মাস স্থায়ী বৃহৎ রাজনৈতিক ধর্মঘটে যার মধ্যে একশতেরও উপর ছোটবড় ধর্মঘটও অন্তর্ভুক্ত—এবং এই ধর্মঘটে তিন লক্ষেরও বেশী শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। অধিকাংশ ধর্মঘটই সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে। এই জয়ে উৎসাহিত হয়ে শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগদানের জন্য ছুটে আসে। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও শ্রমিকদের সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভের সঙ্গে, চীনের

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯২২ সালে ১২ই জানুয়ারী বিদেশী জাহাজী প্রতিষ্ঠানের চীনা নাবিকরা হংকংয়ে ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।

নানা ধরনের শোষণে চীনা নাবিকরা জর্জরিত হয়েছিল। তাদের নিম্ন বেতনের হার এতই শোচনীয় ছিল যা নিজ জীবনধারণের পক্ষেও একান্তই অপ্রতুল, ফোরম্যান্-রাও তাদের ভীষণ ঠকাত, তারা পুঁজিপতিদের নিতান্ত বশংবদ হিসাবে কাজ করে শ্রমিকদের ঠিকা দেওয়ার এবং তাদের জন্য সুপারিশ করার একান্ত সুযোগ ভোগ করত। বেতনের আনুপাতিক হার নিতান্তই অযৌক্তিক ছিল, বিদেশী নাবিকদের বেতনের এক-পঞ্চমাংশ চীনা নাবিকরা পেত। সর্বোপরি ছিল রাজনৈতিক বৈষম্য। যুদ্ধোত্তর বিশ্বের উত্তাল বিপ্লবী জোয়ারের প্রভাবে, চীনা শ্রমিকরা শীঘ্রই শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠে। বেতনবৃদ্ধি এবং শ্রমিককে কাজে সুপারিশ করার ট্রেড ইউনিয়নগত অধিকারের জন্য এই ধর্মঘট আন্দোলন হয়। চীনা নাবিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ত্রিশহাজারেরও বেশী নাবিক ও পরিবহণ শ্রমিক ধর্মঘট করে। নাবিকদের ধর্মঘটের পর, পরিবহণ শ্রমিকরাই সর্বপ্রথম সহানুভূতি সূচক ধর্মঘট করে; তারপর হংকংব্যাপী সমস্ত শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট আহূত হয়। সমগ্র দেশের শ্রমিকরা এই ধর্মঘট সমর্থন করে। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য, হংকং সরকার সর্বপ্রকারের চেষ্টা করে, যেমন শক্তিপ্রয়োগ, উৎকোচ, মধ্যস্থতা, বিরোধের বীজবপন এবং দালাল শ্রমিক নিয়োগ, কিন্তু ধর্মঘটীরা তাদের সব ষড়যন্ত্র চূর্ণ করে দেয়। নাবিকগণ কর্তৃক গৃহীত কৌশল ছিল সমগ্র হংকংকে অবরোধ করে রাখা যাতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে হংকং নাগরিকরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে না পেতে পারে সমগ্র খাদ্যদ্রব্য ও দৈনন্দিন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কতকাংশ কোয়াণ্টুং থেকে আমদানী করা হত। এক্ষণে, ধর্মঘটের দরুন হংকং ও কোয়াণ্টংয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হংকংয়ে তীব্র খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাব দেখা দেয় ও জিনিসপত্রের দাম চড়ে যায়; চালের দাম ৬০ শতাংশেরও উপর এবং মাংসের দাম বিশ থেকে ত্রিশ শতাংশের উপর বেড়ে যায়।

হংকং শ্রমিকদের প্রচণ্ড সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রফায় আসতে বাধ্য করে। ৬ই মার্চ হংকংয়ের শাসকবর্গ নাবিক ইউনিয়ন বন্ধ করার হুকুম বাতিল বলে ঘোষণা করে। ধৃত শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হয়। ৮ই মার্চ জয়ের মধ্য দিয়ে এত বড় ধর্মঘটের অবসান ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের শতাব্দীতে চীনা জনগণের প্রথম জয় এতদ্বারা সূচিত হয়, এবং তাদের নিজেদের ক্ষমতার জোরে তারা ধর্মঘটে জয়লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনা জনগণের সঙ্কল্পে অটল অগ্রগামী অংশ হিসাবে চীনা শ্রমিকশ্রেণী সকলের সমক্ষে প্রতিভাত হয়।

সার্মাগ্রিকভাবে দেশব্যাপী শ্রমিকদের সংগ্রামকে হংকং নাবিকদের ধর্মঘটে সাফল্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। ধর্মঘটের ঊর্ধ্বমুখী জোয়ারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস আহ্বান করে। চীনা ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটের উদ্যোগে প্রথম জাতীয় শ্রমিক সম্মেলন ১৯২২ সালে ১লা মে ক্যাণ্টনে অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি শহরের, ১০০ টির উপর ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এবং দু লক্ষ সত্তর হাজার সভ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে

১৬২ জন প্রতিনিধি এই জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেসে যোগদান করেন। উপস্থিত প্রতিনিধি-দের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, কুয়োমিণ্টাং ও অ্যানার্কিণ্ট পার্টির প্রতিনিধি এবং নির্দলীয় প্রতিনিধি। কংগ্রেসে নিম্নোক্ত-সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ; স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা-গুলির মধ্যে গিল্ড দৃষ্টি-ভঙ্গী নিরসনের জন্য নিখিল-চীন ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস নামক সংস্থা গঠন; এবং শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা সংগঠিত-করণ। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি প্রদত্ত শ্লোগান গৃহীত হয়ঃ "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" এবং "সামন্ততন্ত্রী সমর-প্রভুরা নিপাত যাক।" আট ঘণ্টা কাজ এবং ধর্মঘটে পারস্পরিক সাহায্যের নীতি বিষয়ক প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে গৃহীত হয়; এবং নিখিল-চীন ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস সংস্থাটি গঠন সাপেক্ষে চীনা ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক জাতীয় সংযোগরক্ষাকারী হিসাবে কার্য পরিচালনা—এ ব্যাপারটিও কংগ্রেসে স্বীকৃত হয়। এই শেষোক্ত প্রস্তাব এবং সমগ্র কংগ্রেস পরিচালনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী সমস্ত প্রতিনিধি চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতা হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকার করে নেন। একই সময়ে, এই কংগ্রেস চীনা শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র দেশব্যাপী ঐক্যের সূচনা করে এবং সেই সময়-কার ধর্মঘট আন্দোলনে বিরাট উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে।

সমর-প্রভুরা ও সাম্রাজ্যবাদীরা শ্রমিকদের ধর্মঘট সর্বত্র দমন করে—এই ঘটনা শ্রমিকদের নিকট রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সপ্রমাণ করে। সেই অনুসারে পার্টি নেতৃত্বে শ্রমিকরা শ্রম আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন সুরু করে। শ্রমিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি "শ্রম আইনের খসড়া" ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক রচিত হয় এবং পিকিংয়ে পার্লিয়ামেণ্টের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। ১৯ টি ধারা সম্বলিত এই খসড়ায় অন্যান্য ধারার মধ্যে শ্রমিকদের সভাসমিতি করার স্বাধীনতা, শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট করা এবং যৌথ চুক্তির অধিকার; দৈনিক আটঘণ্টা কাজের স্বীকৃতি; নারী ও শিশু শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা; বেতনের সর্বনিম্ন হার বিধিবদ্ধকরণ; শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারকে স্বীকৃতিদান প্রভৃতি ছিল। সমগ্র দেশে সংবাদপত্রে এই খসড়া প্রকাশিত হয় এবং শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। সমস্ত দেশের শ্রমিকরা শ্রম আইনের জন্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটের আহ্বানে সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। সমর-প্রভুদের অধীনস্থ পার্লিয়ামেণ্ট শ্রমিকদের মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা অথবা শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে শ্রম আইন গ্রহণ করবে—এ প্রত্যাশা করার মত মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, এই উনিশ দফা ধারা প্রবলভাবে শ্রমিকদের মনকে প্রভাবিত করে। এবং তা ধর্মঘট আন্দোলনের কর্মসূচী হয়ে দাঁড়ায়। আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষা দেয় যে দৃঢ় সংগ্রাম ব্যাতিরেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না।

দেশব্যাপী ধর্মঘট আন্দোলন জোরাল ভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। সে সময় চীনের অন্যতম প্রদেশ হুনানে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রচণ্ডরূপে 'এগিয়ে গিয়েছিল। ১৯২১ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসের পর, কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির কাজ পরিচালনা করার জন্য হুনানে ফিরে এসেছিলেন। ১৯২২ সালে মে মাসে

প্রথম জাতীয় শ্রমিক সম্মেলনের পর, ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট শাংহাই থেকে পিকিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দেশের বড় বড় শহরে শাখা খোলা হয়। কমরেড মাও সে-তুঙ হুনান শাখার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন এবং চেংসা ধর্মঘট, আনিউয়ান কয়লা খনি এবং শুইকৌশান শীসা খনি ধর্মঘট পরিচালনা করেন। মাও সে-তুঙ, লিউ শাও-চি এবং আরো অনেকে শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তাদের সংগ্রামে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াতেন।

১৯২২ সাল এবং ১৯২৩ সালে হুনানে এবং সমগ্র চীন ভূ-খণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রচণ্ডরকমে প্রসার ঘটে। বেতনবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য বীরত্বপূর্ণ ধর্মঘট সংগ্রাম সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। হুনানে এবং দেশের অবশিষ্ট অংশে শ্রমিক আন্দোলনে আনিউয়ান ধর্মঘটের প্রভাবই সবচেয়ে বেশী পড়ে।

কিয়াংসী প্রদেশের পিঙঘিশিয়াও এ আনিউয়ান কয়লাখনিতে সে সময় দৈনিক উৎপাদন ছিল ২000 টন কয়লা। "তায়ে লোহা খনিতে" এবং হ্যানিয়াও লোহা কারখানায় (এ দুটিই হুপে প্রদেশে অবস্থিত) এই কয়লাখান প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ করত। খনিগুলিতে ও চুচাউ-পিঙঘিসিয়াও রেলওয়েতে সর্বসমেত ২0,000 লোক কাজ করত।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলা পুঁজিপতিদের মালিকানায় ছিল এই আনিউয়ান কয়লাখনি। পর পর কয়েকজন পরিচালক ছিল দুর্নীতিপরায়ণ আমলা, খনি-পরিচালনা সম্পর্কিত যথার্থ ক্ষমতা বিদেশী তত্ত্বাবধায়কদের হাতে ছিল। গোটা প্রতিষ্ঠান সামন্তবাদী সর্দারী প্রথায় চালালো হত। সাম্রাজ্যবাদ, আমলা-পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদ-এই তিনের শোষণে জর্জরিত হত শ্রমিকরা। সুতরাং আনিউয়ান কয়লাখনির অবস্থা ছিল প্রচুর বিপ্লবী সম্ভাবনাময়।

১৯২১ সালের পরে, খনিতে মার্কসবাদী শিক্ষাদানের জন্য পার্টি শ্রমিকদের অবসর-সময়ের বিদ্যালয় চালাত; তারপর পার্টি সেখানে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করে, যা ১৯২২ সালে ১লা মে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রী যুব লীগের শাখা খোলা হয়, ঐ সংগঠনের সর্বোত্তম সদস্যদের পরে পার্টির মধ্যে নিয়ে নেওয়া হত।

১৯২২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বরের আনিউয়ান কয়লাখান শ্রমিকের বৃহৎ ধর্মঘটের সুরু হয় যার প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশে দেখা দেয়। খনি এবং রেলের কর্মকর্তারা কয়েকমাস ধরে শ্রমিকদের বেতন দিতে বিলম্ব করে এবং ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। অধিকন্তু, হানিয়াও লোহা কারখানায় ধর্মঘটের জয়লাভ শ্রমিকদের উৎসাহিত করে। তারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ, কাজের অবস্থার উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির দাবী করে।

খনি অঞ্চলভুক্ত জেলাতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, ধর্মঘট সুরু হওয়ার পর, প্রহরারত কর্মীদের সংগঠিত করা হয়। কিয়াংসী প্রদেশের সমর-প্রভুরা ধর্মঘট দমন করার জন্য সেনাদল পাঠালে, পার্টির পরিচালনাধীন শ্রমিকরা সৈনিকদের মধ্যে প্রচার চালায়, এবং তাদের সহানুভূতি এতদূর পর্যন্ত লাভ করে যে সৈনিকরা তাদের উপর গুলিবর্ষণ

করতে অস্বীকার করে। কর্তৃপক্ষ "আলাপ-আলোচনা" করার ধোঁকা দিয়ে ধর্মঘটের নেতা লিউ শাউ-চিকে গ্রেপ্তার করতে চায়, কিন্তু হাজার হাজার শ্রমিক সভাস্থান ঘিরে রাখে এবং সমর-প্রভুদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়।

শ্রমিকদের সংহতি ও তাদের প্রচণ্ড সংগ্রামের ফলে, কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে শ্রমিকদের দাবীদাওয়া মানতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে বিজয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মঘটের অবসান ঘটে।

ধর্মঘটে জয়লাভের পর নতুন পথে শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত হয়। সংগঠনের মৌলিক ইউনিট দশজন শ্রমিক নিয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রুপে একজন করে প্রতিনিধি থাকে, প্রতি দশটি গ্রুপের একজন অন্তবর্তী প্রতিনিধি রাখা হয়, এবং প্রতি খাদ অথবা কারখানা-পিছু একজন প্রতিনিধি থাকে। প্রত্যেক খাদ অথবা কারখানার প্রতিনিধিদের অথবা অন্তবর্তী প্রতিনিধিদের একটি করে বোর্ড গঠিত হয়; এবং সর্বোপরি প্রধান প্রতিনিধিদের একটি সর্বোচ্চ সম্মেলন সংস্থা স্থাপিত হয়। এভাবে শ্রমিকরা আরও ভালভাবে এবং দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়। তাদের রাজনৈতিক অধিকার আরও বিস্তৃত হয় এবং তাদের জীবনধারণের মান সুস্পষ্টভাবে উন্নত হয়। শ্রমিকরা তাদের পঠন-পাঠনের প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত করে এবং ক্রেতা সমবায় খোলে। ঐ সময়ে আনিউয়ান ট্রেড ইউনিয়ন দেশের মধ্যে অন্যতম একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে পরিচিত হয়। ১৯২৩ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল শ্রমিকদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যাকাণ্ডের পর শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটা চলার সময়ে প্রায় সব বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউনিয়নসমূহ ধ্বংস হয়ে গেলেও, আনিউয়ান ট্রেড ইউনিয়ন একাকী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ১৯২৬ সালে উত্তর অভিযানপর্বে, আনিউয়ানের শ্রমিকরা অভিযাত্রী সেনাবাহিনীকে প্রবলভাবে সমর্থন করে। ১৯২৭ সালে শরৎকালীন ফসলকাটার অভ্যুত্থানের সময় তারা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। ১৯২৮ সাল থেকে ও পরবর্তী সময়ে, চিঙকাঙ পার্বত্য বিপ্লবী ঘাঁটির সংযোগ রক্ষাকারী কেন্দ্র হিসাবে আনিউয়ান কাজ চালিয়ে যায়।

দুবছর ধরে হুনান শ্রমিকরা তাদের সকল সংগ্রামে জয়ী হয়। দুটি কারণে তাদের সাফল্য ঘটে: দেশব্যাপী ধর্মঘট আন্দোলনের প্রসার, এবং আর একটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব।

কি ভাবে পার্টি হুনান শ্রমিকদের তাদের সংগ্রামে সংগঠিত ও পরিচালিত করেছিল?

প্রথমতঃ, পার্টি মতাদর্শগত কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়। শ্রমিকদের কোয়ার্টারে সান্ধ্যকালীন ক্লাশ চালিয়ে পার্টি শ্রমিকদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে, তাদের শ্রেণী-সচেতনা বাড়ায় এবং শ্রমিকদের জীবন, তাদের ভাবধারা ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। সময় পরিপক্ক হলে পার্টি অবিলম্বে তার গুরুত্বপূর্ণ দাবীসমূহ ব্যক্ত করে এবং শ্রমিকদের সংগ্রামে পরিচালিত করে। সংগ্রাম চলাকালীন এবং সংগ্রাম জয়যুক্ত হওয়ার পরও, পার্টি কোন সময়ের জন্যই শ্রমিকদের সংহত করার কাজে এবং তাদের রাজনৈতিক উপলব্ধি বাড়ানোর কাজে গাফিলতি করে নি।

দ্বিতীয়তঃ, পার্টি শ্রমিকদের মধ্যে মজবুত সংগঠন তৈরী করে, সর্বোপরি ট্রেড ইউনিয়ন ও তার মৌল সংস্থা সংগঠিত করে। সংগ্রাম চালানোর জন্য, পার্টিকে

দুদিকের শক্তির সঠিক বিচার করতে হয় এবং সংগ্রাম চলার সময় সমস্ত রকমের সম্ভাব্য শক্তির ওঠানামার ব্যাপারও বিবেচনা করতে হয়। ব্যাপক জনগণের নিকট পার্টিকে পরিষ্কারভাবে ধর্মঘটের দাবীগুলি ও রণধ্বনির ব্যাখ্যা করতে হয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, পাকাপোক্ত সংগঠন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব এবং উপযুক্ত চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সব কিছুর সম্পূর্ণ প্রস্তুতি করতে হয় এবং ফলাফল সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হতে হয়। সংগ্রামে শ্রমিকদের মধ্য থেকে নেতাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে হয় এবং শ্রমিকদের সংগঠন সম্প্রসারণ করতে হয়।

তৃতীয়তঃ পার্টি নমণীয় কৌশল প্রয়োগ করে। পার্টি পরিপূর্ণভাবে শত্রুর নিজেদের মধ্যে বিরোধকে কাজে লাগায়, "প্রাদেশিক সংবিধানের[১]" সুযোগ গ্রহণ করে এবং, ব্যাপক জনসাধারণের উপর নির্ভর করে শাসকশ্রেণীর অপকৌশল সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে এবং শ্রমিকদের সভাসমিতি করার স্বাধীনতা, ধর্মঘট সংগঠিত করা এবং সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর ব্যাপারে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে। বিভিন্ন প্রভাবশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে, যতখানি পরিমাণেই হোক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের ন্যায্য কার্যাবলী সমর্থন করতে টেনে আনা হয়।

জনগণের এই সব বিজয় ও ব্যাপক জনগণের সংহতিকে ভিত্তি করে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে সমগ্র প্রদেশের শ্রমিক শ্রেণীর যুক্ত সংগঠন, হুনান প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, স্থাপিত হয়। এই ফেডারেশনের পতাকাতলে হুনানের ব্যাপক জনগণ বিপ্লবী সংগ্রামে পরিচালিত হয়।

১৯২৩ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানে, পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলওয়ের শ্রমিকরা য়ু পেই-ফু'র নিয়ন্ত্রণাধীন সমর-প্রভু সরকারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলে, ধর্মঘট আন্দোলন চরমে ওঠে। পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলওয়ে শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে য়ু'র দমননীতি চালানোয় এই ঘটনা ঘটে। ১৯২১ সালে রেল-শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত হতে আরম্ভ করে। ১৯২২ এর শেষে, পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথে ইতিমধ্যে ছোটখাট ১৬টি ইউনিয়ন গড়ে উঠলে ১লা ফেব্রুয়ারী হোনান প্রদেশের অন্তর্গত চেঙচাওয়ে একটি সাধারণ ইউনিয়ন উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগে হোপেই, হোনান এবং হুপে প্রদেশগুলির কর্তৃত্বে সমাসীন প্রধান সমর-প্রভু, য়ু পেই-ফু ভণ্ডামি করে তার "শ্রমিক রক্ষার" বাসনার কথা ঘোষণা করে। জনতার সমর্থন লাভের জন্য, য়ু একটি শ্রমিক ব্যুরো ও শ্রমিক-আইন অনুমোদনের বাসনার কথাও ঘোষণা করে। কিন্তু এখন শ্রমিক সংগঠন দৈনন্দিন জোরদার হতে থাকলে, য়ু, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নিষিদ্ধ করে এক হুকুম নামা জারি করে তার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নগ্ন করে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, প্রতিনিধিরা পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী সভার অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেন। নির্ধারিত দিনে প্রতিনিধিরা সেনাদল ও পুলিসের বেষ্টনি ভেঙ্গে মিটিং করে এবং পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। সভায় তারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সংগ্রামের সপক্ষে নিম্নোক্ত লক্ষ্য হাজির করে: শ্রমিকদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি, দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এবং সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর

সঙ্গে ঐক্যসাধন। সভার পর, প্রতিনিধিদের চেঙচাও ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সমর-প্রভুর কার্যের প্রতিবাদে, ট্রেড ইউনিয়ন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল-শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইউনিয়নের সদর দপ্তর তারপর হ্যাঙ্কাওয়ের অন্তর্গত কিয়াঙ্গানে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে শ্রমিকদের নিকট আবেদন প্রকাশিত হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমগ্র পিকিং-হাঙ্কাও রেলপথ বরাবর সাধারণ ধর্মঘট হয়। সমস্ত যাত্রী গাড়ী, মালগাড়ী ও সেনাবাহী ট্রেনগুলির চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে, য়ুহানে ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিবর্গ ও কিয়াঙ্গান জেলার দশহাজারের উপর শ্রমিকগণ সমবেতভাবে এক বিরাট মিছিল বের করে। তখনই সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে খোলাখুলিভাবে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। বৈদেশিক "কূটনৈতিক সংস্থা" পিকিং সরকারের নিকট যুক্ত পত্র দেয় এবং শ্রমিকদের দমনার্থ সরকারকে উসকানি দেয়। ধর্মঘট সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হ্যাঙ্কাওস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত এক সম্মেলন আহ্বান করে এবং ঐ সম্মেলনে, সমর-প্রভু, সিয়াও ইয়াও-নান ও বিদেশী পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা হাজির থাকে। ৭ই ফেব্রুয়ারী পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। বিরোধ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করার ছুতায় সিয়াওয়ের অফিসাররা কিয়াঙ্গানে রেল-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদর দপ্তরে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের প্রলোভিত করে এবং ঐ সদর দপ্তরে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের উপর অতর্কিতভাবে গোপনে আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈনিকরা ওৎ পেতে থাকে। প্রতিনিধিদের হাজির হওয়ার আগেই, সিয়াওয়ের সেনাদল ট্রেড ইউনিয়ন সদর দপ্তরের বাইরে প্রহরারত নিরস্ত্র রক্ষীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং ৩৭ জন প্রহরীকে খুন করে ও ২০০ জনের উপর লোককে আহত করে। কিয়াঙ্গান শাখা ইউনিয়নের সভাপতি, লিন সিয়াঙ-চিয়েনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রেল-স্টেশনে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়, এবং ধর্মঘট তুলে নেওয়ার জন্য তাঁকে বাধ্য করানোর প্রয়াস চালানো হয়। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি ধর্মঘট তুলে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে সেখানেই হত্যা করা হয়। চ্যাঙ-সিনতিয়েন, চেঙচাও, সিনিয়াঙ, কোয়ানশুই ও চুমেতিয়েন অঞ্চলসমূহে একই রকম নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়। য়ুহান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের আইনসম্পর্কিত পরামর্শদাতা, শী-ইয়াঙকে গ্রেপ্তার করে তারপর তাঁকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী য়ুচাঙে হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যেই হুপে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও য়ুহানের অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

হত্যাকাণ্ডের দিনেই হুপে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এক সাধারণ ধর্মঘটের আহবান দেয়, এবং ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে য়ুহানের বড় বড় শিল্প-কারখানাগুলির সমস্ত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে দেয়। ধর্মঘটের আহবানে সাড়া দিয়ে, তাওকো-চিঙহুয়া, চেঙ্গতিন-তাইউয়ান, তিয়েনসিন-পুকো এবং ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাও শ্রমিকরা ধারাবাহিকভাবে পরপর ধর্মঘট করে। পিকিং ফেঙতিয়েন এবং পিকিং-সুইউয়ান রেলেও ধর্মঘট-আন্দোলন সংক্রামিত হয় পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল ধর্মঘটের সমর্থনে দেশের বড় বড় শহরে বিভিন্ন সমিতি গড়ে ওঠে। নিখিল চীন ছাত্র ফেডারেশন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন-সমূহ শ্রমিকদের ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে বিবৃতি প্রকাশ করে।

কমিণ্টার্নও এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে একটিম্যানিফেস্টো (ইশ্‌তাহার) প্রকাশ করে।

পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল শ্রমিকদের এই বৃহৎ ধর্মঘট এক বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্যবহ ঘটনা। এই ধর্মঘট গোটা দেশ ও সমগ্র বিশ্বকে নাড়া দেয়।

হত্যাকাণ্ডের পর, সমর-প্রভু সরকারের সেনাদল ও পুলিস শ্রমিকদের কাজে যোগ-দেওয়ানোর প্রচেষ্টায় তাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে এবং রাইফেল ও বন্দুকের নল উঁচিয়ে তাদের ভয় দেখায়। কিন্তু শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের হুকুম ব্যতিরেকে কাজে যোগদান করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। অন্যান্য শহরের শাখা ইউনিয়ন-গুলি, স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে মীমাংসা-আলোচনা করতেও অস্বীকার করে, ট্রেড ইউনিয়ন সদর দপ্তরসমূহের সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকে। শ্রমিক-শ্রেণীর শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেল-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদর দপ্তর-গুলি এবং যুহান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যখন ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেবলমাত্র তখন শ্রমিকরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কাজে ফিরে যায়। সর্বসমেত, সমগ্র রেলপথ বরাবর ৪০ জনের বেশী শ্রমিক নিহত হয়। কয়েকশ শ্রমিক আহত হয়, ৪০ জনেরও বেশী কারারুদ্ধ হয়, এবং এক হাজার জনেরও বেশী বহিষ্কৃত হয় অথবা দেশের অন্যান্য অংশে নির্বাসনে যায়। পিকিংস্থ চীনা ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট দপ্তরের সমস্ত কর্মীকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবিলম্বে সেক্রেটারিয়েটকে পিকিং থেকে শাংহাইয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সমস্ত রেল-শ্রমিক ইউনিয়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এভাবে, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে সাময়িকভাবে শ্রমিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে।

প্রারম্ভ থেকেই, চীনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ ও সমর-প্রভুদের সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির সম্মুখীন হতে হয়। এটা তখনই সুস্পষ্ট হয় যে চীনা শ্রমিকশ্রেণী সর্বাগ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার দ্বারাই একমাত্র তার মুক্তি আনতে পারে এবং চীনা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং সার্মাগ্রকভাবে চীন জাতির মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থ এক। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক সংগ্রামে অসাধারণ দৃঢ়তা, নিখুঁত দৃষ্টি-ভঙ্গী ও নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শনের ফলে সমগ্র চীনা জনসাধারণের মধ্যে শ্রমিক-শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক মর্যাদা বিশেষ ভাবে বাড়িয়ে দেয় এবং প্রমাণ করে যে চীনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক বিরাট নেতৃত্বদানকারী শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। অধিকন্তু এই সংগ্রাম এটাও দেখিয়ে দেয় যে, গণতন্ত্রবিহীন দেশে সম্পূর্ণ সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের পর্যুদস্ত করার আর কোন পথ না থাকায়, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাফল্য অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীর একান্ত প্রয়োজন আছে। সর্বশেষ, এই সংগ্রাম দেখায় যে, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ভূমিকা পালনের জন্য, সমগ্র দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের উপর কৃষক, লক্ষ লক্ষ শহুরে পেতি-বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী মনোভাবাপন্ন জাতীয় বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক অংশগুলির সঙ্গে ব্যাপক মৈত্রীর প্রয়োজন আছে। তারপর, কমিউনিস্ট পার্টি ডঃ সান ইয়াৎ-সেন পরিচালিত কুয়োমিণ্টাংয়ের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের ব্যাপারে কার্যকরী পথ নিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এবং সামন্তবাদী সমর-প্রভুদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালানোর জন্য কুয়োমিণ্টাংকে সেনাবাহিনী সংগঠিত করতে সাহায্য করে।

৪। সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক কৌশলগত নীতি।

১৯২৩ সালের জুন মাসে ক্যাণ্টনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৪৩২ জন পার্টি সভ্যের ৩০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। আলোচনার কেন্দ্র ছিল ডঃ সান ইয়াৎ-সেন পরিচালিত কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে বৈপ্লবিক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন।

ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য, শ্রমিক-শ্রেণীকে ব্যাপক জনগণের সমাবেশ ও সংগঠন গড়তে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেণী, পার্টি সংগঠন ও ব্যক্তিদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জনের জন্য ব্যাপক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে হয়। জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য চীনে জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন একান্তভাবে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

চীনা জনগণ তখন যে কঠোর নির্যাতন ভোগ করছিলেন সেটা হচ্ছে জাতীয় নির্যাতন। যা হোক, সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের সহচর চীনা দালালরা তখন জনগণের বিরাট বিরোধিতার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও পেতি-বুর্জোয়ারা তাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। এ ছাড়া, জাতীয় বুর্জোয়ারা, কিছু দূর পর্যন্ত, বিরোধীদের সঙ্গে সামিল হতে পারে। সুতরাং চীনে একটি জাতীয় বৈপ্লবিক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন স্পষ্টতঃই সম্ভব ছিল।

পার্টি সত্বর এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে চীনা বিপ্লব চালানোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টাংয়ের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে বৈপ্লবিক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় কংগ্রেস এভাবে পার্টির মৌলিক কৌশলগত নীতি উপস্থাপিত করে।

কুয়োমিন্টাংয়ের পূর্বসূরী, তুঙ মেঙ হুই ১৯১১ সালের বিপ্লবের প্রধান সংগঠক ছিল। রাজনীতিগতভাবে এই সংস্থাটি বুর্জোয়া, পেতি-বুর্জোয়াভুক্ত মৌলিক সংস্কারবাদী, উদারনীতিক বুর্জোয়া এবং মাঞ্চু-বিরোধী ভূম্যধিকারীদের এক ঢিলেঢালা সংগঠন ছিল। ১৯১১ সালের বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতার পর এই সংগঠন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি অংশের মধ্যে ছিল আপসপন্থীদের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক উপদল, এরা ছিল প্রধানতঃ আদি মাঞ্চু-বিরোধী জমিদার ও বুর্জোয়া উদারনীতিক, এরাই সাম্রাজ্যবাদীদের ও চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষাবলম্বন করে। অন্য অংশে ছিল সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীদের দল, এরা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও, বারবার ধাক্কা খাওয়ায় উত্তরোত্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কারণ তারা বিপ্লবের সঠিক পথে চলতে এবং বিপ্লবী শক্তির উৎস সন্ধানে ব্যর্থ হয়। যাহোক, রুশ দেশে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য, চীনে ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশে নির্যাতিত জাতিদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঠিক নীতি, সান ইয়াৎ-সেনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যগ্রতা ও সান ইয়াৎ-সেনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যদান, ৪ঠা মে আন্দোলনের পর চীনা শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন বৃদ্ধি এবং চীনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা—এসব কারণ ক্রমশঃ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ও কুয়োমিন্টাংয়ের পরিচালনায় অন্যান্য প্রগতিপন্থী সদস্যদের

মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং চীনা বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে তাদের অনুরাগী করে তোলে।

সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত কুয়োমিংটাংয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের অস্তিত্ব হেতু এবং প্রাক্তন মাঞ্চু-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টে কুয়োমিংটাংয়ের মিত্র হিসাবে কাজকর্মের ফলে তার ব্যাপক পরিচিতি থাকার দরুন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিংটাংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাকে বৈপ্লবিক সম্মিলিত ফ্রণ্টের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠনে রূপান্তরিত করতে, শ্রমিক-শ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির কমিউনিস্ট পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী, এক গণতান্ত্রিক বিপ্লবী মৈত্রী গড়ে তুলতে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ডঃ সানের গণতান্ত্রিক নীতি এবং শ্রমিক-শ্রেণী, কৃষকসম্প্রদায়, পেতি-বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মৈত্রী হিসাবে কুয়োমিংটাংকে রূপান্তর করার সম্ভাবনার সঠিক মূল্যায়ণ করে, কংগ্রেস কুয়োমিংটাংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করার কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

কংগ্রেসে এই কর্মপন্থা সম্পর্কিত আলোচনা এক তিক্ত বিরোধ সৃষ্টি করে এবং ঐ বিরোধের ফলে পার্টিতে দুটি সুবিধাবাদী ঝোঁক প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের খণ্ডন করা হয়।

একটি প্রবণতা ছিল আত্ম-সমর্পণের মনোভাব, যার প্রবক্তা হলেন চেন তু-সিউ এই আত্ম-সমর্পণকারীরা মনে করে যে, যেহেতু বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, সেহেতু বর্তমান বিপ্লব বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়া উচিত, এবং "সব কার্যকলাপ কুয়োমিংটাংয়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত," এবং "একবার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যলাভ করলে, প্রলেতারিয়েতেরা কিছু অধিকার ও স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু পাবে না।" সুতরাং তাদের যুক্তিমতেঃ এই প্রথম বিপ্লবে, প্রলেতারিয়েতরা নিষ্ক্রিয় ও সম্পূরক ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা নেওয়া উচিত হবে না। তাঁদের মতে, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র গঠন ও পুঁজিবাদের অধিকতর বিকাশ পর্যন্ত প্রলেতারিয়েতদের অপেক্ষা করা উচিত; তারপর বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী সরকার উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত একনায়কত্ব ও সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করা হবে। সুতরাং এদের তত্ত্ব "দ্বৈত বিপ্লব তত্ত্ব" হিসাবে পরিচিত।

চীন বিপ্লবের জন্য চেন তু-সিউ এমনকি এক সূত্রও হাজির করেন। "কুয়ো-মিংটাংয়ের বর্তমান কার্যক্রম হবে," তিনি বললেন, "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হাসিল করার জন্য, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে বিপ্লবী-বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব দেওয়া।" তার মতে, চীনা বিপ্লবের নেতা হবে প্রধানতঃ বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত কুয়োমিংটাং দল এবং বিপ্লবের প্রধান শক্তি জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে আহরণ করতে হবে, আর শ্রমিকশ্রেণী তার মজুদ হিসাবে থাকবে। কৃষক সম্প্রদায়কে এমনকি বিপ্লবের চালিকা শক্তি সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হল না এবং তাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দেওয়া হল।

আরেকটি প্রবণতা হল সঙ্কীর্ণতাবাদী প্রবণতা, এই প্রবণতার প্রবক্তা হলেন চ্যাঙ কুয়ো-তাও। সঙ্কীর্ণতাবাদীদের মতে কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতা করা উচিত হবে না, কারণ কুয়োমিন্টাং বিপ্লবী নয় এবং কেবল মাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই

কমিউনিস্ট পার্টির পতাকাতলে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া উচিত। কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা, তাদের বিচারে, শ্রমিকদের মধ্যে মতাদর্শগত বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে। একই কারণে তারা কমিউনিস্ট, শ্রমিক এবং কৃষকদের কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে যোগদানের বিরোধিতা করে।

চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের মতাদর্শ একইভাবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সংকীর্ণতাবাদীরা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয় যে মৈত্রী বিষয়ক প্রশ্নটি বিপ্লবে প্রলেতারীয় নেতৃত্বের চাবিকাঠি, তার মিত্রদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সবরকম সুযোগ গ্রহণ করা উচিত, এমন কি সাময়িকভাবে হলেও এবং নির্ভরযোগ্য না হলেও। তারা জানে না যে আধা-ঔপনিবেশিক চীনে শ্রমিক-শ্রেণীর জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব ও আবশ্যক। যদি কমিউনিস্ট ও শ্রমিকরা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক পার্টির পতাকাতলে বিপ্লবী কার্যকলাপে না ব্রতী হয় তাহলে আদর্শগত বিভ্রান্তি ঘটবে—এই মত, প্রকৃতপক্ষে বৈপ্লবিক যুক্তফ্রন্টে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা অস্বীকার করে।

কংগ্রেস দক্ষিণ এবং "বাম" এই উভয় বিচ্যুতির সমালোচনা করে। কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে পার্টি কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং পার্টি সভ্যদের একাংশ ব্যক্তিগত ভাবে কুয়োমিন্টাংয়ে যোগদান করবে। এভাবে পার্টি কুয়োমিন্টাংকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক মৈত্রীতে পুনর্গঠিত করতে সাহায্য করবে, অপরদিকে পার্টি তার মতাদর্শগত ও রাজনীতিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। কংগ্রেস থেকে জোর দেওয়া হয় যে এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি তার বৈপ্লবিক দৃঢ়তা এবং সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা দেখাবে এবং তার মিত্রের আপসপন্থী ও সংস্কারপন্থী প্রবণতা পরাভূত করবে। কংগ্রেস উল্লেখ করে যে কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিন্টাংকে তার সংগঠন সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করবে এবং একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অগ্রগামী শ্রমিক এবং কৃষকদের সভ্য হিসাবে নিয়ে নেবে। এতদ্‌সত্ত্বেও, কংগ্রেস বিপ্লবে নেতৃত্বদানের প্রশ্নটিকে পুরাপুরি সমাধান করতে ব্যর্থ হয় এবং কৃষকদের প্রশ্নে অথবা বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রশ্নেও কংগ্রেস মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়।

কমরেড মাও সে-তুঙ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং সঠিক মতামত তুলে ধরেন এবং ভ্রান্ত মতের বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যপদে নির্বাচিত হন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রারম্ভিক কালের সংক্ষিপ্তসার

চীনা জনসাধারণের এই সময়ের মৌলিক দাবী ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবের সাহায্যে চীনে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন চীনা শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রগামী বাহিনী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং ৪ঠা মে আন্দোলনের পরই চীনে শ্রমিক শ্রেণী শক্তি অর্জন করতে আরম্ভ করে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা হয়। তুলনামূলক ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্রুত চীনা জাতীয় শিল্প গড়ে ওঠে এবং শ্রমিকদের চেতনা ও সংগ্রামের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রবর্তন আরম্ভ হয়, ৪ঠা মে

আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চীনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে একাত্মতার উচ্চশীর্ষে পেঁছায়।

এই একাত্মতাই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম দেয়।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্টির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির সাংগঠনিক মূলতত্ত্ব বলশেভিক আদর্শে গঠিত হয়। শ্রমিক-শ্রেণীর এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার পার্টি, লেনিনবাদী পার্টি, চীনে এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে পার্টি চীন বিপ্লবের আশু করণীয় মৌলিক কাজ স্থির করলো, এবং সঠিক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচী সম্মুখে তুলে ধরলো।

প্রথমতঃ পার্টি এটাকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্রীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে মনে করত এবং এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিল। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রথম গোড়াপত্তন হয় চীনে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। এভাবে চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শ্রমিক শ্রেণীর মূল্যবান ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

যখন চীনা শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রথম উত্থান ঘটল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ আঘাত হেনে তার অগ্রগতি প্রতিহত করে দেওয়ার ফলে পার্টি অনুভব করল শত্রুর সঙ্গে এককভাবে লড়াইয়ের পরিবর্তে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে সহযোগিতার সাহায্যে ব্যাপক গণতান্ত্রিক যুক্ত মোর্চা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তৃতীয় জাতীয় পার্টি কংগ্রেসে ঠিক হলো কৌশলগতভাবে বিপ্লবী সংযুক্ত মোর্চা গড়তে হবে এবং উদ্দীপনাসহ সান ইয়াৎ-সেনকে সাহায্য ক'রে কুয়োমিন্টাংকে বিপ্লবী সংযুক্ত মোর্চায় রূপান্তরিত করা, এটাই হবে শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সম্মিলিত মোর্চা।

চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং পার্টির সাংগঠনিক আদর্শ, কৌশলগত আদর্শ এবং কর্মপন্থার ভিত্তি স্থাপন চীনের আধুনিক ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই সময় থেকেই চীন বিপ্লবের অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন হলো।

কিন্তু এ যুগে পার্টি যথাসময়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ হওয়ায় কতগুলি সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে পায়নি, সেগুলি হলো, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্ব, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা, কৃষকদের জমির দাবী এবং বিপ্লবী সেনা বাহিনী। বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপকতায় সেই সমস্যাগুলি আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং পার্টির মধ্যে মৌলিক ভাবেই দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারা পরিচালিত হয়, একটি কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে বলশেভিক ধারা, অন্যটি চেন্ তে-সিউর নেতৃত্বে মেনশেভিক ধারা।

তৃতীয় অধ্যায়

বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন। বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থান
(জানুয়ারী ১৯২৪—জুলাই ১৯২৬)

১। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের স্থায়িত্ব ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সাময়িক স্থিতিশীলতা। এই দুই রকমের স্থায়িত্বের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং হোয়াইট গার্ডদের বিদ্রোহ দমন করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯২১ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের যুগে প্রবেশ করে। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতি প্রাক-যুদ্ধ স্তর ছাড়িয়ে চলে যায়। ১৯২৬-২৭ সালের শিল্পজাত মোট পণ্যোৎপাদন যুদ্ধ-পূর্বস্তরের ১০০.৯ শতাংশ এবং মোট কৃষিজাত দ্রব্য ১০৮.৪ শতাংশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সাথে মিল রেখেই উন্নতির পথে এগিয়েছিল। ১৯২৬-২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পজাত পণ্য ছিল মোট জাতীয় অর্থনীতির ৩৮ শতাংশ। সমাজতান্ত্রিক পথে সোভিয়েতের অগ্রগতি ক্রমাগতঃ শিল্প-বিকাশের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন সমাজতান্ত্রিক সেকটরের শিল্পজাত পণ্যের পরিমাণ ৮৬ শতাংশ দাঁড়ায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে সমস্ত দেশের শ্রমিক একটি বিষয়ে নিঃসংশয় হয় যে বিশ্বের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত দেশ, এবং রুশ শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী প্রথা ধ্বংসসাধনে সক্ষম শুধু নয়, তারা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের পর তাকে সমাজতান্ত্রিক পথে গঠন করতে সমর্থ এবং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাগ্য জড়িত করে। সোভিয়েত জনপ্রিয়তার আর এক অভিব্যক্তি হচ্ছে সমস্ত নির্যাতিত দেশগুলির সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে একটা সম্ভ্রমবোধ এবং তার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের কামনা ; কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র নির্যাতিত দেশসমূহের মুক্তি-আন্দোলনে সহায়তা করতে পারে ও সংখ্যালঘু জাতিদের সমস্যার সঠিক সমাধানের পথ দেখাবে, এ ধরনের তাদের একটা বিশ্বাস।

এর অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়িত্বের ভিত্তি খুব পোক্ত ও দিন দিন তার সংহতিবৃদ্ধি পাছে।

বিশ্বের বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলিও একটা সাময়িক স্থায়িত্বের স্তরে পেঁছায়। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সালে এসব দেশ সাময়িকভাবে যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের আবর্ত থেকে মুক্তি পায় এবং এসব দেশের পণ্যোৎপাদন যুদ্ধপূর্ব স্তরে পেঁছায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ স্তরকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিপ্লবের গতি ও সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে পড়ে।

১৯২৬ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে লোহার মোট উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধ স্তরের ১০০.৫ শতাংশে পেঁছায় ; ইস্পাত ১২২.৬ শতাংশে ; কয়লা ৯৬.৮ শতাংশে ; পাঁচটি

বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ১১০'৫ শতাংশে পেঁছায়। কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান উৎপাদন ধীর গতির পরিবর্তে দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় এবং এই অসম-বিকাশ পুঁজিবাদের এক বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদী দেশের সাময়িক স্থিতিশীলতা প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "সাহায্য" এবং পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতার জন্য ঘটেছে। যুদ্ধোত্তর পর্বে বিশ্ব (ফিনান্স ক্যাপিটালের) লগ্নীকৃত পুঁজির কেন্দ্র ইয়োরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানপরিবর্তন করে। মার্কিন পুঁজির আমদানীর মাধ্যমেই ইয়োরোপীয় দেশগুলি কোন ক্রমে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হয় এবং ইয়োরোপীয় প্রতিটি দেশকে বার্ষিক প্রচুর অর্থ ঋণ পরিশোধ করিতে হয় ও সুদ দিতে হয়। ফলে এই দেশগুলি বাধ্য হয় নিজেদের দেশের জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মেহনতি মানুষের বাস্তব অবস্থা অসহনীয় করে তুলতে; জার্মানীর নিকট প্রচণ্ড রকম ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ আদায় (১৩০,০০০ মিলিয়ন মার্ক) করার ফলে জার্মানীর অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয় ও সেখানে বেকার সমস্যা বেড়ে যায়; এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির আর্থিক সংকটকে বাড়িয়ে এবং ঐ সব দেশের সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থার মান অবনত করে নিষ্ঠুরভাবে ঔপনিবেশিক দেশগুলির মানুষকে শোষণ করে। অনিবার্য-ভাবেই, এসবের ফলে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতদের বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ও উপনিবেশের মানুষদের সঙ্গে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। এরূপ ভিত্তি হওয়ার দরুন তাবৎ পুঁজিবাদী বিশ্বের স্থায়িত্ব ছিল সাময়িক এবং নিরাপত্তার পক্ষে প্রতিকূল না হয়ে পারে না।

এই দু রকমের স্থায়িত্ব থেকে এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে সাময়িকভাবে শক্তির ভারসাম্য ঘটার ফলে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের" এক যুগের সৃষ্টি হয়।

এই পর্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে দুর্বল করার মত যুদ্ধবিগ্রহ না ঘটায় ও বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী শিবিরের মধ্যে ক্ষমতাগত সাময়িক ভারসাম্য থাকায়, সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ থেকে চীনা জনসাধারণের বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করার মত বৃহত্তর শক্তি সমাবেশ করা এবং বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করার জন্য সাময়িক অথচ শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রী সম্পাদন করা সম্ভব হয়। চীন বিপ্লবে এজন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ, চরম বিজয়-লাভের জন্য রুশ বিপ্লব অপেক্ষা চীন বিপ্লবকে অপেক্ষাকৃত বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

অপর পক্ষে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী সংকটের তীব্রতাও এ যুগের আর এক বৈশিষ্ট্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর পর্বে, শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রলেতারিয়েতদের ও জাতীয় বুর্জোয়াদের ক্রমান্বয় ক্ষমতাবৃদ্ধি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ হেতু বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশে অর্থনৈতিক ও বিপ্লবী সংকট তীব্র হয়।

বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ ও মিশরের সংগ্রাম. ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সিরিয়া ও মরক্কোর সংগ্রাম, এবং সর্বোপরি, বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বিরুদ্ধে চীনা জনসাধারণের সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক তাদের "পিছনের আঙ্গিনা" থেকে বঞ্চিত

হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এর অর্থ ইয়োরোপীয় প্রলেতারিয়েত কর্তৃক অবিলম্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্ন না দেখা দিলেও, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে স্থায়িত্বের বিন্দুমাত্র চিহ্ন না থাকায় নির্যাতিত জাতিসমূহের মুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। নির্যাতিত-জাতিসমূহের যুদ্ধোত্তর মুক্তি-আন্দোলন, বিশেষভাবে চীনের মুক্তি-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

যুদ্ধোত্তর পর্বে চীনে সাম্রাজ্যবাদী নির্যাতন ও শোষণের ক্রমবৃদ্ধি চীনের জাতীয় শিল্পোৎপাদনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। উদাহরণ স্বরূপ, চীনের বস্ত্রোৎপাদন শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায় যা চীনা জাতীয় শিল্পোৎপাদনের প্রধান শাখা। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পে প্রকৃতপক্ষে এক অচলাবস্থা দেখা যায়। চীনের নিজস্ব মালিকানাধীন মিলগুলিতে সুতা কাটার টাকু, সুতার টাকু ও তাঁতের আনুপাতিক সমগ্র সংখ্যা নিম্নোক্ত সংখ্যাগুলি থেকে পাওয়া যাবেঃ ১৯১৯ সালে সুতার টাকু ৫৩.৩ শতাংশ এবং ১৯২৭ সালে ৫৭.৪ শতাংশ ; সুতার টাকু ১৯১৯ সালে ৮৮.৭ শতাংশ এবং ১৯২৭ সালে ৪৫.৮ শতাংশ ; তাঁত ১৯১৯ সালে ৪০.৮ শতাংশ এবং ১৯২৭ সালে ৫০.৩ শতাংশ। ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সমগ্র দেশে বস্ত্র উৎপাদনের তুলনায় চীনা নিজস্ব মালিকানাধীন কাপড়ের মিলগুলিতে মোট উৎপাদনের অনুপাত ৯২ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে নেমে যায়, অপরদিকে বিদেশীদের নিজস্ব মিলে উৎপাদন ৮ শতাংশ থেকে ৪২ শতাংশে বেড়ে যায়। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সালে চীনা মিলে, সমগ্র দেশে মোট উৎপাদনের আনুপাতিক তুলনায়, সুতীর কাপড়ের উৎপাদন ৮৩ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশে নেমে যায় ও অপরদিকে বিদেশী মিলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদনের হার ১৭ শতাংশ থেকে ৫৩ শতাংশ বেড়ে যায়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারসাম্যের প্রতিকূলতা যুদ্ধের সময় অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল, আবার তা হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৯১৯ সালে ভারসাম্যে প্রায় সমতা আসে, পার্থক্য থাকে মাত্র ১৬,১৮৮,২৭০ রৌপ্য ডলার, ১৯২০ সালে রপ্তানী থেকে আমদানী প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়, ভারসাম্যের প্রতিকূল পার্থক্য দাঁড়ায় ২২০,৬১৮,৯৩০ ডলার এবং পরবর্তী কয়েক বছরে পার্থক্যের পরিমাণ আরো প্রচণ্ড রকম বাড়ে।

এই সময় সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিভিন্ন সমর-প্রভু সরকারকে সমর্থন করার ও বিভিন্ন কুচক্রী সমর-প্রভুদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে উসকানী দেওয়ার পুরাতন নীতি অনুসরণ করে। ১৯২৪ সালে ঘটে কিয়াংসু চেকিয়াঙ যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় চিহ্‌লী ফেঙতিয়েন যুদ্ধ ১৯২৫ সালে অনুসৃত চেকিয়াঙ-ফেঙতিয়েন যুদ্ধ এবং বিপ্লবী ঝোঁক-সম্পন্ন "জাতীয় সেনাবাহিনীর" উপর ফেঙতিয়েন ও চিহ্‌লী চক্রের যুক্ত আক্রমণ চলে।

লিয়াওনিঙ্গ, জেহোল, হোপেই, শাণ্টুং, কিয়াংসু, চেকিয়াঙ এবং হুপে এসব প্রদেশগুলিতে উত্তরাঞ্চলীয় যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের মধ্যে বেশীর ভাগ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিপক্ষে একলক্ষ থেকে চারলক্ষ সৈন্য মোতায়েন হয়। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুদ্ধের ফলে মোট ক্ষতির পরিমাণ হয় ৭৯০ মিলিয়ন রূপার ডলার। যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের শাসনে সাধারণ লোকের উপর অত্যধিক করের বোঝা চাপানো হয় এবং খাজনা ও সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের নারকীয় শোষণ ভোগ করতে হয়।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে

চীনের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ব্যাহত হয় ও তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য বেড়ে যায়। এ সব কারণে দেশের সমগ্র জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ সমর-প্রভু পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

২। কুয়োমিংটাংয়ের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনের পুনরুত্থান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় পরিষদ আহ্বানের জন্য আন্দোলন।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের গৃহীত নীতি, কুয়োমিংটাংকে শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের মিত্র সংগঠন হিসাবে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনাকে সঠিক মূল্যায়ণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্মিলিত ফ্রণ্টের নীতি গ্রহণ করেছিল।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে কিছুদিন ধরে পার্টি সক্রিয়ভাবে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন ও কুয়োমিংটাং-কমিউনিস্ট সহযোগিতার জন্য কাজ করেছিল। লি তা-চাও এবং লিন পো-চু প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টি সভ্যদের মাধ্যমে ডঃ সান ইয়ৎ-সেনের উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কোয়াংটুংয়ে এক বিপ্লবী সরকার গঠন করেন। অক্টোবর মাসে কুয়োমিংটাং পুনর্গঠনের উপর তিনি এক ইস্তেহার প্রকাশ করেন, পার্টি কর্মসূচীর খসড়া সামনে তুলে ধরেন এবং সোভিয়েত রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা ও শ্রমিক-কৃষককে সাহায্য-দানের তাঁর তিনটি মৌলিক নীতির সংজ্ঞা দেন।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ক্যাণ্টনে কুয়োমিংটাংয়ের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লি তা-চাও, মাও সে-তুঙ ও অন্যান্য কমিউনিস্টরা যোগদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কমিউনিস্ট পার্টি সভ্যদের এবং সমাজতন্ত্রী যুব লীগের সভ্যদের ব্যক্তিগতভাবে কুয়োমিংটাংয়ের সভ্যপদ অর্জনের অধিকারের উপর কংগ্রেস থেকে এক প্রস্তাব পাস করা হয় এবং কংগ্রেস কর্তৃক নূতন পার্টি-কর্মসূচী এবং সংবিধান, ও কুয়োমিংটাং পুনর্গঠনের বিভিন্ন বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গৃহীত হয়। "চীনের কুয়োমিংটাংয়ের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহার" কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়, এই ম্যানিফেস্টোটি একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ দলিল। এই ম্যানিফেস্টোতে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন তিন-গণনীতির—অর্থাৎ উপরোক্ত মৌলিক নীতিগুলির ভিত্তিতে জনগণের তিন নীতির নূতন ব্যাখ্যা দেন।

এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বে কুয়োমিংটাং সম্মিলিত ফ্রণ্ট সংগঠনে পরিণত হয় এবং এই সংগঠন হল চারটি শ্রেণীর—শ্রমিকশ্রেণী, কৃষককুল, পেতি-বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্মিলিত সংগঠন।

নতুন ত্রি-গণ নীতির সঙ্গে পুরাতন ত্রি-গণনীতির মৌলিক পার্থক্য ছিল। পুরাতন ত্রি-গণনীতি পুরাতন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে, বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্ব ও

পুঁজিবাদী সমাজ গঠন করা। নয়া গণতান্ত্রিক যুগে ঐ ত্রি-নীতি অচল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে নতুন ত্রি-গণনীতির উদ্ভব হয়। জাতীয়তাবাদের নতুন নীতি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং "চীনা জাতির স্ব-মুক্তি" ও "চীনের-অন্তর্ভুক্ত সমগ্র জাতিসমূহের পূর্ণ সমানাধিকারের" সমর্থক। নয়া গণতান্ত্রিক নীতি সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সমস্ত জনসাধারণ, ব্যক্তি ও সংগঠনের গণতান্ত্রিক অধিকার সমর্থন করে এবং মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা করে। জীবনধারণের নতুন নীতি "জমির সমানাধিকার," "জমি যে চাষ করবে তার হাতে জমি", "মূলধন নিয়ন্ত্রণ" এবং শ্রমিকদের জীবনধারণের মানোন্নয়ন প্রভৃতির সমর্থক এবং কতিপয় মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী ও জমিদার কর্তৃক জাতীয় উন্নয়ন ও জনগণের জীবিকা নিয়ন্ত্রণের বিরোধী।

তিনটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ত্রি-গণনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী হওয়ায় এবং বিপ্লবী শ্রেণীগুলি পরিচালিত সম্মিলিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সমর্থক হওয়ায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে অনুসরণীয় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচীর সঙ্গে মূলতঃ একাত্মভূত হয়ে যায়। এই ত্রি-নীতি কুয়োমিণ্টাং-কমিউনিস্ট সহযোগিতার রাজনৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং চীনা বিপ্লবের নব উত্থানের প্রথম সোপান রচনা করে কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। যাতে চীনা কমিউনিস্টরা যোগ দেয় ও নেতৃত্বকারী ভূমিকায় থাকে।

এর ফলে অন্য দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এক যুগে চীন বিপ্লবের বেগমাত্রাকে দ্রুত গতিসম্পন্ন করে। একটি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন এবং অপরটি হল বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠন।

চীনের কূটনৈতিক ইতিহাসে প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে ১৯২৪ সালে ৩১শে মেতে স্বাক্ষরিত চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি হল এই ধরনের প্রথম চুক্তি।

পিকিং সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক চীনের উপর তার বক্তব্যে দুটি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবকে দু দুবার অগ্রাহ্য করে। ১৯২২ সালে পিকিংয়ে সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধি উপস্থিতির সময় তিনি পিকিংয়ের অধিবাসীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হন কিন্তু পিকিং সরকারের আচরণে ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়। কিন্তু দুটি দেশের জনগণ ছিল গভীরভাবে অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। ১৯২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকার আর একবার কূটনৈতিক দূত পাঠিয়ে চীনে জার আমলের সুযোগসুবিধা পরিত্যাগ করা এবং চীন সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালানোর ইচ্ছা পুনরায় ব্যক্ত করলে চীন সরকারের আর কোনরূপ অসম্মতির অজুহাত দেখানো অসম্ভব হয়। আলাপ আলোচনার পর মৈত্রীচুক্তি চীন প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অমীমাংসিত সমস্যাবলী সমাধানের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

চীনের উপর সোভিয়েত বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত নীতি অনুসারে সোভিয়েত সরকার জার ও চীন সরকারের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রকমের অসমচুক্তি নিঃশর্তভাবে বাতিল করা, প্রদত্ত সুযোগসুবিধার বিশেষ অধিকার ও ইজারা দেওয়া জমি প্রত্যার্পণ করা প্রভৃতি চুক্তিনামায় ঘোষণা করে, সোভিয়েত সরকার চুক্তিতে একথাও ঘোষণা করে যে তার সরকার "বক্সার" ক্ষতিপূরণের অর্থে রুশ অংশ ও অতি-রাষ্ট্রিক সুযোগসুবিধা, এবং চীন পূর্ব-রেলপথ সম্পর্কিত সমস্ত সুযোগ সুবিধা (ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যকলাপ বাদ

দিয়ে) ছেড়ে দেবে। এই চুক্তি চীনের বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং এই চুক্তি চীনা জনগণের উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া জাগায়।

অধিকন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়ন সান ইয়াৎ-সেনকে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী গঠন করতে সাহায্য করে। অতীত বিপ্লবী প্রচেষ্টার পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সান ইয়াৎ-সেন এরূপ সেনাবাহিনী গঠনে অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই অনুসারে তিনি সোভিয়েত লাল ফৌজের আদর্শে এক সামরিক একাডেমি স্থাপন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার ফলেই ১৯২৪ সালের মে মাসে ক্যাণ্টনে হোয়াম্পোয়া মিলিটারী একাডেমি স্থাপন করেন। একাডেমির সামরিক শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়, এবং এরাই হল প্রধান সংগ্রামী বাহিনী বা পরবর্তীকালে সমগ্র কোয়াণ্টুংকে বিপ্লবী সরকারের অধীনে নিয়ে আসে ও উত্তরাঞ্চল অভিযান পরিচালনা করে।

বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন সাম্রাজ্যবাদীদের, সমর-প্রভুদের এবং মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ীদের বিরূপতা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা, যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুরা ও মুৎসুদ্দীরা এর বিরোধিতা করার জন্য যুক্তপ্রয়াসে উদ্যোগী হয়। কুয়োমিণ্টাং-য়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে এর প্রতিফলন ঘটে ফেঙ-জু-ইয়ু এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপে, এরা প্রকাশ্যভাবে কুয়োমিণ্টাং-কমিউনিস্ট সহযোগিতা, কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগে কমিউনিস্ট বিরোধী মৈত্রী সংগঠিত করার উদ্যোগী হয়। উত্তরকালে এদের পথ অনুসরণ করে কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত চ্যাঙ চি, সিয়ে চি, সেউ লু প্রমুখ কমিউনিস্ট-বিরোধীরা যারা কুয়োমিন্টাং কমিউনিস্ট সহযোগিতা এবং বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্টের বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে সংগ্রাম ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে কোয়ান্টুং ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়। জমিদার ও বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেশী মুৎসুদ্দীদের এই সশস্ত্র বাহিনী, বৃটিশ অধিকৃত হংকং এবং শাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের দেশী দালাল, চেন লিম-পাকের অধিনায়কত্বে সংগঠিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন পুষ্ট হয়ে এবং সমর-প্রভু চেন চিয়ুঙ-মিনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে এই বাহিনী ভিতর ও বাহির থেকে সম্মিলিত আক্রমণের সাহায্যে কোয়ান্টুংয়ে সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী সরকার উচ্ছেদকল্পে এক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু সান ইয়াৎ-সেন সংগ্রামে দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেন, এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থনে বিপ্লবী সরকার সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সশস্ত্র হাঙ্গামা দমন করে।

চীনা বিপ্লবের উত্থানের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম নতুন করে সুরু হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর, পিকিং হ্যাঙ্কাও রেলপথে ও য়ুহান শহরে ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিষিদ্ধ করা হয় এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিও গোপনে কার্যকলাপ চালাতে বাধ্য হয়, এদের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকে ক্যান্টন ও হুনানের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি। ক্যান্টনে বিপ্লবী সরকার কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বীকৃত হলেও এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও সংগ্রামে অটল আনিয়ুয়ান ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা কর্তৃক বহু কিছু অর্জিত হলেও, দেশের শ্রমিক আন্দোলনে সামগ্রিকভাবে ভাঁটা দেখা যায়। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সে সময় অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল শ্রমিকদের সাহায্যদান করা ও সংগ্রাম আরম্ভ করা। ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট বহু নির্যাতিত শ্রমিক ও

শ্রমিক পরিবারদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহকল্পে একটি বিশেষ কমিটি সংগঠিত করে।
আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও কারখানায় দশ জনেরও কম শ্রমিকদের নিয়ে গোপন "ফ্যাক্টরী ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপ" সংগঠিত করার কাজকে প্রধান কর্তব্য বলে ঠিক করে। ১৯২৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পিকিংয়ে ন্যাশনাল রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠিত হয়।

কুয়োমিন্টাংয়ের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে "শ্রম আইন প্রণয়ন" এবং "শ্রমিক সংগঠনকে সংরক্ষণ" করার ব্যবস্থা ছিল। তাই ক্যান্টনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অগ্রসর হতে সমর্থ হয় এমনকি শ্রমিকদের সেনাবাহিনীও গঠিত হয়।

১৯২৪ সালে জুলাই মাসে, কমিউনিস্ট পার্টি ক্যান্টনের অন্তর্গত বৃটিশ অধিকৃত সামীন অঞ্চলে বিদেশী পরিচালিত ফ্যাক্টরীগুলিতে নয়া পুলিসী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের এক বিরাট ধর্মঘট পরিচালনা করে। এই নয়া পুলিসী ব্যবস্থায় জেলায় প্রবেশ করা ও জেলা ছেড়ে যাওয়ার সময় চীনাদের পরিচয়নির্দেশক পত্র দেখানোর অনুরোধ জানানো হয়। একমাসের উপর এই ধর্মঘট চলে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা শেষ পর্যন্ত সেই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এই ধর্মঘটের প্রভাব স্থানীয় অঞ্চল ছাড়াও মধ্য এবং উত্তর চীনেও ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শাংহাইয়ের নানিয়াঙ টোব্যাকো ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়, তারপর হ্যাঙকাওয়ের রিকসা চালকরা ধর্মঘট করে এবং তারপর ধর্মঘট করে চেকিয়াঙের অন্তর্গত ইয়ুইয়াওতে লবণ উৎপাদনকারী শ্রমিকরা ও সুচাওয়ের তাঁতিরা। প্রতিটি ধর্মঘটে ১০,০০০ এরও বেশী শ্রমিক ধর্মঘট করে। এভাবে সমগ্রদেশে শ্রমিক আন্দোলনের পুনরুত্থান ঘটে।

এই সময় দক্ষিণাঞ্চলে কৃষক আন্দোলনেরও প্রসার ঘটে। ১৯২১ সালে পেঙ পাই[১] কোয়ান্টুংয়ে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালে জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত এক লক্ষ সভ্য-সম্বলিত হাইফেঙ কৃষক সমিতি উৎপীড়ক স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং খাজনাহ্রাসের আন্দোলন সুরু করে। প্রতিক্রিয়াশীল সমর-প্রভু চেন চিয়ুঙ-মিঙ কর্তৃক ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমিতি নিষিদ্ধ হলেও, এ ধরনের কৃষক সমিতি হাইফেঙ ও লুফেঙ থেকে চাওচৌ ও স্বাতোতে এবং তারপর সমগ্র কোয়ান্টুং প্রদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৩ সালে অক্টোবর মাসে পার্টি হুনানের অন্তর্গত হেঙশানে এক লক্ষ কৃষকদের কৃষকসমিতির মধ্যে সংগঠিত করে এবং হুনানী সমর-প্রভুদের ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম সুরু করতে কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়। দক্ষিণাঞ্চলে কোয়ান্টুং ও হুনানকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন শুধু তার সংগঠনগুলিকে সম্প্রসারিত করে ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে তাই নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করে। ক্যান্টনের চতুষ্পার্শ্বস্থ কৃষক আত্ম-রক্ষী বাহিনী এমন কি সান ইয়াৎ-সেনকে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দাঙ্গা দমন করতেও সাহায্য করে।

দ্বিতীয় চিহ্‌লী-ফেঙতিয়েন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, চিহ্‌লী চক্রের ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে ক্যু দে-তা সংগঠিত করে। সে তার সেনাবাহিনীর নামকরণ করে জাতীয় সেনাবাহিনী এবং পিকিং থেকে চিহ্‌লী সমর-প্রভুদের বিতাড়িত করে।

ক্যু দে-তার পর, ফেঙতিয়েনের যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের প্রভাব উত্তর চীনে প্রবিষ্ট

হয় এবং পরিণামে তারা পিকিংয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে। য়ু পেই-ফুয়ের পরাভবের পর, চিহ্‌লী চক্রের প্রধান সেনাবাহিনী ইয়াংসী উপত্যকায় চলে যায় ফিরে আসার জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে। তিনটি চক্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে পিকিং সম্মিলিত সরকারের রূপ পরিগ্রহ করে : তিনটি চক্র হচ্ছে চ্যাঙ সো-লিন, তুয়ান চি-জুই এবং ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ এবং তুয়ান চি-জুই হলেন সরকারের প্রধান নায়ক এবং তিনি "অস্থায়ী এক্সিকিউটিভ-জেনারল" উপাধি গ্রহণ করেন।

পিকিংস্থ নূতন যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুদের সরকার, তখনও স্থিতিশীল না হওয়ায় অস্থায়ীভাবে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন হ্রাস করে। এই অবস্থায় পার্টিকে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সময় থেকে বন্দী শ্রমিক নেতাদের মুক্ত করতে রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা পুনরুদ্ধার করতে, এবং বেকারদের জন্য কাজের সন্ধান দিতে সুযোগ এনে দেয়। ১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তার অব্যবহিত পরই সিঙ্গতাও-সিনান রেলওয়ে শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট হয় এবং তারপর পিকিং, য়ুহান, শেনিয়াঙ্গ এবং তাঙশান প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধর্মঘট হয়।

এমত অবস্থায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকার তলায় জনসাধারণকে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ আহ্বান এবং অসম চুক্তিপত্র রদ করার জন্য সমাবেশ ও সংগঠিত করতে পার্টি মনস্থ করে। পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে পর পর শাংহাই, চেকিয়াঙ, কোয়ান্টুং, হুনান, হুপে ও অন্যান্য জায়গায় "জাতীয় পরিষদ গঠনকল্পে সমিতি" স্থাপিত হয়।

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে গণ-আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ জাতীয় কংগ্রেস শাংহাইতে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস অধিবেশনে ৯৮০ জন পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ২০ জন উপস্থিত থাকে।

কংগ্রেসে সবিস্তারে সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা হয় এবং পার্টির রাজনৈতিক কর্তব্য স্থিরীকৃত হয়। এ সময় সমর-প্রভুদের শাসন দ্রুতগতিতে পতনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। পুরাতন যুদ্ধবাজ শাসকগোষ্ঠী উৎখাত হওয়ায় তাদের স্থলাভিষিক্ত নূতন শাসকগোষ্ঠী তখনও নিজেদের সংহত করতে পারেনি। চীনে গণ-আন্দোলন বিকাশের পক্ষে এই অবস্থা খুবই অনুকূল। 'আন্দোলনের সাফল্য পার্টির পলিসি, এবং জনগণের মধ্যে পার্টির প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল হওয়ায় দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের প্রসার ঘটানোর সমস্যাই কংগ্রেসের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়।

কংগ্রেস উল্লেখ করে যে শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশীদার থাকলেও তার নিজস্ব এক উদ্দেশ্য থেকে যায়—সেটা হলো গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ সাফল্যের পর প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া। সুতরাং এই বিপ্লবে অন্যান্য শ্রেণীগুলি থেকে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রমিক শ্রেণী নিশ্চয়ই বুর্জোয়াদের লেজুড়-বৃত্তি করবে না, তার নিজস্ব স্বাধিকার ও উদ্দেশ্য থাকবে। কেবল মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেই চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হতে পারে।

কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে এবং এই আন্দোলন ইতিমধ্যে সামনে এগিয়ে চলেছে। চীনে জাতীয় পরিষদ আহ্বান

সে সময় একটা সুস্পষ্ট সম্ভাবনা হিসাবে দেখা দেয়। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রাধান্য অর্জন করতে শক্তিশালী জনপ্রিয় সংগঠন তৈরী করবে। সমর-প্রভু নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে, এসব সংগঠন তিনজনের বেশী শ্রমিকদের নিয়ে প্রতি ফ্যাক্টরীতে অথবা কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গ্রুপ হিসাবে কাজ করবে ; এসব গ্রুপ প্রতি ফ্যাক্টরীতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অনুসারে শাখার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে ; এসব শাখার উপর থাকবে ফ্যাক্টরী ট্রেড ইউনিয়ন, এ সব ট্রেড ইউনিয়ন আবার আঞ্চলিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে একত্রিত হবে। রেলপথ, খনি ও বয়নশিল্পগুলির মত শিল্পে, এবং শাংহাই, হ্যাঙ্কাও ও তিয়েনসিনের মত শিল্প ও বাণিজ্য সমৃদ্ধ শহরে, প্রথম সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালাতে হবে।

কংগ্রেস থেকে একথাও বলা হয় যে চীনের জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কৃষকরাই মৌল শক্তি এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান মিত্র। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করতে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। সেই অনুসারে, জমিদারদের শাসন ব্যবস্থা ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীকে মোকাবিলা করতে, কৃষক সমিতি ও কৃষক আত্ম-রক্ষা বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে ও সমগ্রদেশে কৃষক-আন্দোলন সম্প্রসারণকল্পে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

বিগত বছরে সম্মিলিত ফ্রন্টের কার্যকলাপে "বাম" ও দক্ষিণপন্থী সুবিদাবাদজনিত ভুলভ্রান্তিগুলিকে কংগ্রেস থেকে সমালোচনা করা হয়। কুয়োমিণ্টাংয়ের পুনর্গঠনের পর থেকে ঐ সংগঠনের অভ্যন্তরে বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের আবির্ভাবের কথাও কংগ্রেস থেকে বলা হয়, এবং দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতা ও মধ্যপন্থীদের সমালোচনা করে বামপন্থীদের সম্প্রসারিত করার নীতি ও কর্মপন্থা গৃহীত হয়।

পার্টির চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনের সাফল্য প্রধানতঃ হচ্ছে গণসংগ্রামের নতুন প্রবাহের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি।

এর ত্রুটি হচ্ছে কৃষি কর্মসূচীকে সামনে তুলে না ধরতে পারার ব্যর্থতা।

পিকিং ক্যু দে-তা ঘটানোর সময়, ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করার জন্য ডঃ সান ইয়াৎ-সেনকে উত্তরাঞ্চলে আসতে আমন্ত্রণ জানায়। তুয়ান চি-জুই এবং চ্যাঙ সো-লিন, উভয়েই জনপ্রিয়তা লাভের জন্য, জাতীয় অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ করার ছলনা করে ডঃ সানকে আমন্ত্রণ করার একই প্রস্তাব দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় সমর্থন নিয়ে ডঃ সান ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে পিকিংয়ের উদ্দেশ্যে কোয়াণ্টুং পরিত্যাগ করেন। "উত্তরাঞ্চলে আমার যাত্রা সম্পর্কে ইস্তাহার" প্রকাশ করেন। যার মধ্যে অসম সন্ধিচুক্তি বাতিল ও জাতীয় পরিষদ আহ্বানের আবেদন জানান পিকিংয়ে পৌঁছে, তিনি দেখলেন তুয়ান চি-জুই জাতীয় গণপরিষদ আহ্বান সম্পর্কে আদৌ কোন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বাস্তবিকপক্ষে, তুয়ান "জাতীয় পুনর্বাসনের উপর সম্মেলন" আহ্বান করে জাতীয় পরিষদ আহ্বানের বিরোধিতা করারই চেষ্টা করছে। তুয়ানের মতলব বানচাল করার জন্য, ১৯২৫ সালে মার্চ মাসে সান ইয়াৎ-সেন এবং লি তা-চাও জাতীয় পরিষদ গঠন সমিতির জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করেন। জাতীয় পুনর্বাসনের উপর সম্মেলনের চরিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যাপারে,

বিপ্লবী ভাবাদর্শ প্রসারকল্পে এবং জনগণকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় করার বিষয়ে কংগ্রেসের বৈঠক খুব ফলদায়ক হয়।

১৯২৫ সালে, ১২ই মার্চ ডঃ সান ইয়াৎ-সেন উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম ও শ্রান্তিহেতু পুনরায় ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুশয্যা থেকে, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই মহানদেশের মিত্রতাপূর্ণ সহযোগিতার জন্য ব্যগ্র আশা প্রকাশ করেন, ডঃ সান সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির নিকট এক পত্র লেখেন। স্তালিনের নামে, সি পি এস ইউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এক তারবার্তা পাঠান। তারবার্তায় উল্লেখ করা হয় যে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন চীনা শ্রমিক ও কৃষকদের স্মৃতিতে চিরকাল বেঁচে থাকবেন এবং, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় অর্জন করা পর্যন্ত সান ইয়াৎ-সেনের পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে কুয়োমিণ্টাংয়ের গণতান্ত্রিক অংশকে উৎসাহিত করবে।

এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবী, কমিউনিস্ট পার্টির মহান বন্ধুর মৃত্যুতে দেশব্যাপী শোক রাজনৈতিক প্রচারে বিস্তৃত আন্দোলনের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিণ্টাং সহযোগিতা এবং উভয় পার্টির বিপ্লবী সভ্যদের যুক্ত প্রয়াসের ফলে সামন্তবাদ-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মপন্থার উপর আশ্রিত ত্রি-গণনীতি সমগ্র দেশে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে।

৩। চীনা শ্রমিকদের জাপ-বিরোধী ধর্মঘট। দ্বিতীয় জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস। শাংহাইয়ে ৩০শে মে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ক্যাণ্টন ও হংকংয়ে বিরাট ধর্মঘট। কোয়াণ্টুং বিপ্লবী ঘাঁটি সংহতকরণ। কৃষক আন্দোলনের আরও প্রসার।

সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান উপায় হল চীনে ফ্যাকটরী স্থাপন করা, প্রধানতঃ তুলাকল। যুদ্ধোত্তর পর্বে বিদেশী পুঁজিপতিরা, বিশেষ করে জাপ-পুঁজিপতিরা, চীনে ব্যাপক সংখ্যক কাপড়ের কল খোলে।

যুদ্ধের পর আভ্যন্তরীণ সুতাজাত-পণ্যের বাজারের ক্রমসঙ্কোচনে আতঙ্কিত হয়ে, জাপ-পুঁজিবাদীরা আভ্যন্তরীণ বাজারে একচেটিয়াকরণের কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং চীনে তাদের লগ্নী বাড়িয়ে নিজেদের বাঁচাবার প্রয়াস পায়। চীনে ফ্যাক্টরী স্থাপনের ক্ষেত্রে জাপানের পক্ষে বহু অনুকূল অবস্থা ছিল। সে চীনের সস্তা শ্রম শোষণ করে, এবং জাপ-অধিকৃত এলাকার বিশেষ অধিকারের সুযোগ নিয়ে এবং চীনা সমর-প্রভু সরকারের সহযোগিতায় চীনা শ্রমিকদের কঠোরভাবে দাবিয়ে রাখার নীতি গ্রহণ করে। জাপানী পণ্যদ্রব্য প্রচলিত শুল্ক ব্যবস্থা দ্বারা সংরক্ষিত। জাপান উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব চীনের তুলাজাত সমস্ত পণ্য নিয়ন্ত্রণ করে, এবং চীনা ভূ-খণ্ডে পূর্ণ পরিবহণ ব্যবস্থা করায়ত্ত করে। অধিকন্তু, জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল প্রভূত মূলধন এবং উন্নত উৎপাদন কলাকৌশল তাদের ছিল ও নৈপুণ্যের সঙ্গে ফ্যাক্টরী তারা চালাতে থাকে। সে ব্যবস্থানুসারে, তারা চীন থেকে অতিরিক্ত পরিমাণে মুনাফা লুঠে নিয়ে যায় শুধু তাই নয়, তারা চীনা শিল্পোৎপাদনেও আঘাত হানে। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র চীনদেশে মোট সুতাকাটা টাকুর সংখ্যানুপাতে জাপ-মালিকানাধীন ফ্যাক্টরীগুলিতে টাকুর সংখ্যা ১৩·৬ শতাংশ থেকে ৪৫·৩ শতাংশে উঠে যায়,

অপরদিকে চীনা মালিকানাধীন ফ্যাক্টরীতে টাকুর সংখ্যা ৫৮ ৮ শতাংশ থেকে ৪৪ শতাংশে নেমে যায়। জাপানী সূতাকলগুলি শাংহাই ও তিয়েনসিনে কেন্দ্রীভূত হওয়ায়, চীনাদের মালিকানাধীন সূতাকলগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ'টে উঠতে পারে না।

এসব সূতাকলের জাপানী মালিকরা চীনা শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় খাটিয়ে, এবং বেতন কমিয়ে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ও অত্যাচার চালায়। সর্বাপেক্ষা কুখ্যাতিকর ব্যাপারগুলি হল যে শাংহাইয়ে জাপানী সূতাকলগুলি শোষণ ও অত্যাচার তীব্র করে তুলতে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের বদলে ছোট ছোট ছেলেদের নিযুক্ত করে তাদের তালিম দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। জাপ-পুঁজিপতিদের নিষ্ঠুর ব্যবস্থার ফলে, ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শাংহাইয়ে অধিকাংশ জাপানী মালিকদের সূতাকলে বড় রকমের ধর্মঘট হয়। অবিলম্বে জাপান "সশস্ত্র মহড়ার" জন্য চীনে যুদ্ধ-জাহাজ পাঠায়; একই সময়ে, চীন সম্পর্কিত বিষয়ের জাপানী মন্ত্রীমহোদয় পিকিং সরকারের উদ্দেশ্যে এক কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ঘটনাটি সমগ্র সুদূর প্রাচ্যকে আঘাত দেয়।

ধর্মঘট শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীশক্তি সম্পর্কে আস্থাবান করে তোলে এবং অধিক সংখ্যায় শ্রমিকরা ইউনিয়নে যোগদান করে। প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত করে, তদ্দারা ইউনিয়ন সংগঠনের গোড়া মজবুত করে। ইউনিয়নের ক্রম-বর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে জাপ-পুঁজিপতিরা সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ও সংগঠকদের ছাটাই করতে মনস্থ করে। এর ফলে শাংহাইতে আরেকবার ধর্মঘট হয়। ১৫ই মে জাপানী ফ্যাক্টরী প্রহরী ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং গুলিবর্ষণের ফলে কু চেঙ-হুঙ্গ নামে এক শ্রমিক নিহত হয় ও ১২ জন আহত হয়।

সিঙতাওয়ের মিলে জাপ-মালিকপক্ষ কর্তৃক একই নির্যাতনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে ১৯শে এপ্রিল বড় রকমের ধর্মঘট হয়। ২৮শে মে জাপ-মালিকরা ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গণ ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। জাপানী সৈনেরা এলোপাথারি শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় এবং বহু শ্রমিক নিহত হয়।

এই ধরনের বর্বরোচিত নৃশংসতা চীনা জনগণের মধ্যে আরও ক্রোধের সঞ্চার করে এবং তাদের সংগ্রামের সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হতে থাকে।

এ সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কাজ হল শ্রমিকশ্রেণীকে শক্তিশালী করা ও সংহত করা। পার্টি-নেতৃত্বে এবং চীনের চারটি বৃহত্তম ইউনিয়নের আনুকূল্যে—জাতীয় রেল শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, হ্যাঙ্কাও-তাইয়ে-পিঙসিয়াও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, চীনা নাবিকদের ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কোয়াণ্টুং শ্রমিক সম্মেলন—১৯২৫ সালের ১লা মে ক্যাণ্টনে আসন্ন দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঝড়ের প্রাক্কালে দ্বিতীয় জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই শ্রমিক কংগ্রেস ১৬৬টি ট্রেড ইউনিয়নের এবং ৫৪০,০০০ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের ২৮১ জন প্রতিনিধি যোগদান করে।

এই কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করা ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য এবং সেই সঙ্গে তার মিত্র খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র হল কৃষক। ঐ কংগ্রেস থেকে বলা হল যে বর্তমান সংগ্রামে শ্রমিকদের আশু অর্থনৈতিক দাবী হচ্ছে সর্বনিম্ন বেতন হার নির্ণয়, দৈনিক আট ঘন্টা কাজের সময় প্রবর্তন, নারী ও শিশু শ্রমিকদের কাজের অবস্থার উন্নতিসাধন, শ্রমবীমা ও সামাজিক বীমা ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরী করা, এবং ঠিকাদারী

শ্রমিক প্রথার অবসান ঘটানো। কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হয় যে শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপকতম গণসংগঠন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে শ্রমিকদের টেনে আনা এবং শিল্পের ভিত্তিতে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নই হচ্ছে সবচেয়ে প্রকৃষ্ট রূপ। সর্বশেষে, শ্রমিকদের মধ্যে গুপ্তচর, দালাল শ্রমিকদের ঝেঁটিয়ে বার করে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

শ্রমিক কংগ্রেসের সাফল্য ঃ (১) নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা, ফেডারেশনের সংবিধান গ্রহণ, এবং ফেডারেশনের নেতৃত্বকারী সংস্থার কার্যকরী কমিটি নির্বাচন। (২) রেড আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই সিদ্ধান্তের অর্থ হল বিশ্ব-বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকদের সঙ্গে চীনা শ্রমিকদের হাত মেলানো সুরু। চীনের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের বিশদিনের মধ্যেই ৩০শে মে আন্দোলন সুরু হয়।

শাংহাইয়ের বহু কলেজের ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের কিছু অংশকে নিহত বা আহত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য পথে অর্থসংগ্রহ করার সময়, আবার কিছু ছাত্র শ্রমিক কু চেঙ্গ-হুঙ্গের স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গিয়ে রাস্তায় ধরা পড়ে। মিশ্র আদালতে ৩০শে মে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বিচারের দিন ধার্য করে। চীনে জাতীয় শিল্পোদ্যোগ ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে "ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের" মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে নিপীড়নমূলক আইনকে তারা ২রা জুন গ্রহণ করার পরিকল্পনা করে। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে ছিল জাহাজের বা নৌকার ঘাট ব্যবহার বাবদ প্রদেয় শুল্কের হারবৃদ্ধি, মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও স্টক একস্চেঞ্জ রেজিস্ট্রি করা। জাহাজ বা নৌকার ঘাট ব্যবহারবাবদ প্রদেয় শুল্কের হারবৃদ্ধির উদ্দেশ্য হল চীনাদের আমদানী ও রপ্তানীর উপর প্রচণ্ড রকমে লেভি প্রবর্তন। ইন্টারন্যাশনাল সেটেল-মেন্টের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে স্টক এক্সচেঞ্জের রেজিস্ট্রি করার উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক নিয়ন্ত্রাধীন বিশেষ সুবিধাভোগী এলাকায় বসবাসকারী চীনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচন ও চীনা পুঁজিপতিদের উপর আঘাত হানা। মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ ধারার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে সমস্ত প্রকাশনা রেজিস্ট্রি করা ও যে কোনরূপ আইনভঙ্গের দায়ে জরিমানা ও কারাবাসের ব্যবস্থা রাখা হয়, এতদ্বারা চীনা প্রকাশকদের অধিকার সঙ্কোচন করা হয় শুধু তাই নয়, চীনা জনগণের বাক্-স্বাধীনতার ও প্রকাশনা স্বাধীনতার সীমাও লঙ্ঘন করা হয়, সুতরাং এসব প্রস্তাব শাংহাইয়ের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করে।

কু চেঙ্গ-হুঙ্গের মৃত্যুর পর, শাংহাইয়ের পশ্চিমাংশে ২০,০০০ সূতাকল শ্রমিক অধিকতর বেতনের জন্য ধর্মঘট করে। কারখানার দরজা তালাবন্ধ করে জাপানী মালিকরা ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ২৮শে মে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক সভায় সমস্ত বিপ্লবী শক্তিবর্গকে পক্ষে টেনে আনার উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামকে দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দো-লনের সঙ্গে যুক্ত করে, ঐ সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৩০শে মে "ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট" এলাকায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ দিন বেলা ৩টায় ১০,০০০ মিছিলকারীরা নানকিং রোড ধরে অগ্রসর হতে থাকলে, বৃটিশ পুলিসরা নিরস্ত্র জনগণের

উপর গুলিবর্ষণ করে এবং ঘটনাস্থলেই বারজনের মত মিছিলকারী নিহত হয় ও পঞ্চাশ জনের বেশী মিছিলকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শহরে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়—সর্বত্র গণসমাবেশ ও প্রকাশ্য বক্তৃতাদি চলতে থাকে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সম্মেলনে, শাংহাইয়ের শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও ছাত্রদের ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া এবং ধর্মঘট আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অ্যাকসন কমিটি গঠনের কর্মপন্থা গ্রহণ করে। পার্টি নেতৃত্বে দু লাখ সংঘবদ্ধ শ্রমিকসঙ্ঘের সংগঠন শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ৩১শে মে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। ১লা জুন এই বিরাট ধর্মঘট আন্দোলন আরম্ভের দিন হিসাবে চিহ্নিত। দু লাখেরও উপর শ্রমিক যন্ত্র স্তব্ধ করে দেয়, পঞ্চাশ হাজারেরও উপর ছাত্র পড়াশুনা ছেড়ে দেয় এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে ব্যবসায়ীরা বিপণী বন্ধ করে দেয় এবং এমন কি "ইণ্টারন্যাশনাল সেটেলমেণ্টের" এলাকাস্থ চীনা পুলিসরা পর্যন্ত ধর্মঘট করে। পরবর্তীকালে শ্রমিক, বণিক এবং ছাত্রদের ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শাংহাই বণিক সমিতি, নিখিল-চীন ছাত্র ফেডারেশন, শাংহাই ছাত্র ইউনিয়ন এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবলমাত্র মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের সংগঠন, শাংহাই জেনারেল চেম্বার অফ কমার্স এই সংগঠনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। ৬ই জুন পার্টি জনসমক্ষে একথা উল্লেখ করে একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করে যে শাংহাই ঘটনার সমাধান "আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, এর সমাধান রাজনীতির মধ্যে"; সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হল "চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের সবরকম বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো।" ১১ই জুন দু লাখের উপর শাংহাই শ্রমিক, বণিক ও ছাত্রদের এক গণ-সমাবেশে সতেরটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দাবী পাশ করা হয়। এই দাবীগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল: চীন থেকে বৈদেশিক স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অপসারণ, বাণিজ্য দূতের দপ্তর-এলাকার আইনগত অধিকারের বিলোপসাধন, বাক-স্বাধীনতা, "সেটেলমেণ্ট" এলাকায় বসবাসকারী চীনাদের প্রকাশনার স্বাধনীতা ও সমাবেশের স্বাধীনতা, শ্রমিকদের ধর্মঘট করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার অধিকার, "সেটেলমেণ্ট" এলাকার "মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে" চীনা প্রতিনিধিত্ব, এবং চীনে মিশ্র আদালতের পুনঃস্থাপন ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ৩০মে আন্দোলনে শাংহাইয়ের শ্রমিকরা অগ্রগামী অংশের দায়িত্ব ও নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে।

এই বৈপ্লবিক ঝড়ের মুখোমুখীন হয়ে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথমে চীনা জনগণকে বল প্রয়োগের হুমকী দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং জাপান হোয়াঙপু নদীতে বিশাল সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজের সমাবেশ করে এবং শাংহাইতে নৌ-সেনা অবতরণ করায়, এই নৌ-সেনারা পথচারী-চীনা জনগণের উপর আক্রমণোদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতঃপর, পশু-শক্তির বলে বিপ্লব দমন করা অসম্ভব এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে, সাম্রাজ্যবাদীরা প্রতাড়নাপূর্ণ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং বৃহৎ দেশীয় মুৎসুদ্দী পুঁজিপতিদের সহ-যোগিতায়, "সেটেলমেণ্টের" করদাতাদের সভার পরিচালক-মণ্ডলীতে চীনা প্রতিনিধিদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং চীনে মিশ্র আদালতের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করে। একদিকে তারা শাংহাইয়ের জাতীয় বুর্জোয়াদের "বিচার বিভাগীয় তদন্ত" এবং "আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কিত

শুল্কনীতির উপর সম্মেলন'' প্রস্তাবে আপস-রফা করার জন্য প্রলুব্ধ করে এবং অন্যদিকে তাদের ঋণদান, টাকাপয়সা পাঠান, পরিবহন ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধের হুমকী দেয়। ইতিমধ্যে, সাম্রাজ্যবাদীরা তাই চি-তাও এবং হু শীকে "বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার" দ্বারা সমস্যা নিষ্পত্তির প্রস্তাব পেশ করতে নির্দেশ দেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের এইরূপ নীতির ফলে, শাংহাইয়ের জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা দেখা দেয় এবং ইউ সিয়া-চিঙ নামে একজন বড় পুঁজিপতি মুৎসুদ্দী সতের দফা দাবী সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে, তার প্রভাবাধীন দোকানপাট খুলে দিয়ে ধর্মঘট তুলে নেয়, শাংহাই শ্রমিকদের জন্য অন্যান্য শহরের জনগণ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ আত্ম-সাৎ করে, এবং তাদের কাজে যোগদান করতে বাধ্য করে। ফেঙতিয়েন-চক্রের যুদ্ধবাজ সমর-প্রভুরা সিঙতাও, তিয়েনসিন, এবং নানকিংয়ে ধর্মঘট দমন করে, শাংহাইয়ে শ্রমিকদের, ফেডারেশন, বণিক ও ছাত্র ফেডারেশন এবং শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বন্ধ করে দেয় এবং অনেক বিপ্লবী নেতাকে গ্রেপ্তার করে। শ্রমিক-শ্রেণীর সংগঠন বাঁচাতে এবং ইতিমধ্যে লব্ধ জয় অক্ষুণ্ণ রাখতে শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এই শর্তে সাধারণ ধর্মঘট তুলে নিতে সিদ্ধান্ত করে যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া এবং স্থানীয় বিরোধগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা করতে হবে। জুলাই এবং আগস্ট মাসে শ্রমিকরা ক্রমশঃ কাজে ফিরে যায়।

শাংহাইয়ে ৩০শে মে চীনাজনগণের উপর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে ঘৃণার আগুন ছড়িয়ে দেয়। পিকিং, হ্যাঙ্কাও, চাংশা, কিউকিয়াঙ, হ্যাঙচাও ও অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্যারেড, শ্রমিক, বণিক ও ছাত্রদের মিছিল ও ধর্মঘট সাফল্যের-সহিত চলতে থাকে। সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিল ক্যান্টন-হংকং এর ধর্মঘট।

বিখ্যাত ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘট শাংহাই ঘটনার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিবাদের প্রস্তাবনার কাজ করে। ১৯শে জুন হংকংয়ে একলাখ চীনা শ্রমিকের ধর্মঘট সুরু হয়। শাংহাই শ্রমিকদের ফেডারেশন, বণিক, এবং ছাত্রদের উত্থাপিত তাদের ১৭দফা দাবীর সর্বসম্মত সমর্থন ছাড়াও, ধর্মঘটীরা তাদের নিজেদের ছয় দফা দাবী পেশ করেঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আইনগত সমতা, সাধারণ নির্বাচন, শ্রম-আইন, বাড়ি-ভাড়া হ্রাস এবং স্থায়ী নিবাসের স্বাধীনতা। এ সব দাবীর সদুত্তরের পরিবর্তে হংকংয়ের কতৃপক্ষ অবিলম্বে সামরিক আইন জারী করে এবং হংকং শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত কার্যাবলীর সমর্থক বিপ্লবী কোয়াংটুং সরকারের উপর অবরোধ সৃষ্টি করে। ২৩শে জুন ক্যান্টনে এক লাখ শ্রমিক, ছাত্র, সৈনিক ও অন্যান্য অধিবাসী ৩০শে মে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে এক মিছিল বের করে। মিছিলকারীগণ কর্তৃক শাকী স্ট্রীট অতিক্রম করার সময়, বিদেশীদের বিশেষ অধিকারভুক্ত অঞ্চল, শামীনে বৃটিশ ও ফরাসী সেনাদল খাঁড়ির অপর পাড় থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং গুলি বর্ষণের ফলে ৫০ জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশী আহত হয়। শাকী হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিতপর, কোয়াংটুং বিপ্লবী সরকার বৃটেনের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং সামুদ্রিক বন্দর অবরোধ করে। সু চাও-চেঙ[২] এবং তেঙ চুঙ-সিয়ার[৩] নেতৃত্বে হংকংয়ে আড়াই লাখ মানুষের আরেকটি বড় রকমের ধর্মঘট সংঘটিত হয়। এসব ধর্মঘটীদের মধ্যে, প্রায় ১৩০,০০০ লোক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ক্যান্টনে ফিরে আসে এবং

সেখানে ক্যাণ্টন শ্রমিকদের সহযোগে এবং ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘট কমিটির নেতৃত্বে, বৃটিশ ও জাপানী পণ্যদ্রব্য কঠোরভাবে বর্জন করতে বাধ্য করানোর উদ্দেশ্যে, তারা দু হাজারেরও বেশী নিয়মিত পিকেট দল গঠন করে।

ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘট কমিটিরও উপর, ৮০০ জনেরও বেশী প্রতিনিধিদের নিয়ে ধর্মঘটীদের কংগ্রেস নামে এক সংস্থা সংগঠিত হয় ; সুবিবেচনার সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এই সংস্থার অধীনে বিভিন্ন কার্যকরী ব্যুরো স্থাপন করা হয়। যেমন পরিচালক ব্যুরো, বিচার ব্যুরো, হিসাব পরীক্ষা ব্যুরো, আর্থিক কমিটি, জেল, সশস্ত্র পিকেট বাহিনী, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি। সমস্ত সংগঠনটি বাস্তবিকপক্ষে একটি সরকারের রূপ পরিগ্রহ করে।

ধর্মঘট কমিটির নেতৃত্বে, ক্যান্টনের শ্রমিকরা সমস্ত কোয়ান্টুংয়ের সামুদ্রিক বন্দর অবরোধ করে এবং পূর্বে সোয়াতাও এবং পশ্চিমে পাখৈয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত উপকূল ভাগের সঙ্গে হংকং ও ম্যাকাওয়ের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর এই ধর্মঘট ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত।

প্রথমতঃ, এই ধর্মঘটের ফলে হংকংয়ের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়।

ধর্মঘটের সময়ে হংকংয়ের রপ্তানী অর্ধেকেরও বেশী কমে যায়। বহু দোকান বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ লোক হংকংয়ের ব্যাঙ্ক নোট ব্যবহার করতে অস্বীকার করে এবং হংকং সরকার আর্থিক সংকটে ডুবে যাওয়ার অবস্থা হয়। দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ পঁয়ত্রিশ লক্ষ হংকং ডলার।

অপর পক্ষে, ধর্মঘটের ফলে কোয়ান্টুংয়ের আর্থিক স্বাধীনতা ও বিকাশের প্রসার ঘটে। ধর্মঘট কমিটি কর্তৃক ক্যাণ্টন ও শাংহাইয়ের মধ্যে জাহাজ চলাচল উন্মুক্ত করায়, যে সব-ব্যবসায়ীরা পূর্বে হংকং থেকে সোজাসুজি মাল কিনে নিত তারা এখন পণ্য কেনা-বেচার জন্য ক্যাণ্টনে আসতে থাকে এবং এর ফলে ক্যান্টনে পাইকারী ব্যবসা প্রাক-ধর্মঘট স্তর থেকে অনেক উচ্চে উঠে যায় শুধু নয়, দৈনন্দিন তার সমৃদ্ধি হতে থাকে। কোয়ান্টুং সরকার কর্তৃক প্রচলিত কাগজের মুদ্রা তার আস্থা ফিরে পায়, এবং সরকারী রাজস্বের পরিমাণ প্রচুরভাবে বেড়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মঘটের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক সম্মান হানি ঘটে। ১৯২৫ সালের জুন থেকে ১৯২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী ষোল মাসের এই ধর্মঘট চীন বিপ্লবের ইতিহাসে এক বিরাট ঘটনা এবং সমগ্র বিশ্বে শ্রমিক ধর্মঘটের ইতিহাসে এর নজির প্রায় নেই বললেই চলে।

ক্যান্টন হংকং ধর্মঘটীদের ও কোয়ান্টুংয়ের কৃষকদের সাহায্যে ও সমর্থনে, কোয়ান্টুং বিপ্লবী ঘাঁটি উত্তরোত্তর সংহত হয়।

ধর্মঘটের প্রাক্কালে, বিপ্লবী সরকার খুবই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। সরকারের অন্তর্ভুক্ত দুজন সমর-প্রভু ইয়াঙ সি-মিন ও লিউ চেন-হুয়ান, কুয়োমিন্টাং দক্ষিণ পন্থীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র দ্বারা ক্যু দে-তা করে সরকারের পতন ঘটাতে চেষ্টা করেছিল। বাহ্যতঃ, চেন চিউঙ-মিঙ এবং তেঙ পেঙ-ঈন এই দুই সমর-প্রভুর অবরোধকারী সেনাদল সেখানে ছিল। প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবী সরকার উল্টে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সমবেত প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু শ্রমিক-কৃষকদের সমর্থনে সাফল্যজনকভাবে সরকার সঙ্কট কাটিয়ে ওঠে।

ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার সময়, চেন চিউঙ-মিঙ বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের ও তুয়ান চি-জুইয়ের অধীনস্থ পিকিং সরকারের সামরিক সমর্থনে ক্যান্টনের বিরুদ্ধে লুই-চাও-চাওচো-স্বাতো সেকটরকে তার সামরিক তৎপরতা চালানোর ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছিল। সুতরাং ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিপ্লবী সেনাবাহিনী প্রথম পূর্বাঞ্চল অভিযান সুরু করে। হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমির ক্যাডেটদের (সামরিক শিক্ষার্থীদের) নিয়ে গঠিত এর প্রধান বাহিনী, সর্বসাকুল্যে এই বাহিনীর মোট সংখ্যা ৩ হাজার, এই বাহিনী চেন ও তার মিত্রবাহিনীর ৯০,০০০ সৈন্যের সম্মুখীন হয়। হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমিতে পার্টির রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং (সামরিক শিক্ষার্থীদের) ক্যাডেটদের মনোবল, তেজ, সাহস ও নৈপুণ্যের ফলে, বিপ্লবী বাহিনী চেনের ফাটল ধরা সেনাদল উচ্ছেদ করে এবং মার্চ মাসের শেষে চাওচো ও স্বাতো দখল করে।

১৯২৫ সালের জুনের প্রথম দিকে, সমর-প্রভু, ইয়াঙ সি-মিন ও লিউ চেন-হুয়ান, ক্যু দে-তার সাহায্যে বিপ্লবী-সরকার উৎখাত করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে। পূর্ব কোয়ান্টুং অঞ্চলে সমর-প্রভু চেন চিউঙ-মিঙের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বিপ্লবী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী কুয়োমিন্টাং সদস্যদের সমর্থিত কর্মপন্থা দৃঢ়-ভাবে অনুসরণ করে ক্যান্টনের দিকে ফিরে গিয়ে ইয়াঙ ও লিউকে আক্রমণ করে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল সেনা বাহিনীকে খতম করে দেয়। এভাবে বিপ্লবী সরকার রক্ষা পায়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে, আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যান্টনে ১লা জুলাই জাতীয় সরকার গঠিত হয়। মেরুদণ্ড স্বরূপ হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমির ক্যাডেটসহ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সেনাদল নিয়ে জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনী গঠিত হয়।

জাতীয় সরকার গঠিত হলেও কুয়োমিন্টাংয়ের অভ্যন্তরে তীক্ষ্ন সংগ্রাম তখনও চলছিল। হু হান-মিন এবং সু চুঙ-চি কর্তৃক বিদ্রোহ ঘটাবার ষড়যন্ত্র ধর্মঘট কমিটি জানতে পেরেছিল। সুতরাং, ১৯ই আগস্ট, কোয়ান্টুংয়ের শ্রমিকরা সরকারের অভ্যন্তর-স্থিত বিশ্বাসঘাতকদের খতম করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট মিছিলের অনুষ্ঠান করে। কুয়োমিন্টাংয়ের বামপন্থীদের প্রতি প্রবল সমর্থন এর দ্বারা সূচিত হয়। যাহোক, বামপন্থীদের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থা দেখা যায় এবং তারা আঘাত করতে ভয় পায়। ফলে, অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা বামপন্থী কুয়োমিন্টাং নেতা লিয়াও চুঙ-কাইকে হত্যা করে। তারপর কোয়ান্টুং বিপ্লবী সরকার, জনগণের সমর্থনে, প্রতিক্রিয়াশীল সেনাদল ভেঙ্গে দেয় এবং হু হান-মিন ও সু চুঙ-চিকে ক্যান্টন থেকে বিতাড়িত করে।

১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে, বিপ্লবী সেনাবাহিনী চেন চিউঙ-মিঙের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার পূর্বাঞ্চল অভিযান সুরু করে। এই অভিযান সুরু হয় সমর-প্রভুদের আড্ডা, হুইচাউ অধিকার দ্বারা। অক্টোবরের শেষে বিপ্লবী বাহিনী চেনের সমগ্র সেনাদল উচ্ছেদ করে এবং তুঙকিয়াঙের সমগ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে।

এর পর সুরু হয় দক্ষিণাঞ্চল অভিযান। বিপ্লবী সেনাবাহিনী ডিসেম্বর মাসে কাওচাউ, লেইচাও, চিঙ্চাও, এবং লিয়েঙ্চাও অধিকার করে এবং ১৯২৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে হাইনান দ্বীপের অবশিষ্ট শত্রুদের খতম করে। এভাবে, সমগ্র কোয়ান্টুং প্রদেশ বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আয়ত্তাধীনে আসে।

সমগ্র দেশে কৃষক আন্দোলন ও ১৯২৫ সালের মে থেকে ১৯২৬ সালের জ্লাই পর্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে।

৩০শে মে আন্দোলন সমগ্র দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পর, কৃষক সংগ্রাম জাতীয় বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে চীনা বিপ্লবে পরাক্রান্ত নয়া সেনাবাহিনী হিসাবে দেখা দেয়।

কৃষক ক্যাডারদের শিক্ষাদানের প্রধান কেন্দ্র ছিল কৃষক আন্দোলনের জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সামরিক স্নাতকদের একটা অংশ কোয়াংটুংয়ে থেকে যায়, কিন্তু বেশীরভাগ অংশকে কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা হয়।

১৯২৬ সালে ২০শে এপ্রিল প্রথম জাতীয় কৃষক কংগ্রেস (মহাসম্মেলন) আহূত হয়। এই মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লেখ করে যে কৃষক আন্দোলনকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই কেবলমাত্র সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা যাবে।

১৯২৬ সালের জুন মাসে দেশে কৃষক সমিতির সমগ্র সভ্যসংখ্যা ৯৮০,০০০ পেঁছায়, এবং এই সভ্যদের মধ্যে ৬৪৭,০০০ একমাত্র কোয়াংটুং প্রদেশ থেকেই আসে। তদানীন্তন চীনের বিপ্লবী ঘাঁটি কোয়াংটুংয়েই কৃষক আন্দোলন প্রসারলাভ করতে সুরু করে। ১৯২৫ সালে প্রাদেশিক কৃষক কংগ্রেস আহূত হয় এবং অপর আর একটি কৃষক কংগ্রেস আহূত হয় ১৯২৬ সালে। দুর্নীতিপরায়ণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বহিষ্কৃতকরণ, এবং স্থানীয় মস্তানদের ও ভদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বদমায়েসদের বিনষ্টকরণ, পাওনুঙ[৪] প্রথা রহিত, খাজনা হ্রাস, ভূ-স্বামীদের নিকট গচ্ছিত অর্থ পুনরুদ্ধার, কৃষক আত্ম-রক্ষী দল সংগঠিত করণ, জমিদারদের রক্ষী বাহিনী উৎখাত, এবং শ্রমিক কৃষক মৈত্রী গঠন প্রভৃতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সময় কোয়াংটুং কৃষকরা প্রচণ্ড পরিমাণে লেভি প্রথা এবং বিভিন্ন খাতে কর প্রদান উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস এবং গচ্ছিত অর্থের উদ্ধার সাধন প্রভৃতি থেকে সুরু করে স্থানীয় মস্তান, ভদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বদমায়েস এবং জমিদারদের "রক্ষী বাহিনীর" বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রকৃতপক্ষে অগ্রগতির দিকে পদক্ষেপ করে।

কোয়াংটুংয়ের কৃষকরা সমর-প্রভু এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও আত্ম-নিয়োগ করে। তুঙ কিয়াঙ অভিযানে, হাইফেঙ, লুফেঙ, য়ুহুয়া এবং অন্যান্য স্থানের কৃষকরা চেন চিউঙ-মিঙকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে। ক্যান্টনের আশেপাশে বহিঃস্থ অঞ্চলের কৃষকরা ইয়াঙ সি-মিন এবং লিউ চেন-হুয়ানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর সহযোগে লড়াই চালায়। হংকং অবরোধ কালেও কৃষকরা শ্রমিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং এইভাবে বিরাট ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘটে সক্রিয় সমর্থন জানায়।

অন্যতম প্রদেশসহ, তদানীন্তন কোয়াংটুংয়ে কৃষক আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে যায়। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিতেই কোয়াংটুং বিপ্লবী সরকার গঠিত ও সংহত হয়।

উত্তরাঞ্চল অভিযানের প্রাক্কালে হুনান, হুপে এবং কিয়াংসীর কৃষক-আন্দোলন প্রসার লাভ করতে সুরু করে। হুনানেই পার্টি প্রভাবাধীন কৃষকদের সংখ্যা ছিল দশ লাখ, এবং তাদের মধ্যে সংগঠিত কৃষকদের সংখ্যা ছিল চারলাখ। হুপে কৃষক সমিতির সভ্যসংখ্যা ছিল ৭২,০০০। এ সব প্রদেশের কৃষকরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম

সুরু করে এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর উত্তরাঞ্চল অভিযানকালে সেনাবাহিনীর সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুতি করতে থাকে।

উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে, হোনান, শেনসী, শান্টুং হোপেই এবং অন্যান্য জায়গায়, সমর-প্রভুদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে, অতিরিক্ত পরিমাণে লেভি ও বিভিন্ন রকমের খাতে কর প্রচলন, আগাম দেয় ভূমি-কর এবং দুর্নীতিপরায়ণ পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে; সদাসর্বদাই চাষীদের দাঙ্গা লেগেই থাকত। তাদের সংগ্রামে কৃষকরা রেড স্পিয়ার সোসাইটী (Red Spear Society) প্রমুখ আদিম সংগঠনগুলিকে কাজে লাগাত। কিন্তু এ সব সংগঠনে জমিদার অথবা ধনী কৃষকদের প্রাধান্য থাকার দরুন এদের দ্বারা প্রায়শঃ জমিদারশ্রেণীর স্বার্থই রক্ষিত হত।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বহু প্রয়াসের মাধ্যমে উত্তর চীনে যেমন দেখা গেল, এ সব আদিম কৃষক সংগঠন ধাপে ধাপে কৃষক সমিতির ধরনের উন্নত সাংগঠনিক অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে দুলক্ষ সত্তর হাজার সভ্যসংখ্যা সম্বলিত হোনান প্রাদেশিক কৃষক সমিতি এবং এক লক্ষ সভ্যসংখ্যা সম্বলিত কৃষক আত্ম-রক্ষা বাহিনী গঠিত হয়। সমর-প্রভুদের অধীনে থেকে তারা লেভি ও কর প্রদানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

৪। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা সম্পর্কে মাও সে-তুঙ। তাই চি-তাওয়ের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। বিপ্লবের নেতৃত্ব বলপূর্বক দখল করার জন্য চিয়াঙ কাই-শেক প্রমুখ দক্ষিণপন্থীদের ষড়যন্ত্র। চেন তু-সিউ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চক্র কর্তৃক চিয়াঙকে বিশেষ সুবিধাদান।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৬ সালের গোড়া পর্যন্ত চীনা বিপ্লব অতিদ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। কোয়ান্টুংয়ে বিপ্লবী ঘাঁটি সংহত করার ফলে এবং দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের উত্থান হেতু, সামগ্রিক দেশের অভ্যন্তরে বিপ্লবী এবং প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াই এক চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। বিপ্লবী শিবিরে ও বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সংগ্রাম, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রাম উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পেঁছায়।

১৯২৬ সালে উত্তরাঞ্চল অভিযানের প্রাককালে অবস্থা এই পর্যায় পেঁছায়।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, কে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে এই মৌলিক প্রশ্নের উপর পার্টি বিভক্ত হয়। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে কে বিপ্লবে নেতা হবে —প্রলেতারিয়েত অথবা বুর্জোয়ারা? শ্রমিক শ্রেণীর মূলগতভাবে মিত্র কে—কৃষকশ্রেণী অথবা বুর্জোয়া? বহু কমিউনিস্টদের মধ্যেই তখনও সঠিকভাবে এই সব প্রশ্নের সমাধান হয় নি। চেন তু-সিউয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চক্র এই ধারণা পোষণ করত যে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব করবে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা এবং বুর্জোয়ারাই কেবল মাত্র গণতান্ত্রিক শক্তি এবং এই শক্তির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে যুক্ত রাখবে। বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতার মতবাদে এরা এতই মগ্ন ছিল যে ব্যাপকতম ভাবে ও মূলগত দিক থেকে কৃষকরা যে শ্রমিকশ্রেণীর পরম মিত্র একথা তারা ভুলে যায়, এবং তার ফলে বিপ্লবী সংগ্রামে তারা নিজেদের দুর্বল, অসহায় ও অক্ষম বলে প্রমাণিত করে। অপর দিকে,

চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের নেতৃত্বে "বামপন্থী" সুবিধাবাদীরা কেবলমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনকেই নজরে রাখে ; তারাও কৃষকদের অবহেলা করে। দুই শ্রেণীর সুবিধা-বাদীরাই নিজেদের আপন আপন দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ ছিল, তখনও তারা জানত না ক্ষমতাশালী মিত্রকে কোথায় অন্বেষণ করতে হয়।

পার্টির অভ্যন্তরস্থ এই দুই ভ্রান্ত ঝোঁকের বিরুদ্ধাচরণ করে কমরেড মাও সে-তুঙ ১৯২৬ সালের মার্চে লিখলেন "চীন সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ।"

উপনিবেশ সমূহে জাতীয় বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব এবং লেনিন-বাদী মতাদর্শ ও কর্মপন্থার উপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ নয়া-গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক ভাবধারা, প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে অপামর জনসাধারণের বিপ্লবের তত্ত্ব সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। নিম্নোক্ত দুটি বিচার বিবেচনায় এই ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রিত ঃ

প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে, কমরেড মাও সে-তুঙ চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন।

যুদ্ধবাদী সমর-প্রভুবৃন্দ, আমলাতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা, মুৎসুদ্দী বেনিয়ারা, বৃহৎ জমিদারবর্গ এবং তাদের উপর নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ—সাম্রাজ্যবাদীদের একত্র সহযোগে এরা আমাদের শত্রু। আমাদের বিপ্লবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েতরাই প্রধান চালিকা শক্তি। আধা-প্রলেতারিয়েত ও পেতি বুর্জোয়াদের সমগ্র অংশ আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারী বুর্জোয়ারা (কমরেড মাও জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা মনে রেখে বলেছেন—সম্পাদক) কমরেড মাও বলেন, এই শ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শত্রু হতে পারেন এবং এই শ্রেণীভুক্ত বামপন্থীরা আমাদের মিত্র হতে পারেন, কিন্তু শেষোক্তদের সম্পর্কে আমাদের সদাসর্বদা সজাগ থাকতে হবে এবং আমাদের ফ্রন্টের[৫] মধ্যে এদের দ্বারা সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কঠোর করতে হবে।

চীনা জমিদার এবং মুৎসুদ্দীশ্রেণীগুলি সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এবং অনগ্রসর উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে এবং চীনের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির প্রসারকে গুরুতরভাবে বাধা দেয়। তাদের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্য-বাদীদের উপর নির্ভরশীল এবং তারা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহক ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং চীনা বিপ্লবের সপক্ষে তাদের অস্তিত্ব একান্ত অনুপযোগী। অন্য কথায় বলতে হয় তারা প্রতিক্রিয়াশীল, এবং চীনা বিপ্লবের শত্রু ও মূল লক্ষ্যবস্তু।

চীনা বিপ্লবী শ্রেণীসমূহ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষককুল, পেতি-বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল ক্ষমতা এবং বুর্জোয়াদের অতিরিক্ত দুর্বলতা হেতু, চীনা বিপ্লবের নেতৃত্ব স্বভাবতঃই শ্রমিকশ্রেণীর উপর বর্তায়।

শ্রমিকশ্রেণী চীনে নতুন উৎপাদিকা শক্তির প্রতিনিধি এবং আধুনিক চীনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী। এই শ্রেণী সবচেয়ে সংহত, এদের আর্থিক মান অতীব নিম্নস্তরের, এবং সেহেতু বিপ্লবী সংগ্রামে এই শ্রেণী নিজেদের সবচেয়ে লড়াকু বলে প্রতিপন্ন করে। নাবিক, রেল শ্রমিক, কয়লা খনি শ্রমিকদের বিশেষভাবে শাংহাই ও হংকং শ্রমিকদের বহু সাম্প্রতিক, এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মঘটে এদের শক্তি প্রচুর

পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ সব তথ্যাদি থেকে, কমরেড মাও সে-তুঙ এই অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে চীনা বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীই নেতা হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রধানতম ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য মিত্র হল কৃষক ও পেতি-বুর্জোয়া। কমরেড মাও সে-তুঙ কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের এবং পেতি-বুর্জোয়াদের আর্থিক অবস্থা ও বিপ্লবের প্রতি তাদের শ্রেণীগত দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈপ্লবিক গুণগত মাত্রার উল্লেখ করেছেন। এদের একটা ক্ষুদ্র অংশ, মালিক চাষী, হস্ত-শিল্পী, গৌণ বুদ্ধিজীবী অংশ, স্বাভাবিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী মনোভাবাপন্ন সমর-প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকে, কিন্তু তারা বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিপ্লবে যোগদান করে। তাদের অধিকাংশই আধা-ভাড়াটে কৃষক[৬], দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র হস্ত শিল্পী এবং দোকানের কর্মীরা, সদাই অত্যাচারিত ও শোষিত অবস্থায় থাকে। ফলে তাদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি একটা ঝোঁক থাকে এবং সেহেতু তারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে বিপ্লবে আত্ম-মগ্ন হয়। দরিদ্র কৃষকসহ আধা-ভাড়াটে কৃষকরা গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বিরাটতম অংশ। "কৃষক-সমস্যা প্রধানতঃ তাদেরই সমস্যা।"[৭] কৃষকরা, শ্রেণী হিসাবে, বিরাট বৈপ্লবিক ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে, কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবের প্রধান মৈত্রী সম্পর্কিত গুরুতর সমস্যার অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক মৈত্রী সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন।

বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয় বুর্জোয়ারা অস্থিরমতি কারণ এই শ্রেণীর বৈপ্লবিক ও আপসপন্থী দুরকম মনোভাবই আছে। এই শ্রেণীর আর্থিক অবস্থাই তাদের দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে।

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ চীনের জাতীয় পুঁজিবাদ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কমরেড মাও সে-তুঙের কথায়, "জাতীয় বুর্জোয়াদের উপর বৈদেশিক পুঁজির আঘাত এলে এবং সমর-প্রভুদের দ্বারা এরা শোষিত হলেই, এই শ্রেণীর বুর্জোয়ারা (জাতীয় বুর্জোয়ারা) বিপ্লবের আবশ্যকতা অনুভব করে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সমর-প্রভুদের[৮] বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সপক্ষে অনুকূল মত পোষণ করে। সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়াদেরও বিপ্লবে যোগদান করার সম্ভাবনা থাকে এবং এ হেতু পার্টি অবশ্যই এই শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। কিন্তু অপরদিকে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের সঙ্গে এই শ্রেণীর বিকাশের কিছু পরিমাণ সংযোগ থাকায়, জাতীয় বুর্জোয়াদের বৃহৎ বুর্জোয়াদের সমগোত্রীয় হওয়ার সর্বদাই একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে। এ হেতু এই শ্রেণীর মধ্যে বৈপ্লবিক দৃঢ়তার অভাব দেখা যায়; বিশেষভাবে "দেশের অভ্যন্তরে যখন প্রলেতারিয়েতরা বিপ্লবে সংগ্রামী ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন প্রলেতারিয়েতরা তাদের সক্রিয় সমর্থন জানায়, এবং যার ফলে, শ্রেণী হিসাবে তাদের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্তরে উন্নীত হওয়ার বাসনা চরিতার্থতার পথে তারা আতঙ্ক অনুভব করে, জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়।"[৯] পরিপূর্ণ বিপ্লবের পথ অতিক্রম করতে এরা ভয় পায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, এই শ্রেণী আপসরফা এবং দোদুল্যমানতার পথ থেকে সুরু করে বিপ্লবের পথ বর্জন করে প্রতিবিপ্লবের সপক্ষে চলে যেতে পারে। সুতরাং পার্টির এই দিকে প্রখর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এই শ্রেণীর আপসমূলক চরিত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অথচ মাত্রা রেখে সংগ্রাম করতে হবে।

১৯১১ সালের বিপ্লব থেকে সুরু করে ১৯২৫ সালের ৩০শে মে আন্দোলন পর্যন্ত ঘটনার গতির দিকে লক্ষ্য করলে জাতীয় বুর্জোয়াদের এই দ্বৈত চরিত্র পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাবে। ১৯২৫ সালে কিছু লোক এমনকি এ সোরগোলও তোলে, "সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানার জন্য বাম মুষ্টি তোল এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে আঘাত হানার জন্য দক্ষিণ মুষ্টি উঠাও"—উন্মাদের মত এরা ডাইনে বাঁয়ে; বলতে গেলে, ছোটাছুটি করতে থাকে।

কমরেড মাও সে-তুঙ পূর্ব থেকেই জাতীয় বুর্জোয়াদের অনিবার্য বিপরীত মনোভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ বিপ্লবে যোগদান করে বামপন্থা অনুসরণ করবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণে স্বীকৃত এবং অপরাংশ প্রতি-বিপ্লবে যোগদান করে দক্ষিণপন্থা গ্রহণ করবে এবং মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের পথ অনুসরণ করবে। ১৯২৭ সালের ঘটনাবলীর দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত এই ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন যে, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই দুই শিবিরে পৃথিবী বিভক্ত হয়েছে। চীন একের সঙ্গে অপরের বিরুদ্ধে অবশ্যই থাকবে। এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তির সপক্ষে যোগদান করে লেনিনবাদের পতাকাতলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের অংশ হয়েই চীন বিপ্লব বিজয় অর্জন করতে পারে। এর কারণ অহিফেন যুদ্ধের পর থেকেই সর্বপ্রকার চীনা বিপ্লবী আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা চূর্ণ হয়েছে, অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অস্তিত্ব ও সাফল্যের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকেই শুধু দমন করেনি, সে তার অভিজ্ঞতা ও ক্রমবর্ধমান শক্তির সাহায্যে শোষিত জনগণের সংগ্রামকে উৎসাহিত ও সমর্থন করেছে।

এই ভাবে, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিপ্লবের মৌলিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হাজির করা হয়েছে। চীনা বিপ্লব প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশবিশেষ। এই বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের ও পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত জনগণকে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে বিবেচনা করবে, এবং বিপ্লবী জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্য গঠন করবে। তার উদ্দেশ্য হবে সাম্রাজ্যবাদীদের, জমিদারদের, এবং মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ জয়লাভের সপক্ষে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির পথ প্রস্তুত করা।

এই নিবন্ধটি চীনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও সুস্পষ্ট দলিলবিশেষ। এই নিবন্ধে একই সঙ্গে বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত-উপায়ে চীনা বিপ্লবের বহু মৌলিক প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়েছে এবং পার্টির ধারাবাহিক সমস্ত জাতীয় কংগ্রেস সমূহে যে সব মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়নি অথবা অপ্রতুলভাবে যে সব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, সে সব সমস্যার সঠিক সমাধান এই নিবন্ধে করা হয়েছে, যেমন, বিপ্লবে প্রলেতারীয় নেতৃত্বের সমস্যা, কৃষক সমস্যা, এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে সেই সমস্যা। পার্টির অভ্যন্তরস্থ বর্তমান "বাম" এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী মতবাদকে এই নিবন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে খণ্ডন করা

হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে পার্টির সাধারণ কর্মপন্থা ও প্রধান করণীয় কাজের গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাই চি-তাও প্রমুখ কুয়োমিন্টাং দক্ষিণপন্থী প্রধান প্রবক্তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেও এই নিবন্ধটি রচিত হয়েছে। তাই চি-তাওয়ের তাত্ত্বিক মতবাদ "জাতীয় বিপ্লব এবং কুয়োমিন্টাং" এবং "সান ইয়াৎ-সেন তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি" শিরোনামা সম্বলিত পুস্তিকাগুলিতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এই কমিউনিস্ট বিরোধী প্রতিনিধিকে প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং দক্ষিণপন্থীদের তাত্ত্বিক নেতা হিসাবে জ্ঞান করা হয়।

তাই চি-তাওয়ের তত্ত্বসমূহের প্রধান ভাবধারা ও প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু কি?

প্রথমতঃ, তাই চি-তাও শ্রেণী সংগ্রামের ঘোড় বিরোধী এবং তিনি চীন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে চীনা শ্রমিকশ্রেণী অনুসৃত সংগ্রামকে প্রকাশ্যভাবে বর্জন করেছেন! শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য—তার যুক্তিমতে—সংগ্রামের আবশ্যক নেই। পুঁজিবাদীদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য দয়াভিক্ষা ও স্নেহপ্রবণ অন্তঃকরণই যথেষ্ট এবং শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি পুঁজিবাদীদের মর্যাদা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এই মতবাদের নির্গলিতার্থ হল শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন বন্ধ করতে এবং পুঁজিবাদীদের "দয়ার" উপর নির্ভর করে দাসখত দিয়ে জীবন ধারন করতে বলা।

দ্বিতীয়তঃ, তাই চি-তাও মনে করেন যে "রাষ্ট্র" এবং "জাতি" সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মানদণ্ড। কিন্তু তার "রাষ্ট্রে" ও "জাতিতে," বুর্জোয়ারা হলেন প্রভু এবং শ্রমিক ও কৃষকরা অধীনস্থ প্রজার ভূমিকা পালন করতে পারে। এই দুই মহত বক্তব্যের সাহায্যে তিনি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক ও কৃষকদের বোকা বানাবার চেষ্টা করেছেন যাতে তারা বিপ্লবের ন্যায্য দাবী পরিত্যাগ করে। তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তৃতীয়তঃ, তাই চি-তাওয়ের মতে, কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্টদের কমিউনিস্ট মতবাদ পরিত্যাগ করে জনগণ সম্পর্কিত ত্রি-নীতি বিশ্বাস করা উচিত এবং গণ সম্পর্কিত ত্রি-নীতিকেই একমাত্র সঠিক রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং দেশের ত্রাতা হিসাবে কুয়োমিন্টাংকেই একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি বলে স্বীকার করা উচিত। তিনি কমিউনিস্টদের কুয়োমিন্টাংয়ে যোগদানের বিরোধিতা করেন এবং কুয়োমিন্টাং থেকে কমিউনিস্টদের অপসারণ অথবা বহিষ্কার দাবী করেন। তার প্রচেষ্টা হল কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা, সম্ভব হলে, প্রলেতারিয়েতদের অগ্রগামী অংশকে কমিউনিস্ট পার্টিকে—আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে নিশ্চিহ্ন করা।

যদিও তাই চি-তাও অবিরত শ্রেণীসংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি প্রকৃতপক্ষে তার তত্ত্ব ও কার্যকলাপের মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামকে রূপ দিচ্ছিলেন। কেবলমাত্র পার্থক্য হচ্ছে তার শ্রেণীসংগ্রাম প্রলেতারিয়েতদের উপর বুর্জোয়া শোষণের রূপ পরিগ্রহ করেছে। "যে কোন উপায়ে একনায়কত্ব কায়েম করার" জন্য তিনি সোরগোল তোলেন। কুয়োমিন্টাং দক্ষিণপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী ক্যু দে-তার সাহায্যে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে উত্তেজিত করাই ছিল তার সুস্পষ্ট রণধ্বনি।

১৯২৫ সালের শেষার্ধ থেকে সুরু করে, কুয়োমিন্টাংয়ের মধ্যে তাই চি-তাওয়ের তত্ত্বগত-ভাবধারা প্রচারের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। নভেম্বর

মাসে পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্যচক্র সংগঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলন তুঙ্গেতে পেঁছায়। চক্র বলা হল এই কারণে যে কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্তর্গত একটি প্রতিক্রিয়াশীল অংশ কর্তৃক পিকিংয়ের নিকটবর্তী পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত পি ইউন মন্দিরে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের কফিনের সামনে অনুষ্ঠিত এক সভায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করে। পরবর্তীকালে তারা শাংহাইতে দ্বিতীয় কুয়োমিন্টাং গঠন করে এবং পিকিংয়ে এবং অন্যান্য স্থানে প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর জন্য সংগঠন তৈরী করে।

তাও চি-তাওয়ের তত্ত্বের প্রভাবে, "সান ইয়াৎ-সেন তত্ত্বানুশীলন পাঠচক্র" নামে অপর এক সোভিয়েত-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন ক্যান্টনে স্থাপিত হয়।

১৯২৬ সালে জানুয়ারী মাসে কুয়োমিন্টাংয়ের অভ্যন্তরে বিপ্লব এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংগ্রাম তীব্র হলে কুয়োমিন্টাং ক্যান্টনে তার জাতীয় কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থী কুয়োমিন্টাং সভ্যরা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং সান ইয়াৎ-সেনের শেষ ইচ্ছাপত্রকে এবং তার তিনটি মৌল নীতিকে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে কার্যকর করার জন্য প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হয়, দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের জন্য তাদের ভর্ৎসনা করা ও পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্যচক্রের নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রস্তাব নেওয়া হয়। কিন্তু এই কংগ্রেসের পরিচালনা কার্যে, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ সুবিধাবাদীরা কয়েকটি গুরুতর ভুল করে। দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করা ও কুয়োমিন্টাংয়ের থেকে তাদের বহিষ্কার করা সম্পর্কে কিছু কমরেডদের সঠিক মতামত গ্রহণ করার পরিবর্তে সুবিধা-বাদীরা নীতিবিগর্হিত আপসের পন্থা গ্রহণ করে ও দক্ষিণপন্থীদের বিশেষ সুবিধা দান করে। বিপ্লবীদের দ্বারা কোয়ান্টুং থেকে বিতাড়িত তাই চি-তাও, সান ফো এবং অন্যান্য সুবিধাবাদীদের শাংহাই থেকে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য পুনরায় ডেকে আনা হয় এবং কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাদের নির্বাচিত করা হয় এবং দক্ষিণপন্থী য়ু চি-হুই এবং লি শী-সেঙকে তদারক কমিটিতে সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। নির্বাচনের ফল, হিসাবে কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৬ জন সভ্যদের মধ্যে কমিউনিস্টরা হল ৭ জন, ১৪ জন বামপন্থী কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং আর ১৫ জন হয় দক্ষিণপন্থী অথবা মধ্যপন্থা অনুসরণকারী। তদারক কমিটিতে দক্ষিণপন্থীরাই সংখ্যাধিক্য লাভ করে। এভাবে দক্ষিণপন্থীরা কুয়োমিন্টাংয়ে তাদের উচ্চপদের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল হল কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভ্য হিসাবে চিয়াঙ কাই-শেকের নির্বাচন এবং বিপ্লবীদের সারিতে তার মর্যাদাকে তুলে ধরা।

চিয়াঙ কাই-শেক একজন ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ও ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চাভিলাষী, বিপ্লবী শিবিরে ছদ্মবেশে ওৎপেতে ছিলেন এতদিন। ১৯১১ সালের বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সময় শাংহাই এক্সচেঞ্জে দালালীর কাজ করতেন তিনি। সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী নীতি গ্রহণ করার সময় চিয়াঙ কাই-শেক, তার ভবিষ্যৎ জীবনে লাভ হতে পারে, এটা চিন্তা করে ঝুঁকি নিয়ে তাকে তার সাহায্য দান করেন। তিনি একবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন এবং,

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরিপূর্ণভাবে বৈপ্লবিক উৎসাহ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। তাকে প্রকৃত বিপ্লবী বলে ভুল করে, সান ইয়াৎ-সেন তাকে হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমির সামরিক অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করেন। গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্তির পর, চিয়াঙ কাই-শেক দ্বৈত খেলা খেলতে থাকেন এবং বিপ্লবের কাজে আন্তরিকতাহীন মৌখিক উদ্যোগ দেখান। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিপ্লবের নেতৃত্ব বলপূর্বক দখল করার প্রস্তুতি করতে থাকেন এবং পরিণামে তিনি নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়ার অনতিকাল পরে তিনি জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সাধারণ তদারককারী নিযুক্ত হন। তারপর থেকেই, তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি হয়ে পড়েন এবং তারা চিয়াঙ কাই-শেককে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দালাল হিসাবে বিবেচনা করত। এভাবে সাহসী হয়ে নিজের জন্য বিপ্লবের নেতৃত্ব অধিকার করতে তিনি যে কোন মিথ্যা ঘটনার আশ্রয় নিতে প্রস্তুত হন।

১৯২৬ সালের মার্চ মাসে "সান ইয়াৎ-সেন তত্ত্বানুশীলন পাঠ চক্রের" সহায়তায়, চিয়াঙ "ক্রুইজার চুঙশান ঘটনা" ঘটানোর ষড়যন্ত্র করেন এবং এই ঘটনা থেকেই কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ সুরু হয়।

কোন বিশেষ কাজের জন্য হোয়াম্পোয়া পোর্টে "ক্রুইজার চুঙশান" পাঠানোর উপদেশ দিয়ে নেভাল ব্যুরোর ডিরেক্টর হিসাবে কার্যরত লি চি-লুঙ নামক এক কমিউনিস্টকে হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমির ক্যান্টন অফিসের নামে এক নির্দেশ প্রেরণ করার জন্য ১৮ই মার্চ চিয়াঙ কাই-শেক তার অনুচরদের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। হোয়াম্পোয়াতে ক্রুইজার পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীরা গুজব ছড়াতে থাকে যে কমিউনিস্টরা সরকার উচ্ছেদকল্পে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধাতে যাচ্ছে। সুতরাং ২০ তারিখ সকালে, কমিউনিস্টরা দাঙ্গা সুরু করছে এই ধুয়া তুলে, চিয়াঙ কাই-শেক সশস্ত্র সেনাবাহিনী আমদানী করেন, সামরিক আইন জারী করে ক্যান্টনে ও ক্যান্টনের চতুর্দিকে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করেন এবং ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘট কমিটি এবং তার কর্ম দপ্তর ও সোভিয়েত পরামর্শদাতাদের আবাসস্থল পরিবেষ্টন করেন। লি চি-লুঙসহ ৫০ জনেরও বেশী কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়; এ সব ছাড়াও, হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমির সমস্ত কমিউনিস্ট সভ্য এবং কমরেড চৌ এন-লাই ও তাঁর নেতৃত্বাধীন জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম বাহিনীকে হাজতে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি প্রথম সেনাবাহিনী থেকে কমিউনিস্টদের অপসৃত হতে বাধ্য করেন, এবং এভাবে তিনি এই সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব দখল করেন।

১৯২৬ সালের ১৫ই মে, কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় চিয়াঙ কাই-শেক "পার্টি বিষয়ক কাজকর্ম পুনঃসংগঠিত করার জন্য একটি বিলের" প্রস্তাব করেন, এই বিলের লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্টদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা। উচ্চতর কুয়োমিন্টাং সংগঠনসমূহে কমিউনিস্টদের এক-তৃতীয়াংশের বেশী পরিচালন ব্যবস্থাপনার (executive) পদ দখল করা উচিত হবে না; কেন্দ্রীয় বিভাগ সমূহে কমিউনিস্টরা পরিচালক (Director) নিযুক্ত হতে পারবে না; কোন কুয়োমিন্টাং সভ্যের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান অনুমোদন করা হবে না; একই সঙ্গে যারা কুয়োমিন্টাং ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তার তালিকা কুয়োমিন্টাংয়ের চেয়ারম্যানের নিকট সমর্পণ করতে হবে। এই বিলের

প্রকৃত তাৎপর্য হল চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের জোর করে কুয়োমিন্টাংয়ের নেতৃত্ব দখল করা। সেই সভার পর থেকেই, চিয়াঙ কাই-শেক তার নিজের হাতে কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সঞ্চয় করতে সুরু করেন।

চিয়াঙ কাই-শেকের পক্ষে এইসব ষড়যন্ত্র চেন তু-সিউয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের জন্য সম্ভবপর হয়, এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান প্রধান সংস্থার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ক্রুইজার 'চুঙশান' ঘটনার পর, কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্যান্য কমরেডরা চিয়াঙ কাই-শেকের বিশ্বাস হন্তারক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করার প্রস্তাব করেন এবং তার সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলীর বিরুদ্ধে আক্রমণ সমর্থন করেন। এ ধরনের আক্রমণের সাফল্য সম্ভাবনার সীমানার মধ্যেই ছিল কারণ তখনও চিয়াঙ বরং বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিলেন, কোয়াম্টুংয়ে জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অতি অল্প অংশই চিয়াঙের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন ছিল এবং সমস্ত রকমের গণ-আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল। যদি পার্টি বলিষ্ঠ কর্মপন্থা নিত, তাহলে চিয়াঙের কমিউনিস্ট-বিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেত। যাহোক, চেন তু-সিউ প্রমুখ সুবিধাবাদীরা বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং সামগ্রিকভাবে সংগ্রাম পরিহারের সপক্ষে অবিরাম "সহযোগিতার" প্রশ্নে পোঁ ধরে থাকে। তারা মনে করতেন যে বিপ্লবে ভাঁটা পড়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী কুয়োমিন্টাং-ওয়ালাদের চিয়াঙ কাই-শেককে নিয়ন্ত্রণ করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না। অপর পক্ষে, তাদের যুক্তি ছিল যে চিয়াঙের শুধু শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল তাই নয়, তার পিছনে সমগ্র বুর্জোয়ারাও ছিল; সুতরাং, বুর্জোয়াদের সম্মিলিত ফ্রন্টের মধ্যে ধরে রাখতে হলে, পার্টির তাদের বেশ কিছু সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। "ক্রুইজার চুঙশান ঘটনার" পর, চেন তু-সিউ ভুল করে চিয়াঙকে চীনের জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের 'স্তম্ভ' বলে এবং চিয়াঙ-বিরোধীদের সাম্রাজ্যবাদীদের কার্য সাধনের সহায়ক 'যন্ত্রবৎ" মনে করলেন। "ঐক্যের" জন্য, চেন তু-সিউ প্রমুখ সুবিধাবাদীরা, তাদের পিছনে ছুরি উদ্যত থাকা সত্ত্বেও, ফিরে আঘাত করতে সাহস করলেন না এবং সেরূপ আঘাত করার বিন্দুমাত্র বাসনা বাইরে থেকে দেখালেন না। ৪ঠা জুন চেন, চিয়াঙের অপরাধ ঢাকবার জন্য, তাকে এমন কি একখানি খোলা চিঠিও দিলেন। চেনের কথা হুবহু বলতে গেলে বলতে হয়, "তথ্যাদির দ্বারা সহজেই দেখান যায় যে হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত চিয়াঙ্ এমন কোন কাজ করেননি যাকে প্রতিবিপ্লবী বলা যায়। চেন তু-সিউ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রী চিয়াঙকে বিপ্লবী জ্ঞান করেছিলেন বলেই তার পক্ষে যে কোন রূপ চিয়াঙ-বিরোধিতাকে "প্রতিবিপ্লবী" কাজ বলে বিবেচনা করা মোটেই বিস্ময়কর ছিল না।

আপস-রফামূলক এই কর্মপন্থা ও বিশেষ সুযোগ দেওয়ার কর্মপদ্ধতি চিয়াঙের প্রতি-বিপ্লবী উচ্চাশাকে আরও উৎসাহিত করে।

তাদের নিজেদের জন্য আরও বেশী লাভ করায়ত্ত করতে চিয়াঙ কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শ্রমিক এবং কৃষকদের শক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল বলে তারা তখনও কমিউনিস্ট পার্টিকে খোলাখুলি বিরোধিতা করতে অনিচ্ছুক ছিল এবং ভয়ও পেত। সে হিসাবে, "পার্টি বিষয়ক কার্যকলাপ পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিল"

গ্রহণ করার পরও, চিয়াঙ তার প্রতি-বিপ্লবী দ্বি-মুখো নীতি চালাতে থাকেন। তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি সর্বদাই বৃহত্তর প্রতি-বিপ্লবী ক্যু দে-তা করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরাভিযান। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে সঙ্কট অবস্থা।
(জুলাই ১৯২৬-১৯২৭ জুলাই)

১। উত্তরাভিযানের প্রাক্কালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা। ইয়াংসী উপত্যকাভিমুখে উত্তর অভিযান বাহিনীর যাত্রা। উত্তর অভিযানকালীন সময়ে শ্রেণী-সম্পর্কে নতুন পরিবর্তন।

১৯২৪ সালে পিকিংয়ে ক্যু দে-তার পর, ফেঙতিয়েন চক্রের সমর-প্রভু, চ্যাঙ সো-লিন, উত্তর চীনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রধান হয়ে বসেন। তার চক্র জাতীয় পরিষদের বিরোধিতা করে, ফেঙ ইউ-সিয়াঙের বিপ্লবী ভাবাপন্ন জাতীয় সেনাবাহিনী বাতিল করে মহাপ্রাচীরের দক্ষিণে ফেঙতিয়েন সমর-প্রভুদের অঞ্চল বিস্তৃত করে এবং জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে। এভাবে, ৩০শে মে ঘটনা থেকে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান দেশপ্রেমিক আন্দোলন ফেঙতিয়েন সমর-প্রভুদের কঠোর নীতির ফলে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়। বিশ্বাসঘাতক ফেঙতিয়েন সমর-প্রভুরা সাম্রাজ্যবাদের অতি শক্তিশালী আজ্ঞাবাহী হওয়ার দরুণ সমস্ত চীনা জনগণ তাদের প্রবল বিরোধিতা করে, এবং সমগ্র দেশে ফেঙতিয়েন বিরোধী গণ-আন্দোলনের বান বয়ে যায়।

জনগণের ফেঙতিয়েন-বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে যু পেই-ফু এবং সুন চুয়ান-ফ্যাঙ, এই দুই চিহ্‌লী সমর-প্রভু, চ্যাঙ সো-লিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং কিয়াংসুর শাংহাই অঞ্চল আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। ফেঙতিয়েন চক্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সাম্রাজ্যবাদীদের অনুগ্রহ লাভের জন্য, তারা ফেঙতিয়েন বিরোধী আন্দোলনে প্রাধান্য অর্জন করার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, দেশব্যাপী ফেঙতিয়েন বিরোধী অভ্যুত্থানের সময়, ফেঙতিয়েন চক্র নিজেদের মধ্যে "কুয়ো সুঙ-লিঙ বিদ্রোহ" নামক একটি ঘটনা ঘটে। হোপেইয়ের লুয়ানচাউ নামক স্থানে কুয়ো এক অভ্যুত্থান সংগঠিত করে এবং ফেঙতিয়েন চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে তার বাহিনী পরিচালিত করে।

এইভাবে, উত্তর চীনে চ্যাঙ সো-লিনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন টলমল করতে থাকে।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলি ও নীতি-বিবর্জিত ভাবে চ্যাঙ সো-লিনকে অস্ত্রসাহায্য করে। সাম্রাজ্যবাদীদের একান্ত উপযোগী ক্রীড়নকের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশব্যাপী জনগণের ফেঙতিয়েন বিরোধী আন্দোলন চীনে তাদের প্রাধান্যের অন্তরায় হতে পারে এরূপ আশঙ্কা করে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা "কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের জিগির তুলে চ্যাঙ সো-লিন ও য়ু পেই-ফুয়ের মধ্যে সমঝোতা আনে এবং বিপ্লবী ভাবাপন্ন চীনা জনগণ ও জাতীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সুরু হয় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, যখন কুয়ো সুঙ-লিঙ কে পরাস্ত করার জন্য চ্যাঙ সো-লিনের সাহায্যকল্পে ও ফেঙতিয়েন বাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি রক্ষার্থে জাপ-সেনাদল ফেঙতিয়েনে প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটে ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে, তখন জাপানীরা চ্যাঙ সো-লিনকে চিহ্‌লী (হোপেই প্রদেশ) আক্রমণ করতে সাহায্য করে এবং তার ফলে জাতীয় সেনাবাহিনী তিয়েনসিন, পিকিং এবং পরে নানকাউ ও চ্যাঙচিয়াকাউ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। একই সময়ে, বৃটেন য়ু পেই-ফুকে হোনান আক্রমণ করতে এবং তথায় জাতীয় সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে সাহায্য করে।

চ্যাঙ সো-লিনের সেনাদল চিহ্‌লীতে জাতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে, টাকু বন্দর থেকে জাপানী যুদ্ধজাহাজ জাতীয় বাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করে তাকে সাহায্য করে। এতে পিকিংয়ের জনগণ ক্রুদ্ধ হয়ে ১৯২৬ সালে ১৮ই মার্চ চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী বহু দেশপ্রেমিককে তুয়ান চি-জুই নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরে "১৮ই মার্চ ঘটনা" হিসাবে অভিহিত হয়।

পিকিংয়ে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে চীন বিপ্লব দমনের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা আংশিক সফল হয়। ফলে, "কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন" সমস্ত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদীরা চিহ্‌লী ও ফেঙতিয়েন চক্রদ্বয়কে সমাবেশ করে, উত্তর এবং মধ্য চীনে তাদের প্রাধান্য সুদৃঢ় করে এবং পিকিংয়ে এই চক্রদ্বয়ের একটি কোয়ালিশন সরকার সংগঠিত করে। দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদীরা মহাপ্রাচীরের বাইরে এবং এমন কি আরও উত্তর-পশ্চিমে জাতীয় সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে চ্যাঙ সো-লিনকে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদীরা চিহ্‌লী চক্রকে হুনান, কিয়াংসী ও ফুকিয়েন থেকে কোয়াংটুং বিপ্লবী ঘাঁটিতে ঘেরাও করে আক্রমণ চালানোর জন্য সাহায্য করে।

সে সময় হোনান এবং হুপেই য়ু পেই-ফুয়ের নিয়ন্ত্রাণধীন ছিল ; সুন চুয়ান-ফ্যাঙের নিয়ন্ত্রণে ছিল কিয়াংসু, চেকিয়াং, আনহোয়েই, কিয়াংসী এবং ফুকিয়েন ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি সহ হোপেই, চাহার ও শান্টুং ছিল চ্যাঙ সো-লিনের নিয়ন্ত্রণাধীন। য়ু পেই-ফু ও-চুয়ান সুন ফ্যাঙ দক্ষিণে বিপ্লবী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় আর চ্যাঙ সোলিন আক্রমণ চালায় উত্তরাঞ্চলীয় বিপ্লবী বাহিনীর উপর।

য়ু পেই-ফু এবং চ্যাঙ সো-লিনের মধ্যে ঘন ঘন বিবাদ ও বিরোধের ফলে সমর-প্রভুদের শিবিরে ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গন সত্ত্বেও, "লাল বিরোধী" আন্দোলনে চিহ্‌লী ও ফেঙতিয়েন চক্রদ্বয় সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ফলে একত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা বিভাজনের ব্যাপারে তাদের বহু বিরোধও সরকারের মৌলিক প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র বদলাতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজ নিজ সমর-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ করত যার মাধ্যমে চীনে তারা প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা চালাতো কিন্তু তারা যুক্তভাবে উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সমর্থন করত।

দক্ষিণাঞ্চলে বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে য়ু পেই-ফু কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হলঃ প্রথম,

হ্নান প্রদেশ থেকে বিপ্লবী ভাবাপন্ন সৈন্যদলকে বিতাড়িত করার জন্য সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীকে সমর্থন করা এবং সেখানকার বিপ্লবী বাহিনীকে আঘাত করা; দ্বিতীয়, হ্নপে অবস্থিত সমস্ত সেনাদল এবং হোনান, হ্নান ও কিয়াংসী প্রদেশসমূহের আংশিক সেনাদলকে একত্রিত করে তখনকার বিপ্লবী ঘাঁটি কোয়ান্টুং এবং কোয়াংসীর উপর আক্রমণ চালানো। চীনা জনগণ চিহ্লী ও ফেঙতিয়েন সমর-প্রভুদের শাসন আর সহ্য করতে রাজী নয় দেখে কোয়ান্টুংয়ের বিপ্লবী সরকার বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভুদের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে চূর্ণ করবে এবং সমগ্র দেশের নিপীড়িত জনগণের জরুরী দাবী অনুসারে চীনের স্বাধীনতা ও ঐক্য অর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ ছাড়া, বিপ্লবী সরকার তখন ঘেরাও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল এবং এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ ছিল উত্তরাঞ্চল অভিযান সুরু করা।

১৯২৬ সালে জুলাই মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র দেশের শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও সৈন্যদের ঐক্য গঠন, বিপ্লবী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্টকে সুদৃঢ়করণ এবং সমর-প্রভু ও সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন উৎখাত করার আহ্বান জানিয়ে চলতি পরিস্থিতির উপর তাদের একটি বক্তব্য প্রকাশ করে। উত্তর অভিযানের ব্যাপারে এই বক্তব্য কোয়ান্টুং বিপ্লবী সরকারের নিকট খুবই উদ্দীপক হয়ে ছিল। কিন্তু চেন তু-সিউ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব অমান্য করে সাপ্তাহিক কাগজ' 'গাইডে' "জাতীয় সরকারের উত্তর অভিযানের উপর" একটি রচনা প্রকাশ করেন এবং ঐ নিবন্ধে উত্তর অভিযানের তাৎপর্যকে ছোট করে দেখান এবং তখনকার অবস্থা অপরিণত বলে মত প্রকাশ করেন এবং তার বিবেচনায় উত্তর অভিযানের পরিবর্তে "আত্ম-রক্ষাই" ছিল তখনকার করণীয় কাজ। তিনি মনে করেন যে অভিযান করা কুয়োমিন্টাং এবং জাতীয় সরকারের ব্যাপার এবং, যেহেতু পার্টি ক্ষমতায় আসীন নয়, সেহেতু কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র কাজ হল তাদেরকে সাহায্য করা। বাস্তব সম্পর্কে এ ধরনের নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গী অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্যকে খর্ব করে এবং লড়াইয়ে চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক সামরিক নেতৃত্ব অধিকার করার পথ পরিষ্কার করে দেয়।

১৯২৬ সালের জুলাই মাসে বিপ্লবী-সেনাবাহিনী তার উত্তর অভিযান সুরু করে।

সোভিয়েত লাল ফৌজের রীতি অনুসরণ করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপের পদ্ধতি প্রবর্তন করে। কমিউনিস্টদের দ্বারা সংগঠিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ অভিযানের চূড়ান্ত সাফল্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উত্তর অভিযানের রণনীতিগত পরিকল্পনা ছিল হ্নান-হ্নপেই ফ্রণ্টে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রধান সৈন্যদল রাখা এবং ফুকিয়েন ও কিয়াংসীতে শত্রুসৈন্য ঠেকিয়ে রাখার জন্য কোয়ান্টুংয়ের পূর্ব ও উত্তর সীমান্তে দুটি সৈন্যদল পাঠান। হ্নান-হ্নপেই ফ্রণ্টে জয়লাভের পর উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনী, চ্যাঙ সো-লিনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে রেখে, সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করে।

হ্নান-হ্নপেই রণাঙ্গনে উত্তরাভিযানের প্রথম আক্রমণ সংঘটিত হয়, এই রনাঙ্গনে য়ু পেই-ফুয়ের সৈন্যদলের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর প্রাথমিক কর্তব্য ছিল য়ুয়ের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনী বিনষ্ট করা।

এই রনাঙ্গনে চতুর্থ সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য সৈন্যদল ভুক্ত ৫০ হাজার সৈন্য

নিয়োগ করা হয়। জেনারেল ইয়ে তিঙ পরিচালিত চতুর্থ সেনাবাহিনীর একটি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রেজিমেণ্ট অগ্রগামী ফৌজের কাজ করে। এ সেনাদল বাছাই করা সেনানীদের নিয়ে গঠিত (এই সেনাদলের অধিকাংশই কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট যুব লীগের সভ্য) —যারা ছিল অপরাজেয়।

সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ যাত্রা সুরু করার পূর্বেই, এই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রেজিমেণ্ট হুনানের মধ্যে জোর আক্রমণ করে ঢুকে পড়ে ও উত্তরাঞ্চল অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর অগ্রসরের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই সেনাবাহিনী, য়ু পেই-ফুয়ের মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত করে ও তার সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে, চাংসা ও ইউয়েইয়াঙ দখল করে। তারপর বিপ্লবী সেনাবাহিনী বিনাবাধায় উত্তরের দিকে এগিয়ে চলে।

এই যুদ্ধে হুপের তিঙছেচিয়াওর লড়াই ছিল সবচেয়ে তীব্র। হুপের অন্তর্ভুক্ত ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাও রেলপথে অবস্থিত তিঙছেচিয়াও রণনীতির দিক থেকে অভেদ্য স্থান বিশেষ। উত্তর, দক্ষিণ, এবং পশ্চিম দিক থেকে এ স্থানটি জলে পরিবেষ্টিত এবং পূর্বে উচ্চ পর্বতমালার দ্বারা সুরক্ষিত এবং, যেখানে রেলপথ একটি গভীর নদীর পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একমাত্র প্রবেশপথ। য়ু পেই-ফুয়ের কিছু সংখ্যক সেনাদল এ স্থানটি রক্ষা করছিল, অন্যান্যরা প্রতি-আক্রমণের জন্য উত্তরদিক থেকে অতিরিক্ত বাহিনী হিসাবে সাহায্যের জন্য ধেয়ে আসছিল তাদের পরিকল্পনা ছিল কিয়াংসীতে সুন চুয়ান-ফ্যাঙ কর্তৃক চাংসার উপর আক্রমণ পরিচালনা দ্বারা বিপ্লবী সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণের পথটি বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত তারা ঐ স্থানটিতে আঁকড়ে থাকা। কিন্তু উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনী অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে এগিয়ে, য়ু পেই-ফুয়ের যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে, আগস্ট মাসের শেষে তিঙছেচিয়াও দখল করে। যখন য়ু পেই-ফুয়ের সেনাদল উত্তরদিক থেকে হ্যাঙ্কাওয়ে এসে পৌছাল এবং সুন চুয়ান-ফ্যাঙ কিয়াংসীতে অবস্থিত তার প্রধান বাহিনীকে আক্রমণ করার হুকুম দিল তখন যুদ্ধ মূলতঃ সমাপ্ত হয়েছে।

রণনীতির দিক থেকে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান হল ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাও রেলপথে অবস্থিত হোশেঙচিয়াও এবং য়ু পেই-ফুয়ের সৈন্যদল দ্বারা এটিও সুরক্ষিত ছিল। উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনী, হুনান ও হুপেতে অবস্থিত য়ুয়ের প্রধান বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে, শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করে। সঙ্গে সঙ্গে, অভিযাত্রী বাহিনী হ্যাঙ্কাও এবং ১০ই অক্টোবর য়ুচাঙ অধিকার করে এবং এ দুটি শহর পরবর্তী সময়ে বিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে দাড়ায় বেশ কিছুদিনের জন্য। ১৯২৬ সালের শেষের দিকে য়ু পেই-ফুয়ের অবশিষ্ট সেনাদলকে য়ুশেঙকুয়ান গিরিপথের অপর পারে বিতাড়িত করা হয়। এভাবে হুপে প্রদেশের ঐক্যসাধন করা হয়।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছিল কিয়াংসী-আনহোয়েই-কিয়াংসু ফ্রণ্ট। হুনান-হুপের রণাঙ্গনে চূড়ান্ত জয়লাভের পর, উত্তরাঞ্চল অভিযাত্রী বাহিনীর প্রধান সেনাদল কিয়াংসী অভিমুখে ধাবিত হয়। কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফলে দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সেনাবাহিনী কিয়াংসীর যুদ্ধে সুন চুয়ান-ফ্যাঙের প্রধান বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু ওয়াঙ পো-লিঙ পরিচালিত চিয়াঙ কাই-শেকের নিজস্ব প্রথম সেনাবাহিনীর এক অংশ, নিজ সেনাদলে কমিউনিস্টদের বাদ দেবার ফলে লড়াই চালাতে অসমর্থ হয় এবং সুন চুয়ান-ফ্যাঙের সৈন্যদলের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষে চরম পরাজয় বরণ করে।

আনহোয়েইতে, উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনী কিউকিয়াঙ থেকে ইয়াংসী নদী বরাবর এগুতে থাকে এবং নিজ পক্ষে চলে আসা সমর-প্রভুদের সেনাদলের সাহায্যে হোফেই, পেঙফু, আঙকিঙ এবং উহু দখল করে নানকিংয়ের ফটকে হাজির হয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে সাঁড়াশি অভিযানে নানকিংকে অবরোধ করা হয়।

পরবর্তী কিছু দিনের জন্য চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক নানচাঙ অধিকৃত হয় এবং তৎ কর্তৃক নানচাঙ একটি প্রতি-বিপ্লবী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

তৃতীয় রণাঙ্গন ছিল ফুকিয়েন-চেকিয়াঙ ফ্রণ্ট। যখন উত্তর অভিযান সুরু হয়, তখন হো ঈঙ-চিন পরিচালিত চিয়াঙ কাই-শেকের নিজস্ব প্রথম সেনাবাহিনীর অপর একাংশ ফুকিয়েন থেকে শত্রুকে দূরে রাখার জন্য কোয়ান্টুংয়ে অবস্থিত চাওচৌ ও সোয়াতাউল প্রবল আক্রমণ করে ঢুকে পড়ে। কিয়াংসীর লড়াই যখন চলছে, একজন ফুকিয়েন সমর-প্রভু, চাউ ঈন-জেনের সৈন্যদল কোয়ান্টুংয়ের মেইসিয়েন জেলার অন্তর্গত সুঙকাউয়ে প্রবেশ করে, সে সময় হো ঈঙ-চিন ও আবার কোয়ান্টুংয়ের পূর্ব থেকে চ্যাঙ চাউ, চুয়ানচাউ ও ফুচাউয়ের দিকে তার সৈন্যদল পরিচালনা করছিল। সুন চুয়ান-ফ্যাঙের প্রধান সৈন্যদলের অনুপস্থিতি হেতু ফুকিয়েন যুদ্ধে ভয়াবহতা বিশেষ কিছু ছিল না। ডিসেম্বর মাসে চেকিয়াঙের যুদ্ধ সুরু হয়, এ সময় সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙের সৈন্যদল স্থানীয় বিদ্রোহী সেনাদলকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হো ঈঙ-চিন ও পাই চুঙ-সি কিয়াংসী থেকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে হ্যাং চাউ ও শেসিঙের দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ জায়গা-দুটি দখল করে।

ইয়াঙসী উপত্যকা বরাবর উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনী অগ্রসর হওয়ার সময় শ্রমিক এবং কৃষক জনতা সক্রিয়ভাবে তাদের সমর্থন করে।

উত্তর অভিযাত্রীবাহিনী যাত্রা সুরু করার সময় ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষের পরিবহণ ইউনিট, প্রচার ও চিকিৎসা ইউনিট সংঘবদ্ধ করে। বিপ্লবের প্রসার সুগম করার জন্য ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘটী কমিটি, উত্তরাঞ্চল অভিযাত্রী বাহিনী কর্তৃক য়ুহান অধিকারের পর, স্বেচ্ছায় ধর্মঘটের অবসান ঘোষণা করে!

হুনান ও হুপেতে শ্রমিক ও কৃষকরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে প্রবলভাবে সমর্থন করে এবং এই সমর্থনের ফলে বিপ্লবী বাহিনী দুটি প্রদেশে দ্রুত প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

উত্তর অভিযানের প্রাক্কালে হুনানের শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্ররা ইতিমধ্যে বিপুলভাবে সুসংঘবদ্ধ হয়। হুনান প্রদেশে ১১০,০০০ শ্রমিক ও ৪০০,০০০ কৃষক সংগঠিত ছিল। দশলক্ষেরও উপর মানুষ সরাসরি পার্টি প্রভাবাধীন ছিল। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের অধিকাংশই সংগঠিত ছিল এবং তাদের ছিল বহু বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা।

১৯২৬ সালে ৯ই মার্চ, সমর-প্রভুতন্ত্রী সরকার কর্তৃক জন নেতাদের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে, চাংসার নাগরিকগণ একটি সমাবেশ সংগঠিত করে এবং ঐ সমাবেশে তারা হুনান জনগণের অস্থায়ী কমিটি গঠন করে। তারপর তারা একটি মিছিল করে। জনগণের চাপে পড়ে সমর-প্রভু, চাও হেঙ-তি, চাংসা থেকে পলায়ন করে এবং হুনানে উত্তরাঞ্চল অভিযাত্রী বাহিনীর সমস্ত লড়াইয়ে শ্রমিক ও কৃষকরা

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, তারা রণাঙ্গনে প্রথম সারির সৈনিক হিসাবে লড়াই চালায়, পথ প্রদর্শক, বার্তাবহ ও পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, পলায়নরত সৈনিকদের গুলি করে মারে, এবং প্রচার ব্রিগেড ও লোকমনোরঞ্জন দল সংগঠিত করে। উত্তর অভিযাত্রী বাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সমর-প্রভু, ইয়ে কাই-সিন চাংসা থেকে পালিয়ে গেলে, প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ১,000 এরও বেশী লোক নিয়ে শহরের ভিতরে ও বাইরে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও সড়কগুলি ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য শ্রমিকদের নিরাপত্তা বাহিনী সংগঠিত করে। চাংসা কিয়াংসীর অন্তর্ভুক্ত আনিউয়ান ও অন্যান্য জায়গার শ্রমিকরা তাদের পরিবহণ দিয়ে বিপ্লবী বাহিনীকে সাহায্য করার মানসে কয়েক হাজার লোক দিয়ে এক পরিবহণ দল সংগঠিত করে। ক্যান্টন-হ্যাঙকাও রেলপথের শ্রমিকরা রেলপথ ধ্বংসকারী দল সংগঠিত করে ও হ্যানইয়াঙের শ্রমিকরা বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর উত্তরাঞ্চল অভিযানের সঙ্গে সংযোগস্থাপন রেখে ধর্মঘট সংগঠিত করে।

উত্তর অভিযাত্রী বাহিনী কর্তৃক চাংসা, উয়েহিয়াঙ ও য়ুহান দ্রুত অধিকার করার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক সমর্থন উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ছয় মাসের কম সময়ে কোয়াম্টুং বিপ্লবী বাহিনী হুনান, হুপে, ফুকিয়েন, চেকিয়াঙ, কিয়াংসী ও আনহোয়েই অধিকার করে, য়ু পেই-ফুয়ের সৈন্যদলকে নিষ্ক্রিয় করে এবং সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙের প্রধান বাহিনীকে পরাস্ত করে। শাংহাই, নানকিং এবং কিয়াংসুর অন্যান্য শহরগুলি পরিবেষ্টিত হয়। চিহ্‌লী সমর-প্রভু. য়ু পেই-ফু ও সুন চুয়ান-ফ্যাঙ কর্তৃক বিপ্লবী সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। চিহ্‌লী চক্রের পতন বিপ্লবের অনুকূলে জাতীয় অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। এই জয়লাভের ফলে উত্তরের ফেঙ্‌তিয়েন চক্রের সঙ্গে দক্ষিণের জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর শক্তির ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হোল। জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আরও দ্রুত অগ্রগমন ও সাফল্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ নিশ্চিত বোধ হল যে আপামর জনসাধারণের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদী ও উত্তরের সমর-প্রভুদের পরাভব ঘটবে ও চীনের স্বাধীনতা ও ঐক্য ফিরে আসবে।

কিন্তু বিপ্লবী বাহিনীর বিজয় অভিযানের মধ্যে গভীর সঙ্কট অদৃশ্যভাবে উঁকি মারছিল। প্রথমতঃ, বিপ্লবী শিবিরে অনৈক্য দেখা যায়। উত্তর অভিযানের প্রারম্ভে চিয়াঙ কাই-শেক প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদ বলপূর্বক দখল করেন এবং রাজনৈতিক বিভাগ, জেনারেল স্টাফ ও সামরিক সরবরাহ বিভাগ-সহ জাতীয় সরকারের অধীন স্থল বাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের দাবি করেন। অভিযান সুরু হওয়ার পরেই জাতীয় সরকারের সমস্ত প্রশাসন ও রাজস্ব বিভাগ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছিল এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বে-সামরিক এবং সামরিক ব্যক্তিদের নিয়োগ ও বরখাস্তের জন্য ক্ষমতাবান ছিলেন। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অধিকার অনুযায়ী, চিয়াঙ কাই-শেক, এভাবে, পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব বিরোধী একনায়কতন্ত্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করেন। কিন্তু, অপরপক্ষে, সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব ও প্রভাবাধীন চতুর্থ সেনাবাহিনী, কুয়োমিণ্টাংয়ের বামপন্থী সেনাবাহিনী য়ু পেই-ফু ও সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙের প্রধান সেনাবাহিনীকে উত্তর অভিযানের সময় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে। এবং

হুনান ও হুপে অঞ্চলে শ্রমিক ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলশ্রুতি হিসাবে য়ুহান অধিকারের পর দুটি কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিংটাং বামপন্থীদের নেতৃত্বে য়ুহান বিপ্লবের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়, অপরদিকে চিয়াঙ কাই-শেকের নেতৃত্বে নানচাং প্রতি-বিপ্লবীদের কেন্দ্র হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ফুকিয়েন, চৌকিয়াঙ, কিয়াংসী এবং আনহোয়েইয়ের লড়াইয়ে স্থন চুয়াঙ-ফ্যাঙের সৈন্যদলে বিদ্রোহ বিপ্লবী সেনাবাহিনীর অব্যাহত অভিযানের রাস্তা কম-বেশী পরিষ্কার করে দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের বহু সমর-প্রভু বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে চলে আসে। ফলে, জাতীয় বিপ্লবী সেনাবাহিনী প্রভূত পরিমাণে নতুন সংগৃহীত ইউনিটের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং এদের বেশীর ভাগ ইউনিট সমর-প্রভুতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। ভাড়াটে সেনানিয়োগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে সেনানায়করা তখনও তাদের সামরিক ক্ষমতা বজায় রাখছিল, তাদের ক্যান্টন বিপ্লবী সরকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ বিপ্লবের প্রতি যথার্থ অনুরাগ বশতঃ নয় বরং নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার তাগিদে।

শ্রমিক ও কৃষক সাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। সেহেতু, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভু-বিরোধী সংগ্রামের বিস্তৃতি তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতা থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাদের শ্রেণী-স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, বুর্জোয়ারা ও বিপ্লবী-দের মধ্যেকার সমর-প্রভুরা সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে পড়ে ও স্তোকে ভুলে গিয়ে একত্রে ষড়যন্ত্র করতে সুরু করে এবং বিপ্লবের ক্ষতি করার জন্য নেতৃত্ব দখল করার প্রস্তুতি করতে থাকে।

এভাবে, বিপ্লবী সেনাবাহিনী কর্তৃক শাংহাই ও নানকিং অধিকারের প্রাক্কালে, বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে এক নতুন শ্রেণীসমন্বয় রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

২। হুনানকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী কৃষক-আন্দোলন। বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকা সম্পর্কে কমরেড মাও সে-তুঙের তত্ত্ব।

উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর ইয়াংসী অভিমুখী বিজয় অভিযান হুনানকে দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র করে এবং এই হুনানেই বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হয় এবং সেহেতুই, হুনানে কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে চীনা-বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতিকে কমরেড মাও সে-তুঙের বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তিনি ১৯২৫ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ক্যান্টনে কৃষক আন্দোলনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান চালিয়েছিলেন। উত্তরাভিযান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পরিচালিত কৃষক আন্দোলন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করার জন্য শাংহাই অভিমুখে যাত্রা করেন। তারপর তিনি জাতীয় কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ নিয়ে য়ুহানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১৯২৫ সালের শেষে, বিপ্লবী অবস্থা প্রসারের পর, কৃষক আন্দোলনের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত হুনান ছাত্রছাত্রীরা রেলপথ বরাবর কাজ করার জন্য নিজ প্রদেশে ফিরে এল। কৃষকদের মাঝখানে গিয়ে তারা প্রথমে সক্রিয় ভাবে আন্দোলনে যুক্ত কৃষকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এই কৃষকরা বেশীর ভাগই ছিল গরীব কৃষক এবং কিছু সংখ্যক অলপ শিক্ষিত গরীব লোক, এবং তারপর তারা ছোট ছোট শহরে কৃষক সমিতি

স্থাপন করে। যখন বেশ যথেষ্ট সংখ্যায় শহর কৃষক সমিতি গঠিত হল, তাদের পরিচালিত করার জন্য তখন জেলাভিত্তিক কৃষক সমিতি সংগঠিত হল। এভাবে তারা হুনানে কৃষক আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নস্তর পর্যন্ত কৃষক সমিতির শক্ত ভিত্তি স্থাপন করে।

হুনানে উত্তর অভিযাত্রী বাহিনী প্রবেশ করার পর, যুদ্ধে কৃষকদের সচেতন অংশ-গ্রহণ সত্বর ব্যাপকভাবে তাদের সংগঠন—কৃষক সমিতি সংগঠনের বিস্তার করে। তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের সংকল্পে জরুরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া উপস্থিত করে।

১৯২৬ সালে নভেম্বর মাসে হুনানে ৫০টিরও বেশী জায়গায় মোট ১,৩৬৭,০০০ সভ্য সম্বলিত কৃষক সমিতি গঠিত হয়।

গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমিতিই ক্ষমতার প্রধান যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়— "কৃষক সমিতির হাতে সর্ব ক্ষমতা চাই।" কৃষকদের বিপ্লবী একনায়কত্বের অধীনে এটাই ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার যথার্থ রূপ। তাদের নিজেদের সমিতির মাধ্যমে, কৃষকরা প্রচণ্ডভাবে ও দৃঢ় সংকল্পে নিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম চালায়। (১) তারা জমিদার শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা চূর্ণ করে এবং কৃষক সমিতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে; স্থানীয় মস্তান ও বদ ভদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শহর ও জেলার সংস্থাগুলি উৎখাত করে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পরিষদ ও বিপ্লবী গণসংগঠনের যুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করে; তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নিজেদের মধ্যে শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করে; জুয়া নিষিদ্ধকরণ ও দস্যুতা নির্মূলকরণ দ্বারা বৈপ্লবিক সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন করে। (২) তারা যে কোন অঞ্চল থেকে ফসল বাইরে নিয়ে আসার উপর এবং তার মূল্য নির্ধারণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে; খাজনা হ্রাস করে এবং প্রজাস্বত্ব শর্ত অনুযায়ী জমিদার কর্তৃক প্রজাদের নিকট থেকে জোর করে আদায়ীকৃত আমানতের টাকা বা ফসল ফিরিয়ে দেওয়া কার্যকরী করে; ইজারার মেয়াদ বাতিল করা এবং অত্যাধিক কর ধার্যকরণ নিষিদ্ধ করে; ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়বিক্রয় ও ঋণদান সমবায় গঠন করে, এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও সুদ আদায়ের সীমা বেঁধে দেয়। (৩) তারা গোষ্ঠী শাসন, পুরোহিত বা যাজক-সম্প্রদায় শাসন ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রী শাসন বিরোধিতা করে, এবং সাহসিকতার সঙ্গে সমস্ত মানুষকে এ সমস্ত আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে। কৃষক সমিতিগুলি কৃষকদের লেখা পড়া শেখানোর জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলে। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে চাংসায় প্রাদেশিক কৃষক কংগ্রেস ডাকা হয় এবং তথায় খাজনা হ্রাস, গচ্ছিত জিনিস প্রত্যাবর্তন, সুদ আদায় বন্ধ করা, অত্যাধিক করের বিরোধিতা করা, অসাধু কর্মচারী, স্থানীয় মস্তান ও বদ ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকদের উৎখাত করা, কৃষক-সরকার গঠন করা, জমিদারদের "রক্ষা বাহিনীর" বিলোপসাধন করা ও আত্মরক্ষার্থে কৃষকদের মিলিশিয়া সংগঠিত করা প্রভৃতির উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সমগ্র প্রদেশের কৃষক আন্দোলন পরিচালনার্থে একটি সংগঠনও গঠন করা হয়।

দশলক্ষাধিক সভ্যের কৃষক সমিতিকে মেরুদণ্ড করে এক কোটিরও বেশী কৃষকের সাহায্যে হুনানে কয়েক মাসের মধ্যে বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে কৃষক সমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড মেদিনী-কাঁপানো সংগ্রাম সুরু হয়।

এইভাবে বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম সুরু হয়ে যায়। উত্তরাঞ্চল

অভিযাত্রী বাহিনীভুক্ত জমিদার, মস্তান, কুয়োমিন্টাংয়ের দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ব্যক্তিরাও প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার ও অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে বিপ্লবী কৃষকদের আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা কৃষক আন্দোলনকে "অলস" ও "নিষ্কর্মা" কৃষকদের আন্দোলন বলে অপবাদ দিতে থাকে এবং কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রাম "জড়ত্বের প্রকাশ" বলে আখ্যা দেয় এবং তাদের মতে ইহা কৃষি উৎপাদন-বিরোধী বাহানা ছাড়া কিছু নয়। তাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব হেতু বিপ্লবে কৃষি আন্দোলনের ভূমিকাকে অস্বীকার করে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের আরেক ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার ছিল যে কৃষক আন্দোলনের জন্য ধনীরা ঘরছাড়া হয়েছে এবং ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ খুবই কম হয়েছে এবং সামরিক ব্যয়বরাদ্দে ঘাটতি পড়েছে। কৃষক আন্দোলন সরকারী রাজস্বের ক্ষতি করছে ও উত্তর অভিযানে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এই দাবী করে তারা কৃষকদের বিরুদ্ধে পশ্চাৎ এলাকায় যুদ্ধকে বানচাল করছে এই অভিযোগ আনার চেষ্টা করে।

"আত্ম-রক্ষা বাহিনী" নামে পরিচিত জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়াশীলরা খোলাখুলি কৃষক নেতাদের ও বিপ্লবী কৃষকদের হত্যাও করে। সুদূর অঞ্চলে তারা দাঙ্গা বাধায়, অনগ্রসর কৃষকদের রাস্তায় মিছিল করতে ও কৃষক সমিতির কার্যালয়, কুয়োমিণ্টাং সদর দপ্তর ও সরকারী সংস্থা ধ্বংস করতে উত্তেজিত করে। তদুপরি মেকী কৃষক-সমিতি সংগঠিত করে, জমিদারদের প্রভাব ও তাদের সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে, দুর্দান্ত প্রকৃতির বদমায়েসদের ও স্থানীয় মস্তানদের কৃষক সমিতিতে স্থান করে নেওয়ার জন্য উৎকোচ দিয়ে, কুয়োমিণ্টাংয়ের তলাকার সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে ও উত্তর অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অফিসারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কৃষক-আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের সামনে পড়ে, চেন তু-সিউয়ের নেতৃত্বে সুবিধাবাদীরা, এসবের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের পরিবর্তে, ক্রমাগতঃ আন্দোলনে কৃষকদের ভূমিকা অস্বীকার করে ও কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিরোধিতা করে থাকে।

১৯২৬ সালে জুলাই মাসে পার্টি তৃতীয় কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভা আহ্বান করে এবং চেন তু-সিউ লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এর দ্বারা সূচিত হয় চেন তু-সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভাবধারার বিকাশ এবং দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি।

চেন তু-সিউ "গ্রামাঞ্চলে সম্মিলিত মোর্চা" গঠনের জন্য ওকালতি করেন এই বলে যে কৃষক সমিতিতে "শ্রেণী-বৈষম্য প্রবেশ করতে" দেওয়া উচিত নয়, এবং গরীব কৃষক, খামার শ্রমিক ও মাঝারী কৃষক ছাড়াও, কৃষক সমিতিগুলিতে ছোট ও মাঝারী জমিদারদের স্থান দেওয়া উচিত। চেন তু-সিউয়ের মতবাদ গ্রাহ্য হলে জমিদার ও ধনী কৃষকরা কৃষক সমিতিতে ঢুকে কৃষক সমিতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। কৃষকদের বিপ্লবী সরকারের বিরোধিতা করে চেন তু-সিউ পুরাতন বদ বাবুদের বদলে তথাকথিত ভদ্রবাবুদের কৃষকদের বিপ্লবী সরকারে নেওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন। তার অর্থ বাস্তবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি আরও যুক্তি দেখান যে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিক্রিয়াশীল "আত্মরক্ষা বাহিনী" হিসাবে কাজ করা উচিত, তারা কোনরূপে আক্রমণাত্মক কাজ করবে না, কারণ তাদের উদ্দেশ্য শুধু একান্তভাবে আত্মরক্ষা করা। প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী সেনাবাহিনী হিসাবে "আত্মরক্ষা বাহিনী" এবং

প্রতিক্রিয়াশীল সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত করতে চেন তু-সিউর বিরোধিতা কৃষকদের নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী বাতিল করে দেওয়ারই সমতুল্য। চেন তু-সিউ কোন বিপ্লবী কৃষি কর্মসূচী উপস্থাপন করেন নি, পরিবর্তে তিনি করেছিলেন কিছু সংশোধনবাদী নীতি, যেমন "খাজনার সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া", এবং অতিরিক্ত সুদ আদায় করাকে বাধা দেওয়া, ইত্যাদি প্রবর্তন একান্তভাবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে মন দেওয়ার জন্য তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। ফলে তিনি কৃষি বিপ্লব পরিচালনা করার প্রলেতারীয় দায়িত্ব বিসর্জন দিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত এই প্রস্তাবে উল্লেখ করেন যে "চীনা বুর্জোয়াদের প্রধান দায়িত্ব পালন করতে না দিলে" চীনা জাতীয় বিপ্লব প্রচণ্ড অসুবিধা, এমন কি বিপদেও পড়বে। তিনি আরও বলেন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় ক্ষমতা অধিকারের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিণ্টাংয়ের সঙ্গে লড়াই চালাবে না। "কেবলমাত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করবে। এ ধরনের সমস্যা জাতীয় বিপ্লবের সময় ওঠে না।"'

চেন তু-সিউয়ের চোখে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় প্রলেতারীয় নেতৃত্বের কোন প্রশ্ন নেই ও প্রশ্নটা "ওঠে না"। সুতরাং তিনি প্রস্তাবে বললেন যে চীনা বিপ্লব চীনে "জাতীয় পুঁজিবাদী সমাজ" গঠন পরিচালনা করবে। "আমরা কল্পনাপ্রবণ সমাজ-তন্ত্রী নই," বললেন চেন, "আমরা কল্পনা করি না যে আমরা পুঁজিবাদী সমাজকে এড়িয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজে এক লাফে উত্তরণ করান যায়।"

এভাবে, প্রতিক্রিয়াশীলদের লেজুড় হয়ে চেন তু-সিউ প্রকৃতপক্ষে উত্তরাঞ্চল অভিযানের সময়, ক্রমবর্ধমান কৃষকবিদ্রোহের রাশ টেনে থামাবার চেষ্টা করেন।

চেন তু-সিউ কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত জমিদার ও বুর্জোয়াদের সুযোগসুবিধা দিয়ে এবং তাদের সঙ্গে আপস-রফা করে তাদের শান্ত রাখতে চেষ্টা করলেন যাতে তারা সম্মিলিত মোর্চা পরিত্যাগ করে না যায়। এইভাবে তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করতে চাইলেন। ফল হল এই যে, যতই সুযোগ সুবিধা কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দেয়, ততই প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী অশান্ত হয়ে ওঠে এবং গণ-আন্দোলন বারবার ব্যাহত হতে থাকে ও পার্টির উচ্চ কমিটিতে আসীন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের প্রমাদপূর্ণ নীতির দরুন তাহা প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

উত্তর অভিযানের সময় কৃষক আন্দোলনের গতিবেগ কোথাও পুরো জেগেছে অথবা কোথাও জাগছে। কমরেড মাও সে-তুঙ ১৯২৭ সালে জানুয়ারী মাসে তথ্যানুসন্ধানে হুনান যান এবং প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেন : "হুনান কৃষক আন্দোলন-সম্পর্কিত তদন্ত রিপোর্ট"। মাও সে-তুঙ কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ ও বিপ্লবী সৃজনমূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রলেতারীয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের সাহায্যে তদানীন্তন কৃষক বিপ্লবের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যও সংক্ষিপ্ত-ভাবে তুলে ধরেন। প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সাধারণ সূত্রায়ন হল এই রিপোর্ট।

প্রথমতঃ, এই রিপোর্ট চীনা বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে। চীনে সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক

শক্তি এবং এই শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে এই কৃষক বিপ্লব। চীনা কৃষকসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য হল সামন্ততন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সোৎসাহে কৃষক-বিপ্লবের প্রশংসা করে কমরেড মাও সে-তুঙ সুস্পষ্টভাবে এর বিরাট তাৎপর্য অনুমোদন করেন, কারণ চীনের ইতিহাসে হাজার হাজার বছর ধরে ধারাবাহিক কৃষক অভ্যুত্থান এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ৪০ বছর ব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রাম যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছে, এই বিপ্লব সমাধা করবে সেই আরব্ধ কাজ।

সে সময়, জমিদারশ্রেণীর স্বার্থে কিছু গুজব ছড়ানো হয় যে কৃষক আন্দোলন হচ্ছে "ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল ব্যাপার।" কিন্তু কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের প্রতিভূ এই আন্দোলনকে "বস্তুতঃ খুবই ভাল জিনস" বলে আখ্যা দিয়ে তাকে সাধুবাদ জানালেন। তিনি উল্লেখ করেন যে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব বড় রকমের ঝড়ের আকার ধারণ করবে, এবং কোন ক্ষমতা, তা যতই বড় হোক, তাকে থামাতে পারবে না। এই বিপ্লব সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সমাধি রচনা করবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলসমূহকে বিপ্লবী কৃষকদের সামনে পরীক্ষায় দাঁড়াতে হবে, তাদের তারা গ্রহণ করবে, না বর্জন করবে। তিনটি পথের মধ্যে তাদের একটিকে দ্রুত নির্বাচন করতে হবে: "তাদের শীর্ষভাগে গিয়ে তাদের পরিচালনা করবে?[২] তাদের অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ব্যঙ্গ করে, তাদের সমালোচনা করতে করতে তাদের পশ্চাতে চলবে? অথবা শত্রু হিসাবে তাদের সামনা-সামনি মোকাবিলা করবে?" চীনা প্রলেতারিয়েত এবং তার পার্টির সপক্ষে, কমরেড মাও সে-তুঙ প্রথমোক্ত পথটি বেছে নেন এবং প্রলেতারিয়েৎকে কৃষকদের প্রকৃত নেতা হিসাবে দেখান।

বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গরীব কৃষকরাই গ্রামীণ জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী শক্তি। ধনী, মাঝারী ও গরীব কৃষকরা বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। ধনী কৃষকরা বরাবর নিষ্ক্রিয় থাকে, মাঝারী কৃষকরা দোদুল্যমান, ধনী কৃষকদের থেকে এরা এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র যে বিপ্লব যখন তুঙ্গে, তখন তাদের বিপ্লবে সামিল করা যায়। গ্রামাঞ্চলে প্রধান শক্তি গরীব কৃষক, তাদেরই তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারাই ছিল বিপ্লবের মেরুদণ্ড, অগ্রদূত এবং প্রথম সারির বীরযোদ্ধা। সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী হওয়ার ফলে, তারাই কৃষক সমিতিতে নেতৃত্ব অর্জন করেছে এবং বাস্তবিক পক্ষে নিম্ন পর্যায়ের সমস্ত নেতৃস্থানীয় পদ তারাই দখল করেছে। তারা উঠে দাঁড়িয়েছে, তাদের হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে, মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করেছে, এভাবে তারা ধনী কৃষকদের নিষ্ক্রিয় করেছে। কমরেড মাও সে-তুঙের, মতে "গরীব কৃষক ছাড়া কোন বিপ্লব হতে পারে না। তাদের বর্জন করার অর্থ বিপ্লবকে বর্জন করা। তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে বিপ্লবকে আক্রমণ করা।"[৩] তথা-কথিত "নিষ্কর্মাদের আন্দোলন" এবং "অলস কৃষকদের আন্দোলন" বলে নিন্দাসূচক আখ্যা প্রতি-বিপ্লবী জমিদাররা ও ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা গরীব কৃষকদের উপর আক্রমণকালে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী সরকার গঠন এবং কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠিত করতে সাহসের সঙ্গে জনগণকে সমাবেশ করার বিপ্লবী ভাবাদর্শের সপক্ষে রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে মেদিনীকাঁপানো পরিবর্তনকে "সব কিছু ওলটপালট করা হচ্ছে,"

"খুব বেশী এগিয়ে যাওয়া হয়েছে," এবং বাড়াবাড়ি বলে সংস্কারবাদীরা বিবেচনা করেছে। কমরেড মাও সে-তুঙ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে এ সব পরিবর্তন বিপ্লবের অনিবার্য ঘটনা। প্রথমতঃ, কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তাদের বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা স্বাভাবিকভাবেই তারা যে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছে, সেই নির্যাতনের মাত্রা অনুযায়ী দেখা দিয়েছে। তাদের বিপ্লব পরিচালনার দিক আদৌ ভুল নয়। "কে মন্দ এবং কে মন্দ নয়, কে সবচেয়ে বেশী নির্মম এবং কে কম নির্মম ; কাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিতে হবে এবং কাকে হালকা শাস্তি দিতে হবে, কৃষকরা সে সবের নিখুঁত হিসাব রেখেছে এবং কদাচিৎ শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে বৈষম্য দেখা গিয়েছে।"[৪] দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবে পুরাতনকে দমন না করে নবশক্তির উত্থান হতে পারে না ; সুতরাং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলাকালে প্রচণ্ড বিপ্লবী জোয়ার এবং কৃষকদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক।

গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল তিক্ত-শ্রেণী-সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক শক্তিদ্বয়ের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াই। বিপ্লবের প্রতি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই বিপ্লবী বা সংস্কারবাদী এই দুয়ের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সংস্কারবাদীরা কেবল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমারেখার মধ্যে থেকে তাদের কাজ করার অনুমোদন জানিয়ে কৃষকদের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ব্যাহত করার প্রয়াস চালায়। তারা কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার জোড়াতালি দিয়ে চলাটাকেই অনুমোদন করে, ঐ ব্যবস্থা ধ্বংস করা তাদের অভিপ্রেত ছিল না। কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রতিক্রিয়াশীল মত খণ্ডন করেন, তিনি বলেন যে "অন্যায় সংশোধন করতে হলে যথাযথ মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক, এবং যথাযথ মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলে কোন অন্যায় সংশোধন করা যায় না।"[৫] এর অর্থ গণ-বিপ্লবের মাধ্যমেই কেবল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাত করা যায়, সংস্কারবাদী পথে সম্ভব নয়।

অবশ্যই, জনসাধারণ সংগ্রামের সময় কিছু ভুলভ্রান্তি করতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই তাদের কার্যকলাপকে বাধা দেওয়া, তাদের নিরুৎসাহ করা অথবা তাদের সংগ্রামকে পুরাপুরি নস্যাৎ করা উচিত নয়। এখানে, বিপ্লবী নেতৃত্বের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের অগ্রগামী হয়ে অবশ্যই তাদের পরিচালনা করবে।

বিপ্লব সুরু হয়ে গেলেই কিভাবে তাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় সে সম্বন্ধে শিখতে পারা যায়, তার আগে নয়। নেতাদের কর্তব্য জনসাধারণের সঠিক সৃজনশীল আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রাখা, তাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা গুলির সারাংশ তুলে ধরা এবং বিজয়ের দিকে তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা।

একথা ঠিক, কৃষক সমিতির নিচের পর্যায়ের কিছু কিছু নেতা, যাদের ভদ্রলোকেরা "নিষ্কর্ম্মা" বলে আখ্যা দিয়েছে, কম বেশী পরিমাণে, পুরানো সমাজ ব্যবস্থায় লালিত পালিত হওয়ার দরুন কু-আদর্শ ও বদ স্বভাব অর্জন করেছে। বিপ্লবী ঝড়ে তারা ক্ষমতা হস্তগত করার দরুন, তাদের মধ্যে অনেকেই পরিবর্তিত হয়েছে। "তারা নিজেরাই সোৎসাহে জুয়া বন্ধ করেছে, দস্যুবৃত্তি নির্মূল করেছে। কৃষক সমিতি কিন্তু যেখানে শক্তিশালী হয়েছে, সেখানে জুয়া ও দস্যুবৃত্তি অদৃশ্য হয়েছে। কোন কোন জায়গায় এটা আক্ষরিকভাবে সত্য যে রাস্তায় পড়ে থাকা কোন দ্রব্য লোকেরা

আত্মসাৎ করেনি এবং রাত্রে দরজায় কুলুপ আঁটতে হয় নি। হেঙশানের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ৮৫ শতাংশের মত গরীব কৃষক নেতারা সম্পূর্ণ সংশোধিত, সক্ষম ও প্রবলভাবে সক্রিয় হয়েছে।"৬ এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ এ সত্য প্রমাণ করেছেন যে কৃষক-সাধারণ বিপ্লবী বিস্ময় ঘটাতে সমর্থ এবং তাদের শক্তি অফুরন্ত। পুরাতন সমাজের পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদেরও পরিবর্তন করেছে। এইটাই জনসাধারণের বিপ্লবী সৃজনশীলতা এবং নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজ।

বিপ্লবী সরকার এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে বিপ্লব হচ্ছে হিংসাত্মক কাজ এবং হিংসার দ্বারাই নিপীড়িত শ্রেণী শোষক শ্রেণীর শাসন উচ্ছেদ করে। হুনানের গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব ছিল ঠিক এই ধরনের কাজ এবং হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে কৃষকরা জমিদারদের শাসন উচ্ছেদ করে বিপ্লবী রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের কৃষক সমিতি ক্ষমতার মুখ্য সংস্থা। "সমস্ত ক্ষমতা কৃষক সমিতির হাতে চাই"—এই ধ্বনি তোলে হুনানের এক কোটি বিপ্লবী কৃষক। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী কৃষক সমিতি জমিদারদের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং সমিতি তার নির্দেশ ও হুকুম জারি করে। প্রাচীন সমাজের নামগোত্রহীন মানুষরা এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে।

বিপ্লবী সরকারের প্রধান অবলম্বন তার বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী, এবং এই বাহিনী কৃষকদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম করেছে। হুনানে কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী সে সময় দুটি অংশে বিভক্ত ছিল ঃ একটি ছিল জমিদারদের পুনর্গঠিত সশস্ত্র বাহিনী, অপরটি ছিল কৃষকদের নিজেদের সংগঠিত বল্লমবাহিনী। জমিদারদের পুনর্গঠিত সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ে বল্লম বাহিনী বেশী শক্তিশালী ছিল, প্রতি অঞ্চল অনুযায়ী তাদের শক্তি ছিল ৩০ থেকে ৮০,০০০ পর্যন্ত। কমরেড মাও সে-তুঙ হুনানের বিপ্লবী শাসকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে সমগ্র প্রদেশে এ ধরনের সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা উচিত এবং প্রতিটি তরুণ কৃষকের হাতে বল্লম তুলে দেওয়া উচিত যাতে সশস্ত্র বাহিনী বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় অর্জন করতে নতুন সৈন্যবলে বলীয়ান হতে পারে।

জনসাধারণকে একত্র সমাবেশ করার সময়, খুব এগিয়ে যাওয়া ও পিছু পিছু চলা—এ দুয়েরই বিরোধিতা করা আবশ্যক, কারণ এই দুরকমের ঝোঁকই তাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে। বেশী এগিয়ে যাওয়ার অর্থ স্বেচ্ছাসেবকের নীতি লঙ্ঘন করা এবং ব্যাপক জনগণের সঠিক কাজের উপর আস্থা না রেখে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার মান অতিক্রম করা। পিছু পিছু চলার অর্থ একধাপ এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার নীতি অগ্রাহ্য করা, এবং তাদের ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতার রূপ দিতে এবং বিজয়ের পথে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার বহু পশ্চাতে থাকা।

অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কমরেড মাও সে-তুঙ, কৃষক-বিপ্লবের চীনা প্রলেতারীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে মূল্যায়ন করে বলেন যে কৃষি-বিপ্লবই চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু এবং কৃষকরাই

হচ্ছে তার মৌলিক শক্তি এবং এভাবে তিনি বিপ্লবী-সরকার ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করতে কৃষক সাধারণকে সাহসের সঙ্গে সমাবেশ করার মৌলিক আদর্শের কথা মোটামুটি বর্ণনা করেন। কৃষক-বিপ্লবের প্রশ্নে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবাদর্শের বাস্তব ধারণা এটাই।

"হুনানে কৃষক-আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের রিপোর্ট" বড় রকমের তাৎপর্যবহ একটি ঐতিহাসিক দলিল। বৈপ্লবিক ও বিজ্ঞানসম্মত-দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কমরেড মাও উল্লেখ করেন যে চীনা বিপ্লবের সাফল্য শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে পারে কিনা পারে তার উপর নির্ভর করে। এইভাবে, এই দলিলটি কৃষকদের সম্পর্কে চীনা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

৩। চীনা বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের তীব্রতাবৃদ্ধি। য়ুহানে ও কিউকিয়াঙে বৃটিশ অধিকারভুক্ত এলাকার মুক্তির জন্য শ্রমিকদের সংগ্রাম। শাংহাই শ্রমিকদের তিনবার অভ্যুত্থান। নানকিং অধিকার এবং নানকিংয়ের উপর ইঙ্গ মার্কিন বোমাবর্ষণের ঘটনা। চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক ১২ই এপ্রিল প্রতি-বিপ্লবী ক্যু-দে-তা কায়েম।

উত্তর অভিযাত্রী সেনাবাহিনীর সাফল্যজনক অগ্রগতিতে এবং শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানে ভীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা বিপ্লবে তীব্রতার সঙ্গে বাধা দান করতে থাকে।

বাধাদানের চেহারা ছিল দুরকমের': বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারা চীনের গণসংগ্রাম দমন, এবং বিজয়ী বিপ্লবী আন্দোলনকে বিরোধিতা করার জন্য প্রতি-বিপ্লবী-বাহিনীকে সাহায্য দান

বৃটিশ, জাপানী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আর্থিক, সামরিক এবং নৈতিক সমর্থন ব্যতীত উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভু য়ু পেই-ফু, সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙ, চ্যাঙ সো-লিন ও চ্যাঙ সুঙ-চ্যাঙ বিপ্লবকে বাধাদানের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারত না। সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ থেকে এটা ছিল নিদারুণ হস্তক্ষেপ, এবং চীনা বিপ্লব, যার লক্ষ্য ছিল এই সব সমর-প্রভুদের উৎখাত করা, তা সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ নীতিকেও আঘাত করে।

যখন কোয়ান্টুং বিপ্লবী সেনাবাহিনী ইয়াংসী উপত্যকাভিমুখে এগিয়ে আসছিল, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা দেখল যে বিপ্লবকে চূর্ণ করে দিতে হলে উত্তরাঞ্চল সমর-প্রভুদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কার্যকরী অস্ত্র খুঁজে বার করতে হবে। সুতরাং তারা বিপ্লবী সম্মিলিত মোর্চার অভ্যন্তরস্থ মিত্র খুঁজে নেওয়ার অসৎ উপায় অবলম্বন করে, সম্মিলিত মোর্চার সংহতিনাশ ও ভিতর থেকে বিপ্লবের প্রতি নাশকতামূলক কাজ করার জন্য বিপ্লবীবাহিনীর ভিতরে গুপ্তভাবে অবস্থানকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

১৯২৭ সালে, ৩রা জানুয়ারী য়ুহান সরকার জাতীয় সরকারকে উত্তরে স্থানান্তরকরণ ও উত্তরাঞ্চল অভিযান সাফল্য উদ্যাপন করার জন্য হ্যাঙ্কাওতে একটি জনসভা করে। বৃটিশ অধিকারভুক্ত এলাকার সীমানায় একজন প্রচারক বক্তৃতা দেওয়ার সময় জনতাকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটিশ নাবিকদের নামিয়ে দেওয়া হয়। তারা শ্রোতাদের বেয়োনেট দিয়ে আক্রমণ করে বহু লোককে খুন ও জখম করে। হ্যাঙ্কাওয়ের জনগণ চীনা সরকারকে বৃটিশ সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করার অনুরোধ জানিয়ে ৫ই জানুয়ারী একটি মিছিল সংগঠিত করে এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে অধিকৃত এলাকা চীনা সরকারের হাতে

প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য করার জন্য বৃটিশ এলাকা অধিকার করে। ৬ই জানুয়ারী, বৃটিশ সৈন্যরা কিউকিয়াঙে কিছু চীনা শ্রমিকদের গুলি করার পর, স্থানীয় জনগণ সেখানকার বৃটিশ এলাকা অধিকার করে। ঐ এলাকা পরে চীনা সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

হ্যাঙ্কাও ও কিউকিয়াঙে অধিকৃত এলাকার মুক্তি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা।

য়ুহান অধিকার করার পর, উত্তরাভিযাত্রী বাহিনী সুন চুয়ান-ফ্যাঙের সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কিয়াংসী, ফুকিয়েন ও আনহোয়েইয়ের দিকে গতিপরিবর্তন করে। উত্তরাঞ্চল অভিযাত্রী বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সমন্বয়বিধানের জন্য শাংহাইয়ে শ্রমিকরা পার্টি নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে তিনবার অভ্যুত্থান করে এবং বহু বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সমর-প্রভুদের আধিপত্যের দুর্গ এই শহরের মুক্তি সাধন করে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রাককালে, ৩০শে মে শাংহাইয়ের জনসাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিরাট আকারে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠান করে। শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলের পর বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয়। জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে ২০০,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে, এবং এমন কি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৩০ হাজার শ্রমিক তখনও সংগ্রামে অটল ছিল। শ্রমিকরা সভাসমিতি করার স্বাধীনতা, নিম্নতম মজুরী, কাজের দিনের সময় হ্রাস, কাজের অবস্থার উন্নতি সাধন প্রভৃতির জন্য ধর্মঘট করে। পুঁজপতিরা তাদের সংস্থা, ফ্যাক্টরী বন্ধ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং সমর-প্রভুতন্ত্রী সরকারকে দিয়ে শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নিষিদ্ধ করার জন্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তারা এমন কি যে সব শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও কাজ থেকে বরখাস্ত করে অথবা বিনা কারণে বেতন কেটে নেয়। তারা শ্রমিকদের উত্যক্ত করার জন্য প্ররোচনাকারীদের ভাড়াটে হিসাবে রাখে। কিন্তু শাংহাইয়ের ধর্মঘটী শ্রমিকরা তার জন্য থেমে থাকেনি। আগস্ট মাসের শেষার্ধে, চীনা শ্রমিক হত্যাকারী জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ধর্মঘট আন্দোলন পরিচালিত হয়। শাংহাই সুতাকল ইউনিয়ন ফেডারেশন কর্তৃক আহূত ধর্মঘট শ্রমিকদের লড়াই করার প্রতিজ্ঞাকে শক্তিশালী করে এবং তাদের সংগঠিত শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে উত্তর অভিযান বাহিনী কর্তৃক য়ুচাং অধিকারের ফলে য়ু পেই-ফু তার শেষ পা রাখার জায়গা পর্যন্ত হারায়। উত্তর অভিযাত্রী প্রধান সেনাবাহিনী কিয়াংসী অভিমুখে যাত্রা করে, এবং সেখানে তারা সুন চুয়াঙ-ফ্যাঙের সেনাদলের মুখোমুখী হয়। ইতিমধ্যে, চেকিয়াঙে সুনের একজন অধস্তন কর্মচারী, বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সিয়া চাও, সরকারীভাবে হ্যাঙচাওতে সুনকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করে এবং শাংহাইয়ের শহরতলীতে চলে যায়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শাংহাই শ্রমিকরা ২৩শে অক্টোবর প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে। অভ্যুত্থানের পূর্বে তারা ১১৩০ জন শ্রমিককে নিয়ে একটি লড়াকু ইউনিট সংগঠিত করে এবং এদের মধ্যে কেবল ১৩০ জন সশস্ত্র ছিল, অন্যদিকে শত্রুর ছিল শহরেই ৩ হাজারের মত পদাতিক ও পুলিস এবং শাংহাইয়ের অনতিদূরে ইয়াংসী নদীর দুধারে অবস্থিত একটি ব্রিগেড। যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকায় ও সিয়া চাওয়ের পরাজয়ে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

উত্তর অভিযানকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক হ্যাঙচাও ও চিয়াসিঙ দখলের পর, অভিযানের অগ্রগতির সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে পার্টি দ্বিতীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত করা

স্থির করে। ১৯২৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন একটি সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে ও তার দাবীর কথা ঘোষণা করে একটি নির্দেশনামা জারী করে। প্রথম দিনে ১৫০,০০০ শ্রমিক হরতাল করে বেরিয়ে আসে, দ্বিতীয় দিনে সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ২৭০,০০০ তে দাঁড়ায়, তৃতীয় দিনে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০,০০০ এবং চতুর্থদিনের সংখ্যা ছিল ৩৬০,০০০। ধর্মঘটের প্রথম দিন থেকে, সমর-প্রভু সরকার ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের "শাংহাই পৌর পরিষদের" সহযোগে শহরের উপর শ্বেত সন্ত্রাসের শাসন চাপিয়ে দেয়। চতুর্থ দিনে (২২শে ফেব্রুয়ারী) সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুরু হয়। শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিনিধি নিয়ে শাংহাই নাগরিকদের অস্থায়ী বিপ্লবী কমিটি গঠিত হয়।

যাহোক, অবস্থা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অনুকূলে ছিল না। প্রথমতঃ, প্রতিক্রিয়াশীল পাই চুঙ-সির অধীনস্থ উত্তরাঞ্চল অভিযান সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি শাংহাই আক্রমণে বিরত থাকে ও সুনের সেনাদলের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের একাকী লড়াই করতে হয় এবং ওরা আশা করে যে পরস্পর কাটাকাটি করে তারা মরুক। দ্বিতীয়তঃ, পার্টি সমর-প্রভুদের সেনাবাহিনীর মধ্যে (দোদুল্যমান নৌ সেনানী এবং লী পাও চ্যাঙের বাহিনী) অথবা মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহের মধ্যে খুব কমই কাজ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, শত্রু ভিতর থেকে ভেঙে পড়লে এ সব বাহিনীদের স্বপক্ষে টানা যেত। পার্টি সাধারণ লোকদের সংগ্রামে আহ্বান করেনি। পার্টি পেতি-বুর্জোয়াদের অগ্রাহ্য করে এবং নিউ ইয়ুঙ্গ-চিয়েন ও ইয়ু সিয়া-চিঙ প্রমুখ বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ঘোষণা করে যে পরের দিন অপরাহ্ণ ১টার সময় ধর্মঘট তুলে নেওয়া হবে। দ্বিতীয় অভ্যুত্থানও ব্যর্থ হল।

তারপর, অত্যন্ত সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, পার্টি আরও বিরাট আকারে তৃতীয় অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে, শহরের গরীব জনসাধারণের মধ্যে ও পেতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্টি বেশ কিছু রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ করে। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জনগণের সরকার গঠনের ধ্বনি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বন্ধনের জন্য পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেও পার্টি তাদের জনগণের ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করতে ও আপস নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

১৯২৭ সালে ২১শে মার্চ শাংহাইয়ের অনতিদূরে লুঙহুয়া উত্তরাঞ্চল অভিযানকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে, শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সাধারণ ধর্মঘটের জন্য আরেকটি নির্দেশনামা জারী করে, এবং এই ধর্মঘটে ৮ লক্ষ শ্রমিক সাড়া দেয়। পার্টি নেতৃত্বে সাতটি জেলায় অভ্যুত্থান সুরু হয়; জেলাগুলি হল নানশী, হংকিউ, পুতুঙ, য়ুসুঙ, পূর্ব শাংহাই, পশ্চিম শাংহাই ও চাপেই। অভ্যুত্থানের ঠিক সুরুতেই, শ্রমিকরা রেলপথ, বিদ্যুত, জল সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে, এবং পুলিস সদরদপ্তর, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস দখল করে। গোটা শাংহাই শহর বন্দুকের নির্ঘোষ ও জনসাধারণের স্লোগানের ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। নিরস্ত্র জনসাধারণ শত্রুর নিকট থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর অপরাহ্ণের মধ্যেই, চাপেই ছাড়া সমস্ত জেলাগুলি অধিকৃত হয়। চাপেইয়ের খণ্ড যুদ্ধ সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করে এবং দুদিন ও একরাত স্থায়ী হয়। ২২শে তারিখ অপরাহ্ণ বেলা ৬টা পর্যন্ত জয়লাভ সম্ভব হয় না। শ্বেত রুশী

ও বৃটিশ সাঁজোয়া গাড়ীর বাহিনীদের হোপেই শাণ্টুং সমর-প্রভুদের সেনাদলের সঙ্গে পাশাপাশি লড়াই করতে দেখা যায়। বিভিন্ন পুলিস কার্যালয় দখলের পর, শ্রমিক ও জনসাধারণ তিয়েনতুঙ্গের রেলস্টেশন ও কমার্শিয়াল প্রেস ক্লাব দখল করে। উত্তর স্টেশন অধিকারের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রামকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালানোর ফলে এবং লড়াইয়ে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণে স্টেশনটি দখল হয়, প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। তৃতীয় অভ্যুত্থানের সাফল্যহেতু কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণ কর্তৃক শাংহাইয়ের মুক্তি ঘটে। পার্টি সত্বর, শাংহাই জনগণের সরকারের কর্মকতাদের নির্বাচনের জন্য, শাংহাই নাগরিকদের এক বিরাট সমাবেশ সংগঠিত করে!

ষষ্ঠ সেনাবাহিনী, দ্বিতীয় সেনাবাহিনী ও উত্তরাঞ্চল অভিযানকারী সেনাবাহিনীর অন্যান্য দলের সাহায্যে ১৯২৭ সালে ২৪শে মার্চ নানকিং মুক্ত হয়। একই রাতে, বৃটিশ, আমেরিকান ফরাসী ও জাপ যুদ্ধ জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণে ২,০০০ সেনা ও নাগরিক আহত ও নিহত হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল কামান দাগিয়ে চীনা জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করা ও বিপ্লবের কেন্দ্রের উপর মোক্ষম আঘাত হানা।

চীনা বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদী ঘোরতর হস্তক্ষেপের সঙ্কেত হচ্ছে নানকিং ঘটনা। অনতিকালপরেই, এইসব সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে, চিয়াঙ কাই-শেক ১২ই এপ্রিল প্রতি-বিপ্লবী ক্যু-দে-তা ঘটান।

উত্তরাঞ্চল অভিযানকারী সেনাবাহিনী ইয়াংসী উপত্যকায় প্রবেশ করলে কুয়োমিণ্টাংয়ের দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ প্রকাশ্য ভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। ১৯২৬ সালে শীতকালে চিয়াঙ কাই-শেকের নানচাঙ পেঁছানোর পর, রাজধানী স্থানান্তরিত করার প্রশ্নে বিরোধ জমে ওঠে। বিপ্লবী কেন্দ্র য়ুহানের বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্র নানচাঙকে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য চিয়াঙ কাই-শেক কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিণ্টাং বামপন্থীদের য়ুহানে রাজধানী নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যাহা হউক ১৯২৬ এর নভেম্বরে, কুয়োমিণ্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি রাজধানী স্থানান্তরকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং জাতীয় সরকারসহ, য়ুহানে রাজধানী সত্বর সরিয়ে নিয়ে আসা হয়! ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে, কুয়োমিণ্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি হ্যাঙ্কাওতে পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ও কুয়োমিণ্টাং বামপন্থীদের সক্রিয় সমর্থনে, পার্টি কর্তৃত্বকে উর্ধ্বে তুলে ধরা, গণতন্ত্র এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং একনায়ক শাসন প্রতিহত করার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। চিয়াঙ কাই-শেককে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদচ্যুত করা হয়। বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অংশের সাফল্যের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। অধিবেশনের পর, চিয়াঙ কাই-শেক ব্যস্তভাবে এবং সক্রিয় ভাবে নিজস্ব সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করে ও ব্যাপকভাবে ফুকিয়েন, কিয়াংসী, চেকিয়াঙ ও আনহোয়েইয়েতে সংঘটিত যুদ্ধে দলে চলে আসা সমর-প্রভুদের সেনাদলকে নিজ বাহিনী ভুক্ত করে, বিশ্বাসঘাতকতার পথ তৈরী করলেন। তাই চি-তাওয়ের মাধ্যমে জাপ-সাম্রাজ্যবাদী, ওয়াঙ চিঙ-তিঙ্গের মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী, টি. ভি. সুঙের মাধ্যমে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এবং লী শী সেঙ ও য়ু চি-হুইয়ের মাধ্যমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানালেন। জাপানী, মার্কিন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের

তরফ থেকে শাংহাইয়ের একজন বড় মুৎসুদ্দী ইউ সিয়া-চিঙ, মারফৎ প্রতি-বিপ্লব ঘটানোর জন্য শর্তাদি নিয়ে চিয়াঙ কাই-শেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে চাইল। সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় হুয়াঙ ফু এবং চ্যাঙ চুন প্রমুখ বহু ঘাগী আমলা ও রাজনীতিবিদ্ চিয়াঙের সমর্থনে এসে দাঁড়ায় ও তাকে তার প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপে সহায়তা করে। সে সময় শাংহাইতে ৩০,০০০ এর মত বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও জাপ সেনাদল মোতায়েন হল, এবং আরও সৈন্যদল চিয়াঙের সমর্থনে আসতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে উল্লসিত হয়ে চিয়াঙ পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে তিনি কিয়াংসীতে কাণ্চাওয়ের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি, চেন সান-নিয়েনকে গোপনে হত্যা করেন এবং সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করেন। তারপর তিনি বহু শ্রমিককে খুন-জখম করে কিউকিয়াঙের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অবলুপ্তি ঘটান। আঙকিঙে তিনি আনহুয়েই প্রদেশে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে এক মেকী প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন, এই প্রতিষ্ঠান দাঙ্গা করে বৈধ প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সদর দপ্তর এবং বামপন্থী কুয়োমিণ্টাংদের প্রাদেশিক পার্টি সদর দপ্তর ধ্বংস করে। শ্রমিকরা শাংহাই মুক্ত করলে চিয়াঙ কাই-শেক সেখানে উপস্থিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী, বড় বড় মুৎসুদ্দী ও জমিদারদের সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং তাদের সমর্থন লাভ করেন। সাম্রাজ্যবাদী ও মুৎসুদ্দীদের প্ররোচনায় তিনি ক্যু-দে-তা ঘটানোর প্রস্তুতি করেন।

শাংহাইয়ের চতুপার্শ্বস্থ শহরগুলি দিয়ে সুরু করে চিয়াঙ কাই-শেক নানকিং, হ্যাঙ-চাঙ অধিকার করার জন্য তাঁর একান্ত বশংবদদের পাঠান এবং এভাবে তিনি শাংহাইতে বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করেন। ২রা এপ্রিলে অনুষ্ঠিত কুয়োমিণ্টাংয়ের কেন্দ্রীয় তদারকী কমিটির তথাকথিত বর্ধিত অধিবেশনে য়ু-চী-হুই কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ প্রস্তাব আনেন। এর উদ্দেশ্য হল প্রতি-বিপ্লবী ক্যু-দে-তা ঘটানোর ভূমিকা তৈরী করা। তারপর চিয়াঙ কাই-শেক ও ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই ব্লক যুক্তভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী সম্মেলন করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও শাংহাইয়ের সশস্ত্র শ্রমিকদের দমন, এবং য়ুহানস্থ কুয়োমিণ্টাং সদর কার্যালয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করা প্রভৃতি ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই অব্যবহিত পরে চিয়াঙ কাই-শেক শাংহাইতে দুর্দান্ত প্রকৃতির গুণ্ডা বদমায়েসদের জড়ো করেন এবং "চীন একত্রে চল সমিতি" (China March Together Society), ও শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের বিরোধিতা করতে "শাংহাই ফেডারেটেড এসোসিয়েশন অফ লেবার ইউনিয়ন" সংগঠিত করেন। শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও শ্রমিকদের পিকেটিংয়ের উপর নজর রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সেনাদলকে চাপেই পাঠান হয় এবং সমস্ত রকমের সভাসমিতি, হরতাল ও কুচকাওয়াজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে শ্রমিকদের বিপ্লবী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ কল্পে, রক্তপিপাসু প্রতিক্রিয়াশীল পাই চুঙ-সি ও চাও ফেঙ-চিকে প্রধান করে য়ুসুঙ সামরিক আইন সদর কার্যালয় (Woosung Martial Law Headquarters) স্থাপন করা হয়।

এই সময়ে চিয়াঙ কাই-শেক তার প্রতি-বিপ্লবী দু-মুখো কার্যকলাপে লিপ্ত থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রমিকদের পিকেটকে কণ্টক বলে বিবেচনা করলেও তার বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন নি। বিপ্লবের উপর তার পরিকল্পিত আকস্মিক আঘাতের

কোনরূপ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের শতর্ক দৃষ্টি অপসারিত করার উদ্দেশ্যের, পরিবর্তে তিনি প্রহরারত শ্রমিকদের "আমাদের সাধারণ সংগ্রামের প্রতি" শব্দ-সম্বলিত একটি রেশমী পতাকা উপহার দেন। আরও, চেন তু-সিউয়ের সুবিধাবাদী প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি শাংহাই জনসাধারণের পৌর সরকার প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করেন (এটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার তারিখ ছিল ২৯শে মার্চ) এবং বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের পদত্যাগপত্র দাখিল করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলশ্রুতি হিসাবে, গণ-সরকার গঠনের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। অপর পক্ষে, সরকারকে সমর্থনে জনগণকে সমাবেশ করার পরিবর্তে, চেন তু-সিউ প্রলেতারীয় নীতি বিসর্জন দেন এবং বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের নিকট নিজেকে অনুগ্রহ-ভাজন করানোর দিকে ঝুঁকে পড়েন এই আশঙ্কায় যে তাদের বাদ দিয়ে সরকার তার কাজকর্ম চালাতে পারবে না। চেন তু-সিউয়ের দুর্বলতা ও অক্ষমতায় উৎসাহিত হয়ে, চিয়াঙ কাই-শেক তার তাঁবেদারদের দিয়ে "শাংহাই অস্থায়ী রাজনৈতিক কমিটি" সংগঠিত করান, এভাবে তিনি শাংহাই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যায়ভাবে দখল করেন। ৫ই এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত চেন তু-সিউ এবং ওয়াঙ চিঙ-ওয়েইয়ের তথাকথিত "যুক্ত বিবৃতি"-তে প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক একটি কথাও ছিল না। বরং, এই বিবৃতি চিয়াঙ কাই-শেকের হত্যাকাণ্ড পরিকল্পনা ঢেকে রাখার কৌশল হিসাবে কাজ করেছে।

তার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ করে চিয়াঙ কাই-শেক ৯ই এপ্রিল নানকিংয়ের পথে শাংহাই পরিত্যাগ করেন। ১২ই এপ্রিল প্রত্যুষের পূর্বে চিয়াঙ কাই-শেক চাপেই, য়ুসুঙ, পুতুঙ এবং নানশীতে অবস্থানরত প্রহরী শ্রমিকদের নির্বিচারে হত্যা করার নির্দেশ দেন। দুর্দান্ত প্রকৃতির বদমায়েস গুণ্ডারা ও প্রতি-বিপ্লবী সেনাদল সশস্ত্র হয়ে হত্যাকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথমোক্ত দল বিদেশী এলাকা থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে শ্রমিকদের আক্রমণ করে এবং শেষোক্ত দল শ্রমিকের হাত থেকে, তাদের সাহায্য করার ছল করে অথবা জোর করে অস্ত্র কেড়ে নেয়। প্রহরারত শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার পর, ঘাতক পাই চুঙ-সি নির্লজ্জভাবে বদমায়েসদের শ্রমিক আক্রমণকে "শ্রমিকদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ কলহ" বলে আখ্যা দেয় এবং সেহেতু প্রহরারত শ্রমিকদের নিরস্ত্র করেছে বলে দাবী করে। ইতিমধ্যে, সমস্ত রকমের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে একটি নির্দেশনামা জারী করা হয় এই আশঙ্কায় যে শ্রমিকরা নিরস্ত্র প্রহরারত শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘট করে বসবে।

চিয়াঙ কাই-শেকের প্রহরারত শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শাংহাইয়ের শ্রমিকরা সাহসী প্রতি-আক্রমণ চালায়। তারা ১২ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সদর দপ্তর পুনরুদ্ধার করে। তখনই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সেদিন থেকে সুরু করে সমস্ত শহর ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অবিলম্বে এক নির্দেশ জারী করে। এই ধর্মঘটে, দু লক্ষেরও বেশী শ্রমিক শ্বেত সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে।

শাংহাইয়ের শ্রমিক ও নাগরিকরা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্য সর্বত্র জনসভার অনুষ্ঠান করে। নানশীতে জনসভার পর প্রায় পাচ লক্ষ নাগরিক উত্তর অভিযানকারী সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর, পাই চুঙ-সিয়ের নিকট আবেদন জানাবার জন্য যাত্রা করে এবং কয়েকটি শর্ত তাকে মানতে বাধ্য করা হয়।

১৩ই এপ্রিল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন চাপেইতে একটি জনসমাবেশের আহ্বান দেয়,

এবং এর পর সাধারণ মানুষ, আবেদন জানাবার জন্য, উত্তরাঞ্চল বাহিনীর ডিভিসনাল অধ্যক্ষ, চাউ ফেঙ-চিয়ের সদর দপ্তরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু পাওশান রোড দিয়ে যাওয়ার সময় তারা প্রতিক্রিয়াশীল সেনাদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ১০০ জনের বেশী নিহত ও অগনিত মিছিলকারীরা আহত হয়।

এই বিরাট হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের পর চিয়াঙ কাই-শেক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বিলোপ করার হুকুম দেন এবং শাংহাই সংযুক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন সমিতির দুর্দান্ত বদমায়েসদের (পরবর্তীকালে এই সমিতির নামকরণ হয় Shanghai United Committee Union Organisations) শাংহাই ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অফিস দখল করতে, সমস্ত ইউনিয়ন সংগঠনকে বন্ধ করতে এবং শ্রমিকদের নেতাদের হত্যা করতে প্ররোচিত করেন। তখন সমস্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন একটির পর একটি করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই থেকে শাংহাইয়ের শ্রমিক ও বিপ্লবীরা তাদের স্বাধীনতা হারায়। যারা সভা সমিতি করে বা ধর্মঘটে সামিল হয় তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই অবস্থায়, ধর্মঘটে যাতে অযথা প্রাণহানি না ঘটে, সেজন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন শ্রমিকদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ১৪ই এপ্রিল শ্রমিকদের কাজে যোগদান করতে নির্দেশ দেয়।

শাংহাইতে শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এবং বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ ধর্মঘট তুলে নিতে হলেও, শাংহাইয়ের শ্রমিকরা বশ্যতা স্বীকার করেনি। শ্বেত সন্ত্রাসের মধ্যে জেনারেল ট্রেড ইউনিয়ন তখনও গোপনভাবে কার্যকলাপ চালায় ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শাংহাইয়ের শ্রমিকদের পরিচালনা করে।

দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলিতে এবং কোয়াণ্টুংয়ে, বহু সংখ্যায় কমিউনিস্ট এবং বিশিষ্ট বিপ্লবীরা দুর্দান্ত প্রকৃতির গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারায়, চিয়াঙ কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা সন্ত্রাসের রাজত্ব নিয়ে আসে।

১৫ই এপ্রিল কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলরা বহু কমিউনিস্ট ও অগ্রগামী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করে ও হত্যাকাণ্ড চালায়, হোয়াম্পোয়া সামরিক একাডেমি এবং ক্যাণ্টন-হংকং ধর্মঘট কমিটির সশস্ত্র প্রহরীদের নিরস্ত্র করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও কৃষক সমিতি প্রমুখ গণ-সংগঠনে খানাতল্লাশী চালায়। কোয়াণ্টুংয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ক্যু-দে-তা ঘটানোর সময়, ২১ শয়ের বেশী কমিউনিস্ট ও সক্রিয় শ্রমিকদের হত্যা করা হয়, ১০০ জনের বেশী লোককে গোপনে গুলি করে মেরে ফেলা হয় এবং ২হাজারেরও বেশী রেল শ্রমিক তাদের কাজ হারায়। ১৯শে এবং ২৩শে জুন শ্রমিকরা বীরত্বের সঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট চালায় কিন্তু সে ধর্মঘট দমন করা হয়।

চিয়াঙ কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিপ্লব আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে, বিপ্লব আরও উচ্চ পর্যায়ের দিকে পদক্ষেপ করে।

৪। য়ুহান বিপ্লবী সরকারের আমলে শ্রমিক-কৃষকের ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেস।

১২ই এপ্রিলের ঘটনা প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াঙ কাই-শেক ব্লকের খোলাখুলি প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণ। এই ঘটনার পর, দক্ষিণ চীনে দুটি শিবিরের আবির্ভাব ঘটে ; য়ুহানকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী শিবির এবং নানকিংকে কেন্দ্র করে প্রতি-বিপ্লবী শিবির।

সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের নীতি অনুযায়ী, য়ুহান বিপ্লবী সরকার চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়, চিয়াঙ কাই-শেক পূর্ব দিকে, ছেচুয়ান সমর-প্রভু, ইয়াঙ সেন পশ্চিম দিকে, ফেঙতিয়েন সমর-প্রভু চ্যাঙ সো-লিন উত্তর দিকে এবং কোয়ান্টুং সমর-প্রভুরা দক্ষিণ দিকে ব্যূহ রচনা করে। বাস্তব অবস্থায় বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক একই সময়ে চারটি রণাঙ্গনে আক্রমণ করা অসম্ভব বিধায়, য়ুহান সরকার আত্ম-রক্ষার তাগিদে য়ুহান দখলের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে আগত চ্যাঙ সো-লিনের সেনাদলের বিরুদ্ধে উত্তর অভিমুখে অগ্রগমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যেহেতু য়ুহান একটি বাণিজ্য কেন্দ্র, সেহেতু আর্থিক বিশৃঙ্খলা থেকে শহরকে মুক্ত রাখার জন্য পরিবেষ্টনকে অবশ্যই ভাঙ্গতে হবে। ফেঙতিয়েন বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার বিপদ অথবা সেই আক্রমণের গুরুত্ব কমানোর জন্য য়ুহান সরকার, লুঙ্ঘাই রেলপথ বরাবর চিয়াঙ সেনাবাহিনীকে আক্রমণোদ্দেশ্যে গতিপথ পরিবর্তনের পূর্বে, হোনানে ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙের বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ করতে উদগ্রীব হল।

সুতরাং, নিজেকে সামরিকভাবে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সুদৃঢ় করার জন্য য়ুহান সরকার প্রথমে ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ করাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। ইতিমধ্যে, য়ুহান সরকার কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রতিটি প্রয়াস চালায় এবং চিয়াঙ কাই-শেককে আক্রমণ করার প্রশ্ন সমাধান করার পূর্বে বিপ্লবের বিস্তৃতি সাধন করে।

শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং কৃষক-আন্দোলন বিশেষ করে হুনানে ও হুপেতে ক্রমশ বর্ধিত আকার ধারণ করে।

কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেসের সময় তার সভ্যসংখ্যা হয়েছিল ৫৭,৯০০-রও বেশী, চতুর্থ কংগ্রেসের সময় ছিল মাত্র ৯০০ জন। পার্টি তার রাজনৈতিক প্রভাব সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুততর ও ব্যাপকতরভাবে বাড়িয়েছিল এবং এখন পার্টির নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ও কৃষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ ও ৯০ লক্ষ।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিকভাবে সভা, সমিতি ও ধর্মঘট করার স্বাধীনতা আন্দোলন সরকারে অংশ গ্রহণ করার আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে; অর্থনৈতিকভাবে, জীবনধারণের অবস্থার উন্নতি ও যৌথ দরকষাকষির অধিকারের আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার আন্দোলনের রূপ নেয়; সাংগঠনিকভাবে, প্রতিটি স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করার অধিকার সহ, ক্রমশঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গিল্ডগুলি শিল্প ইউনিয়নে পরিবর্তন দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের দিকে আন্দোলন চালিত হয়।

বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন হুনান, হুপে ও কিয়াংসীতে তীব্র ঝড়ের মত ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৭ সালের জুন মাসে সমগ্র দেশব্যাপী কৃষক সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা প্রায় ৯,১৫০,০০০ ছিল। সভ্যসংখ্যার দিক থেকে হুনান প্রথম, তার সভ্যসংখ্যা ছিল ৪,৫১০,০০০, হুপের স্থান ছিল দ্বিতীয়, তার সভ্যসংখ্যা পঁচিশ লক্ষ।

হুনানের গ্রামাঞ্চল বিপ্লবী ঝড়ের কেন্দ্র হয়ে উঠে। কৃষকরা শস্য নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টন নিজেদের হাতে তুলে নেয়, জমিদারদের শাসন উৎখাত করে এবং জমি প্রথম জরীপ

করে এবং ঐ ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারিত করে, তারপর জমিতে সীমানা ঠিক করে এবং জমি কর্ষণের অধিকার নতুনভাবে চিহ্নিত করে এবং চূড়ান্তভাবে জমিদারদের মালিকানাধীন জমি বাজেয়াপ্ত ও পুনর্বণ্টন করে কৃষি সমস্যা সমাধান করে।

উত্তরাঞ্চল অভিযানকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক য়ুহান অধিকারের পর, হুপেতে কৃষক আন্দোলন বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। প্রথম প্রাদেশিক কৃষক কংগ্রেস ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়, এবং তারপর কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম সুরু করে। কৃষক সমিতি নিজের আত্ম-রক্ষা বাহিনী সংগঠিত করে এবং খাজনা ও সুদ হ্রাসের পর জমির পুনর্বণ্টন দাবিতে বিপ্লবী কৃষকের রাজে নিজেকে কায়েম করে।

১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কিয়াংসীতে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি গঠনের পর, সেখানকার কৃষকরা জমিদারদের ক্ষমতা উৎখাত করা এবং খাজনা ও সুদ কমানোর সংগ্রাম সুরু করে দেয়। কিয়াংসী বহুদিন ধরে চিয়াঙ কাই-শেকের শাসনাধীন থাকায় এবং কুয়োমিন্টাং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দুবার সরকার বদল হওয়ার জন্য সেখানে কৃষক আন্দোলন সবেমাত্র আরম্ভ হয়।

কোয়ান্টুংয়ে কৃষক আন্দোলন পূর্বেই বিস্তার লাভ করে, সেখানে কৃষকরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অধীনে কঠোর নির্যাতনের মধ্যে থেকেও, বহুদিন ধরে জমি পুনর্বণ্টন করার দাবী করে আসছিল। কিয়াংসু, আনহোয়েই, চেকিয়াঙ ও ফুকিয়েন প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশগুলিতে খাজনা হ্রাস ও করবন্ধের আন্দোলন সুরু হয়। হোনানে Red Spear Society সমর-প্রভুদের বিরুদ্ধে, লেভি ও ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে। উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহে বিভিন্ন কৃষকদল সমর-প্রভুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়!

গরীব চাষীকে প্রধান শক্তি হিসাবে রেখে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হুনান, হুপে ও কোয়ান্টুংয়ে কৃষক আন্দোলন পরিচালিত হয়। এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে কৃষক আন্দোলন কৃষি বিপ্লবের পথে শেষপর্যন্ত পরিচালিত হবে। কৃষক আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন গরীব কৃষক হয়ে দাঁড়ায়। কৃষক কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল হচ্ছে বিপ্লবের চাবিকাঠি, কারণ নিজেদের সরকার ছাড়া কৃষকরা এমন কি খাজনাও কমাতে অপারগ, জমি প্রাপ্তি ত দূরের কথা। খাজনা ও সুদ হ্রাস দিয়েই কৃষক সংগ্রাম সুরু হয় এবং তারপর সেই সংগ্রাম জমিদারদের শাসনের উচ্ছেদ ও কৃষি বিপ্লবের দিকে পরিচালিত হয়।

সমগ্র দেশে কৃষি আন্দোলন অসমভাবে বৃদ্ধি পায় কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে সামগ্রিকভাবে তা জমিদারদের শাসনের উচ্ছেদ ও জমি প্রাপ্তির আন্দোলনের স্তরে প্রবেশ করে। চীনা বিপ্লবে নতুন যুগের এইটি হল বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য।

বিপ্লবের এই সঙ্কটের সময়, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২৭ সালে ২৭শে এপ্রিল হ্যাঙ্কাওতে পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের অনুষ্ঠান করে। ৫৭,৯০০-র উপর সভ্যদের ৮০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন।

কংগ্রেসে চেন তু-সিউ তাঁর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি অবসানের কোন প্রচেষ্টা করেন নি। ক্রুইজার চুঙশান ঘটনা সম্পর্কিত ব্যাপারে সুযোগসুবিধাদানের ও আপস রফার নীতি গ্রহণে তাঁর নিজের সুবিধাবাদী ভ্রমের সমালোচনা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানা দূরে থাকুক, চিয়াঙ কাই-শেককে বিপর্যস্ত করতে না পারার মত শক্তিশালী না হওয়ার জন্য বিপ্লবী বাহিনীর উপর তিনি দোষারোপ করেন এবং চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতি-বিপ্লবী

উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি বলে চেন তু-সিউ নিজের দোষ স্খালন করেন। শাংহাই শ্রমিকদের অভ্যুত্থান সম্পর্কে চেন এই মত পোষণ করেন যে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার উপর সংগ্রাম সীমিত করা উচিত ছিল এবং রাজনৈতিক সংগ্রাম সুরু করা অথবা অভ্যুত্থান সংগঠিত করা ভুল ছিল, এভাবে চেন তু-সিউ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে মেনে নিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ও বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্রামের তাৎপর্যকেও স্বীকৃতি দেন না।

ঐ সময়কার মৌলিক সমস্যা ছিল কৃষি সমস্যা, আর তা ছিল সমগ্র বিপ্লবের চাবিকাঠি। কিন্তু চেন তু-সিউ ব্যাপারটা কিভাবে দেখেন ? তিনি ছোট ছোট জমিদারদের জমিতে হস্তক্ষেপ না করার সমর্থনে ওকালতি করেন। বড় ও মাঝারী জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার সপক্ষে মত দিলেও, অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত কার্যকর করার ব্যাপারে তার কোন নির্দেশ ছিল না। চেন তু-সিউ এই সমস্যাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে "রাজনৈতিক বাজেয়াপ্তিকরণ" অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবীদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা বলেন।

চেনের সুবিধাবাদী তত্ত্বসমূহের অন্যতম একটি তত্ত্ব হল "বিপ্লব সম্প্রসারণ তত্ত্ব"। বিপ্লবকে সম্প্রসারণ ও তীব্রকরণ সম্পর্কে তিনি দুটি ব্যাপারকে পরস্পর থেকে আলাদা হিসাবে দেখান অর্থাৎ উত্তর অভিযান ও বিপ্লবের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ অথবা কৃষি বিপ্লব ও জনগণের সরকার গঠন। তিনি প্রথমোক্তটিকে বেছে নেন, তবে উত্তর অভিযানের উদ্দেশ্যও ততটা ছিল না যতটা ছিল কৃষি-বিপ্লবকে শ্লথগামী করা ও শ্রেণীসংগ্রাম শিথিল করার জন্য।

চেনের আরেকটি সুবিধাবাদী তত্ত্ব হল "উত্তরপশ্চিমে চল"। তিনি মনে করেন যে ক্যাণ্টন, শাংহাই, হ্যাঙ্কাও, তিয়েনসিন ও অন্যান্য শিল্প জেলাসমূহে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমর-প্রভুরা শক্তিশালী, সেখানে বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব নয় কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদ খুবই দুর্বল, অনায়াসে বিপ্লব শিকড় গাড়তে পারে। সেহেতু, তার প্রস্তাব হল দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল থেকে বিপ্লবী বাহিনীকে উত্তর-পশ্চিমে সরিয়ে আনা।

এইসব তত্ত্ব হল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী লাইনের ধারাবাহিক বিকাশ। কংগ্রেস সুবিধাবাদকে নিন্দা করে কৃষি সংস্কার কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানায়।

"রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির করণীয় কাজ" সম্বন্ধে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে চেনের রাজনৈতিক মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব ও নির্দেশের বিরোধী, কারণ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে চেনের তত্ত্ব প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বকে পরিত্যাগ করেছে এবং এভাবে বিপ্লবকে তার সাফল্যের গ্যারান্টী থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

চেন কর্তৃক বিপ্লবের সম্প্রসারণ ও তীব্রকরণ ব্যাপারটি পরস্পর আলাদা করে বিচার করার ভ্রান্ত ধারণাকে কংগ্রেস খণ্ডন করে, কারণ দুটিই বস্তুতঃ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিপ্লবকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে, বিপ্লবকে তীব্র ও সম্প্রসারিত করতে হবে। কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে "বিপ্লব সম্প্রসারণ তত্ত্ব" বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পথ তৈরী করেছে এবং বিপ্লবকে তীব্রতর না করে কেবল সম্প্রসারণ করলে বিপদের আশঙ্কা আছে। উদাহরণ স্বরূপ অতীতে বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক

দখলীকৃত অঞ্চলগুলির কথা বলা হয়। সেখানে সব অঞ্চলে বিপ্লবকে তীব্র না করার দরুন বিপ্লবের সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরী হয়নি আংশিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ভিত্তি পূর্ববৎ থেকে গিয়েছে। ফলে যখন চিয়াঙ চক্র বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাদের বিচ্ছিন্ন করা গেল না, উপরন্তু শক্তিমান অনুচরবর্গ সহ তারা সম্মিলিত মোর্চা থেকে বেরিয়ে গেল।

কংগ্রেস থেকে বলা হল ঃ মৌলিক ভূমি-সংস্কার কার্যে পরিণত করা ও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার আগে উত্তরাঞ্চলীয় অভিযানপর্ব নিশ্চয়ই শেষ করতে হবে, এ ধরনের মত কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের মুখোশধারী বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে দ্রুত সমুদ্রের উপকূলস্থ প্রদেশগুলিতে নিজেদের সুরক্ষিত করতে সাহায্য করবে।

ভূমি-সংস্কার না করে উত্তরাঞ্চল অভিযান শেষ করার তত্ত্বের অর্থ চিয়াঙ কাই-শেককে জাতীয়তাবাদের মুখোশ পরে দক্ষিণ পূর্ব প্রদেশগুলিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে, কারণ সেও "উত্তরাঞ্চল অভিযান করা ও সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার ওকালতি করেছিল।"

কংগ্রেস আরও বলেছিল যে চিয়াঙ কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্লবকে পরাভূত করতে পারেনি, বিপ্লবে তখন ভাটার পরিবর্তে জোয়ারই চলছিল এবং সময়টা কৃষি-বিপ্লব করার মাহেন্দ্রক্ষণ। উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার মতকে একেবারে অসঙ্গত বলে অগ্রাহ্য করা হল।

কংগ্রেস সমগ্র পার্টির সামনে দুটি করণীয় কাজ উপস্থাপিত করে ঃ কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করা ও জনগণের রাজ কায়েম করা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কংগ্রেস ২৯ জন সভ্য এবং ১১ জন বিকল্প সভ্য নির্বাচন করে। চেন তু-সিউ কংগ্রেসের প্রস্তাব গ্রহণ করায়, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তিনি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কিন্তু চেন-তু-সিউ প্রকৃতপক্ষে তখনও তাঁর সুবিধাবাদী নীতি আঁকড়ে থাকেন। কংগ্রেসের পর, পলিট ব্যুরোর বহু সদস্য, সমস্ত দিক থেকে পার্টি চেনের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করতে অসমর্থ হন।

সুতরাং পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেনি। কমরেড মাও সে-তুঙ কংগ্রেসে যোগদান করেন বটে, কিন্তু চেন তাঁকে পার্টি-নেতৃত্বের বাইরে রাখেন ও তাঁকে ভোটদান করা থেকে বঞ্চিত করেন।

৫। য়ুহানে প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণে কুয়োমিন্টাংয়ের দোদুল্যমানতা। চেন তু-সিউয়ের আত্ম-সমর্পণকারী মত অনুসরণ দ্বারা বিপ্লবের ক্ষতিসাধন। ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা। প্রথম বিপ্লবী গৃহ-যুদ্ধের ব্যর্থতা।

য়ুহান সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শহরটি নানা অসুবিধার মধ্যে ঘেরাও করা ছিল। শহরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বহু বাণিজ্যপথ এর মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শহরটি সাম্রাজ্যবাদী ও সমর-প্রভু নিয়ন্ত্রিত সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। ফলে শহরের বহু ব্যবসা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

য়ুহানস্থিত বৃটিশ, মার্কিন, জাপানী পুঁজিপতিরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। মার্কিন ব্যবসায়ীরা তাদের গুদামজাত কেরোসিন য়ুহানের বাইরে চালান করে দেয়। জ্বালানী ও কাঁচামালের অভাবে ফ্যাক্টরীর উৎপাদন কমে যায়। পণ্যের

অভাবে জিনিসপত্রের দাম হ্ হ্ করে বেড়ে যায়, এবং খাদ্যদ্রব্য ফ্রিয়ে যেতে স্রু করলে, আতঙ্ক আরম্ভ হয়।

তারপর, চীনা প্ঁজিপতিরা উহান থেকে বৃহৎ পরিমাণে রৌপ্য ম্দ্রা নিয়ে পালাতে স্রু করে। এপ্রিল মাসের শেষে য়্হান সরকার কর্তৃক র্পার বাইরে চালান বন্ধ করা ও ব্যাঙ্কের নগদ টাকা রেজিস্টার করার দায়িত্বভার গ্রহণ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, ব্যাঙ্ক থেকে বাধা আসে, এবং ব্যাঙ্কগ্লি খোলাখ্লি তাদের কাজকারবার বন্ধ রাখে।

ব্যবসাগত সঙ্কট রাজস্ব থেকে আয়ের পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণে ঘাটতি হওয়ায় উত্তর অভিযানের জন্য সামরিক খরচে অপ্রতুলতা দেখা দেয়। আর্থিক ঘাটতি পরিপ্রণের জন্য য়্হান সরকার বহ্ল পরিমাণে ব্যাঙ্কনোট ছাপানোর জর্রী উপায় অবলম্বন করে।

য়্হান সরকারের সামনে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। গ্র্তর আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে প্ঁজিপতিরা শ্রমিক-শোষণের মাত্রা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেয়। এই শোষণের সঙ্গে বেকারী ও অত্যাবশ্যক পণ্যের ম্ল্যবৃদ্ধি শ্রমিকদের জীবনধারণের অবস্থা আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায় ও শ্রেণীবিরোধকে তীব্র করে তোলে।

য়্হান সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলসম্হে কৃষক আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহ্ কাউণ্টিতে কৃষকরা জোর করে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে।

অর্থনৈতিক অবরোধ, ব্যবসাবাণিজ্যের দেউলিয়া অবস্থা, খাদ্যের ঘাটতি, আর্থিক সঙ্কট, শিল্পে ও কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবে মন্দা অবস্থার দর্ন মাঝারী ব্র্জোয়া এবং পেতি-ব্র্জোয়াদের উপরের সারির লোকেরা বিপ্লব পরিত্যাগ করতে স্রু করে।

উত্তর অভিযানকারী সেনাবাহিনী ১৯২৭ সালের ১লা জ্ন হোনানের অন্তর্গত চেঙচাউ ও কাইফেঙ দখল করে, এবং এখানে তারা ফেঙ ইউ-সিয়াঙের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ভাগাভাগির জন্য এই জয় ও য়্হান সরকারের নড়বড়ে অবস্থা দৃঢ় করতে পারেনি।

য়্হান সরকার নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জমিদার ও ব্র্জোয়ারা সর্বপ্রথম শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করে। তারা শহরের কৃষক সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগ্লিকে উচ্ছৃঙ্খল সংগঠন নাম দিয়ে আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে একযোগে য়্হান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করে। যখন বিপ্লবী সেনাবাহিনী হোনানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ছেচুয়ান সমর-প্রভু, ইয়াঙ সেন, য়্হান আক্রমণ করে, তখন সিয়া তৌ-ঈন নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ১৭ই মে খোলাখ্লি বিদ্রোহ করে। তারপর স্ কে-সিয়াঙ নামক অপর একজন প্রতিক্রিয়াশীল পদস্থ কর্মচারী ২১শে মে চাংসায় একই পন্থা অন্সরণ করে, প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, প্রাদেশিক কৃষক সমিতি এবং অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনসম্হের বাড়িগ্লি অবরোধ করে এবং কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী জনসাধারণকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করে। চু পাই-তে কিয়াংসীর নানচাঙ নামক স্থানে সেনাবাহিনীর সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের প্রদেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য করে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বহ্ নেতাদের হত্যা করে,

ও কিয়াংসীকে য়ুহান সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে এবং এই সব বিদ্রোহ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে য়ুহান সরকারের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল হ্রাস পায়।

য়ুহানস্থিত জমিদার ও বুর্জোয়া পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত কুয়োমিণ্টাং নেতাদের উপর এসব ব্যাপার আধিপত্য বিস্তার করতে বাধ্য। য়ুহানে রাজনৈতিক ও আর্থিক সঙ্কট ক্রমাগত তাদের দোদুল্যমান করে তোলে এবং তারা পরিণামে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

তারা দাবি করতে থাকে শ্রমিক ও কৃষকেরা বাড়াবাড়ি করছে—এতে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে, সমস্ত শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা বিরোধিতায় নামবে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হস্তক্ষেপকে দ্রুততর করবে। এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্র অবরুদ্ধ য়ুহান সরকার ভেঙ্গে পড়বে। ১২ই এপ্রিলের ঘটনার পর, স্থানীয় সমর-প্রভুদের দ্বারা কোয়াংটুং-এর দশ লক্ষ কৃষকের এবং চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক শাংহাই-এর ৮ লক্ষ শ্রমিকের পরাজয়ে তারা ভাবল যে, ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষকরা নয়—সেনা-বাহিনীই হলো একমাত্র ভরসা।

কৃষিসংক্রান্ত প্রশ্নে এই দোদুল্যমানতা থেকে বিশ্বাসঘাতকতা প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭ সালের বসন্তে য়ুহানস্থিত কুয়োমিণ্টাং দল কেন্দ্রীয় কৃষি কমিটি গঠন করে। কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নে আলোচনার সময় কুয়োমিণ্টাংয়ের কৃষিসমস্যার বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ধরা পড়ে। তারা নানা অছিলায় কৃষি-সংস্কারের বিরোধিতা করে। কেউ কেউ উল্লেখ করে যে উত্তরাঞ্চল অভিযানকারী সেনাবাহিনীর অফিসারদের অধিকারভুক্ত জমিকে বাজেয়াপ্ত করার নীতি থেকে বাইরে রাখা হোক; কিছু ব্যক্তি আবার ছোট জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার আওতাবহির্ভূত করার ওকালতি করে; কেউ কেউ আবার এমন কথাও বলে যে প্রতি-বিপ্লবীদের জমি যেমন আছে তেমনি থাকুক। এমন যুক্তিরও অবতারণা করা হয় যে চীনে যেখানে কেবলমাত্র ১৫ শতাংশ জমি চাষ করা হয়, সেখানে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। কৃষকদের অনাবাদী জমি দেওয়ার কথা উত্থাপিত হয়। পরে, বাজেয়াপ্ত করার সুযোগ সঙ্কুচিত করে, কৃষি সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়। মে মাসে গৃহীত কর্মসূচীতে বড় বড় জমিদারদের জমি নীতিগতভাবে বাজেয়াপ্ত করার কথা গৃহীত হয়, যদিচ কর্মসূচীতে উৎপাদিত ফসলের ৪০ শতাংশ পর্যন্ত উর্ধ্বসীমা বেধে দিয়ে খাজনা হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু সিদ্ধাতের কথা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি। পরে "সৎ ভদ্রসন্তানদের" রক্ষাকল্পে একটি হুকুম জারী করা হয়। শেষ পর্যন্ত, এমন কি হুয়াঙকাঙ ও হুয়াঙপিতে (হুপের সবচেয়ে বড় দুটি কাউণ্টি) কৃষক সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

য়ুহানস্থিত কুয়োমিণ্টাং নেতারা কৃষক আন্দোলন, কৃষি সংস্কার ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের বিরোধিতা করে। য়ুহান সরকারের চরম সিদ্ধান্তের ক্ষমতা সহ বাধ্যতামূলক সালিস বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করে, শ্রমিক ও দোকান কর্মচারীর দাবী সীমিত করে, কলকারখানা ও দোকান কর্মচারীদের পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং প্রহরারত শ্রমিকদের আইন ভঙ্গকারী পুঁজিপতিদের জরিমানা ও গ্রেপ্তার করার অধিকার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করা হয়।

এসব অবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন দমন করার ও শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে শ্রমিক-কৃষককে ব্যবহার করা।

কুয়োমিণ্টাং নেতারা বিদ্রোহী জেনারলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি। তারা কেবল সিয়া তৌ-ঈনের সেনাবাহিনীর একটা অংশকে নিরস্ত্র করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা তথ্য বিকৃত করে বলে যে চাংসা ঘটনা হল সু কে-সিয়াঙের সৈন্যদলের উপর শ্রমিক প্রহরীদের আক্রমণ। কিয়াংসীতে চু পেই-তের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তারা মৌন থাকে ও তার সম্পর্কে কিছুই না জানার ভান করে। এইভাবে য়ুহানে কুয়োমিন্টাং নেতারা সমর-প্রভুদের রাজনৈতিক যন্ত্রে পরিণত হয়।

কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আসীন চেন তু-সিউ-চক্র সে সময় কি কর্ম সাধন করে?

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে, পার্টির উচিত ছিল কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করা, বিশেষ করে হুনানকে কেন্দ্র করে কৃষক আন্দোলন পরিচালিত করে জনসাধারণের শক্তি সমাবেশ ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের যুক্ত আক্রমণ প্রতিহত করা। পার্টির উচিত ছিল য়ুহান সরকার থেকে এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনী থেকে দক্ষিণপন্থী কুয়োমিন্টাং সভ্যদের বিতাড়ন ও নতুন কৃষক ও শ্রমিকদের কুয়োমিন্টাং ও তার সরকারে নিয়ে নেওয়া, আর উচিত ছিল দ্রুত শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে নতুন সেনাবাহিনী সংগঠিত করা ও সরকার এবং সেনা-বাহিনীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়া। এইটেই ছিল বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার একমাত্র পথ।

চেন তু-সিউপন্থী আত্ম-সমর্পণকারীরা এটা করেনি এবং তাদের ভ্রমাত্মক ধারণা-গুলি পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে প্রকৃতপক্ষে সংশোধিত হয়নি।

কৃষি-সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রসঙ্গে, পার্টির অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা কুয়োমিন্টাং নেতাদের একান্ত বশংবদ ছিলেন এবং কৃষক আন্দোলনে বিরোধিতা করার কুয়োমিন্টাং সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিবাদ জানাননি। কৃষক আন্দোলনের তথাকথিত "মাত্রাধিক্যের" বিরুদ্ধে তারা কুয়োমিন্টাংয়ের জমিদার ও বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের সোরগোলের প্রতিধ্বনিই করে এবং সংবাদপত্রে কৃষি-বিপ্লবের সমালোচনা এবং কৃষি-মন্ত্রকের ঘোষণা দ্বারা এই "ভ্রষ্ট নীতির" সংশোধন দাবী করে কৃষি-বিপ্লবের বিরতি প্রস্তাব করে। কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে সুবিধাবাদীরা, কৃষক-আন্দোলন থামানোর উদ্দেশ্যে, য়ুহানস্থিত কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কার্যসমিতি কর্তৃক উপস্থাপিত "গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন" সংক্রান্ত নীতিতে সায় দেয়। এমন কি তারা য়ুহানে চিয়াঙ কাই-শেকের তাবেদাররা গণ-সংগ্রাম সুরু করেছে এই-বিষাক্ত গুজব ও ছড়ায়।

চাংসা ঘটনা সুরু হওয়ার সময়, শহরস্থিত সু কে-সিয়াঙের অধীন ১,000 সৈন্য লক্ষ লক্ষ কৃষকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। কৃষকদের পক্ষে শহরটা অধিকার করা খুবই সহজ হত, কিন্তু পার্টির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আক্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল ছিল। চাংসা ঘটনার পর, আত্ম-সমর্পণকারীরা রাজনৈতিক চতুরতার সাহায্যে ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের আরও দুর্বার হওয়ার মধ্য দিয়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

পার্টিতে সুবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ নীতি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে সমানভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। বাধ্যতামূলক সালিসী-বিচার, বিদেশী মালিকানাধীন সংস্থায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, ইউনিয়নের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক-

সংগ্রাম নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি কুয়োমিন্টাং-প্রণীত আইনসমূহ সুবিধাবাদীরা মেনে নেয়। সিয়া তৌ-ঈনের বিদ্রোহকালে ১৫০০ শ্রমিকের সশস্ত্রীকরণের প্রস্তাবও সুবিধাবাদীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং এমন কি তারা অস্ত্রগ্রহণ করতেও অস্বীকার করে। আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে যে য়ুহানে প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের অসন্তোষ লক্ষ্য করে, তারা অবিলম্বে প্রহরারত শ্রমিকদের নিরস্ত্র করে বিদায় দেয় এবং এভাবে তারা শ্রমিকদের শত্রু-আক্রমণের মুখে ঠেলে দেয়।

য়ুহান সরকার থাকাকালীন সময়ে, কুয়োমিন্টাং ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত বৈঠক হয়, কিন্তু আত্ম-সমর্পণকারীরা স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়। কুয়োমিন্টাং সদর কার্যালয়ে ও সংবাদপত্রের অফিসে কর্মরত সমস্ত কমিউনিস্টদের নিজেদের মত ছেড়ে দিয়ে কুয়োমিন্টাং পরিচালনাধীনে ও তাদের মতে চলতে হুকুম দেওয়া হয়। তাদের নির্দেশানুসারে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব কুয়োমিন্টাংয়ের হাতে থাকবে এবং একই সঙ্গে কুয়োমিন্টাংয়ের সদস্য ও বিপ্লবী সরকারে কর্মরত কমিউনিস্টরা বিপ্লবী সরকারে কুয়োমিন্টাংয়ের সভ্য হিসাবে যোগদান করবে, কমিউনিস্ট হিসাবে নয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করার ব্যাপারে কুয়োমিন্টাং নেতাদের সাহায্য করতে এসব কমিউনিস্টদের দীর্ঘ ছুটি নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হল। নির্দেশনামায় এ ব্যবস্থাও দেওয়া হল শ্রমিক এবং কৃষকদের গণসংগঠনগুলি কুয়োমিন্টাং নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাদের সশস্ত্র বাহিনী কুয়োমিন্টাংয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে।

কুয়োমিন্টাং তত্ত্বাবধানে গণসংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনী রাখার অর্থ হচ্ছে যে কমিউনিস্ট-দের স্বাধীন অস্তিত্ব চলে গেল, শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে বিপ্লবী গণসংগঠনগুলির বিলোপসাধন।

য়ুহানের ভিতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ যে কেবল কুয়োমিন্টাং নেতাদের সন্ত্রস্ত করে তুলল তাই নয়, কমিউনিস্ট পার্টির উর্ধ্বতন সংস্থার আত্ম-সমর্পণকারীদেরও ভীত করে তোলে। দুই দলের মধ্যেই দোদুল্যমানতা দেখা দেয়। কিন্তু চেন তু-সিউয়ের দুর্বলতা দেখা যায় কুয়োমিন্টাংয়ের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার ব্যাপারে, আর ওয়াঙ চিঙ-ওয়েইয়ের কাজে দেখা যায় আক্রমণ দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টির নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে।

সিয়া তেউ-ঈনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চাংসা ঘটনার পর, য়ুহানের প্রতিক্রিয়াশীলরা খোলাখুলি চিয়াঙ কাই-শেকের দিকে ঝুঁকে। প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, উত্তর-পশ্চিম সেনাবাহিনীর সেনানায়ক, ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ ১০ই জুন চেঙচাউতে এক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে কুয়োমিন্টাং নেতারা ও উত্তর অভিযানকারী সেনাবাহিনীর অফিসাররা যোগদান করে। সম্মেলনের ফলশ্রুতি হিসাবে, তাঙ শেঙ-চিয়ের সৈন্যদল হোনান থেকে য়ুহানে ফিরে আসে শ্রমিক ও কৃষকদের দমন করতে। ১৯শে জুন, ফেঙ ইউ-সিয়াঙ এবং চিয়াঙ কাই-শেক সুচাউতে এক সম্মেলন করে, এবং তারপর ফেঙ, খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতকতার রাস্তায় ঠেলে দিতে য়ুহানস্থিত কুয়োমিন্টাং নেতাদের নিকট তারবার্তা পাঠায়।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, পার্টির অভ্যন্তরস্থ আত্ম-সমর্পণকারীরা, জরুরী-অবস্থার জন্য প্রস্তুতি করার পরিবর্তে, য়ুহানস্থ কুয়োমিন্টাং নেতাদের "পূর্বাঞ্চল অভিযান" সুরু

করানোর জন্য যুক্তি দিতে থাকে। তারা মনে করেছিল যে ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই ও অন্যান্য কুয়োমিন্টাং নেতারা, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দখল করার পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তারা চিয়াঙ কাই-শেককে পরাস্ত করার আগে দলের মধ্যে ভাঙ্গন না আনতে অনুরোধ ক'রে। কিন্তু কুয়োমিন্টাং নেতারা "পূর্বাঞ্চল অভিযান" চাননি, তারা চেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির বশ্যতা স্বীকার।

২৯শে জুন, য়ুহান সরকারের একজন প্রতিক্রিয়াশীল অফিসার হো চিয়েন তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কমিউনিস্ট-বিরোধী নির্দেশ দিলেন। ওয়াঙ চেঙ-ওয়েই চক্র ১৫ই জুলাই "কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সম্মেলন" করে, এবং তারা ঐ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ মর্মে প্রস্তাব আনে, এবং এইভাবে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কমিউনিস্ট পার্টি ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্রের অপরাধকে নিন্দা করে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, এবং য়ুহান সরকার থেকে তার সদস্যদের সরিয়ে আনে। ১৫ই জুলাই থেকে য়ুহানের প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠন বন্ধ করে দিতে থাকে এবং বহু সংখ্যায় কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের খুন করে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে।

সুঙ চিঙ-লিঙের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাংয়ের গণতান্ত্রিক গ্রুপ ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ত্রি-গণনীতি এবং তাঁর তিনটি মৌলিক পলিসিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লবী নীতি ও পলিসি অগ্রাহ্য করার জন্য এবং তার শিক্ষার প্রতি আনুগত্য হারানোর জন্য নিন্দাবাদ করেন এবং উল্লেখ করেন যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা কুয়োমিন্টাংকে সমর-প্রভুদের তাঁবেদার সংগঠনে পরিণত করবে। কুয়োমিন্টাংয়ের গণতান্ত্রিক গ্রুপ থেকে আরও বলা হয় যে কৃষি-বিপ্লব কৃষকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী এবং বৈপ্লবিক উপায়ে কৃষি সমস্যার সমাধান ছিল ডঃ সানের মহান আদর্শ। ঐ বৈপ্লবিক নীতির প্রতি আস্থা ঘোষণা করে গণতান্ত্রিক গ্রুপ এক বিবৃতি দেয়।

১২ই এপ্রিল ও ১৫ই জুলাইয়ের নির্বিচারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে।

এই ব্যর্থতার প্রথম কারণ, বিপ্লবী বাহিনীর উপর সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী, উত্তরাঞ্চলীয় সমর-প্রভুগণ ও কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিপুল পরিমাণে প্রাধান্য ; এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পার্টি নেতৃত্বের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুলপথ অনুসরণ।

চেন তু-সিউপন্থী সুবিধাবাদী ভ্রমগুলি ছিল প্রধানতঃ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্ব বর্জন, কৃষক, পেতি-বুর্জোয়াদের ও জাতীয় বুর্জোয়াদের এবং সর্বোপরি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার অক্ষমতা। ফল হচ্ছে এই যে শত্রু-আক্রমণের সামনে পার্টি কার্যকরী প্রতিরোধ সংগঠিত করতে অক্ষম হওয়ায় বিপ্লব পরাস্ত হল।

কিন্তু বিপ্লবের আগুন কখনও নির্বাপিত হতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা জনগণ সংগ্রাম করেই চলতে থাকে।

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্তসার

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২৪-২৭ সালের যুদ্ধ হলো চীনা জনগণের প্রথম সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী যুদ্ধ।

১৯২৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং কুয়োমিন্টাং এর মধ্যে সহযোগিতা কোয়ান্টুং-এ বিপ্লবী ঘাটি এলাকা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা চিহ্নিত করে। ব্যাপক বিপ্লবী শ্রমিক এবং কৃষকের সমর্থনে বিপ্লবী ঘাটি এলাকা ঐক্যবদ্ধ ও সংহত রূপ লাভ করে এবং এই-ভাবে উত্তর অভিযানের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে উত্তর অভিযান যুদ্ধ সুরু হয়। ৬ মাসের মধ্যে উত্তর অভিযাত্রী বাহিনী চিহ্নি সমর-প্রভুদের পরাজিত করে এবং ইয়াংসী উপত্যকা পর্যন্ত তার সৈন্য বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়, উত্তরের ফেঙতিয়েন সমর-প্রভুদের সমতালে শক্তি অর্জন করে। বিপ্লবের এই বিকল্প চীনকে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে—এই বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দেয়।

কিন্তু বিপ্লবের এই দ্রুত বিস্তৃতির ভিত্তি তেমন শক্ত-সাবুদ ছিল না, কারণ বিপ্লবী বাহিনী থেকে সমর-প্রভুত্ববাদ তখনও নির্মূল করা হয় নি এবং বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে জমিদারদের শাসন তখনও চূর্ণবিচূর্ণ করা হয় নি।

এই ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের উৎসাহে ও সাহায্যে প্রতিক্রিয়া-শীল কুয়োমিন্টাং হঠাৎ বিপ্লবের উপর আঘাত হানে। ইত্যবসরে যে আত্ম-সমর্পণকারী গোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিল, তাদের নেতা চেন্ তে-সিউ কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক নীতিকে চেপে রাখায় এই কুয়োমিন্টাং আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সমস্ত বিপ্লবী যুগ ব্যাপী পরস্পর-বিরোধী দুই লাইনের মধ্যে সংগ্রাম চলে আসছে দেখা যায়। একদিকে বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দখলের চেষ্টা করে। পুঁজিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ ক'রে বিপ্লবকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। অন্যদিকে প্রলেতারিয়েতরা চেষ্টা করে তাদের নেতৃত্বকে সংহত করতে বুর্জোয়াদের বাধা অতিক্রম ক'রে তারপর প্রথমে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ জয়যুক্ত করে ক্রমে ক্রমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে রূপান্তরিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-জনতাকে জমায়েত করে। এই সংগ্রামের প্রতিফলন হিসাবে পার্টির মধ্যে যার প্রতিনিধিত্ব করে চেন তে-সিউর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী লাইন এবং মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন—এই দুইয়ের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলতে থাকে। পার্টির প্রাথমিক বৎসরগুলিতে উপযুক্ত তাত্ত্বিক প্রস্তুতির অভাবের কারণে অনেক সভ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সারমর্ম মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি, যদিও বিপ্লবের প্রতি গভীর আস্থা এবং সাংগঠনিক সামর্থ্য ছিল তাদের প্রচুর। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চেন তে-সিউ চক্র সাময়িক ভাবে পার্টির প্রধান মুখপত্রগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ ক'রে নিল।

প্রথম বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই মৌলিক নীতিগুলিকে বহন করে আনে ঃ

১. চীনে আধুনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে নিশ্চয়ই শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রণ্টের মাধ্যমে। যুক্তফ্রন্ট ব্যতীত বিপ্লবে জয়যুক্ত হওয়া অসম্ভব, এবং যুক্তফ্রণ্ট ব্যর্থ হবে যদি শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব না থাকে।

২. শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হচ্ছে কৃষক প্রশ্ন।

বৈপ্লবিক সহযোগী বন্ধু হিসাবে কৃষকদের যখন স্বপক্ষে আনা যাবে, কেবল মাত্র তখনই বিপ্লব জয়যুক্ত হবে।

৩. সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবই হলো চীন বিপ্লবের প্রধান রূপ ; বৈপ্লবিক সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়।

প্রথম বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ ভাবে এসব-গুলি ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি।

গণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে,প্রথম বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ শ্রমিক ও কৃষক জনতার ব্যাপকতম অংশের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সামরিক বাহিনীর একটা অংশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার শ্রেণী, মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীগুলি এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমান চরিত্রের স্বরূপ উৎঘাটন করেছিল, এইভাবে জনতার মধ্যে পার্টির প্রভাব বেড়ে যায় এবং দ্বিতীয় বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধের ভিত্তি তৈরী হয়।

প্রথম বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল এই যে, এটা পৃথিবীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার সাময়িক স্থিতিশীলতার উপর ভীষণ আঘাত হানলো এবং প্রাচ্য দেশগুলির নিপীড়িত জনতার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করে, এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে সাহায্য করা হয়।

একদা লেনিন বলেছিলেন, "১৯০৫ সালের মহড়া (dress rehearsal) ব্যতীত ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের জয় অসম্ভব ছিল[৭]। প্রথম বৈপ্লবিক গৃহযুদ্ধ চীন বিপ্লবের পক্ষে চমৎকার মহড়া ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

চীনা বিপ্লবে ভাঁটা। বিপ্লবী ঘাটি গঠন ও প্রসার
(আগস্ট ১৯২৭-সেপ্টেম্বর ১৯৩১)

১। ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়োত্তর রাজনৈতিক অবস্থা। বিপ্লবের ভাঁটা।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে পুঁজিবাদী বিশ্বের স্থায়িত্বে এক প্রধান দুর্বলতা দেখা দেয়—এই স্থায়িত্ব কখনো সুদৃঢ় হয়নি এবং বস্তুতঃ এর মধ্যেই সঙ্কটের বীজ সুপ্ত ছিল।

এই যুগে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির বড় রকমের বৈশিষ্ট্য হল অসম উৎপাদন। বহু দেশই তাদের বর্ধিত উৎপাদনের জন্য বাজারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল কিন্তু তাদের আয়তন ও প্রভাবিত অঞ্চল মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। ফলে, বাজারের সমস্যা,

বিশেষতঃ বিদেশী বাজারের সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে। এ যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে আপসহীন দ্বন্দ্বের তীব্রতার মূল কারণ এখানেই নিহিত।

বিভিন্ন সন্ধি -চুক্তি (ভের্সাই চুক্তি, এবং ওয়াশিংটন চুক্তি) স্বাক্ষরদ্বারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পুঁজিবাদী বিশ্বে ইয়োরোপে ও সুদূর প্রাচ্যে অবস্থাকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও তারা সাফল্য লাভ করে। কিন্তু বাজার জনিত সমস্যার তীব্রতাহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান,, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানী, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ অবসানের পর যে ভাবে ঔপনিবেশিক বাজারের বন্টন হয়, তাতে অবিলম্বে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ওটা বাতিল বলে ভাবে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিশ্বের বিদেশী বাজার সম্পর্কিত ব্যাপার ও প্রভাবিত অঞ্চল পুনর্বন্টন মৌলিক দ্বন্দ্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে চীনকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যের বাজার দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। স্বল্পকালের জন্য স্থায়ী অবস্থা থেকে নতুন সঙ্কটের উদ্ভব হয় ; এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

১৯২৭ সালে বিপ্লবের ব্যর্থতার পর চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। নতুন কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের নিজেদের মধ্যে ধারাবাহিক যুদ্ধে এই বিরোধ প্রতিফলিত হয়। ১৯২৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ছটি বৃহদাকারের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধগুলি হয় একদিকে চিয়াঙ কাই-শেক ও লী সুঙ-জেনের এবং অপরদিকে ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই ও যুহানের তাঙ শেঙ-চিয়ের মধ্যে ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে ; ঐ একই বছরে ডিসেম্বর মাসে কোয়ান্টুং নিয়ন্ত্রণের জন্য চিয়াঙ কাই-শেক ও কোয়ান্টুং সমর-প্রভুদের মধ্যে ; ১৯২৮ সালের এপ্রিল ও মে মাসে, ফেঙতিয়েন চক্রের সমর-প্রভু, চ্যাঙ সো-লিনের বিরুদ্ধে চিয়াঙ কাই-শেক, লী সুঙ-জেন, ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ ও ইয়েন সি-শান পরিচালিত যুদ্ধ ; ১৯২৯ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে মধ্য চীন নিয়ন্ত্রণের জন্য চিয়াঙ কাই-শেক ও কোয়াংসী সমর-প্রভুদের মধ্যে ; ১৯২৯ সালের আগস্ট মাসে এবং ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চিয়াঙ এবং ফেঙ ও ইয়েনের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে দুটি যুদ্ধ। এ ছাড়াও, ইউনান, কোয়েইচাউ ও ছেচুয়ানে সমর-প্রভুদের মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের শাসনকালের প্রথম তিন বছরে চীনের বিশালতম অংশ জুড়ে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় আধুনিক চীনের ইতিহাসে এর পূর্বে তার নজির মেলে না। এ যুদ্ধগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশ-সমূহের মধ্যে বিরোধকে প্রতিফলিত করে। সমরবাহিনীর প্রাধান্য ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনহেতু চিয়াঙ কাই-শেক এ যুদ্ধেও বিজয়ী হয়।

চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতিনিধিত্বে নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপুষ্ট শাসন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করে ও চীনের জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়। অধিকন্তু, তারা চীনে আপামর জনসাধারণকে নির্যাতন করতে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর, চিয়াঙ কাই-শেক চীনের কোন সমস্যার সমাধান করেনি ও করতে পারেনি। বরং, চিয়াঙ সাম্রাজ্যবাদীদের, সামন্ততন্ত্রীদের ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের সাধারণ দালালে পরিণত হয়।

কমরেড মাও সে-তুঙ চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্বের গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ করেন ঃ

> নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের বর্তমান রাজত্ব এখনও শহরে মুৎসুদ্দী শ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলে 'ভূ-স্বামীদের রাজত্ব, এই রাজত্ব পররাষ্ট্র বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং স্বরাষ্ট্র বিষয়ে পুরাতন সমর-প্রভুদের বদলে নতুন সমর-প্রভুদের এনেছে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নির্যাতন পূর্বাপেক্ষা বেশী নৃশংস করে তুলেছে। কোয়ান্টুং থেকে সুরু হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সে বিপ্লব যখন কেবল অর্ধপথে তখনই মুৎসুদ্দী ও জমিদার শ্রেণী তার নেতৃত্ব জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে অবিলম্বে তা প্রতি-বিপ্লবের খাতে বইয়ে দেয় ; সমগ্র দেশে শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষের অন্যান্য অংশ, এমন কি বুর্জোয়ারা (জাতীয় বুর্জোয়া) প্রতি-বিপ্লবী শাসনের অধীনে থেকে রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মুক্তির বিন্দুমাত্র স্বাদ পায়নি[১]।

শ্রেণী পটভূমিকার দিক থেকে বিচার করলে, নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের শাসন পুরাতন সমর-প্রভুদের শাসনেরই পঙক্তিভুক্ত ছিল, যদিও বর্বরতার মাত্রা পুরাতনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুৎসুদ্দী, দুর্দান্ত প্রকৃতির গুণ্ডা বদমায়েস, সমর-প্রভু, পার্টি কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে এটি ছিল রাজনৈতিক সংস্থা, এর মধ্যে কিয়াংসু ও চেকিয়াঙের ব্যাঙ্কের মুৎসুদ্দীদের, প্রাধান্যই ছিল বেশী, এদের শাসন সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর সামরিক বাহিনী ও গুপ্ত পুলিসের সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দেয়। নয়া সমর-প্রভুদের শাসন কুয়োমিন্টাংকে যুক্তফ্রন্ট সংস্থা থেকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের ফ্যাসীবাদী সংস্থায় পরিণত করে। তাদের প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ ঢাকার জন্য বিপ্লবী পতাকা ব্যবহার করে। সুতরাং রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা সহ সন্ত্রাস চিয়াঙ কাই-শেকের শাসনকে এক বিশিষ্টতা দান করে।

১৯২৭ সালের বিপ্লবের ব্যর্থতার পর, চীনের শ্রেণীবিন্যাসে এক নতুন পরিবর্তন আসে। বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, জাতীয় বুর্জোয়ারা আত্ম-সমর্পণ করে, এবং পেতি-বর্জোয়ার এক অংশ বিপ্লব পরিত্যাগ করে। কেবল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক এবং দরিদ্র পেতি-বুর্জোয়ারা বিপ্লবী সংগ্রামে অটল থাকে। সাম্রাজ্যবাদীরা, জমিদার, আমলাতন্ত্রী মুৎসুদ্দীরা ও কুয়োমিন্টাংয়ের দক্ষিণপন্থীরা সবাই মিলে এক প্রতি-বিপ্লবী মৈত্রীতে আবদ্ধ হয় এবং তাদের মিলিত শক্তি বিপ্লবের শক্তিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। ফলে বিপ্লবে ভাঁটা আসে।

বৃহৎ বুর্জোয়াদের দলে ভিড়লেও, জাতীয় বুর্জোয়াদের ও উপর তলাকার পেতি-বুর্জোয়াদের কুয়োমিন্টাং শাসন কোন রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক লাভের সুযোগ দেয়নি। প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং সরকারে জাতীয়-বুর্জোয়াদের দুই এক জন প্রতিনিধিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া ফ্যাসীবাদী একনায়কত্বের আসল চেহারাকে সাদা প্রলেপ দেওয়ার প্রচেষ্টামাত্র। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা বিপ্লবী সংগ্রামে অটল একলক্ষ শ্রমিক-কৃষককে ১৯২৮ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে এবং যারা বেঁচে থাকে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ চালায়। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রথম শিকার শহরের শ্রমিক। তাদের শাসন ছিল পুরানো সমর-

প্রভুদের শাসন অপেক্ষা অধিকতর নির্মম। শ্রমিকরা ইতিপূর্বে লব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুযোগ সম্পূর্ণভাবে হারায়।

শাংহাই, ক্যান্টন ও য়ুহানে শ্রমিকদের ইউনিয়নগত সংগ্রামের ফলে বেতন-বৃদ্ধি প্রধান সাফল্যগুলির অন্যতম ছিল। প্রতি-বিপ্লবী ক্যু দে-তা ঘটানোর পর ঐ সব-শহরে শ্রমিকদের বেতন প্রচণ্ডভাবে কেটে নেওয়া হয়। কাজের সময় আবার ১১ ঘন্টা বা তারও বেশী করে দেওয়া হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর আধ ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ বাতিল করে দেওয়া হয়। রবিবারে বেতন সহ ছুটি বলে শ্রমিকদের আর কিছু ছিল না। কাজের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শ্রমের চাপ বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ, একজন শ্রমিক অতীতে একটি বা দুটি মেশিন চালাত, এখন তাকে ৩ থেকে ৪টি মেশিন চালাতে হয়। বালক শ্রমিকদের পূর্বের মতই শোষণ করা চলতে থাকে, নারী শ্রমিকদের প্রসবের সময় এক মাসের ছুটি পর্যন্ত বাতিল করা হল। অধিকন্তু, ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের জামিন্দার দিতে হত, এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত ভাড়াটে গোয়েন্দা, পুলিস বা সেনাবাহিনীর লোকেরা শ্রমিকদের উপর নজর রাখত।

বিপ্লবের পরাজয়ের ফলে ইউনিয়ন কর্তৃক অর্জিত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বাতিল করে দেওয়া হয়।

কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা কমিউনিস্ট-পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নির্মমভাবে আক্রমণ চালায়, শ্বেত-সন্ত্রাসের শিকার করে তোলে, ইউনিয়নগুলি বন্ধ করে দেয় ও তাদের গুপ্তভাবে কাজকর্ম চালাতে বাধ্য করে। তাদের নেতাদের ও সমস্ত শ্রমিকদের কার্যকলাপ দমন করা হয়। বিপ্লবী সংগ্রামে অভিজ্ঞ শ্রমিকদের প্রায় ৮০ শতাংশকে হত্যা করা হয়, নয়ত তাদের ছাঁটাই করা হয়।

কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বল্পকালের জন্য তাদের শাসনে স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন রকমের সত্যিকারের স্থায়িত্ব বজায় রাখা ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, তাদের শ্রমিকরা তাদের সংগ্রামে অটুট ছিল।

১৯২৮ সালে শাংহাইতে একশ চল্লিশবার ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ২৩৩,৮০২ জন, তারা অত্যন্ত অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও সংগ্রাম চালায়।

যে সময় কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলিকে গোপনে কাজকর্ম চালাতে বাধ্য করা হয়, সে সময় প্রতি-বিপ্লবী সন্ত্রাসের রাজত্বে যেহেতু শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করতে হয়েছিল, সেহেতু বিপ্লবে মন্দাবস্থাজনিত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ঐসব ধর্মঘটে লক্ষ্য করা যায়ঃ

প্রথমতঃ, শ্রমিকদের সংগ্রামের চরিত্র ছিল অধিকাংশই অর্থনৈতিক। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯২৮ সালের শেষার্ধে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে বিরোধগুলির ৯২ শতাংশই ছিল অর্থনৈতিক কারণে এবং অধিক বেতনের দাবীকে কেন্দ্র করে। শ্রমিকরা সংগ্রাম করার আবশ্যকতা অনুভব করে কারণ তারা অত্যন্ত নির্মমভাবে শোষিত হচ্ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, সংগ্রাম ছিল বেশীর ভাগ স্বতঃস্ফূর্ত। কমপক্ষে ৪৯ শতাংশ ধর্মঘট শ্রমিকদের নিজেদের দ্বারা সংগঠিত হয়, ১২ শতাংশ ধর্মঘট পীত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে এবং ৩৭ শতাংশ ধর্মঘট কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

তৃতীয়তঃ, বেশীর ভাগ ধর্মঘটীরা ছিল দোকানদার, হস্তশিল্পী ও জাহাজের মাল

খালাসীরা। ১৯৬টি ট্রেডের মধ্যে ৯৪টি ট্রেড (প্রায় ৪৮ শতাংশ) সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। ফ্যাক্টরী শ্রমিকরা তখনও প্রতি-বিপ্লবী সন্ত্রাসের ধাককা কাটিয়ে ওঠেনি।

চতুর্থতঃ, কেবল ২২ শতাংশ ধর্মঘট সম্পূর্ণ জয়ী হয়, ১৯ শতাংশ ধর্মঘটের আংশিক জয় হয়, অপরদিকে ৫৯ শতাংশ ধর্মঘট, বেশীর ভাগ পরাভবের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে।

প্রতি-বিপ্লবী সন্ত্রাসের রাজত্বে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন আক্রমণাত্মক রূপ থেকে আত্ম-রক্ষামূলক রূপ পরিগ্রহ করে এবং এভাবে শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার থেকে ভাটা আসে।

চিয়াঙ কাই-শেকের নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের শাসন গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের কৃষকদের উপর প্রতি-আক্রমণ চালানো ও তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার সুযোগ দেয়। ফলে, উত্তর অভিযানে কৃষকদের দ্বারা গঠিত বিপ্লবী স্থানীয় সরকারের অধিকাংশকেই ধ্বংস করা হয় এবং খাজনা ও সুদ হ্রাসের আইন রদ করা হয়। জমিদারদের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে খাজনা ও সুদ বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার কর্তৃক মাত্রাতিরিক্ত ভূমিকর ও অন্যান্য কর ধার্য করার দরুন কৃষকরা জীবিকা ও উৎপাদনোপযোগী অবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

কোয়াংটুং, হুনান, হুপে ও কিয়াংসীতে কৃষক আন্দোলন সশস্ত্র দখলাভিযানের রূপ নেয়। কৃষকরা তাদের নিজেদের সেনাবাহিনী গঠন করে এবং কোয়াংটুংয়ের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাইফেঙ ও লুফেঙে, হাইনান দ্বীপে, হুনান-কিয়াংসী ও হুনান-কোয়াংটুং সীমান্ত অঞ্চলে এবং হুপে অঞ্চলে অবস্থিত হুয়াঙ্গান ও মাচেঙে তাদের সরকার গঠন করে। চিয়াঙ কাই-শেক শাসনের কেন্দ্র কিয়াংসু ও চেকিয়াঙে খাজনা ও করদানের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন সুরু হয়। হোনানের রেড স্পিয়ার সোসাইটি প্রমুখ আদি কৃষক সংগঠনগুলিরও সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। হোপেইয়ের কিছু জেলায় এবং শান্টুংয়ে কৃষকদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেও, কৃষক সাধারণ তখনও অটলভাবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। শ্বেত সন্ত্রাসের রাজত্বে কৃষক আন্দোলনে ভাটা পড়ে এবং কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে সঠিকভাবে উল্লেখ করেন :

> অতীত বছরে বিভিন্ন জায়গায় লড়াই চালিয়ে, আমরা বিদিত আছি যে সামগ্রিকভাবে দেশে বিপ্লবী জোয়ার মিলিয়ে যাচ্ছে…যেখানেই লাল ফৌজ যায় সেখানেই তারা দেখে যে জনসাধারণ নির্জীব-হয়ে পড়েছে ও তারা মুখ খুলতে চায় না ; কেবল প্রচার আন্দোলনের পর ধীরে ধীরে তারা জেগে ওঠে। শত্রুবাহিনীর সঙ্গে, তারা যেই হোক না, আমাদের কঠিন লড়াই লড়তে হবে, এবং শত্রুবাহিনীর মধ্যে কদাচিৎ বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান দেখা গিয়েছে।[২]

আভ্যন্তরীণ অবস্থার এই গভীর বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের ঔদাসীন্য ও তুষ্ণিভাব বোঝায় : আন্দোলন ধ্বংস হওয়ার ধাক্কা তখনো তারা কাটিয়ে ওঠেনি। গেরিলাযুদ্ধের কঠিন লড়াই এটাই দেখায় যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীশাসন সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের স্তরে পেঁছায়নি।

হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত সম্পর্কে যেটা সত্য, তা অন্যান্য জায়গা সম্পর্কেও খাটে।

এ সময়কার অধিকাংশ কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে কোয়াংটুং, হুনান, হুপে এবং কিয়াংসীতে ; এসব জায়গায়, উত্তরাঞ্চলীয় অভিযানের সময় বিরাট বিপ্লবী ঝড়ের প্রভাবে, বিপ্লবী ভিত্তি রচনা হয়, এবং এ সব জায়গায় গ্রামাঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততন্ত্রী সমর-প্রভুদের শাসন অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল ছিল। কিন্তু পার্টির সঠিক নেতৃত্বেই কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের রাজ সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা যায়। বিভিন্ন জেলায় পার্টি নেতৃত্বের ক্ষমতা ও বিপ্লবী বাহিনীর ক্ষমতার তারতম্য-থাকায় কৃষক আন্দোলনেরও অসম বিস্তৃতি ঘটে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ১৯২৭ সালের পর নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের শাসনকে শহরে মুৎসুদ্দী শ্রেণীর শাসন এবং গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামীদের শাসন বলা চলে। সে হিসাবে, চীন তখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ছিল। কিন্তু বিপ্লবের ব্যর্থতার পর, শ্রমিক ও কৃষকবাহিনী নির্মম শ্বেত-সন্ত্রাসে দমিত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বিপ্লবী তরঙ্গ তখন অতীত ও অনাগত এই তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যবর্তী নিম্নস্তরে।

যাহা হউক নয়া সমর-প্রভুদের শাসন অস্থায়ী ছিল। এই সব সমর-প্রভুরা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং তাদের শাসন শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের উপর অভূতপূর্ব রক্তক্ষয়ী দমনের মাধ্যমে স্থাপিত হওয়ায়, জনগণের সঙ্গে তাদের বিরোধ দৈনন্দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। অনগ্রসর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হওয়ার দরুন, তাদের সমস্তরকম সংগঠন (সরকার, সশস্ত্র বাহিনী, দল ইত্যাদি) দুর্বল অবস্থায় থাকে। তাদের শক্তি আভ্যন্তরীণ কলহ ও যুদ্ধের ফলে আরও নিঃশেষিত হতে থাকে। এসবই প্রমাণ করে যে বিপ্লবী-বাহিনীর বড় রকমের দুর্বলতা সত্ত্বেও, নয়া কুয়োমিন্টাং সমর-প্রভুদের শাসন স্থায়ী নয়। বিপ্লবী জোয়ারের দ্বিতীয় উত্থানকে অপরিহার্য করে তুলল এই অবস্থা।

বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরবর্তী অবস্থার পর উদ্ভূত রাজনৈতিক অবস্থা থেকে বিপ্লবী রণনীতি ও রণকৌশল গড়ে ওঠে। এর থেকেই দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক বিপ্লবী পথের নিশানা ঠিক করা হয়—এ পথের নেতৃত্ব দেন কমরেড মাও সে-তুঙ— এবং এই পথই ক্রমশঃ চীনা বিপ্লবের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

২। চীনা বিপ্লবের অগ্রগতি থেকে পিছুহঠার কাল। কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরস্থ প্রথম "বামপন্থী" নীতির সংশোধন।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, যখন চিয়াঙ কাই-শেক এবং তারপর ওয়াঙ চিঙ-উয়েই বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, পার্টি ১৯২৭ সালে ১লা আগস্ট কমরেড চৌ এন-লাই ও কমরেড চু তের অধিনায়কত্বে ৩০,০০০-এরও বেশী সৈন্য নিয়ে কিয়াংসীর নান-চাঙয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করে বিপ্লবকে পরাভবের হাত থেকে উদ্ধার করার কাজ সুরু করল। বিপ্লবী কমিটি নাম দিয়ে একটি নেতৃত্বদানকারী সংস্থা গঠন করা হয়। প্রত্যুষে অভ্যুত্থান সুরু হয়, এবং তিন ঘণ্টা লড়াইয়ের পরই কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদলকে নিষ্ক্রিয় করা হয় এবং শহর মুক্ত করা হয়।

৫ই আগস্ট বিপ্লবী বাহিনী নানচাঙ পরিত্যাগ করে কোয়াংটুংয়ের দিকে যাত্রা করে। নেতৃত্ব কর্তৃক সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোঝার ব্যর্থতা হেতু, অভ্যুত্থানের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সঠিকভাবে উপায় অবলম্বন

করা হয়নি। কিয়াংসী, হুনান ও হুপেতে তখনও কৃষক আন্দোলন জোর কদমে চলছিল, বিপ্লবী বাহিনীর গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভূমি সংস্কারমূলক কর্মসূচী অনুসারে কৃষি-বিপ্লব পরিচালনার জন্য এবং অটল ও বরাবর গেরিলাযুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য বিপ্লবী ঘাঁটি গঠনের উদ্দেশ্যে এই গ্রামাঞ্চলে আসা উচিত ছিল। কিন্তু, পরিবর্তে, ক্যাণ্টন ও কোয়াংটুংয়ের অন্যান্য জায়গা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় তারা দক্ষিণাভিমুখে অভিযান করে। অভিযানের রাস্তা সম্পর্কেও তাদের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞতাসূচক বলে ধরা যায় না। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলনের ঘাঁটি পশ্চিম কিয়াংসীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পূর্ব কিয়াংসীর জনবিরল অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলল। জুইচিন ও হুইচাঙে জয়লাভের পর, মেইসিয়েন দখলের জন্য তারা দক্ষিণে না গিয়ে শাঙহাঙ ও তিঙচৌয়ের পথে চাউচাউ ও স্বাতাউ দখলের জন্য ফিরে আসে। এর ফলে প্রতি-আক্রমণের জন্য শত্রুসৈন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি করার সময় পায়। উপযুক্ত মাত্রায় রাজনৈতিক কাজকর্ম হয়নি, সৈন্যদল এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্যক প্রচার হয়নি এবং পার্টি শাখা তখন রেজিমেণ্টের স্তরে গঠিত হয়েছে, কোম্পানী স্তরে কোন পার্টি শাখা ছিল না। ফলে সৈন্যদলের বেশীর ভাগ প্রতিক্রিয়াশীল বিশাল বাহিনীর সামনে পড়ে পরাজয় বরণ করে। অতি ক্ষুদ্র অংশ কেবল অক্ষুণ্ন থাকে। পরাজয় সত্ত্বেও, নানচাঙ অভ্যুত্থানের একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল।

এই অভ্যুত্থানকে প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের সুরু হিসাবে দেখা হয়। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা প্রতি-বিপ্লবীদের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করে বিপ্লব বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এটি ছিল এক বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম। চীনা জনগণের অটল বিপ্লবী সংগ্রামের এটি ছিল এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নানচাঙ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনা গণফৌজের জন্ম হয় এবং জন্মলগ্ন থেকেই এই গণ-ফৌজ গণ-বিপ্লবের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত। চীনা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন ঐতিহাসিক যুগ এইভাবে সুরু হয়।

কিয়াংসী প্রদেশে কিউকিয়াঙ নামক স্থানে ৭ই আগস্ট, বিপ্লব রক্ষাকল্পে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী সম্মেলন আহ্বান করে।

সম্মেলন বিপ্লবী নেতৃত্ব, বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী এবং কৃষি-বিপ্লবের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী চেন তু-সিউয়ের ভ্রান্ত আত্মসমর্পণকারী পথের সমালোচনা করে এবং চেন তু-সিউকে প্রধান পদ থেকে অপসারিত করে। সম্মেলনের মতে, যেহেতু কৃষি-বিপ্লব চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চাবিকাঠি, সেহেতু পার্টি বিপ্লবী উপায়ে কৃষি সমস্যা সমাধানে কৃষকদের নেতৃত্ব দেবে। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানোর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল কর্মপন্থা প্রতিরোধে সম্মেলন সশস্ত্র প্রতিরোধের সাধারণ নীতি ঠিক করে এবং সমগ্র পার্টি ও জনসাধারণকে বিপ্লবী সংগ্রামে অটল থাকার আহ্বান জানায়। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য এবং অভ্যুত্থানে জয়ী হওয়ার পর অস্থায়ী সরকার গঠনে সম্মেলন এক বিপ্লবী কমিটি গঠন করে। সম্মেলন শ্রমিক কৃষকদের বিপ্লবী বাহিনী গঠন করতে এবং বিস্তৃত রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে এবং সেনাবাহিনীতে পার্টি প্রতিনিধিত্ব চালু করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৭ই আগস্ট সম্মেলনের এইগুলিই হচ্ছে সম্মেলনের সাফল্য এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিপ্লব রক্ষাকল্পে, শরৎকালীন ফসল কাটার সময়ে, সম্মেলন কৃষকদের অভ্যুত্থান সুরু করতে আহ্বান জানায়।

বিপ্লবের শক্ত ঘাঁটি হুনান, হুপে, কিয়াংসী ও কোয়ান্টুংয়ে অভ্যুত্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু শরৎকালে কৃষকরা ফসল তোলে এবং জমিদার খাজনা সংগ্রহ করে সেহেতু পার্টি কর্তৃক অভ্যুত্থান ঘটানো সময় হিসাবে শরৎকাল ধার্য করা হয় যাতে জমিদার, মস্তান, ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত কুখ্যাত লোকেরা ফসলের একটি দানাও না পায়, অধিকন্তু তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করা যায়। তার ফলে সিয়াঙতান ও নিঙসিয়াঙ (মধ্য হুনান); পিঙকিয়াঙ, লিলিঙ ও লিউইয়াঙ (পূর্ব হুনান); হুয়াঙ্গান ও মাচেঙ (পূর্ব হুপে); পুচি ও সিয়েনিঙ (দক্ষিণ হুপে); হাইফেঙ ও লুফেঙ (পূর্ব কোয়ান্টুং) প্রভৃতি জায়গায় পরপর অভ্যুত্থান ঘটে।

শরৎকালীন ফসল কাটার অভ্যুত্থান পরিচালনা করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙকে হুনানে পাঠান হয়। তথায় তিনি আনিয়ুয়ান কয়লা খনি শ্রমিকদের এবং পার্টি প্রভাবাধীন এবং উচাঙ থেকে চলে আসা কুয়োমিন্টাং রক্ষী সেনাদল, পিঙসিয়াঙ, লিলিঙ ও লিউইয়াঙের কৃষক আত্ম-রক্ষা বাহিনীকে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে সংগঠিত করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর অভ্যুত্থান ঘটে কিন্তু সিয়া তৌ-ঈনের অবশিষ্ট সৈন্যদলের দলত্যাগের জন্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।[৩] তারপর কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর লোকজনদের কিয়াংসী প্রদেশের ইয়ুঙ্ঘসিন জেলার সান্‌ওয়ানে নিয়ে যান এবং সেখানে, নতুন সেনাধিনায়কদের নিয়োগ করে, বাহিনীর মধ্যে পার্টি প্রতিনিধি রাখার নিয়ম প্রবর্তন করে, এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে পার্টি ফ্রণ্ট কমিটি গঠন করে, তাদের শ্রমিক-কৃষকদের লাল ফৌজে পুনর্গঠিত করেন। পুনর্গঠনের পর সেনাবাহিনী পরিকল্পনা মোতাবেক হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে চিঙকাঙ পর্বতমালার দিকে যাত্রা করে। সেখানে অক্টোবর মাসে প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালানোর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল নীতি প্রতিরোধে ক্যাণ্টনে শ্রমিক ও সৈন্যরা ১৯২৭ সালে ১১ই ডিসেম্বর পার্টির নেতৃত্বে বিখ্যাত ক্যাণ্টন অভ্যুত্থান পরিচালনা করে। শ্রমিকদের লাল রক্ষীদের সঙ্গে একযোগে সৈনিক শিক্ষণ বাহিনীর ইয়ে চিয়েন-ঈঙের অধিনায়কত্বে ইউনিশনে অভ্যুত্থান সুরু হয়। প্রথমে এই বাহিনীর সৈনিকরাই প্রধান শক্তি ছিল কিন্তু পরে শ্রমিক লাল রক্ষী দলে প্রায় ৬০,০০০ স্বেচ্ছাসেবী এসে লাল রক্ষী দলকে শক্তিশালী করে। ক্যাণ্টন কমিউন নামে পরিচিত শ্রমিক-কৃষকদের এক গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয় এবং বিপ্লবী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। যেহেতু এই অভ্যুত্থান এক বড় শহরে ঘটেছে সেহেতু সৈনিক ও কৃষকদের দুস্তর অসুবিধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। শহরে অবস্থিত কুয়োমিন্টাং বাহিনী বিপ্লবী সেনাবাহিনী থেকে সংখ্যায় পাঁচ বা ছয়গুণ বেশী ছিল। অধিকন্তু, কুয়োমিন্টাংয়ের অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী, পুলিস ও আধা-সামরিক বাহিনী সমস্ত দিক থেকে, মার্কিন, বৃটিশ ও জাপানী গানবোটের ছত্রচ্ছায়ায় ক্যাণ্টনের উপর একযোগে আক্রমণ চালায়। হাইফেঙ ও লুফেঙে কৃষক-অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারার দরুন অভ্যুত্থানের দ্রুত পতন ঘটে। এর পর চলে শ্বেত-সন্ত্রাসের রাজত্ব। কুয়োমিণ্টাংয়ের সমর-প্রভুরা প্রায় ৮,০০০ বিপ্লবীকে হত্যা করে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিপ্লবের গতিতে ভাঁটা

পড়লে ও বিপ্লবী বাহিনী সংখ্যালঘু হলে ক্যাণ্টনের মত বড় বড় শহর বেশী দিন দখলে রাখা অসম্ভব।

কৃষক-সাধারণের মধ্যে শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানের প্রভাব বেশী মাত্রায় বেড়ে যায়, এবং এই অভ্যুত্থান কৃষি বিপ্লবের আদর্শে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করে। অভ্যুত্থানে যোগদানকারী সৈন্যদলের একাংশ, শ্রমিক প্রহরী ও কৃষকদের আত্ম-রক্ষা বাহিনী, কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে, গণমুক্তিফৌজের অগ্রদূত, চীনা শ্রমিক কৃষকের লাল ফৌজ হিসাবে গঠিত হয়।

১৯২৭ সালে বিপ্লবের ব্যর্থতার পর, পার্টির অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা চেন তু-সিউয়ের প্রতিনিধিত্বে বিলোপপন্থী হয়ে যায়। চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন স্থায়িত্ব লাভ করেছে এবং বিপ্লবের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে, এই কথা মনে করে তারা রণক্ষেত্র থেকে অবিলম্বে সেনাবাহিনী অপসারণ করিয়ে আনা ও সমস্ত রকমের বিপ্লবী সংগ্রামে যবনিকা টানা ও "বৈধ আন্দোলন" পরিচালনা করার পিছু হঠার নীতির সপক্ষে ওকালতি করে। চেন তু-সিউ তার নিজস্ব খেয়ালের বশবর্তী হয়ে জোরের সঙ্গে বলেন যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এক অলীক মোহবিশেষ। তিনি প্রস্তাব করেন যে কৃষকরা কেবল খাজনা, ট্যাক্স, ও লেভি দান এবং ঋণ পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকবে এবং কৃষকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান, কৃষি-বিপ্লব ও কমিউনিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিযুক্ত রাখবে না। মূলকথা, চেন তু-সিউ ও তার অনুচরেরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বের বিরোধিতা করেন এবং চীনা জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী ও মুৎসুদ্দী শাসনের জোয়াল সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেন। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সরাসরি পার্টি-বিরোধী অবস্থান থেকে জন্মলাভ করে।

একই সময় পার্টির অভ্যন্তরে "বামপন্থী" মনোভাব দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই উগ্র পেতি-বুর্জোয়াসুলভ মনোভাব কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্বিচার হত্যা চালানোর নীতি ও চেন তু-সিউয়ের আত্ম-সমর্পণ নীতির ফলে বৃদ্ধি পায়। এই মনোভাব পার্টির ৭ই আগস্ট সম্মেলনে প্রথম লক্ষ্য করা যায় এবং ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় "বামপন্থী" হঠাৎ অভ্যুত্থানবাদী (পুটসিজম্) চিন্তার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে। সে সময়ই প্রথম পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থায় "বামপন্থী" লাইন প্রাধান্য লাভ করে।

চু চিউ-পাই ও পার্টির অন্যান্য নেতারা সে সময় ভুলবশতঃ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লব গুলিয়ে ফেলে। তারা বিপ্লবের স্তরগুলিকে অস্বীকার করে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও যে একটা নিজস্ব ক্ষণ এবং করণীয় কাজও আছে একথাও তারা স্বীকার করে না। তারা মনে করে যে অন্য স্তরের করণীয় কাজ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই নিষ্পন্ন করা যায়।

তারা ভ্রান্তিবশতঃ চীনা বিপ্লবকে "অবিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান" বলে বিবেচনা করে, তাদের বিবেচনায়, ১৯২৭ সালে ব্যর্থতার পরও ভাটার পরিবর্তে বিপ্লবের জোয়ারই বইছে। তারা মনে করে যে কৃষক জনসাধারণের কয়েকটি প্রদেশে, এমন কি কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের এই প্রকৃষ্ট সময়। সুতরাং তারা হুনান ও হুপেতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরী করে; হুনান ছাড়াও, কুয়োমিণ্টাং শাসনকেন্দ্র কিয়াঙসু ও

চৌকিয়াঙ, এমন কি উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে এবং সেখানে হোপেইকে প্রথম অভ্যুত্থানের কেন্দ্র করে ; এবং উত্তর-পূর্বে, অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা তৈরী হয়। শহরের সংগ্রাম ও গ্রামাঞ্চলে সংগ্রামের পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করে, তারা ভুলবশতঃ মনে করে যে শহরেও অভ্যুত্থানের সময় সমাগত। ফলে তারা শাংহাইয়ের শ্রমিকদের পার্শ্ববর্তী কাউন্টি-গুলির কৃষক অভ্যুত্থানের সংগে সংযোগ স্থাপন করে অভ্যুত্থান করতে হুকুম দেয় এবং নানকিংয়ের শ্রমিকদের, ঈসিঙ ও য়ুসীতে কৃষক অভ্যুত্থানের পর, বিপ্লবের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি চালাতে নির্দেশ দেয়। কৃষকদের বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির চরম গুরুত্বকে আমল না দিয়ে, তারা প্রধানতঃ বড় বড় শহরগুলিতে অভ্যুত্থান করার উপর আশা রাখে।

তারা স্বীকার করে না যে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ ব্যর্থ হয়েছে এবং বিপ্লবে ভাঁটা এসেছে। সুতরাং তারা কোন প্রকার পিছু হটার বিরোধিতা করে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ চালানোর দাবী করে। তারা শহরের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও কৃষকদের লেভ ও ট্যাক্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার উপর জিদ ধরে থাকে এবং, তাদের দাবী অনুযায়ী, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতির দরকার নেই, এবং অভ্যুত্থান একবার সুরু হলে পিছু হঠে আসা চলবে না। শত্রুর শক্তি উপেক্ষা করে এবং বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থায় জনসাধারণের ক্লান্তিকে আমল না দিয়ে তারা মুষ্টিমেয় পার্টি সভ্য ও বিপ্লবীদের সামরিক ঝুঁকি নিতে হুকুম দেয় জয়ের বিন্দুমাত্র আশা না থাকা সত্ত্বেও। যেখানেই পার্টি সংগঠন ও পার্টিসভ্য ছিল সেখানেই তাদের সক্রিয়ভাবে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি করার নির্দেশ দেওয়া হল।

প্রথম থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ ও কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের বহু কমরেড এই ভ্রান্ত "বামপন্থী" মত ও পথের সমালোচনা করেন। ১৯২৮ সালের সুরুতে এই পথ পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বেই পার্টির বহু জায়গায় ক্ষতি হয়। এপ্রিল মাসে, তা সমগ্র দেশে কার্যতঃ পরিত্যক্ত হয়।

৩। চিঙকাঙ পর্বতমালায় বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন।

কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে, শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীরা ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে হুনান-কিয়াংসী সীমান্তে অবস্থিত চিঙকাঙ পর্বতমালা অভিমুখে ঐতিহাসিক যাত্রা সুরু করে, এবং এখানেই প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

১৯২৮ সালে এপ্রিল মাসে কমরেড চু তে নানচাঙ অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ হুনান থেকে চিঙকাঙ পর্বতমালার দিকে পরিচালিত করেন এবং চীনে নতুন ধরনের এক সেনাবাহিনী গঠন করার মানসে কমরেড মাও সে-তুঙের অধীনস্থ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন—এই বাহিনী চীনা শ্রমিক-কৃষকদের লাল ফৌজের চতুর্থ সেনাবাহিনী।

১৯২৮ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে, যখন দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন একটু স্থিতি লাভ করেছে, চিয়াঙ কাই-শেক হুনান ও কিয়াংসীর সেনাদলকে তিনটি আবেষ্টনী আক্রমণ চালানোর জন্য সীমান্তে মিলিত হতে আদেশ দেন। প্রতি বারই প্রতিক্রিয়াশীল সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৮ অথবা ৯ টি রেজিমেণ্ট, কখনও কখনও ১৮টি রেজিমেণ্টকে নিযুক্ত করা হয়। তথাপি ৪ রেজিমেণ্টেরও কম সেনাদল নিয়ে লাল

ফৌজ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালায়, "যুক্ত অভিযান" চূর্ণ করে দেয় ও চিঙকাঙ পার্বত্য ঘাটিকে সুদৃঢ় করে।

কমরেড মাও সে-তুঙের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির প্রতি আনুগত্য চিঙকাঙ পর্বতের বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করতে ও তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

এই কর্মপন্থার দুটি মৌলিক নীতি নীচে উল্লেখ করা যাচ্ছে:

প্রথমতঃ, সামরিক তৎপরতার ব্যাপারে, শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দিতে সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা। একমাত্র তার বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করেই লাল ফৌজ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে, ছোট বড় শহর দখল করতে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে বৃহৎ আকারে গণ-সমাবেশ করে কয়েকটি কাউণ্টির অবিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী রাজ গঠন করতে সক্ষম হয়। হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলের অস্তিত্ব ও বিকাশ সৈন্যদলকে এভাবে কেন্দ্রীভূত করে আক্রমণ করারই ফল হিসাবে হয়েছে; বস্তুতঃ সেনা-বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন সামরিক তৎপরতা প্রায় সর্বদাই পরাজয় এনেছে। এটাও ঘটনা যে এ সময় বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে সাফল্যজনকভাবে সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে সুফল পাওয়ার দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত বিরাট আকারে জনসাধারণকে সপক্ষে নিয়ে আসা ও ঘাঁটি প্রসারিত করা ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্য অনুকূল পরিস্থিতিতেই সাফল্য লাভ করেছে। এখানে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের ঘটনাপ্রবাহ কতদূর গিয়েছে সে প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে: সরকার রাজনীতিগতভাবে বিভক্ত হয়েছে কিনা অথবা সরকারের স্বল্পকালের জন্য স্থায়িত্ব আছে কিনা। প্রথম অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ঝুঁকি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার রণনীতি গ্রহণ করা, সর্বদা অবস্থান সুদৃঢ় রেখে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর সাহায্যে বেশ কিছু বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে ঘাঁটি সম্প্রসারণ করা সম্ভব। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় ক্রমাগত অগ্রসর রণনীতি গ্রহণ করা এবং ধারাবাহিকভাবে তরঙ্গের মত সামনের দিকে এগিয়ে ঘাঁটি বাড়ানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় কার্যকলাপ চালানোর ব্যাপারে, শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে, কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করতে, সশস্ত্র গণবাহিনী শক্তিশালী করে তুলতে এবং কমিউনিস্ট পার্টি সম্প্রসারণ করতে, সমস্ত প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করা অবশ্যক। বিপ্লবী কমিউনিস্ট সরকার গঠনের এই গুলিই মূলগত নীতি।

উপরোক্ত এই নীতি অবলম্বন করেই কমরেড মাও সে-তুঙ ঘাঁটি স্থাপন করার ধারাবাহিক পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন।

(১) চিঙকাঙ পর্বতে ঘাঁটি থাকাকালীন সময়ে, প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনের রূপায়ণে গণতান্ত্রিক শাসন ও সর্বস্তরে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সরকার গঠিত হয়। চীনে সর্বপ্রথম সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থা বলে একে অভিহিত করা যায়। গণ-সভায় শ্রমিক ও কৃষকের সরকার নির্বাচিত হল। কোথাও কোথাও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত করতে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

(২) কৃষি-বিপ্লবের পতাকাতলে, সমস্ত জমি প্রথমত অধিগ্রহণ করে সম্পূর্ণ পুনর্বণ্টন করা হয়। পরবর্তীকালে এই নীতি বদলে কেবলমাত্র জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে ছোট শহরভিত্তিক কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার নীতি গ্রহণ করা হয়। কমরেড মাও

সে-তুঙ মাঝারী শ্রেণীর[৪] লোকদের সপক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি বলেন কৃষি-সংগ্রামের সময় এই মাঝারী শ্রেণীর লোকেদের উপর মাত্রাতিরিক্ত আক্রমণ করা উচিত নয়। কারণ বিরূপ মনোভাবাপন্ন মাঝারী শ্রেণী, তাদের সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে, জমি বণ্টনে বাধা দেবে, তাদের জমির পরিমাপ সম্বন্ধে তথ্যাদি দিতে অস্বীকার করবে এবং এমন কি শ্বেত-সন্ত্রাসের সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক হবে।

(৩) শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা হয়। যেহেতু লাল ফৌজের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, ভবঘুরে (লুম্পেন) প্রলেতারিয়েত এবং সর্বোপরি, শত্রু-বাহিনী থেকে বন্দী করে আনা লোকজন থাকায়, সৈন্যদলকে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। পার্টি-প্রতিনিধি প্রথা প্রবর্তন করা হয় এবং সেনাবাহিনীতে পার্টি নেতৃত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য কোম্পানী-ভিত্তিক পার্টি শাখা গঠিত হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করা হয়, ফলে সৈনিকদের প্রহার ও গালিগালাজ করা নিষিদ্ধ হয়, এবং পদস্থ সামরিক ব্যক্তি ও সাধারণ সৈনিককে একই পর্যায়ে রাখা হয়। লাল ফৌজ প্রতি-বিপ্লবীদের দমন করার জন্য, ছোট শহর-ভিত্তিক সরকারকে রক্ষা করার জন্য এবং শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লালফৌজকে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় ফৌজকে সশস্ত্র করতে সাহায্য করে। বন্দীদের মুক্তি দেওয়া ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা সহ, বন্দী সৈনিকদের প্রতি সঠিক নীতি গ্রহণ করা হয়।

(৪) পার্টি সংগঠন গঠন ও প্রসার দুইই করা হয়। কমরেড মাও সে-তুঙ প্রলেতারীয় মতাদর্শগত নেতৃত্ব শক্তিশালী করার উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং, আদর্শগত কর্মপন্থাকে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চাবিকাঠি ধরে নিয়ে, পেতি-বুর্জোয়া দৃষ্টি-ভঙ্গী পরিবর্তন করার উপর যথেষ্ট জোর দেন এবং তিনি স্বয়ং পার্টির আদর্শগত কার্যকলাপে বিশেষ মনোযোগ দেন।

উপরে বর্ণিত সঠিক নীতির মাধ্যমে ঘাঁটি স্থাপন ও প্রসার এবং সমগ্র দেশব্যাপী গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো যেতে পারে। মাও সে-তুঙ এই নীতিকে "চু তে-মাও সে-তুঙ পলিসি বা ফ্যাং চি-মিন[৫] পলিসি" বলে অভিহিত করেছেন।

চীনা বিপ্লব প্রসারকল্পে মাও সে-তুঙ আবিষ্কৃত অন্যতম সূত্র হল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রথম বিপ্লব আরম্ভ করা, ঘাঁটি স্থাপন করা ও তাদের সংখ্যা ও আয়তন বাড়ানো এবং পরবর্তীকালে সশস্ত্র, বিপ্লবী গ্রামীণ জেলাগুলির সাহায্যে প্রতি-বিপ্লবী বাহিনী অধিকৃত শহর ঘিরে ফেলে দখল করা। প্রবল শত্রু কর্তৃক শহরে পার্টিবাহিনী ধ্বংসোত্তর যুগে স্বল্প সময়ের জন্য পুনরুজ্জীবনের সুযোগ না থাকলেও বিপ্লব প্রসারের এই নিয়ম। চিঙকাঙ পার্বত্য ঘাঁটি এই ধরনের প্রথম বিপ্লবী ঘাঁটি।

চিঙকাঙ পর্বতকে প্রথম ঘাঁটি হিসাবে নির্বাচন করতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়:

(১) চিঙকাঙ পর্বত লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশ, এর উত্তর সীমানায় হুপে, কোয়াণ্টুং দক্ষিণ সীমানায় কিয়াংসী পূর্ব সীমানায় এবং পশ্চিম সীমানায় হুনান সুতরাং বৈপ্লবিক প্রসার হুনান, হুপে ও কিয়াংসী প্রদেশসমূহের শ্রমিক ও কৃষক জনসাধারণকে প্রভাবিত করবে।

(২) এই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পার্টি সংগঠন ছিল, সংগ্রামে অভিজ্ঞ স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে পার্টি সংগঠনগুলির জোরাল প্রভাব ও ছিল।

(৩) আশেপাশের উর্বর-জমি ও বিভিন্ন সংস্থানকে অবলম্বন করে লাল ফৌজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা সহজ হয়।

(৪) এই পার্বত্য অঞ্চলটি বিস্তারে ৪০ কিলোমিটার এবং এর পরিধি ২৫০ কিলো-মিটার, চতুর্দিকে উঁচু ও দুরারোহ পাহাড় ঘন বন দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষা করছে পাঁচটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ এবং এর ফলে চিঙকাঙ পর্বত এলাকা প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল বললেই চলে।

চিঙকাঙ পর্বতে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল কারণ এখানে অবস্থান হেতু বৈপ্লবিক পশ্চাদপসরণের সঙ্গে বৈপ্লবিক আক্রমণের সংযোগ রক্ষা করা যেত। পশ্চাদপসরণের সময় গ্রামাঞ্চলকেই কেন্দ্র হিসাবে বাছাই করা হয় কারণ এখান থেকে বিপ্লবী শক্তি সঞ্চয় করা সহজ ছিল। সামগ্রিকভাবে পার্টির পক্ষে সবচেয়ে সুপরিকল্পিত, সুশৃংখল ও অল্প আয়াসসাধ্য পশ্চাদপসরণের উপযোগী ছিল স্থানটি কারণ পশ্চাদপসরণে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে, বিপ্লবী শক্তি বাঁচিয়ে রাখা ছাড়াও, সারা দেশে বিপ্লব যখন পিছু হঠছে, এ স্থানটি বিপ্লবী শক্তির সপক্ষে আচ্ছাদনের কাজ করে। এও এক রকমের আক্রমণ। 'বিপ্লবের স্বল্পকালীন পরাভবের অবস্থায়, যেখানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি-বিপ্লব অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অসংখ্য রকমের শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্তমান ও বিপ্লব মোটামুটি সুরক্ষিত, সেখানে বিপ্লবী আক্রমণ সরিয়ে নিয়ে সঠিক কাজ করা হয়েছে। শত্রুর দুর্বলতম স্থানে এটা ছিল একটা প্রবলতম আক্রমণ। চিঙকাঙ পর্বতাভিমুখে যাত্রা বিপ্লবে অগ্রগতির একমাত্র সঠিক পথ খুলে দেয়, এই পথেই ১৯২৭ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের পর "একটি স্ফুলিঙ্গ" দাবানল সৃষ্টি করে।

৪। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস। চীনের কমিউনিস্ট সরকারের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখা ও বিকাশ কেমন করে নিষ্পন্ন করা যায় সে সম্বন্ধে কমরেড মাও সে-তুঙের তত্ত্ব।

১৯২৮ সালের জুলাই মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক তার ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস আহুত হয়, সেখানে প্রধান কাজ হয় প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা ও পার্টি নীতি, করণীয় কাজ ও সংগ্রামের কৌশল নিরূপণ করার জন্য তৎকালীন বিপ্লবের প্রকৃতি ও অবস্থার বিশ্লেষণ করা।

কংগ্রেস চীনা বিপ্লবের স্তরকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তর হিসাবে পূর্ণ নির্ধারণ করে, এই বিপ্লবের সাধারণ করণীয় কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব গঠন করা। কারণ, প্রথমতঃ, চীন সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন থেকে তখনও মুক্তিলাভ করেনি এবং তার প্রকৃত ঐক্য অর্জিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, ভূমি সম্পর্কিত সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটেনি এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়নি। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা তখনও সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপুষ্ট জমিদার, ভদ্রবাবু ও মুৎসদ্দী বুর্জোয়াদের করতলগত। কংগ্রেস শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে দশ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে।

কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে, ১৯২৭ সালের পর বিপ্লবী অবস্থায় ভাটা পড়েছে ; এই

অবস্থাকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দুটি বৃহৎ তরঙ্গের মধ্যবর্তী অবস্থা বলে ধরে নেওয়া যায়। শ্রমিক ও কৃষকদের প্রচণ্ড রকমে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এবং তাদের বিপ্লবী সংগঠনগুলি ছিন্নভিন্ন। বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির অভ্যন্তরে কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অকস্মাৎ আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কংগ্রেস থেকে একথাও জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, যেহেতু যে যে দ্বন্দ্বগুলির ফলে চীনা বিপ্লবের উদ্ভব হয়েছে তার কোনটিরই সমাধান হয় নি। সুতরাং নতুন করে আবার অভ্যুত্থান ঘটতে বাধ্য, এবং ঐ সব দ্বন্দ্বের তীব্রতার দরুন ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তন হেতু অভ্যুত্থান ত্বরান্বিত হবে।

এই ভিত্তিতে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে পার্টির কৌশল হবে শহরে আক্রমণ এবং অভ্যুত্থানের পরিবর্তে আগামী নতুন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যাপক জনসাধারণকে সপক্ষে টানা।

কংগ্রেস দুটি ফ্রন্টে সংগ্রাম চালায়।

কংগ্রেস চেন তু-সিউয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে সম্পূর্ণ সংশোধন করে এবং ঘোষণা করে যে চেন তু-সিউ স্বেচ্ছায় বিপ্লবী নেতৃত্ব ত্যাগ করেছেন। কিন্তু চেন যে কেবলমাত্র পার্টির সঠিক নীতি গ্রহণ করতে এবং তার ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করেন তাই নয়, তিনি পার্টির বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্ট নীতি বিকৃত করে। কংগ্রেস চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে বিপ্লবে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন। ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি পার্টি-বিরোধী চক্র গঠন করেন। সুতরাং, পার্টি ১৯২৯ সালে নভেম্বর মাসে চেন তু-সিউকে বহিষ্কার করে।

যে সব বড় বড় শহরে শত্রুবাহিনী প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে সেখানে "বামপন্থীদের" বে-পরোয়া সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভ্রান্ত দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান বলে কংগ্রেস "বামমার্গী" বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সমালোচনা করে বলে জনগণকে সপক্ষে টেনে আনার সঙ্গে কর্তৃত্বপরায়ণতার কোন সঙ্গতি নেই এবং সে সময় জনগণকে বুঝিয়ে স্বমতে আনাই ছিল পার্টির প্রধান কাজ এবং সেজন্যই বামমার্গী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ছিল পার্টির সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর।

বিবেচনাশূন্য হঠাৎ-অভ্যুত্থান, দুঃসাহসিক সামরিক অভিযান এবং কর্তৃত্বপরায়ণতা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার পথে চালিত করে এবং এগুলির দ্বারাই পার্টিতে "বামপন্থী" পেতি-বুর্জোয়াসুলভ প্রবণতা প্রতিফলিত হয়।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের এগুলিই ছিল সঠিক প্রধান দিক। কিন্তু কংগ্রেসের দুর্বলতা এবং ভ্রান্তিও ছিল।

প্রথমতঃ, কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটি স্থাপন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়িত্ব, পার্টির পক্ষে কৌশলগত পশ্চাদপসরণের উপযোগিতা, এবং বিশেষতঃ শহর থেকে গ্রামে পার্টি কার্যকলাপের কেন্দ্র সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন প্রভৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়। ফলে, পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থা শহরেই থেকে যায় এবং পার্টির কার্যকলাপ তখনও বেশী পরিমাণে শহরেই কেন্দ্রীভূত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, মাঝারি শ্রেণীগুলির দ্বৈত চরিত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত ব্যাপারে সঠিক বিচার করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। কারণ কংগ্রেস "বিপ্লবের সাফল্যে বাধাদানকারী সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রুদের অন্যতম শত্রু

হিসাবে" জাতীয় বুর্জোয়াদের গণ্য করে। চিয়াঙ কাই-শেক সরকারের অধীনে জাতীয় বুর্জোয়াদের অবস্থা ও দ্বৈত চরিত্র অগ্রাহ্য করার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস এই শ্রেণীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা পূর্ব থেকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। "কুয়োমিন্টাংয়ের সব উপদল প্রতিক্রিয়াশীল", কংগ্রেসের এই ঘোষণা কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত উপদলগুলির পার্থক্য বোঝার পক্ষে অথবা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং তাদের পৃথক পৃথক ভাবে বিনষ্ট করতে তাদের মধ্যের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর পক্ষে সহায়ক হয় না।

তৃতীয়তঃ, প্রথম "বামপন্থী" বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে কংগ্রেস হঠকারী অভ্যুত্থানজনিত ভ্রান্তি এবং অপরাপর কয়েকটি সুস্পষ্ট ভ্রমের উল্লেখ করা ব্যতিরেকে আর কিছুই করেনি। আদর্শগতভাবে ভুল কর্মপন্থাকে সমালোচনা করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয় অর্থাৎ এই কর্মপন্থার মূল উৎস গভীর ভাবে অনুসন্ধান করবার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে কংগ্রেস অক্ষম হয়।

এই সমস্ত ব্যর্থতার দরুন এবং কংগ্রেসের পরবর্তীকালে পার্টি নেতৃত্ব "বামপন্থীদের" হাতেই থাকার জন্য "বামপন্থী"-জনিত ভ্রান্তি সম্পূর্ণ সংশোধিত হয়নি এবং পরবর্তী যুগে "বামপন্থী" সুবিধাবাদীদের দ্বারা এই ভ্রান্তি পুরাপুরি ভ্রান্ত পথে পরিণতি লাভ করে।

কমরেড মাও সে-তুঙ পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। যাহোক, তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন।

যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান করতে ষষ্ঠ কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে অথবা ভুল ভাবে তা করেছে কংগ্রেস অধিবেশনের পর কমরেড মাও সে-তুঙ অনুশীলনে ও তত্ত্বগতভাবে চীনা বিপ্লবের সেসব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করেন।

শহরে প্রবল শত্রু কর্তৃক বিপ্লবী বাহিনীর পরাজয়ের পর, একমাত্র সঠিক পথ ছিল বিপ্লবী বাহিনীকে গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত করা, যেখান থেকে বিপ্লবী বাহিনী বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন করতে এবং শহরগুলিকে বেষ্টন ও পরিণামে সেগুলি দখল করার জন্য শক্তি সঞ্চয় ঘটাতে ও তার বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হত। শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানের পর, কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর বাহিনীকে চিঙকাঙ পর্বত অঞ্চলে পরিচালিত করেন, সেখানে তাঁরা বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং কার্যতঃ তাঁরা বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেন অনুশীলনের মাধ্যমে—কিন্তু বিপ্লবী ঘাঁটি অথবা চীনের কমিউনিস্ট সরকার টিকে থাকতে এবং বিস্তৃত হতে পারে কি? সমগ্র পার্টির নিকট এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায় নি।

পার্টির কিছু কমরেডের মধ্যে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে দুটি ভ্রান্ত মত দেখা যায়। একটি হচ্ছে বিপ্লবের সপক্ষে শক্তিগুলিকে বড় করে দেখা এবং প্রতি-বিপ্লবের শক্তিকে লঘু করে দেখা, এবং এ থেকে বিপ্লবকে হটকারী অভ্যুত্থানের পথে পরিচালিত করা। অপর ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে বিপ্লবের শক্তিকে লঘু করে দেখা এবং প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে বড় করে দেখা এবং এ থেকে আসে নৈরাশ্যবাদ। কিছু লোক আছে যারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান বহু দূরবর্তী বিবেচনা করে কেবলমাত্র গেরিলা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে এবং ঘাঁটি স্থাপন করার দিকটিকে অগ্রাহ্য করে। আবার কিছু লোক আছে যারা, প্রতিবারই

পরাজিত হলে অথবা শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হলে, "কতদিন লাল পতাকা উড়িয়ে রাখা যাবে" সে সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

ফলে, সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের আলোকে ইহার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কমরেড মাও সে-তুঙ এই বিরাট কাজটি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করেন।

কমিউনিস্ট সরকার ও লালফৌজের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের বিস্তৃতিসাধন ছিল আধা-ঔপনিবেশিক চীনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লবের সর্বোচ্চ রূপ। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক সমর-প্রভুদের দ্বারা দীর্ঘকাল দখলীকৃত বড় বড় শহরে বিপ্লব দ্রুত বিজয় লাভ করতে পারে না। শত্রুর সঙ্গে অকালে চূড়ান্ত লড়াই এড়ানোর জন্য, শ্রমিকশ্রেণীকে তার অগ্রগামী অংশকে কৃষকদের সঙ্গে স্থায়ী বৈপ্লবিক মৈত্রী গঠন করতে এবং শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ ও বিপ্লবী বাহিনী সম্প্রসারণ কল্পে বিপ্লবী রণনীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘাঁটি স্থাপন করতে গ্রামাঞ্চলে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

বিপ্লবী ঘাঁটি ও লালফৌজের প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিকাশ সাধন দেশব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্রুত আবির্ভাবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বিস্তৃতি সাধন অনগ্রসর গ্রাম্য এলাকাকে বিপ্লবী এলাকায় পরিণত করতে পারে। গ্রাম্য এলাকায় তাদের ঘাঁটি থেকে লাল ফৌজ চতুর্দিক থেকে বড় ও মাঝারী শহরে শত্রুকে অবরোধ করতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দ্বারা প্রতি-বিপ্লবীদের ব্যতিব্যস্ত করতে এবং এভাবে তারা শত্রুর পথে প্রচুর বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কমিউনিস্ট সরকারের অস্তিত্ব ও বিকাশ প্রমাণ করে যে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-বিপ্লবী বাহিনী অপরাজেয়। এ ব্যাপার চীনের জনগণের মনে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগায় ও তাদের সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করে এবং বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আগমনকে ত্বরান্বিত করে।

গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করে চীনা বিপ্লবকে পুনরুজ্জীবিত করার কর্মপন্থা অনুযায়ী কাজ করা এবং এভাবে বিপ্লব পরিচালনা করে দেশব্যাপী সাফল্য অর্জন করা কি সম্ভব? কমরেড মাও সে-তুঙ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটিসমূহের (কমিউনিস্ট সরকার) উদ্ভব ও অস্তিত্বের কারণগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে ঐ প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন।

প্রথমতঃ, আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনে, দুর্বল পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও অনগ্রসর সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সহাবস্থান ঘটেছে এবং অল্পসংখ্যক আধুনিক শিল্প শহর মধ্যযুগীয় ও অনগ্রসর বিস্তীর্ণ গ্রাম্য এলাকার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। চীনের অর্থনৈতিক প্রসার অনগ্রসরতা ও অসমতার প্রচুর সাক্ষ্য বহন করে, এই অনগ্রসরতা ও অসাম্য সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে আরও গুরুতর আকার ধারণ করেছে। এই অসাম্য চীনা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসারেও বিরাট অসাম্য এনেছে। চীনের অর্থনীতি অনগ্রসর এবং তা ঐক্যবদ্ধ না থাকায় চীনের গ্রামাঞ্চল কিয়ৎপরিমাণে শহরের উপর নির্ভরশীল না থাকায় চীনের গ্রাম্য এলাকাগুলি অর্থনীতির দিক থেকে অনেকটা স্বয়ম্ভর ছিল ও দীর্ঘকাল ধরে বিপ্লবের আশ্রয়স্থল হিসাবে থাকতে পারে। চীনের অর্থনৈতিক প্রসার অসম অবস্থায় থাকায়, চীনের বহু দূরবর্তী এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না—পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল অথবা নিয়ন্ত্রণ আদৌ ছিলই না। ফলে, ঐ সব অঞ্চলে শত্রুবাহিনী অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায়, সেখানে চীনা বিপ্লবের বিজয় প্রথমে সম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, বিচ্ছিন্নভাবে যে কোন গ্রাম্য এলাকায় 'কমিউনিস্ট' সরকার গঠন করা ঠিক নয়। যে সব অঞ্চলে বিপ্লবের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সেসব এলাকায় 'কমিউনিস্ট' সরকার গঠিত হওয়া উচিত, যেমন হুনান, হুপে, কোয়ান্টুং ও কিয়াংসী অঞ্চল, যেখানে শ্রমিক ও কৃষক সাধারণ বিপ্লবী যুদ্ধে ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে ইস্পাতকঠিন শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এবং যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষকসমিতি ইতিপূর্বেই গঠিত হয়েছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, 'কমিউনিস্ট' সরকার গঠন ও প্রসারের অনুকূল গণভিত্তি ছিল এইসব স্থানে। এ সব প্রদেশের মধ্যে, কমরেড মাও সে-তুঙ বিশেষভাবে কিয়াংসীর অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। (১) কিয়াংসীর অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক এবং জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী যে কোন দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশের সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ে দুর্বল ছিল। (২) স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন সব অন্য প্রদেশীয় সৈন্যদল দিয়ে কিয়াংসীর দুর্গসমূহ সর্বদা ভর্তি থাকত এবং ফলে সেখানকার সমস্যা সম্পর্কে সৈন্যরা খুব ব্যগ্র ছিল না। (৩) কিয়াংসী সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক দূরে ছিল এবং সেহেতু গ্রামাঞ্চলে, অন্যান্য জায়গার চেয়ে, অভ্যুত্থান বেশী ব্যাপক ছিল।

তৃতীয়তঃ, 'কমিউনিস্ট' শাসনের স্থায়ী অস্তিত্ব বিপ্লবী অবস্থা আরও প্রসার লাভের উপর নির্ভরশীল ছিল। কুয়োমিন্টাংয়ের বিশ্বাসঘাতকতার পর, বিপ্লবে ভাটা পড়ে। কিন্তু যে সব বিরোধের ফলে বিপ্লব সংঘটিত হয় সে সব বিরোধের কোন নিষ্পত্তি হয়নি। এই সব বিরোধের মধ্যে ছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং চীন জাতির বিরোধ, চীনভূখণ্ডের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যের বিরোধ, চীনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে বিরোধ, বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ, সমর-প্রভুদের সঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের বিরোধ। তারা প্রত্যেকের থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র হলেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল। পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের মূল থেকে সুরু করে, কমরেড মাও সে-তুঙ দেখেছেন যে চীনের আধিপত্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের তিক্ত সংগ্রাম অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনা জাতির মধ্যে বিরোধগুলিকে, এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে বিরোধকে তীব্র করে, এ ভাবে সমর-প্রভুদের নিজেদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বাধায় এবং এই যুদ্ধ আবার অন্যান্য বিরোধকে তীব্র করে। চীনা সমর-প্রভুদের দীর্ঘস্থায়ী দলাদলি ও যুদ্ধ শ্বেত শাসনের আবেষ্টনীর মধ্যে এক অথবা কয়েকটি ছোট ছোট বিপ্লবী ঘাঁটির আবির্ভাব ও বিস্তার সম্ভব করে তুলেছে।

চতুর্থতঃ, যথেষ্ট শক্তিশালী নিয়মিত লাল ফৌজের অস্তিত্ব কমিউনিস্ট সরকার গঠন ও প্রসারের উপযোগী প্রয়োজনীয় একটি শর্ত। নিয়মিত লাল ফৌজের সাহায্যে সশস্ত্র ফৌজ সমাবেশ করে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা, গেরিলাযুদ্ধ চালানো এবং বিপ্লবী ঘাঁটি সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়। লাল ফৌজ গণ-সমাবেশ করে এবং বিপ্লবী সরকার গঠনে ও পার্টি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য করে।

পঞ্চমতঃ, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বই কমিউনিস্ট সরকারের অস্তিত্ব ও প্রসারের উপযোগী শর্ত। চিঙকাঙ পর্বতে অবস্থানকালীন সময়ে, কমরেড মাও সে-তুঙ জোরের সঙ্গে প্রলেতারীয় আদর্শগত নেতৃত্বের প্রয়োজন সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে তুলে ধরেন এবং এই প্রলেতারীয় আদর্শই কৃষক এবং পেতি-বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব দেবে। লাল ফৌজের

মধ্যে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনায় পার্টির অভিজ্ঞতা চতুর্থ সেনাবাহিনীর নবম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তি রচনা করে, এই কংগ্রেস লাল ফৌজের পার্টি সংগঠনে বিভিন্ন ধরনের অ-প্রলেতারীয় ভাবাদর্শের উৎস ও প্রকাশ বিশ্লেষণ করে এবং এ সব ভুল ভাবাদর্শ সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এভাবে, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের মৌলিক আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সাংগঠনিক নীতি উপস্থাপিত করে। যথার্থ আদর্শগত ভিত্তির উপর পার্টিকে গঠন করতে হবে কারণ পার্টির অভ্যন্তরে ভুল আদর্শই ভুল রাজনৈতিক পার্টি-কর্মপন্থার উৎস। রাজনৈতিক অবস্থার আত্মমুখীন বিশ্লেষণ ও আত্মমুখীন পথনির্দেশ থেকেই অনিবার্যভাবে হয় দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, নয় "বামপন্থী" হঠকারী অভ্যুত্থান দেখা দেয়। পার্টির-অভ্যন্তরে ভুল ভাবধারা সংশোধন করার সঠিক উপায় হল রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে এবং বিভিন্ন সমস্যা পরিচালনা করার ব্যাপারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ ও তার প্রণালী প্রয়োগ করা, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করার কার্যকরী পদ্ধতি শিক্ষা করা। আদর্শগত ক্ষেত্রে আত্মমুখীনতার ঝোঁক দমন করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দুই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। একদিকে, বিপ্লবী বাহিনীকে লঘু করে দেখা এবং বিপ্লবের ভবিষ্যৎ বিচারে অক্ষমতা হেতু যে হতাশা জন্ম নেয় তাকে পার্টি অবশ্যই বিরোধিতা করবে ; অপরদিকে পার্টি হঠকারী অভ্যুত্থানের নিশ্চয়ই বিরোধিতা করবে এবং এই বৈপ্লবিক উগ্রতার প্রতিফলন হিসেবে কিছু কমরেডদের মধ্যে ছোট খাট এবং কষ্টদায়ক দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজ করতে অনিচ্ছা দেখা দেয়। সাংগঠনিকভাবে, পার্টি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে এবং পার্টি-কেন্দ্রিকতার অন্যায্য বাধাবিপত্তিকে এবং, পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র অন্যায্যভাবে ব্যাহত হলে, তার বিরোধিতা করবে। সঠিক পথ হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় নির্দেশের অধীনে পার্টির গণতান্ত্রিক জীবন কঠোরভাবে চালু করা। ফলতঃ, অত্যধিক গণতন্ত্র, অবাধ সমতা, অ-সাংগঠনিক ভাবধারা ও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতাবাদকে অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে। একমাত্র এই পথেই সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক পার্টি গঠন করা যেতে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও লালফৌজের অস্তিত্বের সাহায্যেই সম্ভব প্রতি-বিপ্লবের বিভিন্ন উপদলের মধ্যের সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা যাতে বিপ্লবী শক্তি বেঁচে থাকতে পারে ও যে সব গ্রাম্য এলাকায় শত্রুবাহিনী দুর্বল সেখানে বিপ্লব জয়যুক্ত হতে পারে এবং দীর্ঘদিন ধরে গ্রামাঞ্চলে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

এভাবে কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবের বাস্তব ও চেতনাগত পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে আসেন।

কমরেড মাও সে-তুঙ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীনের ক্ষেত্রে লেনিন ও স্তালিনকৃত ব্যাখ্যানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসারের সূত্র চমৎকারভাবে প্রয়োগ করেন, এবং চীনের ক্ষেত্রে অসম অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রসারের সূত্র ব্যাখ্যা করেন, এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, শ্বেত-রাজত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেও, কমিউনিস্ট শাসনে এক বা কয়েকটি অঞ্চলের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও বিস্তৃতি সাধন করা সম্ভব ; তিনি আরও বলেন যেসব গ্রামাঞ্চলে শত্রুবাহিনী দুর্বল সেখানে প্রথম ও উত্তরকালে সমগ্র প্রদেশে

বিপ্লবের বিজয়লাভ সম্ভব। পুঁজিবাদী দেশগুলির অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসারের ও একদেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের সম্ভাবনায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বগত সূত্রের আরও বিকাশ ঘটে কমরেড মাও সে-তুঙের নতুন সিদ্ধান্তে। এই নতুন সিদ্ধান্ত চীনা বিপ্লবকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করে।

৫। কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য আঞ্চলিক ঘাঁটি স্থাপন। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় "বামপন্থী" কর্মপন্থার সংশোধন। কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলে কৃষি বিপ্লব ও কৃষি-সংক্রান্ত কর্মপন্থা সম্পর্কে পথনির্দেশক নীতি।

শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানের পর, সমগ্র সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী সঠিক নেতৃত্বের অনুসরণে উন্নত হয়েছে এবং মাও সে-তুঙ কর্মপন্থা অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে অগ্রসর হওয়া ও ঘাঁটি স্থাপন করার সঠিক পথ অনুসরণ করেন। ১৯৩০ সালের প্রারম্ভে, তিন বছর সংগ্রামের পর, বিপ্লবী ঘাঁটি, সশস্ত্র গণ-বাহিনী যা চীনা শ্রমিক-কৃষকের লাল ফৌজ তা বহু এলাকায় গঠিত হয়।

(১) কেন্দ্রীয় ঘাঁটি: ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে চিঙকাঙ পর্বতাভিমুখী অভিযান হুনান-কিয়াংসী ঘাঁটির ভিত্তি স্থাপন করে। ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে পঞ্চম সেনাবাহিনী চিঙকাঙ পর্বতে পৌঁছায় ও মাও সে-তুঙ ও চু তে পরিচালিত চতুর্থ সেনাবাহিনীর সংগে যোগ দেয় ও লালফৌজের শক্তি বাড়ায়। শত্রু অবরোধ ও আবেষ্টনী ভাঙ্গার জন্য, চতুর্থ সেনাবাহিনী দক্ষিণ কিয়াংসীতে প্রবেশ করে ও সেখানে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঘাঁটি তৈরী করে। ঐ বছরে ফেব্রুয়ারী থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, চতুর্থ বাহিনী তিনবার ফুকিয়েনে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে একযোগে পশ্চিম ফুকিয়েন ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের পশ্চিম ফুকিয়েন সরকার ও দক্ষিণ কিয়াংসী সরকার গঠিত হয় এবং জুন মাসে গঠিত হয় চীনা শ্রমিক এবং কৃষকদের লালফৌজের প্রথম আর্মি কোর। আগস্ট মাসে প্রথম ও তৃতীয় আর্মি কোর একসঙ্গে যোগ দিয়ে চু তেকে প্রধান সেনাধিনায়ক করে ও মাও সে-তুঙকে রাজনৈতিক কমিসার করে প্রথম ফ্রণ্ট আর্মি গঠন করে।

(২) হুনান-হুপে-কিয়াংসী ঘাঁটি: ১৯২৮ সালের জুলাইতে পিঙকিয়াঙ অভ্যুত্থানের পর, পঞ্চম সেনাবাহিনী (পঞ্চম আর্মি) গঠিত হয়। এই বাহিনী হুনান ও কিয়াংসীতে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে হুনান-হুপে-কিয়াংসী ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পর, লালফৌজ দক্ষিণ-পূর্ব হুপেতে প্রবেশ করে গেরিলাযুদ্ধের সাহায্যে তায়ে ও অপর কয়েকটি জেলা অধিকার করে তৃতীয় আর্মি কোরে নিজেদের সম্প্রসারিত করে।

(৩) হুপে-হোনান-আনহোয়েই ঘাঁটি: হুয়াঙ্গান ও মাচেঙে দুটি অভ্যুত্থান হয়: একটি ১৯২৭-এর অক্টোবরে, এবং অপরটি তাপিয়ে পর্বতকে কেন্দ্রীয় ঘাঁটি করে ১৯২৮ সালের গোড়ার দিকে। ১৯২৯ সালে মার্চ মাসে শাঙচেঙ নামক স্থানে এক অভ্যুত্থান হয়, ফলে দক্ষিণ-পূর্ব হোনানে একটি কেন্দ্রীয় ঘাঁটি স্থাপিত হয়। লিউয়ানে এক অভ্যুত্থানের ফলে উত্তর-পশ্চিম আনহোয়েইতে একটি কেন্দ্রীয় ঘাঁটি গঠিত হয়। এই তিনটি ঘাঁটি হুপে-হোনান-আনহোয়েইয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল এবং এর অন্তর্ভুক্ত জেলার সংখ্যা এক ডজনেরও বেশী। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, হুপেই-হোনান-

আনহোয়েই বিশেষ অঞ্চলরূপে গঠিত হয়। ১৯৩১ সালে, সু সিয়াঙ-চিয়েনকে সৈন্যাধ্যক্ষ করে লালফৌজকে চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মি হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়।

(৪) হুঙ্ঘু-হুনান-পশ্চিম হুপে ঘাঁটি: ১৯২৭ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৩০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, লালফৌজ দক্ষিণ হুপের অন্তর্গত ইয়াংসী নদীর উত্তরে হুঙ্ঘু হ্রদ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে হুঙ্ঘু ঘাঁটি স্থাপন করে ও ষষ্ঠ সেনাবাহিনী গঠন করে। শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানের পর, উত্তর-পশ্চিম হুনানের সাঙচী ও তায়ুঙ এবং এনসি ও দক্ষিণ-পশ্চিম হুপের হোফেঙ অঞ্চলে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে হুনান-পশ্চিম হুপে ঘাঁটি ও দ্বিতীয় বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৩০ সালে, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ বাহিনী দক্ষিণ হুপের অন্তর্গত কুঙ্ঘানে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় আর্মি কোর গঠন করে এবং এই আর্মি কোরের সৈন্যাধ্যক্ষ হন হোলুঙ এবং কুয়ান সিয়াঙ-ঈঙ এর রাজনৈতিক কমিশার হন।

(৫) ফুকিয়েন-চেকিয়াঙ-কিয়াংসী ঘাঁটি: ১৯২৭ সালের বিপ্লব পরাস্ত হওয়ার পর, ফ্যাঙ চি-মিন কেয়াঙে ও পূর্ব কিয়াংসীর হেঙ্গফেঙ অঞ্চলে বিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে ঐ বছরের শেষে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন। পরবর্তী দু বছরে, বিপ্লবী ঘাঁটি কিয়াংসীর উত্তর-পূর্ব অংশে সম্প্রসারিত হয়। উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীতে কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে, উত্তর ফুকিয়েনের কৃষকরা ১৯২৮ সালে এক অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯২৯ সালের শীতকালে সিনকিয়াঙে অনুষ্ঠিত শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনে, ফুকিয়েন, চেকিয়াঙ, আনহোয়েই ও কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৩০ সালের মে মাসে, চিয়াঙ কাই-শেক বনাম ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙ ও ইয়েন সি-শানের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর, লালফৌজ চিঙ তে-চেন, লোপিঙ, চিহুয়া, ফুলিয়াঙ ও য়ুইউয়ানের ত্রিকোণ আকার অঞ্চলে হাজির হয় এবং সেখানে তাঁরা গেরিলা তৎপরতা চালায়। ১৯৩০ সালে উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীতে শ্রমিক-কৃষকের গণ-তান্ত্রিক সরকার ও দশম সেনাবাহিনী গঠিত হয়।

(৬) কোয়াংসী (ইউকিয়াঙ নদী-সোকিয়াঙ নদী) ঘাঁটি: ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে চিয়াঙ কাই-শেক এবং কোয়াংসী সমর-প্রভুদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর, পার্টি ইউকিয়াঙ নদী অঞ্চলে কৃষক সেনাদল ও কুয়োমিণ্টাং সৈনিকদের এক অভ্যুত্থান পরিচালনা করেন, এবং ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক-কৃষকদের ইউকিয়াঙ গণতান্ত্রিক সরকার ও সপ্তম সেনাবাহিনী গঠিত হয়। ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টি সোকিয়াঙ নদী অঞ্চলে লুঙচাউ নামক একটি জায়গায় কুয়োমিণ্টাং সৈনিকদের একাংশকে অভ্যুত্থানে পরিচালিত করে এবং তাদের অষ্টম সেনাবাহিনীতে সংগঠিত করে। এর পরই এই অঞ্চলে শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। যদিও সোকিয়াঙ বিপ্লবী সরকারের অবিলম্বে পতন ঘটে, তথাপি সপ্তম সেনাবাহিনী ও কৃষক সেনাদল সোকিয়াঙ নদী অঞ্চলে তাদের লড়াই চালিয়ে যায়। ১৯৩০ সালে লালফৌজের প্রধান সেনাবাহিনী ইউকিয়াঙ নদী অঞ্চল থেকে উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং হুনানের মধ্য দিয়ে লড়াই চালিয়ে কেন্দ্রীয় লালফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়।

১৯২৭ সালের শরৎকালীন ফসল তোলার অভ্যুত্থানের সময় থেকে ১৯৩০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এলাকাসমূহ ও গ্রামীণ বিপ্লবী ঘাঁটিগুলি কিয়াংসী প্রদেশের কিছু অংশ, ফুকিয়েন, হুনান, হুপে, আনহোয়েই, হোনান, কোয়াণ্টুং,

কোয়াংসী এবং চেকিয়াঙ প্রদেশগন্লি জন্ড়ে হয়। লালফৌজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০,০০০ এবং কিছন্ পরে এক লক্ষে পেঁছায়।

ষষ্ঠ কংগ্রেস অধিবেশনের পর কিছন্দিন পর্যন্ত পার্টির কাজে সন্ফল দেখা গিয়েছিল। কমরেড মাও সে-তুঙের নির্দেশে ও প্রভাবে, কমিউনিস্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায়, পার্টি সংগঠনগন্লিকে পন্নরন্জ্জীবিত করা হয় এবং তাদের কাজকর্ম আবার কিয়ৎ পরিমাণে সন্রন্ হয়ে যায়। কিন্তু তখনও পার্টিতে "বামপন্থা"-সন্লভ দন্ঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করার ভাবধারা বর্তমান থাকে। বিপ্লবী বাহিনীর কিছন্ পরিমাণ অগ্রগাতর সঙ্গে, বিশেষতঃ ১৯৩০ সালের মে মাসে, একদিকে চিয়াঙ কাই-শেক ও অপরদিকে ফেঙ ইউ-সিয়াঙ এবং ইয়েন সি-শানের, মধ্যে যন্দ্ধ সন্রন্ হওয়ার পর যখন আভ্যন্তরীণ অবস্থা খানিকটা বিপ্লবের অনন্কূলে ছিল, কমরেড লি লি-সানের প্রতিনিধিত্বে "বামপন্থী" মতাদর্শ অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য পায় এবং দ্বিতীয় "বামপন্থী" কর্মপন্থায় পরিণতি লাভ করে ও ১৯৩০ সালের জন্ন মাসে পার্টির পরিচালক সংস্থার উপর প্রাধান্য লাভ করে।

"বামপন্থা"-সন্লভ দন্ঃসাহসিকতার দ্বিতীয় বিচ্যুতিজনিত ভ্রান্তি কোথায় ছিল?

প্রথমতঃ, কমরেড লি লি-সান ও তার অনন্চরবর্গ চীনা বিপ্লবের অসম বিকাশ স্বীকার করেনি, তারা দাবী করে যে শহরের লড়াইয়ের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে লড়াইয়ের, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই যেহেতু সব লড়াই তীব্র হয়েছে। তারা আরও মনে করে যে কেবল বড় বড় শহরের অভ্যুত্থান দ্বারাই দেশব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটানো যাবে এবং এক বা কয়েকটি প্রদেশে সাফল্য অর্জন করা যাবে। সন্তরাং, তারা য়ন্হানকে কেন্দ্র করে যে সব প্রদেশ অবস্থিত, সে সব জায়গায় প্রথম অভ্যুত্থান করার পরিকল্পনা ছকে ফেলে। চীনা গণ-তান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের চন্ড়ান্ত ভূমিকাকে তারা লঘন্ করে দেখে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ ঘাঁটি স্থাপন করা গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে শহর বেষ্টন করে ফেলা এবং তার ফলে বিপ্লবে দেশব্যাপী উত্থানকে ত্বরান্বিত করবে, মাও সে-তুঙের এই মতকে তারা ভ্রান্তভাবে "সম্পন্র্ণ ভুল" বলে আখ্যা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, তারা সাংগঠনিক শক্তি আহরণ এবং বিপ্লবের সপক্ষে পন্র্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে এই কথা চিন্তা করে যে, যেহেতু বিপ্লবের শক্তিসমন্হ তাদের অগ্রগতি সন্রন্ করে দিয়েছে এবং সমর-প্রভুরা তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, সমগ্র দেশব্যাপী অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সন্রন্ করার অবস্থা ইতিমধ্যে পেকে উঠেছে। তারা বিশ্বাস করত যে জনগণ অবিলম্বে পার্টি কর্তৃক অভ্যুত্থানের আহ্বানে সাড়া দেবে। তারা এটাও মনে করত যে জনগণের কেবল অভ্যুত্থান করা উচিত, অর্থনৈতিক ধর্মঘট করা নয়; এবং তারা বৃহৎ কার্যকলাপের জন্য এগিয়ে যাবে, ছোটখাট কাজে নয়। ফলে, তারা ভুলবশতঃ ওকালতি করতে থাকে যে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক ধর্মঘট তীব্র করা উচিত যাতে প্রতিটি অর্থনৈতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়, যাতে শ্রমিকদের সশস্ত্র বাহিনী সম্প্রসারিত হবে এবং যাতে দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের সপক্ষে প্রস্তুতির জন্য সামরিক শিক্ষা দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ, চীনা বিপ্লবের ব্যাপক অভ্যুত্থান বিশ্ববিপ্লবকেই ব্যাপক অভ্যুত্থানে পরিণত

করবে এবং সেটা না হলে চীনা বিপ্লবের জয় অসম্ভব, এ কথা চিন্তা করে তারা বিশ্ব-বিপ্লবের অসমতার কথা অস্বীকার করে।

চতুর্থতঃ, তারা চীনা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতি অগ্রাহ্য করে এবং, এক বা কয়েকটি প্রদেশে সাফল্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হবে, একথা ভেবে, তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে ফেলে। এ ধরনের চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসাবে, চীনা বুর্জোয়াদের মালিকানাধীন সব ফ্যাক্টরী, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক— এগুলিকে "প্রতি-বিপ্লবী অস্ত্র" বলে গণ্য করে তাদের বাজেয়াপ্ত করা উচিত মনে করে তারা মাঝারী শ্রেণীর সম্বন্ধে "বামপন্থী" দুঃসাহসিক কর্মপন্থা প্রণয়ন করে।

১৯৩০ সালে জুন মাসে, "বামমার্গীরা" সমগ্র দেশব্যাপী বড় বড় শহরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্য এবং এসব বড় বড় শহরে আক্রমণ করতে লাল ফৌজের সমস্ত ইউনিটগুলিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করে। তারা লাল ফৌজকে নানচাঙ, কিউকিয়াঙ, চাংশা, য়ুহান, কোয়েইলিন, লিউচাউ ও ক্যান্টন আক্রমণ ও অধিকার করতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে তারা পার্টি, যুব লীগ ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সর্বোচ্চ সংস্থাসমূহ এক করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য অ্যাকশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে, এভাবে এ সব সংগঠনের সমস্ত রকমের দৈনন্দিন নির্দিষ্ট কাজকে তারা স্তব্ধ করে দেয়।

কিন্তু লি লি-সানের কর্মপন্থার দৌরাত্ম্য পার্টিতে স্বল্পকালস্থায়ী হয়—এর আয়ুষ্কাল ১৯৩০ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। যেখানেই এই কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করা হয় সেখানেই পার্টি ও বিপ্লবী শক্তি ক্ষতিস্বীকার করার দরুন, বহুসংখ্যক পার্টি-সদস্য তার সংশোধন দাবী করতে থাকে। কমরেড মাও সে-তুঙ, বিশেষভাবে, অসীম ধৈর্য ধরে প্রথম ফ্রণ্ট আর্মির "বামপন্থা" জনিত ভ্রান্তি সংশোধন করেন, ফলস্বরূপ এই সময়ে কিয়াংসী বিপ্লবী ঘাঁটিতে অবস্থিত লাল ফৌজ কেবল মাত্র যে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় নি শুধু তাই নয়, অনুকূল পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে লাল ফৌজ তার সৈন্যসংখ্যা সম্প্রসারিত করে, এবং সাফল্যের সঙ্গে ১৯৩০ সালের শেষে এবং ১৯৩১ সালের প্রথমে চিয়াঙ কাই-শেকের প্রথম আবেষ্টনী আক্রমণ চূর্ণ করে।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি তার তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এবং তার পরবর্তী কাজে কেন্দ্রীয় কমিটি—চীনে বিপ্লবী অবস্থার অতি "বামপন্থী" মূল্যায়ন অর্থাৎ লি লি সান চিহ্নিত কর্মপন্থাকে—সংশোধিত করে, সমগ্র দেশে অভ্যুত্থান সংগঠিত করা ও বড় বড় শহর আক্রমণ করার জন্য লাল ফৌজের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনার অবসান ঘটায় এবং পার্টি, যুব লীগ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে স্বাধীন সংগঠন হিসাবে তাদের রুটিন মাফিক কাজ যাতে চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সেভাবে পুনর্গঠিত করে। উপরিউক্ত লি লি সান কর্মপন্থাজনিত ভ্রমগুলির অবসান ঘটিয়ে, তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কিছু ইতিবাচক সুফল লাভ করে। এই অধিবেশনে কমরেড লি লি-সান নিজেই ভুল স্বীকার করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে তার উচ্চপদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ও কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পূর্ণরূপে লি লি-সান কর্মপন্থার সমালোচনা না করায়, ঐ অধিবেশনের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত পার্টিতে বামপন্থী গোঁড়ামিজনিত ভুল চলতে থাকে।

যেখানেই কমিউনিস্ট সরকারের অস্তিত্ব ছিল এবং যেখানেই লাল ফৌজ গিয়েছে, সেখানেই কৃষক জনসাধারণ জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ ও কৃষকদের মধ্যে সেই জমি বন্টনের জন্য সংগ্রাম করতে পার্টি নেতৃত্বের তলায় এসে জমায়েত হয়েছে।

কৃষি-সমস্যার সঠিক সমাধানের জন্য গ্রামাঞ্চলে যখনই কেবল শ্রেণীসংগ্রাম প্ররোচিত করা হয়েছে, তখনই কেবল কৃষকজনসাধারণকে বিপ্লবী লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করতে এবং বিপ্লবের অধিকতর সম্প্রসারণের জন্য ঘাঁটি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা গিয়েছে।

কৃষি-সমস্যার সঠিক সমাধান কৃষি-বিপ্লবের সঠিক পথ নির্দেশনার উপর নির্ভরশীল। কমরেড মাও সে-তুঙ বাস্তবসম্মত ভাবে চীনের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং যে নীতি তিনি নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করতে মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ধনী কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের রক্ষা করতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এই হচ্ছে পার্টির একমাত্র কৃষি-বিপ্লবের সঠিক নীতি।

ক্ষেতমজুরের সচরাচর জমি ও জমিকর্ষণের যন্ত্রপাতি থাকে না। সে তার শ্রম বিক্রী করে জীবিকার্জন করে। সুতরাং ক্ষেতমজুরাই গ্রামাঞ্চলের প্রলেতারিয়েত এবং কৃষি-বিপ্লবের অগ্রগামী সৈনিক। দরিদ্র কৃষকদের অতি অল্প পরিমাণ জমি ও অসম্পূর্ণ কিছু যন্ত্রপাতি থাকে। সাধারণতঃ তাকে জমির খাজনা দিতে হয়, তার শ্রমশক্তির খানিকটা অংশ ভাড়া খাটাতে হয়, এবং শোষিত হয়। দরিদ্র-কৃষকরা সুতরাং কৃষি-বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং পার্টি ও গ্রামাঞ্চলে প্রলেতারিয়েতদের সবচেয়ে বড় সমর্থক। সুতরাং কৃষি সংগ্রাম সুরু করার ব্যাপারে দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর নির্ভর করাই ছিল পার্টির উপর প্রধান নীতি।

সাধারণভাবে মাঝারী কৃষক জমি ও কিছু সংখ্যক জমিকর্ষণের যন্ত্রপাতির মালিক। সে প্রধানতঃ তার আয়ের জন্য নিজের শ্রমের উপর নির্ভর করত। সচরাচর সে অন্যদের শোষণ করে না, কিন্তু পরিবর্তে সে সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার, ও পুঁজিপতির দ্বারা শোষিত হয়। সাধারণভাবে জমির দাবী তারও থাকে। সুতরাং মাঝারী কৃষক গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শুধু অংশ গ্রহণই করে না সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করতে আপত্তি করে না। মাঝারী কৃষকরা প্রলেতারিয়েতদের নির্ভরযোগ্য মিত্র। মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কৃষি-বিপ্লবে কর্মপন্থার দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং একমাত্র এই ভাবেই জমিদারদের প্রতিরোধ সক্রিয়ভাবে রুখতে পারা যায়। তাছাড়া, কৃষি-বিপ্লবের পর, মাঝারী কৃষকরাই গ্রামাঞ্চলের মানুষদের একটা বড় অংশ। সমস্ত কর্মপন্থায় তাদের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকতে হবে। তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। মাঝারী কৃষকদের স্বার্থক্ষুন্নকারী যে কোন প্রকারের কাজকে প্রবলভাবে বাধা দিতে হবে।

ধনী কৃষকরা জমির মালিক এবং সাধারণভাবে প্রচুর উৎপাদনের উপকরণ তাদের আয়ত্তে। যদিও সে নিজে শ্রম করে কিন্তু সে ভাড়াটে শ্রমিকদের শোষণ করে, তেজারতি ব্যবসা ও জমির খাজনা থেকে জীবিকার বৃহদংশ অর্জন করে। ধনী কৃষক আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষক কিন্তু কিছু সময়ের জন্য তাদের এই উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন থাকতে পারে। ধনী কৃষক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে অথবা নিরপেক্ষ থাকতে পারে। সুতরাং ধনী কৃষকদের প্রতি

নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করতে হবে, ধনী কৃষকদের অর্থনীতিকে উৎখাত করার প্রবণতাকে বিরোধিতা করতে হবে ও তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে।

জমিদার জমির মালিক, সে নিজেকে শ্রমের কাজে নিযুক্ত রাখে না এবং কৃষকদের শোষণ করেই বেঁচে থাকে। জমিদাররা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় শোষণ ও অত্যাচার চালায় এবং তারা চীনে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রধান সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ। শ্রেণী হিসাবে, জমিদাররা চীনা সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রবলভাবে বিপ্লবের বিরোধিতা করে। সুতরাং শ্রেণী হিসাবে জমিদারদের উৎখাত করা কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দেওয়ার নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের সংরক্ষণ করার কর্মপন্থা ও নীতি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি মৌলিক নীতি, সাম্রাজ্যবাদকে ও সামন্তবাদকে প্রতিরোধের জন্য এবং বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এই নীতির প্রয়োজন।

কৃষি-বিপ্লবের এই কর্মপন্থা সম্পূর্ণ সঠিক। তথ্য প্রমাণ করে যে এই নীতি যে সব অঞ্চলে অনুসৃত হয়েছে সেখানে সাধারণ মানুষের সমাবেশ ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিনাশ সম্ভব হয়েছে এবং কৃষি-সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালানো গিয়েছে।

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত, চিঙকাঙ পর্বতে অবস্থান কালে এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির কৃষি সংক্রান্ত কর্মপন্থা কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে বিপ্লবী কার্যকলাপ জনসাধারণের সৃজনশীল অভিজ্ঞতাকে পর্যালোচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথমতঃ, কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলে কৃষি-সংস্কার পর্বে জমি বন্টনের সুরুতে গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক মৌলিক স্তরে জমি পর্যবেক্ষণ করা হয়; পর্যবেক্ষণে মোট জমির পরিমাণ, জনসংখ্যা ও মাথাপিছু জমি বন্টনের হার নির্ণয় করা হয়। জনসভায় আলোচনা করা হয় ও অনুমোদন নেওয়া হয়।

সিয়াঙকে (টাউনশিপ্) ইউনিট ধরে জনসংখ্যানুসারে জমি সমান ভাবে বণ্টন করা হয়। জমির বর্তমান কর্ষককে জমি বন্টন করা ও জমির পরিমাণ ও গুণগত ভাবে পুনর্বিন্যাস করার নীতির উপর ভিত্তি করে বন্টন ঠিক হয়। কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলে কৃষি-সংক্রান্ত কর্মপন্থার এইটাই ছিল মৌলিক নীতি।

দ্বিতীয়তঃ, কতটা জমি বাজেয়াপ্ত করা যায় এবং মালিকানা সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে সমস্যা। শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকার দুটি কৃষি-আইন প্রণয়ন করে, যথা, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রণীত চিঙকাঙ পার্বত্যাঞ্চলীয় কৃষি আইন এবং ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত সিঙকুয়ো জেলা কৃষি আইন। পূর্বোক্ত আইনে কেবল মাত্র সরকারী জমি ও জমিদারদের জমি শুধু নয়, সমস্ত জমিই বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চিঙকাঙ পর্বত থেকে দক্ষিণ কিয়াংসীতে অবস্থিত সিঙকুয়োতে লাল ফৌজ পেঁছানোর পর, নতুন কৃষি আইনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়ঃ "সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত" করার জায়গায় "সরকারী জমি ও জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত" করার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়।

মালিকানার ব্যাপারে, এই দুই আইনেই বলা হয় যে জমি সরকারের, কৃষকদের নয়। অর্থাৎ জমিদারদের জমির মালিকানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিবর্তিত হয়। এই সমস্যার

সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয় সমস্ত রকমের জমি কেনাবেচা নিষিদ্ধকরণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কৃষকরা জমির মালিক না হয়েও তারা জমি ভোগ করে। কিন্তু ১৯৩০ সালে আইনের শর্তাদি পরিবর্তিত হয়, এবং জমির মালিকানা কৃষকদের নিজ হাতে চলে যায়, অর্থাৎ কৃষকদের জমি বিক্রী করার ব্যাপারে সরকারী কোন নিষেধ থাকছে না!

তৃতীয়তঃ, কৃষি বিপ্লবের সময়ে মাঝারী অথবা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ব্যক্তিদের সপক্ষে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে লাল ফৌজের সাধারণ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক ঘোষণায় বলা হয় যে "শহরের যে সব ব্যবসায়ীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধীরে ধীরে তাদের স্বল্পবিত্ত সঞ্চয় করেছে, তারা যতক্ষণ সরকারকে মান্য করবেন, তাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না।" এবং "অতিরিক্ত লেভি এবং অত্যধিক কর তুলে দেওয়া হবে।" এদের প্রতি পার্টির এই ছিল সংরক্ষণের নীতি।

কৃষি-সংস্কার ব্যাপারে, দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুররা অর্থনৈতিকভাবে ও রাজনীতি-গত ভাবে লাভবান হয়। সংখ্যাগুরু এসব লোকজনদের জমি দেওয়া হয়, যা থেকে তাদের মূল অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা হয়। প্রাক-বিপ্লবের সমস্ত ঋণ মকুব করা হয়। তাদের রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ ও সুবিধাকে বহুদূর ছাড়িয়ে যায়, কারণ তখন তাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা।

যথেষ্ট জমি যাদের ছিল না সেইসব মাঝারী কৃষকদের স্বার্থে সমভাবে জমির পুনর্বণ্টন করা হয় এবং এদের বহু কৃষক জমি পুনর্বণ্টনের পর আরও বেশী জমি পায়। তারা রাজনীতিগত ভাবেও উপকৃত হয়, কারণ তারা দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে সরকারে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি পায়। জেলা বা শহরভিত্তিক স্তরে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশই মাঝারী কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত।

শহরভিত্তিক সরকারী প্রতিষ্ঠানে, বিপ্লবোত্তর শ্রমিক ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে, প্রধান কর্মীরা (ক্যাডার) ছিল দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেতমজুর। সবচেয়ে বিপ্লবী গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের কেন্দ্র করে গঠিত এটা ছিল মেহনতি মানুষের সরকার।

বিপ্লবী ঘাঁটি সমূহ সদাসর্বদা শত্রুপরিবেষ্টিত থাকার দরুন গ্রামগুলিকেও শহরকে সামরিকভাবে গঠন করা হয়। প্রত্যেক শহরে, ৮ থেকে ৫০ বছরের প্রতিটি ব্যক্তিকে বয়স অনুসারে হয় বালক বাহিনীতে, তরুণ কর্মীবাহিনীতে অথবা লাল রক্ষীবাহিনীতে (রেডগার্ড) যোগ দিতে হত। তাদের কাজ ছিল রক্ষী ও শান্ত্রী হিসাবে তাদের নিজেদের আবাস রক্ষা করা এবং এর জন্য তারা প্রয়োজনীয় সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা পেত।

এই গণ-সামরিক সংস্থাগুলি লালফৌজে সৈনিক সংগ্রহের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এই সব সংস্থা থেকে লাল ফৌজ নতুন করে সামরিক সাহায্য ও সম্প্রসারণ করার পথ খুঁজে পেত।

৬। লাল ফৌজ গঠন, লাল ফৌজের রণনীতি ও রণকৌশল রচনার মূলনীতি। কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলে চিয়াঙ কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রথম তিনটি বেষ্টনী অভিযান চূর্ণ করা হয়। চীনা বিপ্লবের নতুন উত্থান।

সশস্ত্র সংগ্রামের ফল বিপ্লবী ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা। সশস্ত্র সংগ্রামে জয় ছাড়া বিপ্লবী ঘাঁটি সুদৃঢ় করা, সম্প্রসারণ করা ও কৃষি-বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। বিপ্লবী সংগ্রামে জয়ের জন্য আবশ্যক পুরানো বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক গণ-

বিপ্লবী বাহিনী এবং এই বাহিনীকে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশলের নির্দেশাধীন থেকে লড়াই চালাতে হয়েছিল। এই যুগে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক লাল ফৌজ গঠন ও লাল ফৌজের রণনীতি ও রণকৌশলের মূল নীতি সুসম্বদ্ধভাবে ও সর্বজনবোধগম্য করে রচিত হয়। অন্যান্য সামরিক তত্ত্ব সহ এই সব মূল নীতি কমরেড মাও সে-তুঙের প্রতিনিধিত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সামরিক কর্মপন্থা হিসাবে রচিত হয়।

প্রথমতঃ, লাল ফৌজ গঠনের মূল নীতি কি কি ?

লাল ফৌজ প্রলেতারীয় আদর্শের দ্বারা চালিত হবে, গণ-সংগ্রামে কাজ করবে এবং ঘাঁটি স্থাপনে সাহায্য করবে। লাল ফৌজ গঠনে এটিই মৌলিক তত্ত্ব।

এই মৌলিক তত্ত্ব অনুযায়ী, লাল ফৌজের উপর পার্টি-নেতৃত্বকে সাংগঠনিকভাবে, রাজনীতিগত ভাবে ও আদর্শগত দিক থেকে সুনিশ্চিত করতে হবে। লাল ফৌজের বিভিন্ন স্তরে পার্টি সংগঠন গঠন করে এবং রাজনৈতিক কমিসার নিয়োগ পদ্ধতি কার্যে পরিণত করে পার্টি লাল ফৌজের উপর দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব পরিচালনা করবে এবং লাল ফৌজকে সুনিশ্চিতভাবে পার্টির কর্মসূচী ও কর্মপন্থা কার্যকর করতে সক্ষম করে তুলবে। একই সঙ্গে, লাল ফৌজের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপের পদ্ধতি চালু করা ও তাকে শক্তিশালী করা হবে। এর কাজ হল পার্টির কর্মসূচী ও কর্মপন্থায় লাল ফৌজকে শিক্ষিত করে তোলা, লাল ফৌজের অন্তর্গত প্রলেতারীয় মতাদর্শের বিরোধী ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং লাল ফৌজের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শসম্মত চেতনার স্তর ও লড়াইয়ের ক্ষমতা বাড়ানো।

পুনরায়, এই তত্ত্বের সঙ্গে সমতা রেখে, বিপ্লবী লড়াই চালানোর ব্যাপারে কৃষকদের উপর নির্ভর করতে হবে। কৃষকদের মেরুদণ্ড করে সেনাবাহিনী গঠন এবং গ্রামীণ জেলাসমূহে ব্যাপক গণ-গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্য বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে। সুতরাং, লাল ফৌজের কাজ শুধু লড়াইয়ের মধ্যে সীমিত থাকছে না। জনগণের মধ্যে আন্দোলন করা, তাদের সংগঠিত করা, তাদের সশস্ত্র করা, বিপ্লবী সরকার গঠন করতে সাহায্য করা ও পার্টি গঠন করা প্রভৃতি লাল ফৌজের কাজের অন্তর্গত হতে হবে। এ সবের উপরে লাল ফৌজের কাজ ছিল অর্থ সংগ্রহ করা। লড়াই করা, জনগণের মধ্যে কাজ করা এবং অর্থ সংগ্রহ করা—এই তিনটি কাজ লাল ফৌজের অবশ্যকরণীয়।

লাল ফৌজকে সামরিক ও রাজনৈতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক, সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক এবং পদস্থকর্মচারী ও সাধারণ সৈনিকের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করার কাজও অবশ্যই করতে হবে। শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করা ও যুদ্ধবন্দীদের স্বপক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে লাল ফৌজ সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।

মাও সে-তুঙ-এর লাল ফৌজ গড়ে তোলার মৌলিক তত্ত্বই সমস্ত নীতিগত পদ্ধতির জন্ম দেয়, ফলে লাল ফৌজ অজেয় শক্তি হিসেবে দেখা দেয় এবং এই বিপ্লবী ফৌজ অন্য যে কোন ফৌজ থেকে ভিন্ন চরিত্রে রূপ পায়।

লাল ফৌজের রণনীতি ও রণকৌশলের মূল নীতি কি কি ?

কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের বৈপ্লবিক যুদ্ধের চারটি বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে আলোচনা করেছেন: (১) চীন এক বিরাট আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, রাজনীতিগতভাবে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তার অসম বিকাশ ঘটেছে ও সাম্প্রতিক বিরাট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছে এই চীন; (২) শত্রু অধিক শক্তিশালী, (৩) লাল ফৌজের দুর্বলতা ও

ক্ষুদ্রায়তন; (৪) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও কৃষি-বিপ্লব। একদিক থেকে এই সব বৈশিষ্ট্য লাল ফৌজের সম্প্রসারণ ও তার শত্রুকে পরাস্ত করার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে; অপরদিকে এই সব বৈশিষ্ট্য আবার লাল ফৌজ দ্রুত বাড়ার ও সত্বর শত্রুকে পরাস্ত করার অসম্ভব দিকও সূচিত করে। বস্তুতঃ, এ সব ভুলভাবে পরিচালিত হলে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও নির্দেশ করে। মৌলিক রণনীতি ও রণকৌশলের নীতি এই সব বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত এবং তা হচ্ছেঃ জনযুদ্ধ করার জন্য জনগণের উপর নির্ভরতা, লড়াইয়ের প্রধান রূপ হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ অথবা গেরিলা ধরনের চলমান যুদ্ধ পরিচালনা করে রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সত্বর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চালনা করা, পৃথক পৃথক অভিযানে রণনীতির দিক থেকে স্বল্প সৈন্যের দ্বারা বহুকে পরাস্ত করা কিন্তু বহু সৈন্য সমাবেশ করে শত্রুর অল্প সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে ঘায়েল করা লাল ফৌজের পক্ষে আবশ্যক।

যেমন উপরে উল্লিখিত, শত্রুসৈন্য যেখানে প্রবল ও বৃহৎ কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং লাল ফৌজ যেখানে দুর্বল এবং ক্ষুদ্র কিন্তু জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সে অবস্থায় অস্তিত্ব বজায় রাখা, জয়লাভ করা, আরও বিকাশ ঘটানো লাল ফৌজের পক্ষে অসম্ভব হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাল ফৌজ শত্রুর দুর্বলতা এবং স্বপক্ষের সুযোগ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার না করতে পারে। সুতরাং প্রবলতর শত্রু নির্মূল করতে লাল ফৌজ নিশ্চয়ই স্থানীয় বাহিনীর সঙ্গে তার প্রধান বাহিনীর যোগাযোগ রেখে, অর্থাৎ গেরিলাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত বাহিনী ও নিরস্ত্র জনগণের সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর সংযোগ স্থাপন করে এক জনযুদ্ধ পরিচালনা করে।

লাল ফৌজের পক্ষে প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের প্রধান রূপ হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ ও গেরিলা চরিত্রের চলমান যুদ্ধ গ্রহণ করা। সামরিক বিজ্ঞানে মাও সে-তুঙের সবচেয়ে বড় অবদান রণনীতির স্তরে গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। তিনি বলেনঃ

> গেরিলা যুদ্ধ কি? এ হচ্ছে অনগ্রসর দেশে, বড় আধা-ঔপনিবেশিক দেশে, দীর্ঘ দিন ব্যাপী, সশস্ত্র গণবাহিনীর পক্ষে, সশস্ত্র শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করতে এবং তাদের নিজেদের সুরক্ষিত আশ্রয় নির্মাণ করতে গেরিলা যুদ্ধ অপরিহার্য, গেরিলা যুদ্ধ সংগ্রামের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট রূপ[৬]।

শেষ সীমা পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ সম্প্রসারণ করা, এবং তারপর বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় ও শক্তিবৃদ্ধির পর, গেরিলা যুদ্ধকে নিয়মিত যুদ্ধে পরিণত করা হচ্ছে সঠিক নীতি। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় ইতিমধ্যেই নিয়মিত যুদ্ধের দিকে গেরিলা যুদ্ধের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে লাল ফৌজ তখনও গেরিলা ধরনে চলমান যুদ্ধ পরিচালনা করছে।

যেহেতু শক্তির ক্ষেত্রে লাল ফৌজ শত্রু অপেক্ষা দুর্বল, সেহেতু দ্রুত বিজয়লাভ অচিন্তনীয়। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতি অনুসরণ করা, এবং ক্রমশঃ শক্তির প্রতিকূল ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটানো একান্ত আবশ্যক। সামরিক তৎপরতা ও কৌশল-গত নীতি হবে ঠিক বিপরীত—আত্মরক্ষামূলক নয়, দ্রুত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। এর বহু কারণ ছিল। প্রথম, লাল ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র পুনঃ পরিপূরনের বিশেষতঃ যুদ্ধোপকরণের কোন উৎস ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক পরিমাণে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর অস্তিত্ব। যদি একের বিরুদ্ধে লাল ফৌজ দ্রুত জয়লাভ করতে অপারগ হয়,

সেই আক্রান্ত বাহিনীকে উদ্ধারের জন্য একত্রে ছুটে আসত অন্য বাহিনীগুলি। তৃতীয়তঃ, একটি "আবেষ্টনী অভিযান" চূর্ণ করার পর, আরও ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন সামরিক তৎপরতা চালানোর জন্য লাল ফৌজকে দ্রুত তৈরী হতে হত। এই সব ও অন্যান্য কারণের জন্য একটি অভিযানে সত্বর সিদ্ধান্তের আবশ্যক হত। দীর্ঘস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ লাল ফৌজের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। রণনীতির দিক থেকে স্বল্প সৈন্য নিয়ে বহুকে পরাস্ত করা এবং রণকৌশলের দিক থেকে বহুসৈন্য নিয়ে অল্পকে ঘায়েল করা—এর জন্য প্রয়োজন হত লাল ফৌজ কর্তৃক যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রতিটি লড়াইয়ে সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্যের জন্য বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা, এইভাবে তার নিজের শক্তি সংরক্ষণ করা ও শত্রু উৎখাত করা এবং পরিণামে চরম যুদ্ধে জয়লাভ করা।

কমরেড মাও সে-তুঙই চীনের বিপ্লবী যুদ্ধে এই সব বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কর্তা এবং এর থেকে তিনি বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল রচনা করেন।

এই সব রণনীতি ও রণকৌশলগত সঠিক নীতি ক্রমশঃ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। চিঙকাঙ পর্বতে অবস্থানকালীন সংগ্রামের সময়, কমরেড মাও সে-তুঙ বিখ্যাত গেরিলাযুদ্ধ নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করেন, যেমন "জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের মধ্যে সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দাও, এবং শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কর" ; এবং "শত্রু এগিয়ে এলে আমরা পিছু হটব ; শত্রু থামলে তাদের আমরা ব্যতিব্যস্ত করব" ; "শত্রু পরিশ্রান্ত হলে আমরা তাদের আক্রমণ করব ; শত্রু পিছু হঠলে আমরা তাদের অনুসরণ করব।" ছোট ছোট ঘাঁটি এলাকা থেকে গেরিলা-যুদ্ধে রত ছোট ছোট ইউনিটগুলির পক্ষে পূর্বোক্ত নীতি পালনীয়। "সমগ্রকে কতগুলি অংশে ভাগ করা" এবং ঐ অংশগুলিকে "সংগ্রহ করে সমগ্রতে পরিণত করা"— এই পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে। রণনীতিগতভাবে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক এ দুটি পর্যায়, এবং আত্ম-রক্ষামূলক সংগ্রামে রণনীতির দিক থেকে পিছু হঠা ও প্রতি-আক্রমণ করা এ দুটি পর্যায় শেষোক্তটির অন্তর্গত। সে সময়ের অবস্থার উপযোগী ছিল এই সরল ও মৌলিক নীতি, এবং এই নীতিগুলি লাল ফৌজের গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার জন্য রচিত। ছোট ছোট গেরিলা ইউনিট থেকে লাল ফৌজের বড় বড় গেরিলাবাহিনী বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এবং কিয়াংসী মধ্য অঞ্চল কর্তৃক প্রতি-আবেষ্টনী অভিযান চালানো-কালীন সময়ে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের সম্প্রসারণ ও সুসংবদ্ধকরণ সহ, অন্যান্য মৌলিক নীতি উপস্থাপিত করা হয়, যেমন, "গভীরে শত্রুবাহিনীকে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করা," সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করা, চলমান যুদ্ধ পরিচালনা করা, দ্রুতসিদ্ধান্তের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও শত্রু নিশ্চিহ্নকরণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা।

প্রথম, গভীরে শত্রুবাহিনীকে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করা, অথবা রণনীতি সম্মত-পশ্চাদপসরণ। প্রবলতর শত্রুবাহিনীর সম্মুখে, নিজ দুর্বল শক্তি অক্ষুন্ন রাখা ও প্রতি-আক্রমণে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য শুভ মহুর্তের অপেক্ষায় থাকা, এ ধরনের সুপরি-কল্পিত রণকৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতি-আক্রমণে শত্রুকে পেটানো। প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে অনুকূল এবং শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল কিছু অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যই করণীয়। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, নিম্নে বর্ণিত অবস্থায় না আসা পর্যন্ত প্রতি-আক্রমণ কোন-মতেই সুরু করা উচিত নয়ঃ এমন অঞ্চল বেছে নিতে হবে যেখানে জনসাধারণ সবচেয়ে, অথবা অপেক্ষাকৃত, বেশী পরিমাণে

সহযোগিতা করবে; সামরিক তৎপরতার জন্য অনুকূল ভূ-খণ্ড বেছে নিতে হবে এবং শত্রুর দুর্বল স্থানগুলি খুঁজে বার করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা। শত্রুবাহিনীর ও গণবাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ে অগ্রগমনে ও পশ্চাদপসরণে এবং আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তন করার জন্য সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক যাতে রণনীতিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রবলতর শত্রুবাহিনীকে রণকৌশলের দিক থেকে দুর্বলতর করা এবং উদ্যোগহীন করা যায়। স্বভাবতঃই, সমস্ত সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন নেই, কারণ সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক কার্যকলাপের জন্য সম্পূর্ণ অথবা অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য বজায় রাখা; এই হেতু, শত্রুকে রোখার ব্যাপারে অথবা সাহায্যকারী অভিযানে গণবাহিনীর একাংশ নিয়োগ করার প্রয়োজন হতো।

তৃতীয়তঃ, লাল ফৌজের সামরিক তৎপরতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চলমান যুদ্ধ এবং অবস্থানমূলক যুদ্ধ না করা। এর কারণ লাল এলাকার আঞ্চলিক ক্ষুদ্রতা, সংখ্যায় ও অস্ত্র-শস্ত্রে লাল ফৌজের বহুল পরিমাণে অপ্রতুলতা এবং প্রতিটি ঘাঁটি অঞ্চলে সব রকমের লড়াই চালানোর জন্য লালফৌজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র সেনাদল। সেহেতু অবস্থানমূলক লড়াই মূলতঃ লালফৌজের পক্ষে অনুপযোগী। তা হলেও অবস্থানমূলক লড়াইয়ের প্রশ্নটিকে একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। রণনীতিগতভাবে কিছু কিছু প্রধান জায়গা দখলে রাখতে গিয়ে দৃঢ়ভাবে রক্ষণাত্মক সংগ্রামের সময়, এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী আক্রমণাত্মক সংগ্রামের সময় অবস্থানমূলক লড়াই প্রয়োজন ও সম্ভব।

চতুর্থতঃ, প্রতি খণ্ড যুদ্ধ পরিচালনা কালে দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক খণ্ড যুদ্ধের, কয়েকঘণ্টা অথবা এক বা দু'দিনের মধ্যে, পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। "শত্রুকে অবরোধ করে তার সাহায্যার্থে প্রেরিত সেনাবাহিনীর উপর আঘাত করার" রণকৌশল অনুযায়ী, আক্রমণমূলক সামরিক কার্যকলাপ চালানোর ব্যাপার কিছুটা মাত্রায় বিলম্বিত করানোর প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই কৌশলের লক্ষ্য অবরুদ্ধ শত্রুকে পরাস্ত করা নয়, তার লক্ষ্য হবে সাহায্যার্থে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে পরাভূত করা, এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

পঞ্চমতঃ, বস্তুতঃ শত্রুর নিকট থেকে লাল ফৌজের সবরকম সামরিক সরবরাহ পেতে হয় বলে লাল ফৌজ কর্তৃক শত্রুকে নির্মূল করা প্রয়োজন। কেবলমাত্র শত্রুর ফৌজী শক্তিকে ধ্বংস করেই লাল ফৌজ তার শক্তি পরিপূরণ করতে পারে।

লালফৌজের সামরিক নীতিতে এসব তত্ত্ব নতুনভাবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তত্ত্বসমৃদ্ধ ও আকৃতিগতভাবে পরিবর্তিত করে, কিন্তু মূলতঃ চিঙকাঙ পর্বতে অবস্থানকালীন যুদ্ধের সময় এই তত্ত্বগত নীতিকেই রূপদান করা হয়।

চারটি প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানে লাল ফৌজের অর্জিত সাফল্য সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করে যে, কমরেড মাও সে-তুঙ প্রণীত রণনীতি ও রণকৌশলের সম্পর্কে পথনির্দেশক নীতিসমূহকেই অবস্থানুযায়ী লাল ফৌজ লড়াইয়ের সময় যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছে।

একপক্ষে চিয়াঙ কাই-শেক ও অপর পক্ষে ইয়েন সি-শান ও ফেঙ ইয়ু-সিয়াঙের মধ্যে যুদ্ধ অবসান হওয়ার পর, ১৯৩০ সালের শীতকালে প্রথম প্রতি-আবেষ্টনমূলক

অভিযান সুরু হয়। লাল ফৌজ ইতিমধ্যে নানা আয়তনের বহু বিপ্লবী ঘাঁটি-অঞ্চল স্থাপন করেছে। সশস্ত্র গণবাহিনী ও জনগণের শাসনাঞ্চলের এই বিস্তৃতিতে ভয় পেয়ে, চিয়াঙ কাই-শেক মধ্য কমিউনিস্ট অঞ্চল আক্রমণের জন্য এক লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী পাঠান।

লু তি-পিঙ নামক এক প্রধান সেনাপতির অধিনায়কত্বে, শত্রুবাহিনী কিয়াংসীর অন্তর্গত চিয়ান এবং ফুকিয়েনের অন্তর্গত চিয়েন্নিঙের সীমা রেখার নীচু দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়। লাল ফৌজের সৈন্যসংখ্যা তখন ৪০,০০০ মত, এবং সে বাহিনী তখন কিয়াংসীর নিঙতু জেলায় অবস্থান করছিল।

কারণ কোন শত্রু ডিভিসনই চিয়াঙের নিজস্ব সৈন্য ছিল না। সাধারণ অবস্থা খুব একটা বিপজ্জনক ছিল না। চ্যাঙ হুই-সান (ইনি একই সময়ে ফিল্ড কম্যাণ্ডার) এবং তান তাও-য়ুয়ানের দুটি ডিভিসন দিয়ে "আবেষ্টনকারী সেনাবাহিনীর" প্রধান সেনাদল গঠিত, এবং তারা যথাক্রমে লুঙকাঙ এবং য়ুয়ানতাউতে অবস্থান করছিল। লালফৌজের অবস্থিতির সন্নিকটেই ছিল লুঙকাঙ-য়ুয়ানতাউ সেক্টর। লাল ফৌজের অধিকাংশই লুঙকাঙে সমবেত ছিল, কারণ সেখানকার জনসাধারণের মনোভাব ছিল বিপ্লবের অনুকূলে এবং ঐ ভূ-খণ্ড সামরিক তৎপরতার পক্ষে খুবই উপযোগী।

১৯৩০ সালে ২৭শে ডিসেম্বর প্রতি-আক্রমণ সুরু হয়। লাল ফৌজের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে হঠাৎ আক্রমণের ফলে চ্যাঙের সেনাদলকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়। তারপরই তাদের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবণ সুরু হয়। ১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী প্রতি-আক্রমণের অবসান ঘটে। দেড় ডিভিসন সৈন্যকে অকেজো করে দেওয়া হয় এবং চ্যাঙ হুই-সানকে বন্দী করা হয়। এই ভাবে প্রথম আবেষ্টন অভিযান শেষ হয়।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে চিয়াঙ ২০০,০০০ সৈন্যের আর এক বাহিনী মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে পাঠায়। হো ঈঙ-চিনকে প্রধান সেনাপতি করে "প্রতিপদক্ষেপে সংহতি," এই রণকৌশল শত্রু গ্রহণ করে এবং চিয়ান থেকে চিয়েন্নিঙ ৪০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তার করে।

প্রথম অভিযানের মত, দ্বিতীয় অভিযানেও চিয়াঙের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল না। প্রায় ত্রিশ হাজারের মত সৈন্য নিয়ে লাল ফৌজ অবরোধকারী শত্রু বাহিনীর দুর্বল জায়গায় আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন ওয়াঙ চিন-ইউয়ের বাহিনী। পরিকল্পনা করা হল যে ওয়াঙের ফুতিয়েন সেক্টর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এবং তারা চলতে আরম্ভ করলেই তার বাহিনীকে নির্মূল করতে হবে।

১৯৩১ সালে ১৬ই মে অভিযান সুরু হয়। ওয়াঙ চিন-ইউ ফুতিয়েন থেকে টুংকুর দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করলে, লাল ফৌজ তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে লাল ফৌজ ফুতিয়েন থেকে বেরিয়ে এসে অন্যান্য শত্রু সেনাদলের উপর বারবার আক্রমণ করে, এবং কিয়াংসী-ফুকিয়েন সীমান্তে চিয়েন্নিঙ-তাইনিঙ সেকটরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৩১ সালে ১৬ই মে থেকে ৩০শে মে পর্যন্ত পনের দিনের অভিযানে, লাল ফৌজ পায়ে হেঁটে ৩৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পরিক্রমা করে, পাঁচটি খণ্ড যুদ্ধ চালায়, চারশ কিলোমিটারের যুদ্ধ-ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সাফ করে, এবং ত্রিশ হাজারের উপর শত্রুবাহিনী নির্মূল করে। এভাবে দ্বিতীয় আবেষ্টনী অভিযান চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

১৯৩১ সালে জুলাই মাসে, চিয়াঙ কাই-শেক লাল ফৌজকে ঘিরে ফেলার জন্য তৃতীয়বার চেষ্টা করে। এই অভিযানে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করা হয় এবং চিয়াঙ কাই-শেক স্বয়ং সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করে। যথাক্রমে হো ঈঙ-চিন, চেন মিঙ-শু এবং চু শাঙ-লিয়াঙের অধিনায়কত্বে তিনটি সারিতে বিভক্ত হয়ে মধ্য কমিউনিস্ট অঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ করে। এক লক্ষ সৈন্যের প্রধান বাহিনী চিয়াঙের ব্যক্তিগত সৈন্যদল নিয়ে গঠিত। এর পর হল চেন মিঙ-শুয়ের সেনাদল। অন্যান্য সেনাদল ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল।

কান নদীর দিকে লাল ফৌজকে ঠেলে নিয়ে সেখানে তাকে নির্মূল করার অভিপ্রায়ে, শত্রু সামনাসামনি লড়াইয়ের রণনীতি গ্রহণ করে। অনেক কঠিন লড়াইয়ের পর, এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে অথবা বদলী বাহিনীর অপেক্ষায় না থেকে, লাল ফৌজ সিঙ-কুয়োতে পুনরায় একত্র হওয়ার জন্য চিয়েন্নিঙের দিকে ঘোরা পথে চলে যায়। লাল ফৌজ তখনও শত্রুর প্রধান বাহিনীকে এড়িয়ে যাওয়া এবং দুর্বলতম জায়গাগুলিকে আঘাত করার রণকৌশল গ্রহণ করে।

শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাল ফৌজ ঘাঁটি অঞ্চলগুলির অনুকূল পরিবেশকে সম্পূর্ণ কাজে লাগায়। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে, লাল ফৌজ, শত্রুর প্রধান বাহিনীর নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার পর, লিয়েনতাঙের দিকে, গতিপরিবর্তন করে এবং পর পর তিনটি খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হয়। শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারের উপর।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসরমান শত্রুপক্ষের প্রধান বাহিনী বড় রকমের নিবিড় আবেষ্টনের মধ্যে লাল ফৌজকে পেষণ করার জন্য পূর্বদিকে গতি-পরিবর্তন করে কিন্তু লাল ফৌজ আরেকবার শত্রুপক্ষকে কৌশলে পরিহার করে বিশ্রামের জন্য সিঙকুয়োর সীমানায় একত্র হয়। সে সময়ের মধ্যে শত্রুবাহিনী ক্ষুধার্ত, অবসন্ন হয়ে নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলে, তাদের পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তাদের পিছু হঠার সময়, লাল ফৌজ কর্তৃক প্রচণ্ডভাবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এবং আক্রান্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে, আগেকার অভিযানগুলির মত, তৃতীয় আবেষ্টন অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শত্রুবাহিনীর তিনটি আবেষ্টন অভিযানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট সরকার চিয়াঙ কাই-শেকের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চূর্ণ করে দেয়, এ সব আক্রমণে চিয়াঙ কয়েকশ হাজার আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। কমিউনিস্ট সরকার অবিচলিত থেকে নিজেকে সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করে তার ক্ষমতা প্রমাণ করে।

*   *   *

প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে গ্রাম অঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপন করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাই কমিউনিস্ট সরকার গঠন সম্বন্ধে কমরেড মাও সে-তুঙের মৌলিক আদর্শ। ক্ষমতা সঞ্চয় করে লাল ফৌজ গ্রামাঞ্চলের জেলাসমূহ থেকে শহর ঘিরে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে যাতে সমগ্র দেশে বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা যায়।

দেশব্যাপী বিপ্লবের কাল সমাগত—এই বিশ্বাসের উপর ভর করে বিপ্লবী সরকার গঠনের পূর্বে জনগণকে স্বমতে টেনে আনার সপক্ষে ওকালতি করার তত্ত্ব, অন্য কথায়, জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য এবং জাতীয় সরকার গঠনের জন্য জনগণকে সংগঠিত

করার তত্ত্ব কমরেড মাও সে-তুঙ বর্জন করেন। বহু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র চীন তখনও একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যর্থতা থেকে প্রধানতঃ এই ভুল তত্ত্ব জন্মলাভ করে।

কমরেড মাও সে-তুঙ কমিউনিস্ট সরকারকে আধা-ঔপনিবেশিক দেশে প্রলেতারিয়েতে নেতৃত্বে কৃষক সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ বলে গণ্য করেন এবং তিনি সমগ্র দেশে বৈপ্লবিক জোয়ারের উত্থান দ্রুততর করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট সরকারকে প্রধান উপাদান হিসাবে বিবেচনা করেন। "একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" নামক তার এক নিবন্ধে এই বিষয়টিকে বিশদভাবে পরিষ্কার করেন।

> কেবলমাত্র এইভাবে আমরা দেশব্যাপী বিপ্লবী জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি, ঠিক এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমগ্র বিশ্বে সমগ্র বিপ্লবী জনগণের বিশ্বাস অর্জন করেছে। কেবলমাত্র এইভাবে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারি, তাদের ভিত নড়াতে পারি এবং তাদের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা ত্বরান্বিত করতে পারি। এবং কেবলমাত্র এইভাবে আমরা বাস্তবিকপক্ষে আসন্ন বিরাট বিপ্লবে প্রধান অস্ত্র হিসাবে লালফৌজকে গঠন করতে পারি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এইভাবে আমরা বৈপ্লবিক উত্থান ত্বরান্বিত করতে পারি[৭]।

এইভাবে কমিউনিস্ট সরকার ১৯২৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিজয়ের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, এবং, আরও বেশীভাবে বলতে গেলে, নিজেকে সম্প্রসারিত ও দৃঢ় করে এবং বিপ্লবকে ঊর্ধ্ব গতিসম্পন্ন করতে বড় রকমের উদ্যোগ সৃষ্টি করে। "একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ থেকে" যথার্থই দাবানল ঘটে গিয়েছিল "বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে"।

প্রতি-আবেষ্টনী অভিযানে অর্জিত সাফল্য চীনা বিপ্লবকে উচ্চ স্তরে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বামপন্থী বিচ্যুতির সংশোধন এবং দৃঢ়ভাবে বলশেভিকী-করণের পথ গ্রহণ।

(সেপ্টেম্বর ১৯৩১—ডিসেম্বর ১৯৩৫)

১। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং নতুন যুদ্ধের সংকেত।

১৯২৯ সালের শেষে এক বিধ্বংসী বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অভূতপূর্ব আকারে দেখা দেয়। তিন বছর ধরে এই সঙ্কট ক্রমাগতই খারাপের দিকে যায়। শিল্প সঙ্কট ও কৃষি সঙ্কট একসঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং উৎপাদনে সঙ্কট ব্যবসাগত

সঙ্কট ও আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে একাকার হয়, এবং এই সঙ্কট পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে।

১৯৩২ সালের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত উৎপাদন ১৯২৯ সালের উৎপাদনের ৫৩·৮ শতাংশে নেমে যায়, বৃটেনের ৮৩·৮ শতাংশে ; জার্মানীর ৫৯·৮ শতাংশে, এবং ফ্রান্সের ৬৯·১ শতাংশে নেমে যায়। অতীতের সঙ্কটকে এই সঙ্কট সময় ও গভীরতার দিক থেকে ছাপিয়ে যায়। অতীতে সঙ্কট এক বা দু বছরের বেশী সময় অতিক্রম করেনি, কিন্তু এই সঙ্কট ১৯৩২ সালের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পুঁজিবাদ দীর্ঘকাল ধরে জনগণকে শোষণ করে যে সম্পদ সঞ্চয় করেছিল, এই সঙ্কট তাকে নিঃশেষ করে দেয়। এর পূর্বে এরকম আর দেখা দেয়নি, এটি গভীরতম সঙ্কট ছিল।

এই অর্থনৈতিক সঙ্কট অভূতপূর্বভাবে স্থায়ী হবার ক্ষমতা দেখায়, কারণ পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের অবস্থা থেকে এই সঙ্কট উদ্ভূত। এই সাধারণ সঙ্কটের বৈশিষ্ট্য হল যে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি একমাত্র বিশ্ব-ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃতি হারায় এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-বিরোধী নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং দিন দিন শক্তিশালী হতে থাকে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় সঙ্কট। সমস্ত ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে প্রচণ্ড জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বহু ঔপনিবেশিক দেশে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রলেতারিয়েত ও তার রাজনৈতিক পার্টির হাতে চলে যেতে সুরু করে। একই সঙ্গে, জাতীয় পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এই সব ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে তার বিকাশ হয়। এবং পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে জাতীয় পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতা ঔপনিবেশিক বাজারের জন্য সংগ্রামকে তীব্র করে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প, পরিবহণ ও কৃষি উৎপাদন-ক্ষমতার অনেক নীচে কার্যকরী করা হত। এবং তার ফলে বেকারত্ব একটা বিরাট সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের পূর্বে, পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে সামরিক শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার চাঙ্গা থাকার সময় ক্ষমতানুযায়ী পরিপূর্ণভাবে শিল্পোদ্যোগগুলিতে উৎপাদন চালু রাখা ও বেকারের সংখ্যা কমানো সম্ভব ছিল ; কিন্তু এই সাধারণ সঙ্কটের সময়, এমনকি অপেক্ষাকৃত দ্রুত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ চালু রাখার সময়েও, বিভিন্ন উদ্যোগগুলির উৎপাদিকা শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়নি এবং বেকার-বাহিনীর সংখ্যাও নিয়ত বেড়েই যায়।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতার ও স্থায়িত্বের অতিরিক্ত আরও কারণ আছে। প্রথমতঃ, এই সঙ্কট সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচণ্ড আঘাত করে অথচ এদেশেই পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের অর্ধাংশেরও বেশী উৎপাদন হয়। ফলে, কিছু দেশের পক্ষেও অপর দেশগুলির স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে কৌশলে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, এই সঙ্কট সমস্ত কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে কৃষি-সঙ্কটের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে ও আরোও জটিলতার সৃষ্টি করে। তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্মিলিত সংস্থা (monopolist cartel) পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া দাম বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে। ফলে কার্টেল-বহির্ভূত উৎপাদকদের মধ্যে গণ-দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং সাধারণ ক্রেতাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না এবং বাজারে পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচার ব্যাঘাত ঘটে।

উৎপাদিকা শক্তির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ ইতিপূর্বে এমন আর কখনও দেখা যায়নি।

এই সময়, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যায়, এবং তার শিল্প ও কৃষির অগ্রগতি অব্যাহত রাখে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের পথে দৃঢ়বদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে, ও তার গুরু শিল্প সুদৃঢ় ভিত্তিতে বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

১৯৩১ সালে, যে বছরে জাপান চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সুরু করে, সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ১৯১৩ সালের প্রাক-যুদ্ধের স্তরের সঙ্গে তুলনায়, ২১৪.৭ শতাংশ বেড়ে যায়। জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উৎপাদনে শিল্পের অনুপাত ১৯১৩ সালে ৪২.১ শতাংশ থেকে ১৯৩১ সালে ৬৬.৭ শতাংশ বেড়ে যায়। সুতরাং শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। সমগ্র শিল্পজাত উৎপাদনের ৫৫.৪ শতাংশ ভারীশিল্প মারফৎ উৎপাদিত হয়। ভারীশিল্প সামগ্রিকভাবে শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সুনিশ্চিত মাপকাঠি হল পুঁজিবাদী ও ক্ষুদ্র উৎপাদন সেক্টরের উপর সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের জয়লাভ। এ দিক দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করেছিল। ১৯৩০ সালে বৃহদাকার শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদনের ৯৯.২ শতাংশ এসেছে সমাজতান্ত্রিক সেক্টর থেকে। শিল্পে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশেরও বিলুপ্তি ঘটেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে ; কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ খামার বড় রকমের জয়যুক্ত হয়েছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে একটি মাত্রই রাস্তা আছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি অগ্রসর হতে পারে, যথা, রাস্ট্রীয় খামার স্থাপনের মাধ্যমে বৃহদাকারে সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, ছোট ছোট কৃষককে যৌথ খামারের দিকে টেনে নিয়ে আসা এবং আধুনিক কৃষিসংক্রান্ত প্রযুক্তি-বিদ্যাকে কাজে লাগানো।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের পর থেকে, বিশেষ করে ১৯২৮ সালের সুরু থেকে যখন ফসলের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে তখন দৃঢ়বদ্ধ ভাবে পার্টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করে।

এই বিরাট কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন হয়েছে। যৌথ সমবায়ের অন্তর্গত কৃষক-পরিবার দেশের সমগ্র কৃষক-পরিবারের সংখ্যানুপাতে ১৯২৯ সালে ৩.৯ শতাংশ থেকে ১৯৩০ সালে ২৩.৬ শতাংশ এবং ১৯৩১ সালে ৫২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামীণ অঞ্চলে বিরাট পরিবর্তন এবং কৃষি যৌথ খামারের জয় লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এই যুগে পুঁজিবাদী দেশগুলি এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অর্থনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে এই পরিবর্তনের ফল হিসাবে অর্থনৈতিক বিকাশ হয় আর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যেকার বিরোধ, বিজয়ী দেশ ও পরাজিত দেশসমূহের মধ্যেকার বিরোধ, সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যেকার বিরোধ আরও তীব্র করে তোলে।

স্তালিন দেখিয়ে দেন যে বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে দুভাবে—স্ব স্ব দেশে প্রলেতারিয়েত ও অন্যান্য মেহনতি মানুষকে পদদলিত করে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসীবাদী একনায়কত্ব কায়েম করে এবং আত্মরক্ষার দিক থেকে অসমর্থ দেশসমূহের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে উপনিবেশগুলি ও প্রভাবাধীন অঞ্চল সমূহকে পুনর্বণ্টনের জন্য যুদ্ধের উস্কানি দেয়।

জাপান, তার সঙ্কীর্ণ ঘরোয়া বাজারে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাপানের শাসকশ্রেণী আক্রমণাত্মক যুদ্ধকেই তাদের একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করে। জাপ-সমরবাদীরা, ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চীন থেকে বিতাড়ন ও চীনকে উপনিবেশে পরিণত করার অভিপ্রায়ে, নয় শক্তিবর্গের সন্ধিচুক্তি (Nine Power Treaty) ছিঁড়ে ফেলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করে দেয়।

স্তালিন আরও দেখিয়ে দেন যে প্রলেতারিয়েতদের একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই পথ খুঁজে বার করতে হবে: "পুঁজিবাদী শোষণ ও যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতদের বিপ্লবের মাধ্যমে পথ খুঁজে নিতে হবে।"[১]

যখন চীনা প্রলেতারিয়েত এবং তাদের রাজনৈতিক দল জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনী যুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য নেতৃত্ব দেয়, তখন তারা জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করছিল।

২। জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের উত্তর-পূর্ব চীন দখল। সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার।

ইয়োরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ঘরোয়া ঝামেলায় ব্যস্ত এবং যখন চিয়াঙ কাই-শেক সরকার, সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে বৃটিশ-মার্কিন সাহায্যপুষ্ট হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের বিশাল বাজার দখল করার জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষায় দুর্বল চীনকে আক্রমণ করার এই সুযোগ গ্রহণ করে তারা সমগ্র দেশকে উপনিবেশে পরিণত করার জন্য উত্তর-পূর্ব চীনকে ঘাঁটি হিসাবে দখল করে যুদ্ধ সুরু করে দেয়।

১৯৩১ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব চীনে অবস্থানকারী জাপ-সেনাবাহিনী শেনিয়াঙের (মুকদেন) উপর হঠাৎ আক্রমণ সুরু করে। চিয়াঙ কাই-শেক চীনা সেনা-বাহিনীকে প্রতিরোধ না করার জন্য নির্দেশ দেয়। চিয়াঙের হুকুম অনুসারে শিনিয়াঙ ও উত্তর-পূর্ব চীনের অন্যান্য জায়গায় অবস্থিত সেনাদল চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে সরে আসে, এভাবে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের, তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল দখল করা সম্ভব হয়।

১৯৩২ সালের ২৮শে জানুয়ারী রাত্রিতে জাপ-সেনাবাহিনী শাংহাই দখল ও চীনকে উপনিবেশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শহরটিকে দ্বিতীয় ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ঐ শহর আক্রমণ করে। শাংহাইয়ের সেনাবাহিনী ও নাগরিকরা বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ব্যাপৃত হয় ও আক্রমণকারীদের পুনঃ পুনঃ হটিয়ে দেয়। কিন্তু চিয়াঙ কাই-শেক প্রতিরোধ-সংগ্রাম দুর্বল করার সর্বপ্রকার প্রয়াস করেন। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উনবিংশ রুট আর্মিকে শাংহাই থেকে সরে আসতে বাধ্য করার পর, তিনি

জাপানের সঙ্গে শাংহাই যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করেন। চুক্তিতে শর্ত ছিল যে চীন শাংহাইতে সৈন্য রাখতে পারবে না এবং সমগ্র দেশে জাপ-বিরোধী আন্দোলন নিষিদ্ধ করতে হবে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের কামান নির্ঘোষ চীনের জনসাধারণকে জাগ্রত করে এবং তাদের স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়ে চীনা জনগণ জাপ-সাম্রাজ্যবাদী ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

উত্তর-পূর্ব চীনের জনগণ ও দেশপ্রেমী সেনাবাহিনীর একাংশ, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও সহায়তায় জাপ-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠিত করে ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালায়। স্বেচ্ছাবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধ এক সময় বৃহৎ আকারে বেড়ে যায়। বহু অসুবিধা ও বিপর্যয় সত্ত্বেও, গেরিলাবাহিনী শত্রুবাহিনী কর্তৃক তাদের খতম করার প্রয়াস ব্যর্থ করে দিতে সফলকাম হয়; তাছাড়া উত্তর-পূর্ব চীনে জাপ-সমরবাদীদের ঔপনিবেশিক শাসন খতম না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে, আট লক্ষ শাংহাই শ্রমিক—জাপানকে প্রতিরোধ কর, চীন বাঁচাও—সমিতি গঠন করে এবং জাপানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সরকার ফৌজ পাঠান ও সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করুন, এই দাবী করে নানকিংয়ে প্রতিনিধি পাঠায়। পিকিংয়ের শ্রমিকরাও—জাপানকে প্রতিরোধ কর, চীন বাঁচাও সমিতি—স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও ডাকবিভাগের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার স্কোয়াড সংগঠিত করে। অন্যান্য শহরেও, শ্রমিকগণ জাপ-বিরোধী তৎপরতা চালাতে থাকে।

১৯২১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর নানকিংয়ের ছাত্ররা কুয়োমিন্টাং সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চূর্ণ করে দেয় ও মন্ত্রীকে আক্রমণ করে। ১৯৩১ সালের শেষের দিকে, পিকিং, তিয়েনসিন, শাংহাই, হ্যাঙ্কাও ও ক্যাণ্টনের ছাত্র প্রতিনিধিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য নানকিংয়ে হাজির হয় এবং কুয়োমিন্টাংয়ের পার্টি সদর দপ্তরের কার্যালয়, সরকারী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রকের কার্যালয় চুরমার করে। শাংহাইয়ের ছাত্ররা কুয়োমিন্টাংয়ের পৌর সদর দপ্তর ভেঙ্গে দেয় এবং মেয়র ও পুলিশ ব্যুরোর বড় কর্তার বিচারের জন্য গণ-আদালত সংগঠিত করে। দেশব্যাপী নানা স্থানে, স্থানীয় কুয়োমিন্টাং সদর কার্যালয় ও স্থানীয় সরকারী দপ্তরগুলি ছাত্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পর, শহরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীসহ দেশের জনগণ জাপানী দ্রব্য বর্জন ,ও জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আন্দোলন সুরু করে। ১৯৩২ সালের শাংহাই আক্রমণের সময়, শাংহাই চেম্বার অফ কমার্স, ব্যাঙ্ক মালিক সমিতি এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক মালিকদের গিল্ড সংগঠন কারবার বন্ধ করে দেয়। জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংবাদপত্রগুলি যেমন শেন পাও, এই দাবী করে মন্তব্য প্রকাশ করতে থাকে যে কুয়োমিন্টাং তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করুক, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করুক, গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাক, একদলীয় একনায়কত্বের বিলোপ সাধন করুক, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ তুলে নিক যাতে সমগ্র দেশ জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের চীনকে জাপানের শাসনাধীনে উপনিবেশে পরিণত করার অপচেষ্টা চীনের-শাসকশ্রেণীর মধ্যে প্রচণ্ড ভাঙ্গন আনে।

১৯৩১ সালে অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে, যখন জাপানী সেনাদল লিয়াওনিঙ ও ও কিরিন দখলের পর হেইলুঙকিয়াঙ আক্রমণ করে, মা চান-শানের অধিনায়কত্বে চীনা সেনাবাহিনী প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধকল্পে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে, কিয়াংসীতে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য চিয়াঙ কাই-শেক প্রেরিত দশহাজারেরও বেশী ২৬তম রুট বাহিনীর সেনারা চাও পো-শেঙ এবং তুঙ চেন-তাঙের নেতৃত্বে নিঙতুতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এক অভ্যুত্থান সুরু করে দেয়, এবং এই বাহিনী লাল ফৌজের পক্ষে চলে যায়।

১৯৩২ সালের ২৮শে জানুয়ারী, ঊনিশতম রুট আর্মি জাপানের শাংহাই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়। শাংহাইয়ের শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য নাগরিকদের সহায়তায় এবং অবশিষ্ট দেশের জনগণের সমর্থনে সেনারা জাপ-আগ্রাসনকারী বাহিনীকে হটিয়ে দেয় এবং জাপ-জঙ্গীবাদীদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শাংহাই দখল করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।

যথাক্রমে চিয়াঙ কাই-শেক, ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই এবং হু হান-মিনের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন উপদলের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নানকিং-ক্যাণ্টন যুদ্ধ বেধে যায় এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে চিয়াঙ কাই-শেককে বাধ্যতামূলক পদচ্যুত করার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

জাপ-আক্রমণের আশঙ্কায়, নানকিং সরকার ১৯৩২ সালের ৩০শে জানুয়ারী লোইয়াঙে সরে যায়।

চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের কর্তৃত্বাধীন বিশ্বাসঘাতক নানকিং সরকারের শাসন টলমল করতে থাকে।

১৯৩১ সালে আগস্ট মাসে, কমিউনিস্ট অঞ্চলে, কিয়াংসীর কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ চিয়াঙ কাই-শেকের তৃতীয় আবেষ্টনী অভিযান চূর্ণ করে দেয় এবং হুপে-হোনান-আনহোয়েই ঘাঁটিতেও লাল ফৌজ প্রতি-আবেষ্টনী অভিযানে কুয়োমিন্টাং বাহিনীকে পরাজিত করে ও বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল প্রসারিত করে। হুপের হুঙ হু ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করা হয়। শেনসী ও কানসু সীমান্ত অঞ্চলে লাল গেরিলা বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে।

১৯৩১ সালে ৭ই নভেম্বর, কিয়াংসীর অন্তর্গত জুইচিনে শ্রমিক, কৃষক ও সেনানীদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেস আহূত হয় এবং সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শ্রমিক, এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হয়। কমরেড মাও সে-তুঙ সরকারের চেয়ারম্যান ও কমরেড চু তে লাল ফৌজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

ঐ কংগ্রেস থেকে শ্রমিক এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মৌলিক আইন, শ্রম আইন, কৃষি সংক্রান্ত আইন, আর্থনীতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধান পাশ করা হয়।

১৯৩২ সালের ১৫ই এপ্রিল, কেন্দ্রীয় শ্রমিক এবং কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শ্রমিক ও কৃষকের লাল ফৌজকে এবং শোষিত জনসাধারণকে চীনের ভূ-খণ্ড থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ সুরু করার আহ্বান জানায়।

কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জনগণের জাপ-বিরোধী-এবং-চিয়াঙ কাই-শেক বিরোধী আন্দোলন বাড়ার ফলে কুয়োমিন্টাংয়ের ভাঙ্গন হেতু, জাতীয় বুর্জোয়াদের জাপ-বিরোধী

মনোভাবের জন্য, তৃতীয় আবেষ্টনী অভিযানে শ্রমিক এবং কৃষকের লালফৌজের বিজয়-লাভ এবং চীনের শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার গঠন এবং সেই সরকারের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার ফলে, ১৯৩১ সালে উত্তরপূর্ব চীন জাপ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বিপ্লবী শিবিরে এবং প্রতি-বিপ্লবী শিবিরে আপেক্ষিক অবস্থার মধ্যে বহু পরিবর্তন নিয়ে আসে। চীনা জনসাধারণের জাপ-বিরোধী আন্দোলন আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হওয়ার দরুন, সমগ্র দেশের অবস্থা বিপ্লবের অনুকূলে আসে। যদিও প্রতি-বিপ্লবী বাহিনী তখনও বিপ্লবী বাহিনী অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী, তত্রাচ জনসাধারণ অতীতের মত শাসিত হতে খুবই অনিচ্ছুক ছিল, পুরানো কায়দায় চিয়াঙ কাই-শেক চক্রও আর শাসন চালাতে পারছিল না। বহু বিরোধী দল এবং চিয়াঙ-বিরোধী উপদলগুলিও হয় চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের শাসন উৎখাত করতে, নয় তাদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করতে, উৎসুক ছিল। এই অবস্থা বিপ্লবের অনুকূলে এবং প্রতি-বিপ্লবের প্রতিকূলে ছিল।

এক নতুন বিপ্লবী অবস্থার দ্রুত আবির্ভাব ঘটল। জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের আওয়াজ তোলা হল, যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠন ও জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী সংগঠিত করে জাপ-আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরোধিতা করার দাবী করা হল। যদি পার্টি সঠিকভাবে জনসমাবেশ পূর্বক, তাদের সংগ্রাম পরি-চালনার দ্বারা, সমস্ত জাপ-বিরোধীদের এবং চিয়াঙ-বিরোধী উপদলগুলির ঐক্যসাধনপূর্বক এবং ঊনিশতম রুট আর্মিকে উৎসাহিত করে ও শ্রমিক ও কৃষকদের লাল ফৌজকে একত্র মিলে মিশে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে পরিচালনা করার সঠিক নীতি গ্রহণ করত তাহলে চিয়াঙ কাই-শেককে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে বাধা দিতে পারত, দেশ প্রতিরক্ষা সরকার ও জাপ-বিরোধী মৈত্রী বাহিনী গঠন করতে, এবং সারা দেশব্যাপী জাপানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে পারত।

৩। তৃতীয় "বামপন্থী" কর্মপন্থা সংগঠন। "বামপন্থী" কর্মপন্থা পরিচালনার ফলে বিপ্লবের সপক্ষে সুবিধাজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর সুযোগ নষ্ট।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কর্তৃক লি লি-সান কর্মপন্থা বাতিল করে দেবার পর, কমরেড ওয়াঙ মিঙ ও চিন প্যাঙ্গ-সিয়েন প্রমুখ একদল অবাস্তব তাত্ত্বিক কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিরোধিতা করতে তৎপর হন। তাদের মত অনুযায়ী, লি লি-সান কর্মপন্থা একধরনের "বামপন্থী ফাঁকা বুলির আড়ালে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ।" এই তাত্ত্বিকরা অভিযোগ করেন যে "লি লি-সান কর্মপন্থা জনিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের স্বরূপ প্রকাশ করা ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় অধিবেশন কিছুই করে নি" এবং পার্টির ভিতরে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিই যে প্রধান বিপদ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন" এই বলে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটিকে তিরস্কার করেন। তাঁরা পুঁজিপতি ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্গত তথাকথিত "সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক উপাদানের অবস্থিতির" বিষয় অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরেন, মাঝারী শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, দাবী করেন যে বিপ্লবের

জোয়ার তখনও সারা দেশব্যাপী বেড়ে চলেছে, এবং পার্টির উচিত জাতীয় আক্রমণাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া।

বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে, এই কর্মপন্থার প্রবক্তারা, চীনে পুঁজিবাদের বিকাশকে বড় করে তুলে এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও সামন্তশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিভুক্ত করে বলেন, বুর্জোয়াদের দৃঢ়ভাবে বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ-সাফল্য অর্জন করা যাবে। তাঁরা ধনী কৃষকদের ভূমি পুনর্বণ্টনের সপক্ষে ওকালতি করেন, এই পুনর্বণ্টনে ধনী কৃষকদের নিম্নমানের কিছু কিছু জমি দেওয়া যেতে পারে। তাঁরা আরও অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রমিক-কৃষকদের শাসনাধীনে ধনী কৃষক ও পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত।

তাঁরা এই কথা বলে মাঝারী শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন যে মাঝারী-বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়াদের উপরতলাকার অংশ প্রতি-বিপ্লবের প্রাচীর-স্বরূপ। তাঁদের মতে "তৃতীয় দল" অথবা "মধ্যবর্তী শিবির" হিসাবে কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব। তাদের অভিমত হল এই যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যা তখন ঘটেছিল তাতে বুর্জোয়াদের ভূমিকা মোটেই প্রগতিশীল নয় এবং চীনের বৈপ্লবিক শক্তি একমাত্র শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, গরীব ও মাঝারী চাষী ও শহুরে পেতি-বুর্জোয়াদের তলাকার অংশ।

তাদের দাবী হল সমগ্র দেশব্যাপী বৈপ্লবিক উত্থান চলছে এবং তাঁরা সমগ্র দেশে পার্টির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চালানোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁদের বিশ্বাস মতে সমগ্র দেশে বৈপ্লবিক উত্থানজনিত অবস্থায় প্রথমে একটি অথবা কয়েকটি প্রদেশে বিপ্লবের জয়লাভই সম্ভব ; এবং এই জয় সুরু হবে এক অথবা কয়েকটি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে। সুতরাং প্রয়োজন হল, তাঁদের মতে, দেশের বিভিন্ন অংশে অথবা বড় বড় শহরে সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুতি করা। দুটি সরকারের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এই কথা বলে তাঁরা পার্টির আক্রমণাত্মক রণনীতির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

"বামপন্থী" তাত্ত্বিকদের চাপে পড়ে, পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩১ সালের জানুয়ারীতে চতুর্থ বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠান করে। এই অধিবেশনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাত্ত্বিকেরা প্রধান স্থান দখল করে এবং "বামপন্থী" কর্মপন্থা গৃহীত হয় এবং এতদ্বারা তৃতীয় "বামপন্থী" প্রাধান্যের যুগ সুরু হয়।

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে চীনে পর পর কতগুলি বড় ঘটনা ঘটতে থাকে। কিয়াংসীতে মধ্যাঞ্চলের লাল ফৌজ শত্রুর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আবেষ্টনী অভিযান পর পর চূর্ণ করে দিয়ে বিরাট জয়লাভ করে। ইতিমধ্যে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক উত্তর-পূর্ব চীনের অঞ্চল দখলের সঙ্গে সঙ্গে, সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এক আশ্চর্যজনক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।

কিন্তু পার্টির পরিচালক সংস্থা তৃতীয় "বামপন্থী" কর্মপন্থার প্রমাদজালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। "বামপন্থীরা" সংকীর্ণবাদী কর্মপন্থা গ্রহণ করে এবং সম্মিলিত ফ্রন্টের নীতির বিরোধিতা করে। এভাবে তারা পার্টির ব্যাপক আকারে জনসাধারণকে সংগঠিত করার কাজ এবং জাপান ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিরাট আকারে সংগ্রাম সুরু করার জন্য সবরকমের শক্তিসম্পন্ন মিত্রদের সমাবেশ করতে অসমর্থ হয়।

অনুকূল অবস্থার দিকে বিপ্লবকে ঠেলে নেওয়া গেল না ; বরং, নতুন করে বিপ্লবের বিপর্যয় ঘটল ভ্রান্ত নেতৃত্বের ফলে।

(১) জাপ-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটায়। শ্রেণী-বিরোধিতার ঊর্ধ্বে জাতীয় বিরোধিতা হওয়ার ফলে জাপান ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন সম্ভবপর হয়। কিন্তু "বামপন্থীরা" জিদ করে বলতে থাকে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করবে এবং কুয়োমিন্টাংয়ের বিভিন্ন উপদলীয় চক্র একযোগে চীনের বিপ্লবকে আক্রমণ করবে। তাদের অভিমত হল এই যে উত্তর-পূর্ব চীনে জাপ-সামরিক কার্যকলাপ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধের সূচনা মাত্র, এবং বর্তমান অবস্থা, কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপদলীয় চক্রের মধ্যে বৃহত্তর বিরোধ ঘটানো ও মনোমালিন্য বিস্তার করা দূরে থাকুক, বিপ্লব-বিরোধিতার প্রচেষ্টায় তাদের ঐক্যের পথে পরিচালিত করবে।

বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এই হল "বামপন্থী" ভ্রান্ত মত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ঐক্য সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা "বামপন্থীদের" প্রথমে জাপানের উত্তর-পূর্ব চীনকে এবং পরে অবশিষ্ট চীন ভূখণ্ডকে উপনিবেশে পরিণত করার বিপদ ও চীনের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাকে আমলের মধ্যে আসতে দেয় না—এই ভুল বিচার সে সময় পার্টিকে ব্যাপক জাপ-বিরোধী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। অপর পক্ষে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ তীব্র হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আসন্ন সঙ্কটকে উপেক্ষা করে। ফলে জাপ-বিরোধী সংগ্রামের অনুকূলে জাপান ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মধ্যে বিরোধ ও ফাটলকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। চীনের বিপ্লবের উপর আঘাত হানা সম্পর্কে চীনের শাসক শ্রেণীসমূহের ঐক্যমত ও প্রতি-বিপ্লবী দলগুলির ঐক্যের উপর বেশী করে জোর দেওয়ার জন্য, তারা (বামপন্থীরা) সমস্ত শাসকদলগুলিকে একই রকমের প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিবেচনা করে। তারা এই ঘটনাকে উপেক্ষা করে যে শাসক দলগুলির মধ্যেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছিল। বামপন্থীরা শাসকশ্রেণীসমূহের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং ক্ষমতা-বহির্ভূত জাতীয় বুর্জোয়া ও ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দী ও ভূ-স্বামী শ্রেণীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং জাতীয় বুর্জোয়া ও জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্বকে কোন মূল্য দেয় না। এর ফলে পার্টির পক্ষে নমনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করা অসম্ভব হয় যে কর্মপন্থা সবচেয়ে মারাত্মক ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করা ও আলাদা ভাবে আঘাত হানার জন্য এসব দ্বন্দ্ব-বিরোধকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী বাহিনীকে শক্তিশালী করতে পারত।

(২) "বাম"পন্থীদের নেতৃবর্গ কুয়োমিন্টাং শাসনের সঙ্কটকে এবং বিপ্লবী শক্তির বিস্তারকে বড় করে দেখে। ফলে, তারা দুটি সরকারের শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব এবং শ্রেণী-সমূহের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার উপর একপেশে ভাবে জোর দেয়। তারা বলে যে চীনে কেবল দুটি সরকারের অস্তিত্ব বর্তমান—কুয়োমিন্টাং সরকার ও কমিউনিস্ট সরকার, এবং নানকিং-বিরোধী তৃতীয় সরকারের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

সে কারণেই "বামপন্থী" নেতৃবর্গ জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার গঠনের আওয়াজ বর্জন করে। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার বিশ্বাসঘাতক নানকিং সরকারও হবে না বা

কমিউনিস্ট সরকারও হবে না। সকল শ্রেণী, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও উপদলগুলির মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত হবে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার। সেসময় জনসাধারণ বিশ্বাসঘাতক নানকিং সরকারের বিরোধিতা করলেও, শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে তারা প্রস্তুত ছিল না। "বামপন্থীরা" এ তথ্য হিসাবের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয় যে তখন এ সব লোকেরা দুটি বিবাদমান সরকারের মধ্যবর্তী কোন এক অবস্থায় অবস্থান করছিল এবং তারা জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবী করেছিল। ফলে "বামমার্গীরা" বিশ্বাসঘাতক নানকিং সরকারের বদলে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের শ্লোগান দেয় নি।

এই ভুল স্বভাবতঃই অপর আরেক ভুলের পথে চালিত করে, তিনটি প্রদেশের—হুনান, হুপে এবং কিয়াংসীর—এক বা একাধিক জায়গায় বিপ্লবের সাফল্য অর্জন করার জন্য এক বা দুটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দখলের প্রয়াস এই জাতীয় এক ভুল। তৃতীয় প্রতি-আবেষ্টনী অভিযানের পর, "বামমার্গীরা" সৈন্যদলকে সাময়িক বিশ্রাম ও বদলী পূরনের সময় দিতে অস্বীকার করে, এবং "এক বা দুটি প্রধান অথবা অপ্রধান শহর দখল করার জন্য" শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দেয়। অবস্থার ভুল বিশ্লেষণের ফলে, বামমার্গীরা প্রথমে এক অথবা কয়েকটি প্রদেশে বিপ্লবী সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনার উপর জোর দেয় এবং এটি পার্টির প্রধান করণীয় কাজ হিসাবে নিষ্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালায়।

৪। বিপ্লবের সাময়িক (অস্থায়ী) ভাঁটার সময় জাপান ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

চিয়াঙ কাই-শেককে অধিক দিন ক্ষমতা-বহির্ভূত থাকতে হয় নি। তিনি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় ও ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্রের সহযোগিতায় ক্ষমতায় পুনঃ অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পুনরাবির্ভাবের অনতিকাল পরই, চিয়াঙ কাই-শেক ও ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করার কাজে ও শাংহাইতে জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে ব্রতী হন। শাংহাইয়ের যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে চিয়াঙ কালবিলম্ব না করে হুপে-হোনান-আনহোয়েই অঞ্চলে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে আবেষ্টনী অভিযান সুরু করেন। সি সি চক্র[২] (চেন কুয়ো-ফু ও চেন লি-ফু ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্ত গুপ্তচর সংগঠন) ছাড়াও, চিয়াঙ কাই-শেক জাতীয় পুনরুত্থান সমিতি (ব্লু সার্ট সোসাইটি) স্থাপন করেন—এই দুই সংগঠনের কাজ ছিল বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও নিষ্ঠুর প্রণালীতে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি উৎখাত করা, স্বদেশপ্রেমী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করা এবং কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত চিয়াঙ-বিরোধী উপদলের ধ্বংস সাধন করা। কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করার শ্লোগানের আড়ালে, চিয়াঙ তথাকথিত "জাতীয় জরুরী সম্মেলন আহ্বান" করেন ও তার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রতি-বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করেন। এই সময় অল্পকালের জন্য বিপ্লবে ভাঁটা দেখা যায়।

কিন্তু বিপ্লবের ভাঁটার সময়েও চীনাজনগণ চিয়াং কাই-শেক ও জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন।

শাংহাইয়ের যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা সামনে

এগোতে থাকে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে শানহাইকুয়ান গিরিপথ অতিক্রম করে, জাপ-সেনাবাহিনী জেহোলের উপর আক্রমণ চালায়, এবং কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনী কোনরূপ প্রতিরোধ না করে পলায়নে তৎপর হওয়ায়, সমস্ত জেহোল ও উত্তর চাহার প্রদেশ জাপানের করতলগত হয়। মার্চ মাসের মাঝামাঝি জাপানীরা চীনের প্রাচীরে অবস্থিত গিরিপথগুলির উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। পিকিং-তিয়েনসিন অঞ্চলে অবস্থিত কুয়োমিন্টাং সেনাদল সংখ্যায় শত্রুর দশগুণ ছিল, কিন্তু চিয়াঙ কাই-শেক চীনা সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। ফলে, জাপানী সেনাদল, চীনের প্রাচীরের সমস্ত গিরিপথ দখল করে ক্রমাগতঃ অগ্রসর হওয়ায় পিকিং ও তিয়েনসিনের নিকটবর্তী হয়। ৩১শে মে কুয়োমিন্টাং সরকার জাপানীদের সঙ্গে তাঙকু চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং প্রকৃতপক্ষে জাপ কর্তৃক চীনের তিনটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ও জেহোল দখল স্বীকার করে নেয়; পূর্ব হোপেইকে অসামরিক এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয় এবং এভাবে জাপানের পক্ষে সমগ্র উত্তর চীনে তার নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা সম্ভব হয়।

তার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপ ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, চিয়াঙ কাই-শেক সরকার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লাল ফৌজকে পশ্চাদ্দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং প্রতি-বিপ্লবী আওয়াজ ছড়ায়ঃ "বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করতে হবে।" চিয়াঙ কাই-শেক সরকারের মিথ্যা প্রচার সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিতে, এবং জাপ-প্রতিরোধের ব্যাপারে লাল ফৌজের দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার এবং বিপ্লবী সামরিক পরিষদ ১৯৩৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী এই মর্মে এক ঘোষণা জারী করে যে তারা যে কোন সেনাবাহিনীর সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এই শর্তে চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজী যে কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের গ্যারান্টী দিতে হবে এবং জনসাধারণকে সশস্ত্র করতে হবে।

এই ভাবে কুয়োমিন্টাংয়ের মিথ্যা অপবাদের সমুচিত জবাব দেওয়া হয়। কুয়োমিন্টাংয়ের সভ্যদের মধ্যে তার কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধের নীতি সম্পর্কে অসন্তোষ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তাছাড়া, এই ঘোষণা লাল ফৌজ পরিবেষ্টনকারী কুয়োমিন্টাং সেনাদলের মনোবল ক্ষুণ্ণ করে। চিয়াঙ কাই-শেক প্রচণ্ড এক অসুবিধার মধ্যে পড়েন।

চীনকে একমাত্র তার অধীনে সম্পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত করার জাপ-অপচেষ্টা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ-কার্যকলাপ চীনের শাসক শিবিরে ফাটল বাড়িয়ে তোলে। ১৯৩৩ সালে ফেঙ ইউ-সিয়াঙ ও সাই তিঙ-কাই জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

চীনের প্রাচীরের সমস্ত গিরিপথ ও লুয়ান নদীর পূব দিকের অঞ্চল দখল করার পর, জাপানীরা তাঁবেদার সেনাদলকে চাহার আক্রমণ করতে এবং তলুন ও সেই প্রদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত অন্যান্য কাউণ্টিসমূহ অধিকার করতে প্ররোচিত করে। ১৯৩৩ সালের মে মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে ও তার সাহায্যে, ফেঙ ইউ-সিয়াঙ এবং অন্যান্যরা চাহারের অন্তর্গত চ্যাঙ চিয়া-কাউতে জাপ-বিরোধী মিত্র সেনাবাহিনী সংগঠিত করে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কঠোর লড়াইয়ের পর, তারা চাহারের

উত্তরাংশ পুনরুদ্ধার করে। চিয়াঙ কাই-শেক জাপ-বিরোধী মিত্র সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য জাপানী সেনাদলের সঙ্গে তার বাহিনীর যোগসাধন করেন। ফেঙ ইউ-সিয়াঙ চাহার ছেড়ে যেতে বাধ্য হন এবং চি হুঙ-চাঙ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত জাপ-বিরোধী সেনাদল পূর্ব হোপেইয়ের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে জাপানী ও চিয়াঙ বাহিনীর দ্বারা পার্শ্বদেশে আক্রান্ত হয় এবং অক্টোবর মাসে ধ্বংস হয়।

"কমিউনিস্টদের ধ্বংস সাধনের" জন্য ফুকিয়েন প্রেরিত ঊনিশতম রুট আর্মির সাই তিঙ-কাই ও অন্যান্য অফিসাররা ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন যে কমিউনিস্ট ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে কোন লাভ হবে না। সুতরাং ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে লি চি-শেনের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাংয়ের এক অংশের সঙ্গে তাদের সেনাবাহিনী যুক্ত করে তারা ফুকিয়েনে গণ-সরকার গঠন করে, প্রকাশ্যে চিয়াঙ কাই-শেক সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং জাপ-প্রতিরোধ ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য লাল ফৌজের সঙ্গে এক চুক্তি করে।

কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে পঞ্চম প্রতি-আবেষ্টনী অভিযান ও ফুকিয়েন ঘটনা একই সময় ঘটে। ফুকিয়েন গণ-সরকারের অস্তিত্বকে শত্রুর আবেষ্টনী ছিন্নভিন্ন করার সংগ্রামে ও বিপ্লবী অঞ্চল বিস্তৃতির কাজে লাল ফৌজ ভালভাবে কাজে লাগাতে পারত। অতএব ঊনিশতম রুট আর্মির সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি করে এবং ঐ বাহিনীকে জাপ-প্রতিরোধ ও চিয়াঙ কাই-শেককে বিরোধিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে পার্টি সঠিক কাজ করে।

কিন্তু রণনীতির দিক থেকে, "বামপন্থী" কর্মপন্থার প্রবক্তারা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। ঊনিশতম রুট আর্মির সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সংযোগে পূর্ব ফ্রণ্টে তারা চিয়াঙ বাহিনীর উপর অতর্কিত আঘাত হানতে পারত, এবং এই কর্ম-পন্থার সাহায্যে চিয়াঙ কর্তৃক পঞ্চমবার কেন্দ্রীয় অঞ্চল আবেষ্টনীর প্রয়াসকে তারা চূর্ণ করে দিতে পারত কিন্তু এটা তারা করেনি।

১৯৩১ সালে ১লা সেপ্টেম্বর কমরেড চিন প্যাঙ্গ-সিয়েনের নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময় থেকে ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুনই সম্মেলনের অধিবেশন পর্যন্ত সময় এই তৃতীয় "বামমার্গী" কর্মপন্থার অবিরাম বিকাশের কাল।

১৯৩৩ সালের প্রারম্ভে, পার্টির সদর দপ্তর শাংহাই থেকে দক্ষিণ কিয়াংসীর বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়া হয়। এর পূর্বে "বামমার্গী" কর্মপন্থার নেতৃবর্গ, ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পর কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলন ও জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের কি ক্ষতিসাধন করেছেন, তা বেমালুম হিসাবে না এনে অন্ধভাবে মূল্যায়ন করলেন যে প্রতিদিন অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে বিপ্লবী অবস্থা উচ্চগ্রামে উঠছে। তারা চীন বিপ্লবের অসম বিকাশের সূত্র অস্বীকার করেন; এবং, যারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন কৃষক আন্দোলনের পিছনে পড়ে রয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলের বিপ্লবী আন্দোলন দক্ষিণাঞ্চলের বিপ্লবী আন্দোলন অপেক্ষা পিছিয়ে আছে, তাদের "দক্ষিণমার্গী সুবিধাবাদী" আখ্যা দেন তারা ঘোষণা করে যে দেশের বড় বড় শহরগুলিতে ধর্মঘটের ঢেউ গতিবেগ সংগ্রহ করছে এবং চীনের সম্পূর্ণ উত্তরাঞ্চলে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করা সম্ভব। তারা ভিত্তিহীন ঘোষণা করেন যে সে সময়কার বিপ্লবী সংগ্রাম দুটি পথের মধ্যে লড়াই—একটি পথ কমিউনিস্ট সরকার গঠন করা এবং

অপরটি হচ্ছে চীনকে ঔপনিবেশিক পথে চালিত করা ; অন্য কথায় বলতে গেলে, এটাকেই তারা "দুটি শ্রেণীর মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম" বলেছেন। "সক্রিয় আক্রমণ" চালানো ও বড় বড় শহর অধিকার করাকেই তারা তখনকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করেন। তারা-আইনসম্মত সংগ্রামকে কাজে লাগানোর বিরোধিতা করেন এবং প্রকাশ্য কার্যকলাপের সঙ্গে গোপন কার্যকলাপকে গুলিয়ে ফেলেন। পরিবর্তে, শত্রু ও বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে বিরাট শক্তি-বৈষম্যের ব্যাপারটিকে আমল না দিয়ে, তারা শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল এবং এমন কি সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেন। এই দুঃসাহসী অভিযানমূলক কর্মপন্থার দরুন, কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকা-সমূহে পার্টি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অপরপক্ষে, তারা দাবী করতে থাকে যে পার্টির অভ্যন্তরে প্রধান বিপদ হল তথা-কথিত "দক্ষিণমার্গী বিচ্যুতি," এবং মধ্য অঞ্চলে অনুসৃত সঠিক নীতিকে "ধনী কৃষকদের কর্মপন্থা" বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়। কিয়াংসীর বিপ্লবী ঘাঁটিতে সরে এসে তারা মধ্য অঞ্চলে সঠিক পার্টি ও সামরিক নেতৃত্বে যে কাজকর্ম চলছিল তার পরিবর্তন সাধন করে। তারা কমরেড মাওয়ের সঠিক কৃষি-সংক্রান্ত কর্মপন্থা নস্যাৎ করে এবং কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলে জমিদারদের কোনরূপ জমি বণ্টন না করা এবং ধনী কৃষকদের কেবল অনুর্বর জমি বণ্টন করার উগ্র "বামমার্গী" নীতি চালু করেন। কৃষি সংক্রান্ত আইনে শর্ত জুড়ে দেওয়া হল যে জমি বাজেয়াপ্ত করার পর, জমিদারদের কোনরূপ জমির অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করতে হবে, এবং ধনী কৃষকদের নিকৃষ্ট আবাদী জমি বণ্টন করতে হবে। নতুনভাবে প্রদত্ত জমিতে কেবল চাষ করার উপযোগী যন্ত্রপাতি ও গবাদি পশু ধনী কৃষকরা রাখতে পারে ; অন্যান্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও পশু বাজেয়াপ্ত করা হবে। "সংবিধানের খসড়ায়" শর্ত আরোপিত হয় যে ধনী কৃষকদের কোন গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হবে না। কমিউনিস্ট সরকারের অধীন পুঁজিবাদী চরিত্রগত সমস্ত সামাজিক স্তরগুলির প্রতি, শ্রম, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত ব্যাপারে, তারা "অতি বিপ্লবী বামমার্গী" নীতি গ্রহণ করে ; অর্থাৎ, কৃষক ও শহরের পেতি-বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার সামাজিক স্তরভুক্ত লোকদের বিরুদ্ধে তারা তারতম্যহীন সংগ্রাম সুরু করে। মধ্য অঞ্চলের বিকাশের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার বিকাশের মধ্যে যে অসাম্য ছিল তাকে তারা অস্বীকার করে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থা অনুযায়ী পার্টির অনুসৃত কর্মপন্থা তারা বর্জন করে। তারা ঘোষণা করে যে কৃষক ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক সরকারের সংস্কৃতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি কমিউনিস্ট মতাদর্শের ভিত্তি অনুযায়ী হওয়া উচিত। অধিকন্তু, তারা প্রতি-বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে ও অন্যান্য বিষয়ে উগ্র "বামমার্গী" কর্মপন্থা অনুসরণ করে। এইভাবে, তাদের ভুল কর্মপন্থা মধ্যাঞ্চলে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরও বেশী করে প্রবর্তন করা হয়।

"বামমার্গীরা" ফুকিয়েন ঘটনার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করে। তারা কোনরূপ বাছবিচার না করে কুয়োমিন্টাং ও তার সরকারের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত দল ও উপদল-কে প্রতি-বিপ্লবী বলে বিবেচনা করে। তারা ফুকিয়েনের-গণসরকার গঠনকে এক নতুন-কৌশল বলে মনে করে, ফুকিয়েনে গণ সরকার গঠন কিন্তু কুয়োমিন্টাংয়ের অভ্যন্তরস্থ ভাঙ্গনেরই অভিব্যক্তি। তারা চিয়াঙ কাই-শেক সরকার ও ফুকিয়েন সরকারের মধ্যে পার্থক্য ও তৃতীয় ধরনের সরকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। ফুকিয়েনের

গণ-সরকারকে সক্রিয় সহযোগিতা দেওয়ার পরিবর্তে, কমিউনিস্ট সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচী থেকে পৃথক রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করায়, তারা ফুকিয়েনের গণ-সরকারকে সমালোচনা করে। তারা এমন কি ফুকিয়েনের-জনসাধারণকে বিদ্রোহ করতে ও "তৃতীয় পথের অনুসরণকারীদের পতন ত্বরান্বিত করার" আহ্বান জানায়।

কাজে কাজেই যে তিনটি কারণের জন্য ১৯৩৪ সালে ফুকিয়েনের গণ-সরকারের পতন ঘটে তাহা হচ্ছেঃ চিয়াঙ কাই-শেকের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সেনাবাহিনীর আক্রমণ, তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ, এবং তৃতীয় "বামমার্গী নীতির" ভ্রান্ত কর্মপন্থা।

মধ্য অঞ্চলে সঠিক পার্টি ও সামরিক নেতৃত্বকে "বামমার্গীরা" অবহেলা করলেও, কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক রণনীতির প্রভাবে লাল ফৌজে, ভ্রান্ত "বামমার্গী" নীতির প্রভাব প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই ১৯৩৩ সালের বসন্ত কালে, চতুর্থ প্রতি-আবেষ্টন-মূলক অভিযানে তারা বিজয় লাভ করে।

তৃতীয় প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে জয়লাভের পর, বিপ্লবী ঘাঁটি সমূহের অভ্যন্তরস্থ প্রতি-বিপ্লবী দুর্গ গুলি নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ সুদৃঢ় হয়।

মধ্য অঞ্চলে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে চিয়াঙ কাই-শেক তার রণনীতিকে রক্ষণাত্মকে রূপান্তরিত করেন কিন্তু হুপে-হোনান-আনহোয়েই অঞ্চল ও হুঙ্ঘু অঞ্চল আক্রমণে তিনি সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করেন। ১৯৩২ সালে জানুয়ারী মাসে, যখন তিনি হুপে-হোনান-আনহোয়েইয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করেন, চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি হুয়াঙচুয়ানে শত্রু সেনা ভেদ করে প্রেরিত বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে। ঘাঁটি অঞ্চল হোনানে শাঙ চেঙ, কুশী ও সিনচি এবং আনহোয়েইয়ে চিনচিয়াচাই ও ইউএশি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হুপে-হোনান-আনহোয়েই এলাকাটি রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ; এই এলাকা ইয়াংসী নদীকে নিয়ন্ত্রিত করত, এটি হ্যাঙ্কাও ও ওয়াচাঙের নিকটবর্তী এবং এখানে অবস্থিত সেনাবাহিনী পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথকে বিপজ্জনক করে তুলতে পারত। জুলাই মাসে চিয়াঙ কাই-শেক হুপে-হোনান-আনহোয়েই এলাকার বিরুদ্ধে তার চতুর্থ আবেষ্টনমূলক অভিযান সুরু করেন। চিলিপিঙের যুদ্ধে তার প্রধান বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়। কিন্তু চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির নেতৃবর্গ, ফুয়োমিন্টাং সেনাদল খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়ার আর দরকার করে না এই কথা ভেবে, জয়লাভের পর প্রতি-আবেষ্টনের জন্য তাদের প্রস্তুতিকে অব্যাহত রাখতে অক্ষম হয়। সুতরাং, যখন শত্রু অপর আরেকটি আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন এক অসুবিধাজনক অবস্থায় তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়, এবং ফলে তারা এরূপ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে হুপে-হোনান-আনহোয়েই এলাকা থেকে তাদের সরে আসতে হয় এবং হোনান ও শেনসীর মধ্য দিয়ে উত্তর ছেচুয়ানে পিছু হটে যায়।

১৯৩২ সালের শরৎকালে, হো লুঙের অধীনস্থ লাল ফৌজের দ্বিতীয় কোর হুঙ্ঘু এলাকা থেকে উত্তর দিকে পথ করে নেয়। হ্যানিয়াঙের নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্বিতীয় কোরের অগ্রগামী বাহিনী পেঁছানোর পর য়ুহানের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চতুর্থ ফ্রন্ট বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন করে। চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মি পশ্চিমে দিক পরিবর্তন করলে, দ্বিতীয় কোর হুঙ্ঘু অঞ্চল থেকে চলে আসে। পরে এই বাহিনী

(দ্বিতীয় কোর) হুনান-হুপে-ছেচুয়ান-কোয়েইচাও সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয় ও একটি নতুন ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করে।

১৯৩২ সালে গ্রীষ্মকালে, চিয়াঙ কাই-শেক মধ্য অঞ্চলের বিরুদ্ধে চতুর্থ আবেষ্টন-মূলক অভিযান সুরু করে পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করে।

এই অভিযান ১৯৩২ সালের জুন থেকে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আট মাসকাল স্থায়ী হয়। শত্রুসৈন্য চিনসির বহু রাস্তা ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার রণকৌশল গ্রহণ করে। লাল ফৌজ, অপরপক্ষে, শত্রুর উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালানো ও তাকে পরিবেষ্টন করার জন্য বৃহৎ রেজিমেণ্টগুলিকে ছড়িয়ে দেয়। হুয়োওয়ানের (চিনসির পশ্চিমে) যুদ্ধে শত্রুর সমগ্র ডিভিসনকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। এর ফলে শত্রু তার বাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করে এবং নানফেঙ ও কুয়াঙচাওের দিকে তিনটি কলামে অগ্রসর হয়। শত্রুর প্রধান বাহিনী ছিল পূর্ব কলামে এবং অপর দুটি ডিভিসন নিয়ে গঠিত পশ্চিমের কলামে লাল ফৌজের আক্রমণের মুখে পড়ে। তারা অবস্থান পরিবর্তন করে এবং গোপনতার সঙ্গে শক্তি সংগ্রহ করে, লাল ফৌজ ঈহুয়াঙের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত হোয়াঙপিতে এই দুটি শত্রু ডিভিসনকে প্রথম আক্রমণ করে এবং তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ওদের সাহায্যার্থে বৃহৎ শত্রুবাহিনী পেঁছে গেলে, ঈহুয়াঙের দক্ষিণে তুঙপি ও সাওতাইকাঙের নিকটবর্তী পিলিশান ও লেই কুঙ শেঙ অঞ্চলে লাল ফৌজ সেনাদলকে ছড়িয়ে দেয়, এবং শত্রু সেনাদলের একটা গোটা ডিভিসনের উচ্ছেদ সাধন করে। এই দুটি লড়াইয়ে জয়ের ফলে লাল ফৌজ চতুর্থ আবেণ্টনমূলক অভিযানকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেয়।

বিজয়ের পর লাল ফৌজের সম্প্রসারণের জন্য মধ্য অঞ্চলে একটি আন্দোলন সুরু করা হয়। স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনী সহ প্রথম ফ্রণ্ট আর্মির সেনাবাহিনী ছিল প্রায় এক লক্ষ। হুনান, কিয়াংসী, ফুকিয়েন এবং কোয়ান্টুংয়ের অংশ জুড়ে ছিল ; এই বিস্তৃত ঘাঁটি এলাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ লক্ষ।

১৯৩৪ সালের ২২শে জানুয়ারী তিরিশ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও সেনানীদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন জুইচিনে আহূত হয়। এই কংগ্রেসে, কমরেড মাও সে-তুঙ সম্পাদিত কাজকর্মের একটি সুসংবদ্ধ বিবরণ দেন।

১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালে চিয়াঙ কাই-শেক তার পঞ্চম আবেষ্টনী অভিযানের জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি সুরু করে দেন। জুইচিনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট এলাকার চতুর্দিকে ছোট ছোট দুর্গ বিশেষ (ব্লক হাউস) স্থাপন করার রণকৌশল তিনি কার্যে পরিণত করেন। একই সঙ্গে চিয়াঙ দুর্বার অর্থনৈতিক অবরোধও চাপিয়ে দেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড মাও সে-তুঙ শ্রমিক, কৃষক ও সেনানীদের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামনে অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের প্রশ্নটি রাখেন।

কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লবী যুদ্ধে অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সঠিক বিশ্লেষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে লাল ফৌজে সামরিক সরবরাহের জন্য এবং জনসাধারণের মানোন্নয়নে অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত।

এই নীতির নির্দেশনায় তাৎপর্যবহ ফল অর্জিত হয়।

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজ লাল ফৌজের জন্য সামরিক সরবরাহ সুনিশ্চয় করে বিপ্লবী যুদ্ধকে সাহায্য করে।

কমিউনিস্ট এলাকায় অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজে প্রধান করণীয় কর্ম হচ্ছে কৃষির বিকাশ ঘটানো। লোকবল ও ভারবাহী গবাদি পশুর সুসমঞ্জস ব্যবহার হচ্ছে প্রধান বিচার্য।

বিপ্লবী যুদ্ধে বহু তরুণ, মধ্যবয়স্ক লোক রণাঙ্গনে সামিল হয়েছে। সুতরাং, লোকবল, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে থেকে সংগঠিত করা, জরুরী প্রয়োজন হয়েছে। পারস্পরিক মঙ্গলের স্বেচ্ছামূলক নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত অর্থনীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য সমিতি সংগঠিত করা হয়। গ্রাম বা গ্রাম মণ্ডল (টাউনশিপ) সমস্ত কৃষকদের দিয়ে প্রতিটি সমিতি গঠিত হয়। এইভাবে মেয়েরা বৃহৎ সংখ্যায় উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

পারস্পরিক সাহায্য সংগঠিত করা ছাড়াও, এ সব সমিতি লাল ফৌজের সৈনিক পরিবারদের, মাতাপিতৃহীন বালকবালিকাদের ও অপুত্রক বৃদ্ধদের জন্য তাদের সাহায্য সম্প্রসারিত করে।

সামান্য কিছু ভারবাহী গবাদি পশুর মালিক অথবা যাদের কোন পশু ছিল না এমন সব কৃষকদের সমস্যা সমাধানকল্পে মধ্য অঞ্চলে কৃষি-সমবায় গঠিত হয়। এসব সমবায়ের সভ্যরা সাধারণের ব্যবহারের পশু কেনার জন্য তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী অর্থ জমা করত।

কমিউনিস্ট-শাসিত অঞ্চলে পারস্পরিক সাহায্য সংগঠন স্থাপনের ফলে কোন কোন জায়গায় কৃষি উৎপাদন প্রাক-বিপ্লব স্তরের উৎপাদন মাত্রায় শুধু পেঁছে গেল তাই নয়, কোথাও তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। এভাবে লাল ফৌজের খাদ্যসম্ভারের ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হল।

শিল্প (কাগজ, তামাক, টাঙস্টেন, কর্পূর, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার এবং এর সঙ্গে কাপড়, ঔষধপত্র, চিনি, সোড়া ও লবণ) তিনটি অর্থনৈতিক সেক্টরের মাধ্যমে বাড়ানো হল ; যথা রাজ্য, সমবায় ও ব্যক্তিগত। প্রথম লক্ষ্য হল স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল বাইরের এলাকার সঙ্গে ব্যবসাগত লেনদেনের জন্য পণ্য উৎপাদন করা। দুটি লক্ষ্যই বিপ্লবী যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য ছিল জরুরী।

আর্থনীতিক কার্যকলাপে কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকার সঙ্গে ব্যবসার ব্যাপার ছিল অতীব জরুরী। প্রতি বছর ত্রিশ লক্ষ তান ধান প্রতিটি লোকপিছু গড়ে এক তান দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের বিনিময়ে মধ্য অঞ্চল থেকে বাইরে পাঠান হত। টাঙস্টেনও বাইরে চালান যেত। মধ্য অঞ্চলের ত্রিশ লক্ষ লোকের জন্য প্রয়োজন প্রতি বছরে প্রায় নব্বই লক্ষ ইউয়ান মূল্যের লবণ, এবং ষাট লক্ষ ইউয়ান মূল্যের তূলাজাত কাপড়। কেন্দ্রীয়-শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত যাতে ঠিক দরে দ্রব্য বিক্রী করা এবং বাইরের এলাকা থেকে লবণ ও কাপড় সংগ্রহ করা যায় সরকার বাজারে বণ্ড ও ছাড়ত।

কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন যে কমিউনিস্ট এলাকার জাতীয় আর্থনীতি তিনটি সেক্টর নিয়ে গঠিত ঃ রাষ্ট্র, সমবায় ও ব্যক্তিগত। তিনি মনে করেন যে প্রধানত এবং প্রথমতঃ সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে রাষ্ট্র আর্থনীতিক সেক্টরের বিকাশ ঘটানো এবং ব্যাপক আকারে সমবায় সেক্টরেরও বিকাশ ঘটানো। ব্যক্তিগত সেক্টর সম্পর্কে তিনি বলেন যে এই সেক্টরকে বৈধ সীমার মধ্যে রেখে উৎসাহ দেওয়া ও উন্নত করা উচিত।

তিনি জোর দেন যে সমাজতন্ত্রে ভবিষ্যতে উত্তরণের জন্য ব্যক্তিগত সেক্টরের উপর রাষ্ট্রীয় সেক্টরের নেতৃত্ব থাকা হলো একটি শর্ত।

দ্বিতীয়তঃ, আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজের লক্ষ্য জনসাধারণের জীবনের মানোন্নয়ন করা ও বিপ্লবী যুদ্ধের উপলব্ধি বাড়ানো।

জনজীবনের সংগঠক হিসাবে শ্রমিক-কৃষক গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অসুবিধাগুলি সমাধান করতে এবং তাদের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

কমিউনিস্ট এলাকার যে সব জায়গায় কাজ ভাল হয় সেখানকার জনজীবনের মানও নিশ্চিত ভাবে উন্নীত হয়। চাঙকাঙ ও সাইসিকে দৃষ্টান্ত ধরা যেতে পারে। এ দুটি "আদর্শ গ্রাম মণ্ডল" হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। প্রাক-বিপ্লব যুগে, সাইসির গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর বছরে তিন মাস চাল খেতে পেত। অবশিষ্ট মাসগুলিতে ভুট্টা ও জোয়ার খেয়ে কাটাতে হত এবং তাও অপ্রচুর। কিন্তু ১৯৩৪ সালে ঘটনা বদলে গেল। ছয় মাস তারা চাল খেত এবং বাকী ছয় মাস ভুট্টা ও জোয়ার খেয়ে থাকত। চাঙকাঙে গরীব কৃষকরা পূর্বের দ্বিগুণ পরিমাণ ও শ্রমিকরা তিনগুণ পরিমাণ মাংস খেতে পারত। কৃষকরা অতীতের থেকে দু'গুণ বেশী কাপড়-চোপড় কিনতে পারত এবং প্রত্যেকেই রান্নার তেল প্রচুর পরিমাণে পেত ও তা ছাড়াও অন্য কাজের জন্য তেল মজুত ছিল।

জনগণকে যুদ্ধে সামিল করানোর ব্যাপারে ও চাঙকাঙ ও সাইসি বিরাট ফল লাভ করে। চাঙকাঙের তরুণ ও মধ্যবয়স্ক লোকদের ৮০ শতাংশ, আপার সাইসিতে ৮৮ শতাংশ ও লোয়ার সাইসিতে ৭০ শতাংশ লাল ফৌজে যোগদানের জন্য অথবা অপরাপর বিপ্লবী কার্যকলাপ চালানোর জন্য বাড়ীঘর ছেড়ে আসে।

এই সাফল্য জনজীবনের মানোন্নয়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করে তাদের নিকট বিপ্লবী যুদ্ধের তাৎপর্য কি। সুতরাং তারা সকলেই পার্টির রাজনৈতিক আহ্বানে সাড়া দেয়, কারণ বিপ্লবকে তারা তাদের যথাযথ জীবন হিসেবে বিবেচনা করে।

৫। তৃতীয় "বামমার্গী" নীতির পরিচালনাধীন পঞ্চম প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানের ব্যর্থতা। চীনা শ্রমিক কৃষকের লাল ফৌজের বিরাট রণনৈতিক পরিবর্তন।

চতুর্থ আবেষ্টনমূলক অভিযানের ব্যর্থতার পর, চিয়াঙ কাই-শেক সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় পঞ্চম অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব চালাতে থাকেন। কমিউনিস্ট এলাকা আক্রমণে বিভিন্ন দিক থেকে সৈনিকদের কলাম নিয়ে একযোগে আক্রমণ করার রণকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, এইটি আবিষ্কার করে তিনি সাধারণ আক্রমণের পরিকল্পনা নিলেন— সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আদর্শগত ভাবে বিপ্লবী ঘাঁটির বিরুদ্ধে। লুসান ও কিয়াংসীতে তিনি অফিসারদের ট্রেনিং কোর স্থাপন করেন, এখানে পদস্থ সামরিক কর্মচারীরা ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে, এ শিক্ষার মধ্যে সামরিক ছোট দুর্গের সাহায্যে যুদ্ধ করা ও পার্বত্যাঞ্চলে যুদ্ধ করার রণকৌশলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী গঠন করেন, প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত শাসন দৃঢ় করেন, বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেন ও কমিউনিস্ট এলাকার বিরুদ্ধে আর্থনীতিক অবরোধ সৃষ্টি করেন।

রণনীতির দিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সূচনা করে ব্লক হাউস অবস্থানের

প্রতি নির্ভরশীল রণকৌশলকে আশ্রয় করে, চিয়াঙ কাই-শেক লাল ফৌজের লোকবল ও বাস্তব সম্পদকে নিঃশেষ করে দেওয়ার এবং চূড়ান্ত ধ্বংস অভিযানের জন্য লাল ফৌজের প্রধান বাহিনীকে আক্রমণ করার পূর্বে বিপ্লবী ঘাঁটিকে খণ্ড খণ্ড করার প্রয়াস চালান।

কমিউনিস্ট এলাকার বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে, চিয়াঙ সংস্কৃতিগত আবেষ্টনমূলক অভিযান চালান। এই অভিযানের চেহারা হল কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় বৈপ্লবিক সংস্কৃতি আন্দোলনকে অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা।

বিপ্লবী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে "আবেষ্টন ও ধ্বংসমূলক" অভিযানে সংস্কৃতিগত অস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু কুয়োমিন্টাং সমর্থিত বিশেষ ধরনের মার্কামারা-"সংস্কৃতি" উগ্র-প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী পদস্থ কর্মচারী ও গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানদের কার্যকলাপের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করে। উল্লেখযোগ্য কিছু লেখার মত কোন কুয়োমিন্টাং লেখক ও শিল্পী ছিল না। বিপ্লবী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালানোর জন্য কুয়োমিন্টাং বিপ্লবী লেখক ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ, তাদের প্রতি- দুর্ব্যবহার, তাদের জেলে পাঠানো ও হত্যা প্রভৃতির আশ্রয় নেয় এবং ঠগ, গুপ্তচর ও খুনিদের তাদের বিরুদ্ধে পাঠায়।

কুয়োমিন্টাং সমস্ত রকমের প্রগতিশীল পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা নিষিদ্ধ করে। যে কোন বই, এমন কি যার মধ্যে বিপ্লবী আবেগের বিন্দুমাত্র আভা থাকে, অথবা তার মলাটে রক্তিম বর্ণমালায় কিছু লেখা থাকে, অথবা সেই বই যদি বাম মনোভাবাপন্ন লেখক লিখে থাকেন, অথবা সেটির গ্রন্থকার যদি রুশ লেখক হয়, নিষিদ্ধ করা হত। প্রগতিমূলক পুস্তক প্রকাশকারী ও বিক্রয়কারী বহু পুস্তক বিপনি, পত্রপত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সময়ে, কুয়োমিন্টাং জনগণকে বিপথে পরিচালিত করতে ও তাদের যুদ্ধং দেহি মনোভাব অকেজো করে দিতে ক্ষমতানুযায়ী যতখানি সম্ভব তা করত। কনফুসিয়াসের পূজো করে পুরাতন "ক্লাসিক্স" পাঠকে কুয়োমিন্টাং উৎসাহ দিত ও ফ্যাসীবাদ ছড়াত। বিপ্লবী লেখক ও তরুণ প্রগতিবাদীদের দমন ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান চীন ইতিহাসে অতুলনীয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সালে বিপ্লবের প্রতি কুয়োমিন্টাংয়ের বিশ্বাসঘাতকতার সময়ে কমপক্ষে তিন লক্ষ তরুণদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, যারা হারিয়ে গিয়েছে বা জেলে গিয়েছে, তাদের সংখ্যা এর মধ্যে ধরা হয়নি।

বিপ্লবী সংস্কৃতিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা এবং কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে "ধ্বংস" করার প্রচেষ্টায় যখন কুয়োমিন্টাং সীমাহীন নিষ্ঠুর শ্বেত সন্ত্রাস চালায়, তখন সমগ্র বিপ্লবী সংস্কৃতির শিবিরে প্রধানতম ও নির্ভীকতম যোদ্ধা, লু স্যুন, চীনা জনগণের সপক্ষে শত্রুকে তিক্ত সংগ্রামে ব্যাপৃত রাখেন। তিনিই চীনের বিপ্লবী সংস্কৃতি ক্ষেত্রের প্রধান উদগাতা। কুয়োমিন্টাংয়ের "সংস্কৃতি আবেষ্টন অভিযান" ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কুয়োমিন্টাং সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নিষ্ঠুর এক শাসক চক্র ছাড়া আর কিছু নয় এবং চীন প্রলেতারীয় সংস্কৃতির বিনাশ নেই। হত্যাকাণ্ড চালানোর নীতি কুয়োমিন্টাংয়ের সংস্কৃতির শূন্যগর্ভতাকেই প্রকট করে। বৈপ্লবিক সংস্কৃতি আন্দোলন, বিনষ্ট হওয়া দূরে থাক, তখনকার একমাত্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে প্রতিভাত হয়।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে, প্রস্তুতি পর্ব সমাধা হয়ে গেলে, চিয়াঙ কাই-শেক পঞ্চম আবেষ্টনমূলক অভিযানের জন্য দশ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন। অর্ধেক সৈন্য নিযুক্ত হয় মধ্য কমিউনিস্ট এলাকার উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালানোর জন্য। পঞ্চম আবেষ্টনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করার পূর্বে, মধ্য কমিউনিস্ট এলাকায় লাল ফৌজ সম্প্রসারণের জন্য এক আন্দোলন সুরু করা হয়। এক লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকদের রণাঙ্গনে এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সাফল্য সূচিত হয়। অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিকাশ লাল ফৌজের সামরিক সরবরাহ সুনিশ্চিত করে ও জনজীবনের মানোন্নয়ন করে। কমরেড মাও সে-তুঙের রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগের ফলে আবেষ্টনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে তখনই বহু জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বিপ্লবী সংস্কৃতি আন্দোলনের দ্বারা লাল ফৌজকে দৃঢ় সমর্থন জানানো হয়। অধিকন্তু, কুয়োমিন্টাং এলাকায়, জাপান ও চিয়াঙ কাই-শেকের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন স্ফীত হতে থাকে এবং ফুকিয়েন ঘটনা ঘটে, ফলে চিয়াঙ কাই-শেককে একাধিক ফ্রণ্টে লড়াই চালাতে হয়। পার্টি নেতৃত্বে, শাংহাই ও অন্যান্য বড় বড় শহরে সশস্ত্র উপায়ে আত্মরক্ষার্থে চীনা গণ-কমিটি গঠনকল্পে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় এবং এই প্রস্তুতি কমিটি গঠনে সুঙ চিঙ-লিঙ এবং মা সিয়াঙ-পোয়ের পরিচালনায় সমগ্র সামাজিক স্তরের গণ্যমান্য লোক তাতে অংশ নেয়। চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী যুদ্ধের জন্য তারা একটি মৌলিক কর্মসূচী সামনে রাখেন। এই অনুকূল অবস্থায় লাল ফৌজের পঞ্চম আবেষ্টনমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে মোক্ষম আঘাত হানতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু "বামমার্গী" সুবিধাবাদী নেতৃবর্গ এই অবস্থা কাজে লাগাতে অক্ষম হলেন, এবং বিশেষভাবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সামরিক কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে লাল ফৌজকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে এবং কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন চক্র একযোগে চীনা বিপ্লবকে আক্রমণ করবে, এই তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে "বামমার্গী" কর্মপন্থা অনুসরণকারী নেতৃবর্গ তখনও জাপ-আগ্রাসনের ফলে চীনের জাতীয় সঙ্কট অগ্রাহ্য করে এবং কুয়োমিন্টাং শাসনের সঙ্কটের মাত্রা ও চীনা বিপ্লবী বাহিনীর বিস্তৃতি সম্পর্কে অতিরঞ্জন করতে থাকে। তথ্যাদি সম্পর্কে কোনরূপ অবগত না হয়েই তারা মনে করে যে কুয়োমিন্টাং সরকার ও কমিউনিস্ট সরকারের মধ্যে যুদ্ধে পঞ্চম আবেষ্টনমূলক অভিযানই শেষ ও চূড়ান্ত লড়াই ; এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে এক বা কতিপয় প্রদেশে, অথবা এমন কি সমগ্র দেশে, সাফল্যের চাবিকাঠি তাদের হাতে এসে যাবে। এবং তখনও সবচেয়ে যেটা অসম্ভব, তাদের ধারণা ছিল কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে।

সামরিক কর্মপন্থার ব্যাপারে তারা গেরিলা যুদ্ধ ও গেরিলা পদ্ধতিতে চলমান যুদ্ধের রণকৌশলের বিরুদ্ধাচরণ করে ও আওয়াজ তোলে যে "লাল ফৌজ পঞ্চম প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানে দৃঢ়ভাবে তার অবস্থান রক্ষা করবে এবং শত্রুর নিকট কমিউনিস্ট অধিকৃত ভূ-খণ্ডের এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও ছেড়ে দেবে না।"

মধ্য কমিউনিস্ট শাসিত এলাকা এবং ফুকিয়েন-চেকিয়াঙ-কিয়াংসী অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ বিনষ্ট করার জন্য শত্রু প্রথমে লিচুয়ান আক্রমণ করে। তখন লাল ফৌজ

শত্রুকে স্নকোতে লড়াইয়ে ব্যাপৃত রাখে ও তাদের এক ডিভিশনের সমগ্র বাহিনীর ধ্বংস সাধন করে। লাল ফৌজ সর্বদাই প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সবচেয়ে বেশী কষ্ট সহ্য করে এবং সে লড়াই যে ভাবেই হউক জিততেই হবে, কারণ ঐ লড়াইয়ের সাফল্য বা ব্যর্থতা সমগ্র অবস্থার উপর এক প্রচণ্ড প্রভাব ফেলবে এমন কি চূড়ান্ত লড়াইয়ের উপরও স্নকো যুদ্ধে জিতলেও, সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক সামরিক নীতি ও কর্মপন্থার সমর্থক, অভিযান পরিচালকবর্গ এটিকে প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানের প্রথম যুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা করে না অথবা এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতি হিসাবে যে পরিবর্তনগুলি ঘটল সেগুলিকে জয়ের পথে যুদ্ধের নির্দেশিকা হিসাবে কাজে লাগালো না। পরিবর্তে, তারা একটি শহর হারানোয় আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং লিচুয়ান পুনরুদ্ধার ও ঘাঁটি অঞ্চলের সীমানার বাইরে শত্রুকে থামানোর প্রচেষ্টা করে। প্রথমে লাল ফৌজ লিচুয়ানের উত্তরে শ্বেত এলাকাস্থ সিয়াওসি আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে প্রতিহত হয়ে সিয়াওসিয়ের দক্ষিণ-পূর্বে জেসি-চিয়াওয়ের দিকে আক্রমণ চালায় কিন্তু এখানেও তাদের কোন ফললাভ হয় না। তারপর তারা পিছু হঠে গিয়ে শত্রুর প্রধান বাহিনী ও ব্লক হাইজ অবরোধের মধ্যে পড়ে যায় এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

ডিসেম্বর মাসে, শত্রু লিচুয়ানের দক্ষিণে তুয়ানস্নন আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে লাল ফৌজের শক্তি বিভক্ত হওয়ার দরুন, লাল ফৌজ শত্রু ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়। শত্রুসৈন্য পুনরায় একত্রিত হয়ে ঘাঁটি অঞ্চল খণ্ডিত করে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে, লাল ফৌজ ফুকিয়েন-কিয়াংসী সীমান্তে অবস্থিত তেশেঙকুয়াঙ ও তাশানলিঙের দিকে চিয়েন্নিঙ-তাইনিঙ লাইন রক্ষা করতে করতে পিছু হটে যায়।

ফুকিয়েন ঘটনার সময়, শত্রু ঊনবিংশতম রুট আর্মিকে আক্রমণ করার জন্য কিছু সৈন্যদল সরিয়ে নিয়ে যায় এবং মধ্য অঞ্চল রণাঙ্গনে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে। এই ব্যবস্থা লাল ফৌজকে শত্রু ধ্বংস করার অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু ''বামমার্গী'' কর্মপন্থার নির্দেশাধীন লাল ফৌজ, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ করার পরিবর্তে, য়ুকিয়াঙ (চিস্নইয়ের দক্ষিণপূর্বে), শেনকাঙ, এবং তাঙকৌয়ের দিকে অগ্রসর হয়। আক্রমণকারী শত্রু বাহিনীর সংখ্যাধিক্য ও ঊনবিংশতম রুট আর্মির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ফুকিয়েন সরকারের পতন ঘটে।

শত্রু তারপর লাল ফৌজ আক্রমণ করতে তার বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে। কাঙতু (চিয়েন্নিঙের উত্তর-পশ্চিমে), চিয়েন্নিঙ, তাইনিঙ অঞ্চলে নয় মাস ধরে প্রতিরোধ করার পর, লাল ফৌজ পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

তখন শত্রুর প্রধান বাহিনী কানচু থেকে এগিয়ে মধ্য কমিউনিস্ট শাসিত এলাকার উত্তর-প্রবেশদ্বার কুয়ানচাঙের দিকে ধাবিত হয়। শত্রু বাহিনীর উত্তর কলামের কুয়ানচাঙ অধিকারের লক্ষ্য ছিল মধ্য কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর বাহিনীর অন্যান্য কলামের সঙ্গে একযোগে আক্রমণ করার সুযোগ করে নেওয়া। ''বামমার্গী'' নেতৃবর্গ অবস্থানমূলক রণনীতি গ্রহণ করে ; তারা তাদের সৈন্যদল কেন্দ্রীভূত করে ও ব্লকহাউস অবরোধ সৃষ্টি করে শত্রুবাহিনীর মত একই রণকৌশলের আশ্রয় নেয়। লাল ফৌজ, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না হয়েও, প্রচণ্ডভাবে শত্রুসৈন্য হতাহত করে, কিন্তু তাকে সচলতা হারিয়ে একজায়গায় আটকে পড়তে হয়। ফলে, লাল ফৌজ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও শত্রুর অগ্রগতিকে রুখতে ব্যর্থ হয়।

কুয়ানচাঙ যুদ্ধের পর, শত্রুর প্রধান বাহিনীর প্রথম কলাম তাইহো থেকে সিঙকুয়োর দিকে অগ্রসর হয়, দ্বিতীয় কলাম তেঙতিয়েন থেকে কুলুঙকাঙের দিকে; এবং তৃতীয় কলাম নিঙতু ও শীচেঙের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত করার প্রচেষ্টায়, লাল ফৌজ শত্রুর অগ্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি রক্ষা করতে ছড়িয়ে পড়ে। কুয়ানচাঙের দক্ষিণাংশে কাউহুনাও ও ওয়ানিয়েনতিঙের যুদ্ধে, লাল ফৌজ, একস্থান থেকে অপর একস্থানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে, সম্পূর্ণভাবে অবস্থানমূলক রণকৌশলের আশ্রয় নেয়। এখানে প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানে অবস্থানমূলক যুদ্ধ চরম অবস্থায় পেঁছে। যদিও যুদ্ধে শত্রুর প্রচণ্ড রকমে সৈন্য হতাহত হয়, তবুও লাল ফৌজ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর (শীচিঙের উত্তরে) ঈচিয়েনের যুদ্ধ হয়। লাল ফৌজ একের পর এক পিছু হঠে আসতে বাধ্য হয় এবং এভাবে ক্রমাগত ঘাঁটি সঙ্কুচিত হতে থাকে।

ঈচিয়েন যুদ্ধের পর, সিঙকুয়ো-কাঙসিঙ্গয়ু-লাওইঙপান লাইনে অবস্থিত লাল ফৌজ একইভাবে সিঙকুয়োর দক্ষিণে পিছু হঠে আসে।

সর্বোপরিভাবে বলতে গেলে পঞ্চম প্রতি-আবেষ্টনমূলক অভিযানের সময়ে, "বামমার্গী" সুবিধাবাদী নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণকারী নেতৃবর্গ একেরপর এক মারাত্মক ভুল করতে থাকে। তারা সুনকাউয়ের প্রাথমিক জয়লাভকে কাজে লাগাতে অসমর্থ হয়, ফুকিয়েনের গণ-সরকারকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে, শত্রু কেন্দ্রীভূত সেনাদলকে বিপ্লবী বাহিনীর কেন্দ্রীকরণের দ্বারা প্রতিহত করতে এবং লাল ফৌজকে বিভক্ত করে দিয়ে সমস্ত অবস্থানগুলিকে রক্ষা করতে "দু হাতে শত্রুকে আঘাত হানার জন্য" জিদ করতে থাকে। অন্যান্য একই ধরনের ভুল সহ এই সমস্ত ভ্রান্তি মূলগতভাবে নেতিবাচক রণকৌশল অথবা নিষ্ক্রিয় রণকৌশল, এই রণকৌশলের ফলে লাল ফৌজের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং লাল ফৌজ শত্রুর গতি প্রতিহত করতে অসমর্থ হয়। ফলে একবছরের উপর যুদ্ধের পরও, লাল ফৌজ শত্রুবেষ্টনি চূর্ণ করতে অপারগ হয় এবং শেষ পর্যন্ত কিয়াংসীতে অবস্থিত ঘাঁটি থেকে সরে আসতে হয়।

চিয়াঙ কাই-শেকের আবেষ্টনী জোর করে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে এবং নতুন জয়লাভের আশায়, চীনা শ্রমিক-কৃষকদের লাল ফৌজ ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে লং মার্চ (দীর্ঘ পরিক্রমা) নামে অভিহিত দুনিয়াকাঁপানো পরিবর্তিত রণনীতি কার্যকরী করতে সুরু করে।

পার্টি ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে উত্তর চীনে জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রগামী অংশ হিসাবে সপ্তম আর্মি কোর পাঠিয়েছিল। এই অগ্রগামী অংশ ফুকিয়েন থেকে চেকিয়াঙ ও আনহোয়েইয়ের মধ্য দিয়ে কিয়াংসীর দিকে অগ্রসর হয়, এবং এখানে ফ্যাঙ চি-মিনের অধীনস্থ দশম সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে দশম আর্মি কোর হিসাবে সংগঠিত হয়। বহু যুদ্ধের পর এই আর্মি কোর ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে হুয়াইয়ু পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে কুয়োমিণ্টাং সেনাদলের সঙ্গে এক সংঘর্ষে দশম আর্মি কোর জড়িয়ে পড়ে। কমরেড ফ্যাঙ চি-মিন ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে বন্দী হন এবং নানচাঙে জুলাই মাসে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। অবশিষ্ট সৈন্যদল কমরেড সু ইয়ুয়ের নেতৃত্বে ফুকিয়েন-চেকিয়াঙ-কিয়াংসী সীমান্তে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে জেন পি-শির অধিনায়কত্বে ষষ্ঠ আর্মি কোর ১৯৩৪ সালে আগস্ট মাসে হুনান-কিয়াংসী ঘাঁটি অঞ্চল পরিত্যাগ করে। লাল ফৌজের প্রধান বাহিনীর অগ্রগামী দল হিসাবে ষষ্ঠ আর্মি কোর অগ্রগমনের রাস্তা তৈরী করার জন্য এবং অভিযানার্থে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে জোর করে আবেষ্টনী ভেদ করে। ডিসেম্বর মাসে হো লুঙের অধিনায়কত্বে ষষ্ঠ আর্মি কোর ও দ্বিতীয় আর্মি কোর কোয়েইচাওয়ের পূর্ব দিকে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আর্মি হিসেবে গঠিত হয়ে হুনান-হুপে-ছেচুয়ান-কোয়েইচাউ ঘাঁটি খোলে।

সেপ্টেম্বর মাসে, হুপে হোনান-আনহোয়েই অঞ্চলে যুদ্ধরত পঁচিশতম সেনাবাহিনী হোনানের অন্তর্গত লোশানে আবেষ্টনী ভেদ করে এবং শেনসীর দক্ষিণাংশে প্রবেশ করে হোনান-হুপে-শেনসী ঘাঁটি কায়েম করে।

জাপ-বিরোধী অগ্রগামী অংশের উত্তরাভিমুখে যাত্রা, ষষ্ঠ আর্মি কোরের পশ্চিম মুখে অগ্রগমন এবং পঁচিশতম বাহিনীর উত্তর-পশ্চিম মুখে গমন মধ্য ঘাঁটি এলাকার প্রথম ফ্রন্ট আর্মির এবং সমগ্র দেশের অন্যান্য লাল ফৌজী ইউনিটগুলির বিরাট রণ-নৈতিক পরিবর্তনে বড় রকমের সমর্থন জোগায়।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে, পশ্চাতে অবস্থিত ফৌজী সংগঠনগুলির স্টাফ সহ লাল ফৌজের প্রধান বাহিনী, সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষের মত, ফুকিয়েনের অন্তর্গত চাঙতিঙ ও নিঙহুয়া থেকে এবং কিয়াংসীর জুইচিন ও ইয়ুতু থেকে লং মার্চ সুরু করে। কিয়াংসীর আনিউয়ান এবং সিনফেঙের মধ্যবর্তী শত্রুর বেষ্টনী ভেদ করে তারা কোয়াংটুংয়ের উত্তরাংশে প্রবেশ করে। তারা হুনানের কোয়ইতুঙ এবং জুচেঙের মধ্যে শত্রুর দ্বিতীয় আবেষ্টনী ভেদ করে ইচাং দখল করে। তারপর তারা ক্যান্টন-হ্যাঙ্কাও রেলপথ বরাবর তৃতীয় আবেষ্টনী ভেদ করে লিনয়ু ও অন্যান্য জেলা (কাউন্টি) অধিকার করে। তারপর লাল ফৌজ ভিন্ন ভিন্ন পথে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিয়াও নদী অতিক্রম করে এবং কোয়াংসী সীমান্তের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়।

নভেম্বরের শেষে, লাল ফৌজ সিয়াঙ নদীর পূর্ব তীরে উপস্থিত হয়, কষ্টকৃত ভাবে নদী অতিক্রম করে এবং চতুর্থ শত্রু আবেষ্টনী ভেদ করতে সমর্থ হয়। কোয়াংসীর সিয়েন পর্বত বরাবর অগ্রসর হয়ে, লাল ফৌজ কোয়েইচাউয়ের পূর্বদিকে প্রবেশ করে লিপিঙ, চিনপিঙ, শীপিঙ, ইয়ুচিঙ ও অন্যান্য কাউন্টিগুলি দখল করে।

তারপর লাল ফৌজ সুনইর দিকে অগ্রসর হয়। পথে ওয়াঙ চিয়া-লিয়ের অধীনস্থ কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলকে পরাস্ত করে। য়ুকিয়াঙ নদী অতিক্রম করে লাল ফৌজ ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী সুনই দখল করে। এখানে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর বর্ধিত সভা আহূত হয়। এই সম্মেলন সুনই সম্মেলন নামে খ্যাত।

৬। সুনই সম্মেলনের সংগ্রাম। জাপানের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের উত্তরাভিমুখী অভিযানে চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের ভ্রান্ত কর্মপন্থা ও নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। লং মার্চে লাল ফৌজের জয়লাভ।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে, লাল ফৌজ কতৃক সুনই অধিকারের পর, বিপদগ্রস্ত লাল ফৌজ এবং চীনের বিপ্লব রক্ষাকল্পে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরোর এক বর্ধিত অধিবেশন হয়। ইতিমধ্যে, "বামমার্গী" সুবিধাবাদ-জনিত ভ্রান্তি পার্টি ক্যাডার

ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং যারা পূর্বে ভুলের শিকার হয়েছে এমন বহু কমরেড সজাগ হয়ে ওঠেন এবং ভ্রান্ত নীতির বিপক্ষে যান। কমরেড মাও সে-তুঙ ও অন্যান্য বহু কমরেডের দৃঢ়পণ সংগ্রামের দরুন এবং সংখ্যাগুরু কমরেডদের ঐ সংগ্রাম সমর্থনের ফলে সুনই সম্মেলন ভ্রান্ত "বামমার্গী" সামরিক নীতি ও কর্মপন্থা বর্জন করে এবং কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক কর্মপন্থা অনুমোদন করে। প্রধান পদগুলি থেকে "বামমার্গী" সুবিধাবাদীদের অপসারিত করা হয় এবং কমরেড মাও সে-তুঙকে প্রধান করে নতুন নেতৃত্ব গঠিত হয়।

সুনই সম্মেলনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে "বামমার্গী" নীতির প্রাধান্যের অবসান ঘটে এবং, বিশেষভাবে, "বামমার্গী" সুবিধাবাদের সামরিক ভ্রান্ত নীতির অবসান হয় এবং সমগ্র পার্টিতে কমরেড মাও সে-তুঙ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে, লং মার্চের সময় অত্যন্ত অসুবিধাকর ও বিপজ্জনক অবস্থায়, পার্টি লাল ফৌজকে রক্ষা করতে ও ইস্পাততুল্য দৃঢ়তা অর্জন করাতে সফলকাম হয়, এবং তদ্দ্বারা নিজেকে ও বিপ্লবকে বিপদ-মুক্ত করে। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন নেতৃত্বের সুরুতে পার্টিতে বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। এর পর থেকেই মাও সে-তুঙের মত মহান, সুবিদিত, একান্ত নির্ভরযোগ্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা বিপ্লব একের পর এক সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়।

সুনই সম্মেলনের পর, পার্টি চলমান যুদ্ধের সামরিক নীতি গ্রহণ করে ও সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ভার কমিয়ে এনে দ্রুত ও অপূর্ব কুশলী পরিচালনার সাহায্যে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে ও কৌশলে নিরাশ করতে থাকে।

সুনই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে লাল ফৌজ উত্তরাভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকবে। সুতরাং কুয়োমিন্টাং সত্বর, ছেচুয়ানে ইয়াংসী নদী অতিক্রম করতে ও ছেচুয়ান-শেনসী এলাকায় চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে লাল ফৌজকে বাধা দেওয়ার জন্য, তার সামরিক বাহিনীকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। লাল ফৌজ প্রথমে ছেচুয়ানের পশ্চিম থেকে ইউনানের ওয়েইসিনের দিকে অগ্রসর হয়, তারপর কোয়েই-চাওয়ের দিকে ফিরে গিয়ে এবং সুনইর নিকটবর্তী অঞ্চলে তার প্রধান বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে, পশ্চাদ্ধাবনরত কুয়োমিন্টাং সামরিক বাহিনীর কয়েকটি অংশ নিশ্চিহ্ন করে। এই যুদ্ধের পর, লাল ফৌজ উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে, চিয়াঙ কাই-শেকের সৈন্যদল লাল ফৌজের অগ্রগমনের পথে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং তাকে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আর্মি থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তারপর লাল ফৌজ কোয়েইয়াঙ অভিমুখে গতিপথ পরিবর্তন করে এবং সেখান থেকে ইউনানের দিকে যাত্রা করে। লাল ফৌজ পরপর কুনমিঙের সন্নিকটবর্তী সুনমিঙ ও সুনতিয়েন দখল করে। ইতিমধ্যে লাল ফৌজ কুয়োমিন্টাং সামরিক বাহিনীকে বহু পশ্চাতে ফেলে চলে আসে। পার্টি সেনাবাহিনীকে চিনশা নদী অতিক্রম করতে নির্দেশ দেয়। রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথে এটি ছিল একটি প্রধান পদক্ষেপ। চিনশা নদী অতিক্রমের পর, লাল ফৌজ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং লাল ফৌজের অগ্রগামী রক্ষীদল ১৫ই মে টাটু নদীর দক্ষিণে আনশুনচাঙে পৌঁছায়। কষ্টকৃত উপায়ে নদী অতিক্রম করে সেনাদল সোজাসুজি দুইতীর ধরে লুং তিঙের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

ইয়াংসী নদীর অন্যতম উপনদী টাটু খাড়াই পর্বতের মধ্য দিয়ে দ্রুত বয়ে চলেছে। এই নদী বিস্তারে ৩০০ মিটার, সাত থেকে প্রায় বার মিটার পর্যন্ত এর গভীরতা। শত্রু কর্তৃক সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত ও পশ্চাদ্ধাবিত হয়েও, লাল ফৌজ ২৯শে মে রণনীতির দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে—আনশুঙচানের উত্তরে নদীর উপরস্থ লুতিঙ ব্রিজ। তারপর, তিয়ানচুন ও লুশান অতিক্রম করার পর, সেনাবাহিনী ছেচুয়ান-সিকাং সীমান্তে অবস্থিত বিরাট তুষারমৌলী পর্বতের সর্বশেষ দক্ষিণ প্রান্তের সর্বোচ্চ চূড়া চিয়াচিনশান আরোহণ সুরু করে। ১৬ই জুন, পশ্চিম ছেচুয়ানের অন্তর্গত মাওকুঙে মধ্যাঞ্চলের লাল ফৌজ ও চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির-সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এই সামরিক বাহিনীদ্বয় উত্তরাভিমুখে তাদের যাত্রা অব্যাহত রেখে বিরাট তুষারমৌলী পর্বতমালার একটি উচ্চ চূড়া মেঙ্গপিশান আরোহণ করে। ১০ই জুলাই লাল ফৌজ সুঙ্গপান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মাওয়েরকাই নামক স্থানে পেঁছায়।

এই সময় চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মিতে কর্মরত চ্যাঙ কুয়ো-তাও শত্রু আক্রমণের সামনে সামন্ততন্ত্রী সমর-প্রভু-সুলভ ভাব ও পলায়নোন্মুখ মনোভাবের ঝোঁক দেখান। তিনি বিপ্লবের ভবিষ্যতের প্রতি তার সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেন, এর কারণ, দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারকে তিনি অস্বীকার করেন এবং তিনি শত্রুর শক্তিকে বড় করে ও বিপ্লবী শক্তিকে ছোট করে দেখেন। চ্যাঙ কুয়ো তাও এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় কমিটির মত ছিল লাল ফৌজ উত্তরে এগিয়ে গিয়ে, দৈনন্দিন দেশব্যাপী যে জাপ-বিরোধী আন্দোলন বাড়ছে, তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে। কিন্তু চ্যাঙ কুয়ো-তাও এই কর্মপন্থার বিরোধিতা করেন এবং পরিবর্তে সিকাঙ ও তিব্বতে সংখ্যা লঘু অঞ্চলে সরে যাওয়ার পরাজিত মনোভাবসুলভ কর্মপন্থা ও নীতির ওকালতি করেন।

লাল ফৌজকে সংখ্যালঘু অঞ্চলে সরিয়ে আনার সপক্ষে চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের ভ্রান্ত নীতি লাল ফৌজকে ও দেশব্যাপী জাপ-বিরোধী আন্দোলনকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দিত এবং বিপ্লবের সমূহ পতনের মধ্য দিয়ে সবকিছুর অবসান ঘটাত।

লাল ফৌজ বিরাট তুষার আবৃত পার্বত্য অঞ্চলে মাসাধিককাল বিশ্রাম গ্রহণ করে। এই অবসরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাওকুঙ ও মাওয়েরকাইতে দুটি জরুরী সম্মেলন করে। সাফল্যের সঙ্গে সম্মেলন দুটির অধিবেশন সমাপ্ত হয় এবং চ্যাঙ কুয়ো-তার পলায়নী নীতি বর্জিত হয়।

লাল ফৌজ তারপর দুটি কলামে বিভক্ত হয়, একটি পূর্ব দিকের পথ ধরে এবং অপরটি পশ্চিমদিকের সড়ক ধরে উত্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পূর্বদিকের কলামটি, সুঙপানের পশ্চিমে পরিত্যক্ত তৃণাচ্ছাদিত জলাভূমি পেরিয়ে. ২৮শে আগস্ট পাহ্‌শীতে উপস্থিত হয়। কিন্তু অপর কলামটি আপা পেঁছানোর পর, তাকে চ্যাঙ কুয়ো-তাও তিয়েনচুয়ান এবং লুশানের দক্ষিণে মোড় ফিরতে অবৈধ নির্দেশ দান করেন। অধিকন্তু, তিনি পূর্বদিকে ধাবমান চতুর্থ ফ্রন্ট আর্মির সেনাদলকে জলাভূমি পুনরায় অতিক্রম করতে ও তার সঙ্গে দক্ষিণে অগ্রসর হতে আদেশ দেন। তিনি সিকাঙের অন্তর্গত কাঞ্জে অঞ্চলে সেনাদলকে নিয়ে যান ও সেখানে, পার্টি ও লাল ফৌজের সংহতিকে লঘু

করে, মেকী "পার্টি কেন্দ্র" গঠন করেন। এ ছাড়াও, তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করেন।

কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে লাল ফৌজের একটা অংশ দৃঢ়ভাবে কান্‌সু ও শেনসীর উদ্দেশ্যে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর মাওলুঙ থেকে যাত্রা করে তারা কান্‌সুর দক্ষিণাংশে অবস্থিত মিনসিয়েনে প্রবেশ করে এবং ভুঙওয়েই দখল করে। লিউপানশানে শত্রুর আবেষ্টনী ভেদ করে তারা কুয়ুয়ান জেলার মধ্য দিয়ে হুয়ানসিয়েন জেলায় উপস্থিত হয়। ১৯৩৫ সালের ১৯শে অক্টোবর, উত্তর শেনসীতে পাওয়ান জেলার য়ুচিচেন শহরে পৌঁছায়। লিউ চি-তান পরিচালিত উত্তর শেনসীর লাল ফৌজের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে শ্রমিক-কৃষকের লালফৌজের দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আর্মি হুনান-হুপে-ছেচুয়ান কোয়েইচাউ সীমান্ত এলাকায় আবেষ্টনী ভেদ করে এবং ১৯৩৬ সালের জুন মাসে সিকাঙের অন্তর্গত কাঞ্জেতে চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়। চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের বিরোধিতার সামনে চু-তে, জেন পি-শী, হো লুঙ, কুয়ান সিয়াঙ-ঈঙ্গ ও অন্যান্য কমরেডদের নিরলস প্রচেষ্টায় চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মি ও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আর্মি একযোগে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। যখন সংযুক্ত বাহিনী ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে কান্‌সুর অন্তর্গত হুইনিঙ ও চিঙনিঙে পৌঁছায় ও তথায় প্রথম ফ্রণ্ট আর্মির সঙ্গে মিলিত হয়, চ্যাঙ কুয়ো-তাও পুনরায় চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মিকে সিঙকিয়াঙ অভিমুখে পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। ফলতঃ, একটা ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মি চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের ভ্রান্ত নীতির শিকার হয়ে সিঙকিয়াঙের পথে বিনষ্ট হয়। লাল ফৌজের পক্ষে এটি ছিল এক নিদারুণ ক্ষতি।

মাওকুঙ, মাওয়েরকাই এবং পরে ইয়েনানের সম্মেলনে চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ও পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে শিক্ষা ও কমরেড মাও সে-তুঙ গৃহীত সঠিক নীতির দরুন চতুর্থ ফ্রণ্ট আর্মি সত্বর কেন্দ্রীয় কমিটির সঠিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে। চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের ভ্রান্ত নীতি মোকাবিলার ব্যাপারে, কেন্দ্রীয় কমিটি পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষাদান ও যুক্তি এবং পরামর্শের সাহায্যে রাজী করানোর পদ্ধতি প্রয়োগ করে। ক্ষমার দৃষ্টিতে বিচার করে চ্যাঙ কুয়ো-তাওকে মেকী "পার্টি কেন্দ্র" গঠন করার পরও, তার ভ্রম সংশোধন করার সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু সদয় ও সুবিচার থাকলেও, এসব পদ্ধতি এ ধরনের সুবিধাবাদীর পতন রোধ করতে অসমর্থ হয় এবং চ্যাঙ কুয়ো-তাও বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে কুয়োমিণ্টাংয়ের নিকট আত্ম-বিক্রী করেন।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই বার মাসে, কেন্দ্রীয় লাল ফৌজ এগারটি প্রদেশের মধ্য দিয়ে (ফুকেন, কিয়াংসী, কোয়াণ্টুং, হুনান, কোয়াংসী, কোয়েইচাউ, ছেচুয়ান, ইউনান, সিকাঙ, কানসু ও শেনসী) অগ্রসর হয়, উচ্চ তুষারাবৃত পর্বতে আরোহণ করে, প্রাণের কোন চিহ্ন নেই এ ধরনের তৃণভূমি অতিক্রম করে এবং শত্রুর আবেষ্টন, পশ্চাদ্ধাবন, বাধাসৃষ্টি ও পথিমধ্যে অবরোধ চূর্ণ করে, লাল ফৌজ ১২,৫০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, অসংখ্য সামরিক ও রাজনৈতিক অসুবিধা ও প্রাকৃতিক বাধা কাটিয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর শেনসী বিপ্লবী ঘাঁটিতে পৌঁছায় এবং বিজয় গৌরবে সেখানকার লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়। পঞ্চম প্রতি-আবেষ্টনমূলক

অভিযানের পূর্বে, লাল ফৌজের সংখ্যা ছিল ৩০০,০০০। কিন্তু "বামমার্গীদের" ভ্রান্ত নেতৃত্ব ও চ্যাঙ কুয়ো-তাওয়ের পার্টি-বিভাজনের নীতি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালানোর ফলে, পার্টিকে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ; উত্তর শেনসীতে আগমনের সময় লাল ফৌজের সংখ্যা ত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। তথাচ, এই ত্রিশ হাজার সৈন্য লাল ফৌজ ও পার্টির কুসুম সমতুল্য এবং চীনা জনগণের সর্বপ্রধান সম্পদস্বরূপ।

এটিই একটি বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য যে লাল ফৌজের তিনটি প্রধান অংশ এই বিশাল অবস্থান্তর ঘটানোর কার্য সমাধা করে, এবং ফৌজের বিভিন্ন বাহিনীর সাফল্যজনক সংযোগ স্থাপনকে কার্যে পরিণত করে। কমরেড মাও সে-তুঙের ভাষায় "ইতিহাসে লং মার্চের মত ঘটনা এই প্রথম, এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রকাশ্য দলিল বিশেষ (manifesto), আন্দোলন সংগঠনকারী বাহিনী ও বীজ উৎপাদনকারী যন্ত্র বিশেষ।"[৩] একটি নতুন লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণী, কারণ বিশ্বের ইতিহাসে লং মার্চ একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘটনা ; রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রকাশ্য দলিল বিশেষ, কারণ এটি লাল ফৌজের অপরাজেয়তার কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী-চিয়াঙ আবেষ্টনমূলক অভিযানের ব্যর্থতা ঘোষণা করছে ; একটি আন্দোলন-সংগঠন-কারী বাহিনী, কারণ এটি চীনের বিরাট ভূ-খণ্ডে ঘোষণা করছে যে লাল ফৌজের পথ গণমুক্তির পথ ; এবং সর্বশেষে, একটি বীজ উৎপাদনকারী যন্ত্র, কারণ ১১টি প্রদেশে লং মার্চ বিপ্লবের বীজ বপন করেছে।

এইভাবে, লাল ফৌজের বিজয় ও শত্রুর পরাভবের মধ্য দিয়ে লং মার্চের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

সপ্তম অধ্যায়

জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নয়া অভ্যুত্থান। আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন।

(১৯৩৫ ডিসেম্বর-১৯৩৭ জুলাই)

১। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অবস্থা। নয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রারম্ভ।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কট ১৯২৯ সালের শেষার্ধ থেকে সুরু করে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে নিম্নমুখী ধারা বন্ধ হল এবং সঙ্কটের চেহারা মন্দাবাজারের রূপ নিল, এর পর দেখা গেল শিল্পের উৎপাদনে খানিকটা ঊর্ধ্বগতি হয়েছে। ১৯৩৩ সালে পুঁজিবাদী দেশে শিল্প খানিকটা সামলে উঠেছে এবং ১৯৩৩ সালের পরবর্তী কয়েক বছর উৎপাদনে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সমগ্র উৎপাদনকে যদি মোট ১০০ সূচক সংখ্যা ধরা যায় তাহলে ১৯৩৫ সালে যে বৎসর জাপান উত্তর চীন আক্রমণ করে তখন যুক্তরাষ্ট্রে মোট

উৎপাদনের পরিমাণ ৭৫'৬% ; বৃটেনে ১০৫'% ; ফ্রান্সে ৬৭'৪% ; ইতালীতে ৯৩'৮% ; জার্মানীতে ৯৪% ও জাপানে ১৪১'৮%এ দাঁড়ায়। জাপান ও বৃটেন প্রায় সঙ্কট-প্রাক-অবস্থা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জার্মানী ও ইতালী উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাছাকাছি গেলেও, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে গড় উৎপাদনে ২৫% নীচেই রয়েছে।

পুঁজিবাদী সঙ্কটের এই কিঞ্চিৎ হ্রাসের কারণ কি? প্রথম, পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তীব্রভাবে শ্রমিক-শোষণ, এবং নিজেদের দেশে এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার ফলে সঙ্কট কিছু শিথিল হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পুঁজিবাদী দেশ কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি এসব কৃত্রিম নীতি অনুসরণের ফলে সঙ্কট কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

এই সময়টা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব থেকে উত্তর চীনে জাপানী আগ্রাসনী নীতি প্রসারের কাল। চীন থেকে অস্বাভাবিক মুনাফা লুটে ও তাকে সমরাস্ত্র বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে ও সমগ্র দেশটাকে আগ্রাসী যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে জাপান অর্থনৈতিক সঙ্কটের ক্ষয়ক্ষতিকে আংশিকভাবে সামাল দিয়ে উৎপাদনের মাত্রার হারের কিছুটা ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন করেছে মাত্র।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে ও দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আরও উগ্র রূপ ধারণ করে।

উৎকট জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির উপর বৈদেশিক নীতিকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্য-বাদীরা তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে আসন্ন যুদ্ধে পশ্চাদভাগকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় হিসাবে শ্রমিক-কৃষক সাধারণের উপর প্রতি-বিপ্লবী সন্ত্রাস, উৎপীড়ন ও শোষণ চালায়। তারা অনতিক্রম্য আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব বিরোধের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারেনি।

বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় হিসাবে যুদ্ধ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকল না এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ক্রমেই এগিয়ে এল।

যুদ্ধে আগ্রহী তিন সাম্রাজ্যবাদী দেশে জার্মানী, ইতালী ও জাপানে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূল হল এবং ফ্যাসীবাদী একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য খোলাখুলি সন্ত্রাসমূলক দমন নীতি চালানো হল।

নটি রাষ্ট্র মিলে যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই সন্ধি ও ভের্সাই-চুক্তি নিয়ে ঐ তিন দেশের বৈদেশিক নীতির মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি ছিল এবং এই চুক্তিগুলি তাদের আক্র-মণাত্মক কাজের পক্ষে বাধা হিসাবে বিবেচিত হল এবং এই তিন আক্রমণাত্মক দেশ নতুন যুদ্ধের উৎসে পরিণত হল। ইতালী ইথিওপিয়া অধিকার করে বসল, ফলে বৃটেন ও ইতালীর মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হল। জার্মানী তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সীমানা পুনর্বিন্যাস এবং অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ড অধিকারের জন্য তৈরী হল। জাপান উত্তর-পূর্ব চীন অধিকার করে উত্তর চীন সহ সমগ্র চীনের উপর আক্রমণ করে বসল। জার্মানী ও ইতালী ভের্সাই চুক্তি ছিন্ন করে ও জাপান নয়-রাষ্ট্র মিলিত চুক্তির সমাধি রচনা করে এই তিন রাষ্ট্র লীগ অব নেশনস থেকে বেরিয়ে এল। বিশ্বকে নতুন করে ভাগ-বাটোয়ারার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ আসন্ন হল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে জার্মানী, ইতালী ও জাপানের শাসক গোষ্ঠী নয়া যুদ্ধের সূচনা করল। এ যুদ্ধ হল জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,

বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হল তাবৎ বিশ্বে ভূ-ভাগ পুনর্বণ্টন ও প্রভাবিত অঞ্চলগুলির সম্প্রসারণ। এভাবে তিনটি আক্রমণকারী রাষ্ট্রের মৈত্রী একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

এ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ১৯২৯ সালের উৎপাদন থেকে বেড়ে ১৯৩৫ সালে ২৯৩'৪ শতাংশে দাঁড়াল। আরও মূল্যবান হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় এই শিল্প গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন এনে দিল। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কৃষিরাষ্ট্র থেকে শিল্প-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাষাবাদের জায়গায় যন্ত্র চালিত ও সমবায় প্রথায় চাষ সুরু হল ও জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের দিক থেকে শিল্পজাত সোভিয়েত পণ্য প্রথম স্থান অধিকার করল। ১৯৩৩ সালে সোভিয়েতে শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্য ৭০'৪ শতাংশ বেড়ে গেল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ভাবে শিল্প সমৃদ্ধ হল। কৃষিরাষ্ট্র থেকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উত্তরণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদের অবসান ঘটে। ১৯৩৫ সালে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত শিল্পসংস্থা সমগ্র শিল্পজাত পণ্যের ৯৯'৯৬ শতাংশ উৎপাদন সম্ভব হয়। পুঁজিবাদ অবসান হেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

কৃষির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে ১৯৩৩ সালে যৌথ খামার থেকে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে কৃষি বীজ বপন করা হয় তদনুসারে, ৮৪'৫ শতাংশ কৃষি-পণ্যোৎপাদন সম্ভব হয় এবং সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কৃষিপণ্যোৎপাদনের হার ১৫'৫ শতাংশ মাত্র। এভাবে যৌথ খামারের স্থায়ী জয় হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষকরা সমাজতন্ত্রে সামিল হয়।

পররাষ্ট্র নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে ও শাতিরক্ষায় লিপ্ত থাকে ও শান্তির সমর্থক দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার দাবী জানাতে থাকে। ১৯৩৪ সালের শেষের দিকে জার্মানী, ইতালী ও জাপান লীগ অব নেশনস থেকে সরে আসে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সেখানে যোগদান করে। সমস্ত রকম দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও লীগ অফ নেশনসকে সমস্ত রকমের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং আক্রমণকারীদের স্বরূপ তুলে ধরার কাজে ব্যবহার করে। সোভিয়েত ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সের ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ও ১৯৩৬ সালে মঙ্গোলিয়া সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে।

২। চীনের আমলাতান্ত্রিক পুঁজির জন্ম, কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের উপ-নিবেশীকরণ। চীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম।

নানকিংয়ে ফ্যাসীবাদী সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়া-শীলরা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের অর্থনৈতিক একাধিপত্য সংগঠিত করার কাজ সুরু করে দেয়। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের প্রতিনিধি হল চিয়াঙ কাই-শেক, টি. ভি. সুঙ, এইচ্. এইচ্ কুঙ ও চেন ভ্রাতাদের (চেন কুয়ো-ফু এবং চেন লি-ফু) "চারটি বৃহৎ পরিবার"। এই চারটি বৃহৎ পরিবারের একচেটিয়া কার্যকলাপ ছিল চারটি ব্যাঙ্ককে কেন্দ্র

করে ঃ চীনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ চায়না, ব্যাঙ্ক অফ কমিউনিকেসনস ও ফার্মার্স ব্যাঙ্ক অফ চায়না। চীনের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে এবং তথাকথিত "রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক" হিসাবে, ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন, জাতীয় মুদ্রা প্রচলন ও সরকারী ঋণ-পত্র বাজারে ছাড়ার যাবতীয় অধিকার ভোগ করত এবং ট্যাকশাল ও সরকারী খাজাঞ্চি খানার কতৃত্বে ছিল এই সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত চিয়াঙ সরকার সরকারী পুঁজি বৃদ্ধি করে ব্যাঙ্ক অফ চায়না ও ব্যাঙ্ক অফ কমিউনিকেশনসের সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। পূর্বে এগুলি উত্তরের সমর-প্রভু সরকারের অর্থনৈতিক স্তম্ভ ছিল। ফার্মার্স ব্যাঙ্ক অফ চায়না স্থাপিত হয় ১৯৩৫ সালে।

১৯৩৬ সালে এই চারটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক চীনের সমস্ত ব্যাঙ্কের যাবতীয় সম্পত্তির ৫৯ শতাংশ এবং আমানতকারীদের অর্থের ৫৯ শতাংশ ধরে রেখেছিল ও সারা দেশে ৭৮ শতাংশ ব্যাঙ্ক নোট বাজারে চালু করেছিল। বস্তুতঃ এই চারটি ব্যাঙ্ক চীনের আর সমস্ত ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিল।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে চিয়াঙ সরকার "আইনতঃ গ্রহণীয় মুদ্রা নীতির অনুসরণে, জনসাধারণের সম্পদকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্ভরযোগ্য মুদ্রা প্রবর্তন করে "চারটি বৃহৎ পরিবারের" ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলে। এটা ছিল এক প্রকার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লুণ্ঠন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই "আইনতঃ গ্রহণীয় মুদ্রার" পরিমাণ ছিল মোট সি. এন ১,৪০০ মিলিয়ন ডলার। চারটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের সহায়তায় "চারটি বৃহৎ পরিবার" একচেটিয়া আধিপত্য স্থরু করে দেয় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র লুণ্ঠনের অধিকারী হয়। স্থঙ পরিবার তুলা, চাল ও অন্যান্য দৈনন্দিন অপরিহার্য পণ্যোৎপাদন ও বণ্টনের জন্য বৃহদাকারে বাণিজ্যসংস্থা সংগঠিত করে এবং এভাবে জাতীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল—জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে এক সঙ্কটের সময়, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে "চারটি বৃহৎ পরিবার" রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার আবরণে জাতীয় যাবতীয় শিল্পের উপব একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কল্পে জাতীয় সম্পদ কমিশন নামে একটি প্রধান সংস্থা সংগঠিত করে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একযোগে অ্যাস-বেষ্টস খনি, ইস্পাত ও এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা চালাত। বে-সরকারী পুঁজিপতিদের ছদ্মবেশে এবং ঐ উপায়ে অতিরিক্ত পুঁজি লগ্নী করে, পুনর্গঠন ও চড়া স্থদে ঋণদানের সাহায্যে ঐ "চারটি বৃহৎ পরিবার" অত্যন্ত আর্থিক কৃচ্ছ্রতাহেতু বে-সরকারী শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা গ্রহণ করে। বয়ন-শিল্পে এটা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হয়। ১৯৩৭ সালের প্রথমার্ধে বয়ন-শিল্পের কারখানার সুতাকাটার টাকুর সংখ্যার ১৩ শতাংশ ছিল ঐ চারটি বৃহৎ পরিবারের অধিকারভুক্ত।

কৃষিতে "চারটি বৃহৎ পরিবার"ই ছিল দেশের বৃহত্তম জমিদার ও কৃষককুলের নিষ্ঠুর শোষক। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তারা কৃষকদের উপর দুঃসহ খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিল, বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দিতে বাধ্য করল, সৈন্যবাহিনীতে তাদের বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করতে লাগল ও কোনরূপ খেসারত না দিয়ে বিধি-বহির্ভূতভাবে তাদের জমি দখল করে নিল। আর্থিক ব্যাপারে, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষিতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই "চারটি বৃহৎ" পরিবার আপামর জনসাধা-

রণকে লুণ্ঠন করে শোষক দেশের বৃহৎ রক্ত শোষক গোষ্ঠী হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

চিয়াঙ কাই-শেক চক্র বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিনিময়ে চীনের সার্বভৌমত্ব বিদেশীদের নিকট বিক্রী করে তার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল। এই চক্রের শাসনকালে সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র চীনকে ঔপনিবেশিক বাজারে পরিণত করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি চীনের জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখাতেই অনুপ্রবেশ করে ও এগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৯৩৬ সালে চীনের সমগ্র কয়লার উৎপাদনক্ষেত্রে ৫৫.৭ শতাংশ পরিমাণ কয়লা বিদেশী পুঁজির লগ্নির আওতার মধ্যে ছিল, চীনের লোহখনি প্রায় সবটাই ছিল জাপানী পুঁজি নিয়ন্ত্রিত। ১৯৩৭ সালে, চীনা রেলপথের ৯০.৭ শতাংশ লগ্নী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে এসেছিল। ১৯৩৬ সালে ইয়াংসী নদীতে নিয়মিত চলাচলকারী জাহাজের টন প্রতি প্রদেয় শুল্কের ৮১.৯ শতাংশ বিদেশী জাহাজেরই আদায় ছিল এবং সমগ্র দেশে বিদ্যুত উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ বিদেশীরাই উৎপন্ন করত। ব্যাঙ্কের যাবতীয় সম্পত্তির ২০.৮ শতাংশই বিদেশী পুঁজি। বিদেশী পুঁজি কর্তৃক ব্যাঙ্ক নোট ছাপানো থেকে সুরু করে আমদানী ও রপ্তানীর উপর ধার্য শুল্ক ও লবণকর প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণজনিত সুবিধাভোগহেতু বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতা চীনে তাদের লগ্নীকৃত অর্থ থেকে সম্যক ধারণা করা সম্ভব ছিল না এবং বিনিময় হারের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার তারাই ভোগ করত। ১৯৩৬ সালে চীনে সুতাকাটার টাকুর ৪৬.২ শতাংশ, Twisting Spindleএর ৬৭.৪ শতাংশ, তাঁতের ৫৬.৪ শতাংশের মালিকানা ছিল বিদেশী পুঁজির। ১৯৩৫ সালে সিগারেটের সমগ্র উৎপাদনের ৫৮ শতাংশ বিদেশী মালিক কর্তৃক উৎপন্ন হত।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রাক্কালে, কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদীরা কয়লা, লোহশিল্প, রেলপথ ও জলপথ পরিবহণ ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া মালিকানা করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। বিশেষ করে বয়নশিল্পে ও সিগারেট উৎপাদনে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পুঁজির সম্পূর্ণ প্রাধান্য ছিল। চীনে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাহির থেকে বিশেষ আমদানী হয় নি, চীনের ভিতর থেকেই নানা উপায়ে অর্থ নিংড়ে নিয়ে শিল্প ব্যবসায় নিয়োজিত হত। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বলপূর্বক আদায়, জোরপূর্বক ভূ-খণ্ড দখল, কৌশলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কেড়ে নেওয়া ও চীনা পুঁজির আত্মসাৎ করা প্রভৃতির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনকে লুণ্ঠন করেছিল। চীনে অতি সামান্য পুঁজি আমদানীর বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্রচণ্ড মুনাফা লুটেছিল। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে চীন আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমতা হারিয়েছিল। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চীনে আমদানীকৃত প্রাপ্ত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১,৭৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশী ও খরচের পরিমাণ ছিল ৩,৪৩৭ মিলিয়ন ডলার। এই পার্থক্য অংশত চীনের অসম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফল এবং আর খানিকটা বিদেশী পুঁজির লুণ্ঠনের ফল।

তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে চীনে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির বিস্তার ঘটেছিল। প্রথমতঃ, ১৯৩৬ সালে চীনে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নিকৃত সমগ্র অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,২৮৫ মিলিয়ন মোট মার্কিন ডলার, বৃটেনের ছিল ১,০৪৫ মিলিয়ন ডলার, জাপানী লগ্নি

পরিমাণ ছিল ২,০৯৬ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী। এসময় জাপানী লগ্নির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল ও প্রথম স্থান করে নিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩৬ সালে, উত্তর-পূর্ব চীনে জাপানী লগ্নির পরিমাণ ছিল ১,৪৫৫ মিলিয়ন ডলার, চীনে মোট লগ্নির দুই-তৃতীয়াংশের বেশী। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নির পরিমাণ অবশিষ্ট চীনে উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল এবং বৃদ্ধির হার ছিল ৪০ শতাংশের মত। কুয়োমিন্টাং সরকারের দুই-তৃতীয়াংশের মত আর্থিক ঋণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, ১৯৩৬ সালে, (উঃ-পূঃ চীন বাদে) চীন-ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে লগ্নির পরিমাণ ছিল ১,৩৬৯ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী। এদের মধ্যে বৃটেনের অংশ ছিল সর্ববৃহৎ—৬৫১ মিলিয়ন ডলারেরও অধিক। জাপানের লগ্নির পরিমাণ ছিল ৩০৫ মিলিয়ন ডলার এবং তার স্থান ছিল বৃটেনের পরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল সবথেকে কম, ২১০ মি. ডলারের বেশী। চীনে (উঃ-পূঃ চীন বাদে) শিল্প পণ্যোৎপাদন ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লগ্নির মোট পরিমাণ ছিল ২৮১ মি. ডলারেরও বেশী এবং জাপানী লগ্নির পরিমাণ ১৪০ মি ডলারের বেশী, বৃটেনের ছিল ১০৭ মি. ডলার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লগ্নির পরিমাণ ছিল ২০ মি. ডলারের বেশী। সামাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ খুবই অসম ছিল এ সময়ে চীনের সুবৃহৎ প্রাচীরের দক্ষিণে, জাপানের অর্থনৈতিক আক্রমণ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকল—সমগ্র তুলাশিল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ ও উঃ চীনের বন্দরগুলির উপর জাপান একাধিপত্য বিস্তার করল এবং চীনে তার পণ্যদ্রব্য গুদামজাত ও এমনকি চোরাই চালানও সুরু করল। শাংহাইতে জাপানী তুলা কারখানা বিস্তৃতি লাভ করে চীনের কারখানাগুলিকে কোনঠাসা করল এবং তাদের লাভের অংশকে জাপানীরা লুঠ করল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন অধিকারের নীতি উত্তর এবং মধ্যচীনে বৃটিশ ও মার্কিন স্বার্থের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানল এবং "চারটি বৃহৎ পরিবারের" অর্থনৈতিক ভিত্তিকে চুরমার করে দিল এবং এভাবে, একদিকে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এবং চীনে তাদের তাঁবেদার—"চারটি বৃহৎ পরিবার" এবং অপরদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দৈনন্দিন বিরোধ ও সংঘাত বেড়েই চলল।

১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক কমিশন চীন পরিভ্রমণে এল; এবং একই বৎসরে শীতকালে এলেন বৃটিশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, স্যার ফ্রেডরিক লীথ-রস। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় চিয়াঙ কাই-শেক সরকার তথাকথিত "মুদ্রা-সংস্কার" প্রবর্তন করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ চায়না এবং ব্যাঙ্ক অফ কমিউনিকেশনস কর্তৃক প্রচলিত নোটকে একমাত্র "আইনতঃ গ্রহণীয় মুদ্রা" হিসাবে গ্রহণ করে ও রৌপ্যের জাতীয়করণ ঘোষণা করে। চীনে রৌপ্য মুদ্রাই আইনত বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে বিনিময়ের ভিত্তি ছিল ও চীনের "আইনতঃ গ্রহণীয় মুদ্রা" পাউণ্ড স্টার্লিং-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। চীনের এক ইউয়েনের সঙ্গে ১ শিলিং ২½ পেনীর বিনিময় হার ঠিক ছিল। এই হারকে বজায় রেখে মুনাফার নামে বিরাট সংখ্যক চীনা রৌপ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করেছিল। "আইনতঃ গ্রাহ্য মুদ্রা" নীতি প্রচলনের ফলে

চিয়াঙ কাই-শেক সরকারের মুদ্রা মার্কিন ডলার ইংলিশ পাউণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে এল।

সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তঃ সংগ্রাম কুয়োমিন্টাংয়ের মধ্যে বিরোধ ডেকে আনল, এবং জাপানের প্রতি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে নানকিং সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা গেল। কুয়োমিংটাং নেতৃবর্গের মধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন সমর্থক চক্র ও জাপ-সমর্থক চক্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে গেল এবং জনসাধারণের মধ্যে জাপ-বিরোধী মনোভাব ও বৃটিশ এবং মার্কিন প্রভাবের চাপে নানকিং সরকার জাপানের প্রতি তার নীতি পরিবর্তন করে।

১৯৩৫ সালের শেষের দিকে, জাপ-সমর্থক চক্রের প্রধান, ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই এবং ঐ চক্রের আরেকজন সভ্য, তাঙ ইউ-চেনের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। তারপর কুয়োমিংটাং সরকারের অদলবদল ঘটে এবং জাপ-সমর্থক গোষ্ঠীর স্থলে চিয়াঙ কাই-শেকের বৃটিশ ও মার্কিন চক্র সরকারে প্রাধান্য পায় এবং ওয়াঙ ও চিয়াঙের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চীনে অবস্থিত জাপ রাষ্ট্রদূত কওয়াগোর সঙ্গে চিয়াঙ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, চ্যাঙচুনের বহু আলাপ-আলোচনা হয়। চিয়াং ইচ্ছা করেই আলাপ-আলোচনা বিলম্বিত করেন ও তাদের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৩৫ সালে জাপানের উত্তর চীন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধ প্রধান হয়ে দাঁড়াল এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চীনের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে পার্টি, ১৯৩৬ সালের মে মাসের অব্যবহিত পর, জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চিয়াঙ কাই-শেককে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করে এবং চীনের জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্টের সঙ্গে বিশ্ব ফ্যাসী-বিরোধী শান্তি ফ্রণ্টের সংযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে।

৩। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের উত্তর চীন আক্রমণ। জাপ-প্রতিরোধ ও দেশ রক্ষার উপর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা। জাপ-প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী আন্দোলনের নতুন জাগরণ।

১৯৩৫ সালে জাপ-আক্রমণকারী কর্তৃক উত্তর চীনে নতুন করে আক্রমণের প্রাক্কালে জাপ-সরকার ঘোষণা করেছিল যে জাপান এশিয়ার প্রভু এবং চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার আর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের থাকবেনা এবং চীন অপর কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এবং চীন তার নিয়ন্ত্রণাধীন উপনিবেশ। ১৭ই এপ্রিল ১৯৩৪ সালে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চীনের উপর বিবৃতির এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

তখনও পর্যন্ত চিয়াঙ কাই-শেক মোহ পোষণ করে আসছিলেন যে পীত নদীর দক্ষিণে তার প্রভুত্ব বজায় থাকবে। চীন তার উত্তর-পূর্ব ভূ-খণ্ডে স্বেচ্ছা-সেবীদের সাহায্য দান করছে এই মিথ্যা ওজর দিয়ে ১৯৩৫ সালের ২৯শে মে জাপানী সমর-প্রভুরা অসম্ভব দাবী করে বসল। উত্তর চীনে জাপানী সৈন্যদের অবস্থিতি পিকিং ও তিয়েন-সিনের প্রকৃত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল এবং তাদের আরোপিত শর্ত না মানলে জাপানী সমর-প্রভুরা "অবাধ কার্যকলাপের" হুমকী দিল।

নানকিং সরকার নতুন সামরিক আক্রমণে ভয় পেয়ে "হো-উমেজু" চুক্তিতে আবদ্ধ হল: ফলে চীনের সার্বভৌম অধিকার জলাঞ্জলি দিল এবং সমগ্রজাতির অপমান ডেকে আনলো। এই চুক্তি অনুসারে হোপেই প্রদেশ, পিকিং ও তিয়েনসিনের কুয়োমিণ্টায়ের সদর কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হল; হোপেই থেকে পুলিশ, প্রধান সেনাবাহিনী ও উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী সরিয়ে আনা হল; নতুন গভর্ণর নিযুক্ত হল এবং পুরাতন মেয়রদের জায়গায় পিকিং ও তিয়েনসিনে নতুন মেয়র হল; সামরিক পরিষদের পিকিং শাখার রাজনৈতিক বিভাগ লোপ করে দেওয়া হল এবং জাপ-বিরোধী আন্দোলন দমন করা হল। তাদের আকাঙ্ক্ষাপূরণে সম্মত নানকিং সরকারের সমর্থন পেয়ে জাপান এবার সম্পূর্ণ চীন-জয় করার নীতিকে কার্যকরী করতে অগ্রসর হল।

চাঙপেইতে কিছু জাপানী গুপ্তচরদের চীনা সেনাদল আটক রেখেছিল এই অজুহাতে, ৫ই জুন জাপান, চাহার প্রদেশের গভর্ণর সেঙ চে-ইউয়েনের অপসারণ দাবী করে। অক্টোবর মাসে, সিয়াঙহো চেঙপিঙ য়ুচিঙ, সানহো এবং পূর্ব হোপেইয়ের অন্যান্য জেলা থেকে সন্দেহভাজন লোকদের একটি দল, জাপানের প্ররোচনায় বিদ্রোহ করে সিয়াঙহোয়ের জেলা শহরে "শান্তিরক্ষা কমিটি" সংগঠিত করে। একইভাবে, ঈন জু-কেঙ নামে এক বিশ্বাসঘাতক নভেম্বরে "পূর্ব হোপেইয়ের কমিউনিস্ট-বিরোধী স্বয়ংশাসিত এক জাল সরকার" গঠন করে; হাতের পুতুল উচ্চপদস্থ কর্মচারী লি শাউ-সিন ও দেমচিগ্দোনরব "অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় এক জাল সরকার গঠন করে।"

"উত্তর চীনে বিশেষ সরকার" গঠনের জাপানী দাবী মেটাতে নানকিং সরকার "হোপেই চাহার রাজনৈতিক পরিষদ" গঠনের জন্য সুঙ চে-ইউয়ান, ওয়াঙ ঈ-তাঙ ও ওয়াঙ কে-মিনকে নিযুক্ত করে, এবং এভাবে নানকিং সরকার এই প্রদেশগুলিকে তাদের শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলে পরিণত করে ও জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্র তৈরী করে।

জাতীয় সঙ্কট তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের জাপ-বিরোধী আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে পেঁছায়। ১৯৩৫ সালে ১লা আগস্ট চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "জাপ-প্রতিরোধ আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট আবেদন" জানায় ও আসন্ন বিপদ থেকে চীনকে বাঁচাতে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে, অতীত বা বর্তমান রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বার্থজনিত বিভেদ ভুলে গিয়ে, সম্মিলিত হতে দেশবাসীকে আহ্বান জানায়। এই ঘোষণায় লাল ফৌজ ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী সেনাদল এবং জাপ-প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে ও চীনকে রক্ষাকল্পে আগ্রহী জনসাধারণ একটি সম্মিলিত সরকার ও শ্রমিক-কৃষকদের গণতান্ত্রিক সরকার, কর্তৃক একটি যুক্ত সেনাবাহিনী গঠনের কথা বলা হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও লাল ফৌজের প্রধান বাহিনী উত্তর-পশ্চিমে পেঁছানোর পর শেনসী এবং কানসুতে অবস্থিত লাল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ১৯৩৫ সালে ১৩ই নভেম্বর প্রকাশিত একটি ঘোষণায় জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক চীনকে উপনিবেশে পরিণত করার আশঙ্কা ও চিয়াং কাই-শেকের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা তুলে ধরা হল। জাপ-প্রতিরোধ সংগ্রাম ও চিয়াং বিরোধিতা—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র উপায় বলে বর্ণিত হল। জোর দিয়ে বলা হল যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই সংগ্রাম সুরু হল। এই ঘোষণায় সমস্ত জনসাধারণকে মাথা তুলে

দাঁড়াতে, সঙ্ঘবদ্ধ হতে এবং অবলুপ্তির হাত থেকে জাতিকে বাঁচাতে ও তার স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে এই সঠিক পথকে সমর্থন জানাতে আহ্বান জানানো হল।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নভেম্বরে ১৯৩৫-এ গঠিত পিকিং ছাত্র-ইউনিয়ন উত্তর চীনে 'স্বয়ংশাসিত' তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে বৃহদাকারে দস্তখত আন্দোলন সুরু করে। ৯ই ডিসেম্বর পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত ছয় হাজার ছাত্রের একটি মিছিল জাপানকে প্রতিরোধ করা ও চীনকে বাঁচানোর মৌলিক শর্ত আরোপ করে ও চিয়াঙ কাই-শেক সরকারের নিকট গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাতে ও আক্রমণ প্রতিরোধের দাবী জানায়। কুয়োমিণ্টাং সরকারও স্বদেশভূমি বাঁচানোর আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য, যতই নৃশংস দমন নীতি, গ্রেপ্তার চালাতে থাকে ঠিক তদনুরূপ আন্দোলনও তীব্র আকার ধারণ করতে লাগল ও বৃহদাকারে সক্রিয় আন্দোলনের প্রস্তুতি অবাধভাবে চলতে থাকল। ১০ই ডিসেম্বর পিকিংয়ে স্কুলগুলির পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐ সব স্কুলে গঠিত ছাত্রসমিতি প্রচার ও সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

১৬ই ডিসেম্বর ছিল "হোপেই চাহার রাজনৈতিক পরিষদ"-এর উদ্বোধন দিবস এবং ঐ দিনটিতে পিকিংয়ের ৩০,০০০ সাধারণ নাগরিক ও ছাত্ররা পার্টি নেতৃত্বে বিশাল মিছিল করে কুয়োমিণ্টাং পুলিসের আবেষ্টনী ভেদ করে ও আক্রমণ উপেক্ষা করে শহরের দক্ষিণে তিয়েনচিয়াওতে মিটিং করে। জনগণের চাপে ঐ "পরিষদ" গঠনের ঘোষণা মুলতুবি রাখতে বাধ্য হয়। ৯ই ও ১৬ই ডিসেম্বরে সংগঠিত মিছিল, কুয়োমিণ্টাং সরকার ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসের রাজত্ব তুচ্ছ করে এবং চীনের অন্যান্য অঞ্চলে ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং সারা দেশব্যাপী আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়।

এ মিছিল সংগঠিত করার পর ছাত্ররা জাপ-প্রতিরোধ ও চীন বাঁচাও আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই অবস্থা ছাত্রদের নিজেদের শিক্ষিত করে ইস্পাতসম দৃঢ়তা নিয়ে শ্রমজীবী জনতার মধ্যে গভীর সংযোগ ঘটানোর উত্তম সুযোগ এনে দিল। কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার মূলক ও সংগঠনমূলক কাজ চালাবার জন্য পিকিং ও তিয়েনসিনের ছাত্ররা প্রচার ব্রিগেড সংগঠিত করল ও শ্রমিক-কৃষকদের শিক্ষাদানের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করল। এইভাবে জনতার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠার ফলে সমগ্র চীন ব্যাপী পার্টি নেতৃত্বে চীনা জাতীয় মুক্তির[২] অগ্রগামী দল প্রতিষ্ঠিত হল। দু বছরের কম সময়ের মধ্যে, যখন জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সুরু হইল, ছাত্ররা বৃহৎ সংখ্যায় গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেল। ফলে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেহনতি মানুষের মন-সংযোগ বিস্তৃতি লাভ করল।

১৯৩৬ সালে, সারা দেশব্যাপী জাতীয় মুক্তি সমিতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যে গঠিত হল। ঐ বৎসরের মে মাসে জাতীয় মুক্তির জন্য শাংহাইয়ে নিখিল চীন জাতীয় মুক্তি সমিতির জন্ম হল। ইতিমধ্যে, কথায় ও কাজে সমস্ত চীনা জনগণ 'জাপানকে প্রতিরোধ কর ও চীন বাঁচাও,' পার্টির এই আহ্বানে সাড়া দিল। সমস্ত দেশে নতুন করে বিপ্লবী আন্দোলনে ছেয়ে গেল।

৪। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বর সম্মেলন। পার্টি কর্তৃক জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের কৌশল গ্রহণ।

বিপ্লব যখন উচ্চস্তরে উঠে তখন প্রয়োজন হয় দেশের সমস্ত অবস্থাকে আবার সঠিকভাবে বিচার করা, জাপান চীনকে যখন আক্রমণ করেছে তখন তার বিরুদ্ধে পার্টির সঠিক পলিসী ঠিক করাই কাজ। সুতরাং ১৯৩৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, লং মার্চের মাধ্যমে লাল ফৌজের উত্তর শেনসীতে পৌঁছানোর পর, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরো ওয়েআওপাওতে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের কৌশল গৃহীত হয় এবং পার্টি "বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির করণীয় কাজ কি তার উপর প্রস্তাব" গ্রহণ করে। প্রস্তাবে রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ বিশ্লেষণ ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা বলা হয় ও পার্টির কৌশলের সূত্র তুলে ধরা হয়। এই অবস্থার বিশেষত্ব হল জাপান চীনকে উপনিবেশে পরিবর্তন করতে কৃতসঙ্কল্প এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন শ্রেণী, পার্টি ও তাদের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে শ্রেণী-সম্পর্কের পরিবর্তন। কৃষক, শ্রমিক, পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক ত আছেই, তার সঙ্গে শাসকশ্রেণী বুর্জোয়ার একাংশ জাপ-প্রতিরোধের দাবী জানাচ্ছে। দেখা গেল শাসক শিবিরে দ্বন্দ্ব ও চিড় ধরেছে। সুতরাং পার্টির কাজ হল প্রশস্ততম জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের মাধ্যমে দেশের সকল জাপ-বিরোধী শক্তিসমূহকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমাবেশ করা। প্রস্তাবে পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ "বামমার্গী" গোঁড়ামি ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে খণ্ডন করা হল। কমরেড মাও সে-তুঙ ২৭ শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এক কর্মী সম্মেলনে "জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রণকৌশল" এই শিরোনাম দিয়ে একটি রিপোর্ট, পেশ করেন। পার্টি প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের সপক্ষে এই রিপোর্টটি একটি তাত্ত্বিক দলিল।

১। মাও সে-তুঙ বর্ণিত তদানীন্তন অবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদ চীনকে উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে জাপান কর্তৃক উত্তর চীন আক্রান্ত হওয়ার পর যারা দেশব্যাপী জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে জাতীয় বিরোধ প্রধান স্থান অধিকার করেছে এবং অন্তর্বর্তি শ্রেণী-বিরোধ দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও পেতি-বুর্জোয়ারা প্রতিরোধ দাবী করেছে, শ্রমিক ও কৃষকরা এ সম্বন্ধে দৃঢ়বদ্ধ। জাতীয় বুর্জোয়াদের কথা বলা যায়,—একথা সত্য যে ১৯২৭ সালের পর তারা চিয়াঙ কাই-শেকের পক্ষে চলে গিয়েছে, কিন্তু ঘটনা হল যে তারা তাদের মিত্র শ্রমিকশ্রেণীকে ছেড়ে গিয়েও জমিদার ও মুৎসুদ্দীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কিছু লাভ করতে পারেনি।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯২৬ থেকে ১৯৩০ সাল সময়ের মধ্যে উত্তর চীনে তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা ও বস্ত্রের বাৎসরিক আমদানীর মোট মূল্য ছিল যথাক্রমে ১২, ৮৮৮, ৯৭৭ ও ৫৩, ১৯৯, ২৫৫ হাইকোয়ান তায়েল (চৈনিক মুদ্রা)। এর মধ্যে ৯, ৯০৬, ১৮৩ হাইকোয়ান তায়েল মূল্যের তুলাজাত সুতা, অথবা সমগ্রের ৭৭% শতাংশ; এবং ১৩, ৮৫৭, ১৭৪ হাইকোয়ান তায়েল মূল্যের তুলা, অথবা সমগ্রের ২৬% শতাংশ চীনের

প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত চীনের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হত। উত্তর-পূর্ব চীন জাপানীদের হাতে চলে যাওয়ার দরুন ও অন্যান্য কারণে, চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশগুলিতে বয়ন-শিল্পের কারখানায় ১০ লক্ষেরও বেশী টাকু ১৯৩১ সাল থেকে অকেজো হয়ে পড়েছিল। আরও, এই ঘটনার প্রাক্কালে চীনের সর্বপ্রধান কয়লা উৎপাদন কেন্দ্র উত্তর পূর্ব চীনে প্রায় ১০ মিলিয়ন কয়লার প্রায় অর্ধেক রপ্তানী করা হত। চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশ সমূহের বহু ফ্যাক্টরী তাদের কয়লা সরবরাহের জন্য উত্তর পূর্ব চীনের উপর নির্ভর করত। কিন্তু ১৯৩১ সালের সূচনা থেকেই উত্তর-পূর্ব চীনের কয়লাখনির উপর জাপান সম্পূর্ণ দখলদারী নিয়েছিল এবং এর ফলে চীনের শিল্পে জ্বালানী সরবরাহ ব্যাহত হয়। সর্বশেষ, বৈদেশিক বাণিজ্যে মূল্যবান পণ্য উত্তর-পূর্ব চীনে উৎপন্ন সয়াবিনের বাৎসরিক প্রায় অর্ধেকটাই, চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন টন উৎপন্ন সয়াবিন রপ্তানী করা হত। কিন্তু জাপান কর্তৃক উত্তর-পূর্ব চীন অধিকারের পর, এই কৃষিজাত সামগ্রী জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের দখলে নেয়। এর ফলে চীনাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাবদে প্রাপ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার হার ব্যাহত হয়। সমগ্রভাবে রপ্তানীর দরুন চীনাদের প্রাপ্য মুদ্রার অনুপাত ১৯৩০ সালের ৬১% শতাংশ থেকে ১৯৩৩ সালে ৪২% শতাংশে নেমে যায়। ফলশ্রুতি হিসাবে চীনা শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চীনের প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত প্রদেশসমূহে জাপানীরা সক্রিয়ভাবে ফ্যাক্টরী বাড়াতে থাকে, বিশেষ করে বয়ন শিল্পে। ফলে বহু চীনা মিল জাপ-কবলিত হয়। উত্তর চীনে দুটি সর্ববৃহৎ বয়ন শিল্পের কেন্দ্র সিঙতাও ও তিয়েনসিন। সিঙতাওতে বয়ন শিল্পের মিলগুলিতে বহু আগে থেকেই জাপ প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তিয়েনসিনে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত জাপানী পুঁজিপতিদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটিও বয়ন শিল্পের মিল ছিল না। কিন্তু ১৯৩৬ সালে জাপানী নিয়ন্ত্রিত মিলগুলিতে ছিল মোট টাকুর সংখ্যা ৫৫.২ শতাংশ এবং মোট তাঁতের সংখ্যার ৩২.৯ শতাংশ। চীনের সর্ববৃহৎ বয়ন-শিল্প কেন্দ্র শাংহাইতে জাপানীদের মালিকানাধীন মোট তাঁতের সংখ্যার অনুপাত ১৯৩১ সালের ৫১ শতাংশ থেকে ১৯৩৬ সালে ৪৯ শতাংশে নেমে যায় কিন্তু তাঁতের সংখ্যা ৫২.৮ শতাংশ থেকে ৫৭.৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। চীনা নিয়ন্ত্রিত মিলে মোট টাকুর সংখ্যার অনুপাতে কোন ওঠানামা ছিল না (৪১.৯ শতাংশ থেকে ৪১.৮ শতাংশ) কিন্তু চীনাদের তাঁতের সংখ্যার অনুপাত ৩৪ শতাংশ থেকে ২৯.১ শতাংশ নেমে যায়। এক কথায়, চীনের তিনটি সর্ববৃহৎ বয়নশিল্প কেন্দ্রে জাপানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনকে উপনিবেশ করার মধ্য দিয়ে যে সঙ্কট নেমে আসে ও চীনের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যে যে দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে সঙ্কট ও আশঙ্কার ফলে জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন তাদের জাপ-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনবে নয়তঃ তাদের কর্মক্ষমতাকে ব্যর্থ করবে।

মাও সে-তুঙ তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, "এমন কি জমিদার ও বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দেশীয় তাঁবেদার গোষ্ঠী শিবিরেও সম্পূর্ণ ঐক্যের অভাব।"[৩] বহু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ কর্তৃক যুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ হল

চীন। চীন গ্রাসের জাপ-প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে ফাটলকে বিস্তৃত করবে। আবার মাও সে-তুঙকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে হয়,

যখন জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম পরিচালিত হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন কি বৃটেনের পোষা কুকুরের দল, তাদের প্রভুদের নির্দেশের স্বর-তারতম্য অনুসরণ করে, জাপ-সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পোষা কুকুরদের সঙ্গে গোপন বিরোধে অথবা এমন কি খোলাখুলি বিরোধেও প্রবৃত্ত হবে।[৪]

জাপ-আক্রমণের ফলে চীনের শ্রেণী-সম্পর্কে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে এই পরিবর্তনই প্রমাণ করে দেয় যে চীনে বিপ্লবী ফ্রণ্ট ও প্রতি-বিপ্লবী ফ্রণ্টের মধ্যেও পরিবর্তন চলছে। জাতীয় বিপ্লবী শিবির ক্রমশই অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে ও প্রতি-বিপ্লবী শিবির দুর্বল হয়ে পড়ছে। এভাবেই জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

লাল ফৌজের লং মার্চের মধ্য দিয়ে বিজয়লাভ ও চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম বিস্তার ও বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক অবস্থা আঞ্চলিক স্তর থেকে জাতীয় স্তরে পরিবর্তিত হয়ে ক্রমশঃ অসাম্য অবস্থা থেকে আপেক্ষিক সমতা লাভ করছে। তাহলেও, চীন বিপ্লবের প্রসার মোটের উপর অসমান অবস্থাতেই রয়েছে, এবং বৈপ্লবিক শক্তি প্রতি-বিপ্লবী শক্তি অপেক্ষা এখনও দুর্বল। এখানেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দেশের সকল জাপ-বিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যাপকভাবে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের আবশ্যকতা আছে। পার্টির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল লক্ষ লক্ষ জনগণকে সপক্ষে টেনে এনে জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং এটা সম্ভব। এটা কমরেড মাও-এর বর্ণিত রিপোর্টে আছে।

পার্টির কাজ হচ্ছে লাল ফৌজের কার্যকলাপকে সমস্ত দেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র পেটি-বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের কার্যকলাপের সঙ্গে একত্রে সমন্বয় সাধন করে সম্মিলিত জাতীয় বিপ্লবী ফ্রণ্ট গঠন করা[৫]।

২। রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ "গণ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের" (Peoples' Republic) ধ্বনি তুলেছেন এবং এ ধরনের রাষ্ট্রের কি প্রকৃতি ও নীতি কি হবে, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা খসড়া দিয়েছেন। গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের পরিষ্কার একটা গণ-চরিত্র থাকবে ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমিকদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের প্রশাসন গড়ে উঠবে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী অন্যান্য শ্রেণীদেরও প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করবে। প্রথমে ও সর্বাগ্রে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাষ্ট্র জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অস্তিত্ব ও প্রসার অনুমোদন করবে। অনুরূপভাবে, ধনী কৃষকদের জমি ও সম্পত্তি সম্পর্কে সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করবে, ঐ রাষ্ট্রের কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটবে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ক্ষেত্রে।

১৯৩৫ সালে ৬ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ওয়েআওপাও সম্মেলনের অনতিকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটি ধনী কৃষকদের সম্পর্কে কৌশল পরিবর্তনের উপর এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে জাতীয় সঙ্কটকালীন অবস্থায় ধনী কৃষকেরা সাম্রাজ্যবাদ ও কুয়োমিন্টাংয়ের বিশ্বাসঘাতক সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে সুরু করেছে অথবা সহানুভূতিসূচক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে

যে অতীতে কমিউনিস্ট সরকারের সপক্ষে আন্দোলনের সময় ধনী কৃষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করার মধ্যে শ্রেণী হিসাবে তাদের নির্মূল করার একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। মধ্য চাষীদের উপর এর প্রভাব পড়ায় আরও উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে তারা নিরুৎসাহ বোধ করেছিল। সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটি ধনী কৃষকদের সম্পর্কে নীতি পরিবর্তন করতে মনস্থ করেছে। ঐ প্রস্তাবে শর্ত বেঁধে দেওয়া হল যে ধনীকৃষকদের কেবলমাত্র সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে, ভাড়াটে শ্রমিকদের দিয়ে তারা যে জমি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বিষয়সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণ করে, সেগুলি বাজেয়াপ্ত রহিত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পবাণিজ্যে তাদের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক রক্ষিত হবে। পুনরায়, প্রায় ছয়মাস পরে ১৯৩৬ সালে, কমিউনিস্ট হিসাবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ভূমি-নীতি সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা প্রকাশ করে এবং ঐ নির্দেশনামায় ব্যবস্থা দেওয়া হল যে বিশ্বাসঘাতকদের জমি ও বিষয়-সম্পত্তি ও জমিদার শ্রেণীর জমি, খাদ্য, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে কিন্তু ক্ষুদ্র মালিকদের (স্থায়ী শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, কারিগর, ছোট জমিদার যারা অভাবগ্রস্ত, সামান্য জমি ভাড়া খাটায়) অব্যাহতি দেওয়া হবে।

৩। এই জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের কৌশল হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কৌশল। এই কৌশল গোঁড়াপন্থীদের কৌশলের সম্পূর্ণ বিপরীত। গোঁড়াপন্থীরা এটা স্বীকার করে না যে চীনকে উপনিবেশ করার জাপ-প্রয়াস চীনে বিপ্লবী শক্তি ও প্রতি-বিপ্লবী শক্তির বর্তমান বিন্যাসে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাবে। তারা দাবী করে যে জমিদার ও বুর্জোয়াদের শিবির ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় এবং তারা খেয়াল-খুসীমত মাঝামাঝি অবস্থানকারী দলগুলি যারা সে মুহূর্তে কর্মতৎপর হয়েছে তাদের বিপ্লবের ঘোরতর শত্রু বলে বিবেচনা করে। গোঁড়াপন্থীদের মতে, বিপ্লবী শক্তি একান্ত বিশুদ্ধ হবে ও বিপ্লবের পথ একান্তই সরল হবে। কিন্তু সত্য এর বিপরীত। বিপ্লবের পথ, বিশ্বের তাবৎ কর্মপন্থার মত, সর্বদাই কুটিল, কদাচ সরল নয় এবং বিপ্লবী শক্তি ও প্রতি-বিপ্লবী শক্তি-বিন্যাস পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না। বিপ্লবী শক্তির প্রয়োজন হল লক্ষ লক্ষ জনগণকে সংগঠিত করা এবং বিশাল বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে কৌশলে পরিচালিত করা এবং এই শক্তিই কেবল জাপ-সাম্রাজ্যবাদী ও বিশ্বাসঘাতক চক্র চুর্ণ করে দিতে পারে। সম্মিলিত-ফ্রন্টের কৌশল হল বৃহৎশক্তি সঞ্চয় করে শত্রুকে ঘিরে ফেলা ও :তাকে নির্মূল করা এবং এই কৌশলই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কৌশল। অপর পক্ষে গোঁড়াপন্থীদের কৌশল হল "ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে বেপরোয়া যুদ্ধ করার জন্য একজন অশ্বারোহীর উপর নির্ভর করা!" বিপ্লবে যারা বন্ধু হতে পারত তাদের তারা শত্রুপক্ষে ঠেলে দিতে চায়। এতে প্রকৃতপক্ষে তারা শত্রুকে সাহায্য করছে এবং বিপ্লবকে বিলম্বিত করছে ও তাকে নিঃসহায় করে ফেলছে। এর ফলে বিপ্লব স্তিমিত হবে, তার অগ্রগতি ব্যাহত হবে ও বিপ্লব ব্যর্থ হবে।

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময় ও জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্ট ও বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্টের মধ্যে প্রচুর ফারাক ছিল। সে সময় পার্টিতে অবস্থানকারী সুবিধাবাদী নেতৃত্ব তার নিজের শক্তিকে না বাড়িয়ে সাময়িক মিত্র কুয়োমিন্টাংয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল ছিল। সেহেতু, বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রন্ট প্রধান অবলম্বনের অভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন কমিউনিস্ট

পার্টি ইস্পাতসদৃশ এবং লাল ফৌজও ইস্পাতকঠিন। লাল ফৌজ লং মার্চ সমাধা করেছে। সেজন্য পার্টি ও সেনাবাহিনী জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রধান শক্তিশালী অবলম্বন হবে ও দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

এই সম্মিলিত ফ্রন্টে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এক চূড়ান্ত তাৎপর্য বহন করেছিল। ইতিহাসের এটি স্বীকৃত সত্য যে চীনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হবে, বুর্জোয়াদের দ্বারা নয়। পার্টির নেতৃত্ব সম্মিলিত ফ্রন্টে বিপ্লবের জয়কে সুনিশ্চিত করেছিল। এ কারণের জন্যই দরকার হয়ে পড়েছে যে পার্টি তার নিজেদের শক্তি বাড়াবে ও সম্মিলিত ফ্রন্টে তার নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করবে; পার্টি সংগঠন, পার্টি-পরিচালিত সেনাবাহিনী ও বিপ্লবী ঘাঁটি প্রসার করবে। শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি, লাল ফৌজ ও বিপ্লবী ঘাঁটি—এগুলিই সম্মিলিত ফ্রন্টের প্রধান অবলম্বন।

৪। মাও সে-তুঙ আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রতিও অঙ্গুলী সঙ্কেত করেন এবং বলেন চীনের জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট বিচ্ছিন্ন নয় এবং ফ্রন্ট নিশ্চিতভাবে বিশ্বের জনগণের সাহায্য লাভ করবে। তার রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেছেন,

আমাদের জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট বিচ্ছিন্ন নয়, যুদ্ধে বিশ্বের জনগণ, সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের সমর্থনের প্রয়োজন আছে; এবং তারা নিশ্চয়ই আমাদের সমর্থন করবে, কারণ আমরা ও তারা পরস্পরের সুখদুঃখে পরম আগ্রহ ও উদ্বেগ অনুভব করি।[৬]

জাপ-বিরোধী যুদ্ধ ও বিপ্লবে সাফল্য অর্জনের সপক্ষে সোভিয়েত জনগণের সমর্থন একান্ত দরকার। অপর পক্ষে, নতুন আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জাপ-স্বার্থবিরোধী ইয়োরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে যথোচিত সম্পর্ক সম্ভব করে তোলবার বিভিন্ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। সংক্ষেপে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চীন অতি অবশ্যই তার জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রণ্টকে আন্তর্জাতিক শান্তি ফ্রণ্টের সঙ্গে যুক্ত করবে।

৫। জাপ-প্রতিরোধকল্পে চিয়াঙ কাই-শেককে বাধ্য করার চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নীতি। সিয়ান ঘটনা—অবস্থার গতিপরিবর্তন। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টের সূচনা। উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙের সঠিক নেতৃত্বে সমগ্র পার্টি সক্রিয়ভাবে জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য কাজ করে ও ক্রমশঃ প্রাথমিকভাবে তার রূপ পরিগ্রহের কাজে সাফল্য ঘটায়।

প্রথম করণীয় কাজ হিসাবে, পার্টি মনে করে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং সরকার কর্তৃক ১৯৩৬ সালে শেনসীতে প্রেরিত উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী ও সপ্তদশ রুট আর্মির সঙ্গে জাপ-বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করা আবশ্যক। ১৯৩৬ সালে ২৫শে জানুয়ারী লাল ফৌজ কর্তৃক উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিকট প্রেরিত পত্রে বলা হয় যে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক প্রেরিত উত্তর-পূর্ব সেনাবাহিনী জাপানকে রুখতে উদ্যত এবং লাল ফৌজ ও জাপানকে প্রতিরোধ করতে ও ধ্বংস করতে কৃতসঙ্কল্প কারণ চিয়াং চায় এই দুটি বাহিনী ক্রমে দুর্বল হয়ে ধ্বংস

পায়; অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী দক্ষিণ শেনসী ও দক্ষিণ কানসুতে এই বাহিনীকে না পাঠিয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত উত্তর পূর্ব শেনসী ও কানসু প্রদেশে তাদের প্রেরণ করে চিয়াং কাই-শেক পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হয়েছেন ; এই বাহিনীর মধ্যে গোয়েন্দাগিরি ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য তাঁর তাঁবেদার নিযুক্ত করেছেন ; এবং জাপানকে প্রতিরোধ করা ও চিয়াং কাই-শেকের বিরোধিতা করাই হল একমাত্র পথ। শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক সরকার লাল ফৌজ তাদের সঙ্গে একত্রে মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দেশকে বাঁচানোর কাজে জাতীয় সরকার ও জাপ-বিরোধী মিত্রবাহিনী গঠনে প্রস্তুত।

জনগণের দৃঢ় দাবী অনুযায়ী জাপানকে প্রতিরোধ করতে ও জাতিকে বাঁচাতে লাল ফৌজের জাপ-বিরোধী অগ্রগামী অংশ সংগঠিত করা হল এবং তাদের ১০ই মার্চ পীতনদী অতিক্রম করতে আদেশ দেওয়া হল এবং যে মুহূর্তে এই অগ্রগামী বাহিনী তাতুঙ-পুচাউ রেলপথ অধিকার করে হোপেই ও চাহারের রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল, তখনই চিয়াং তার গতি ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ বাহিনী পাঠালেন। এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সেনাবাহিনী লাল ফৌজের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে লাল ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করার আদেশ দিলেন।

জাতির এই সঙ্কটে চূড়ান্ত যুদ্ধ চীনের স্বদেশ-ভূমি রক্ষার শক্তি কেবল দুর্বলই করে তুলবে, তা যে পক্ষই জয়লাভ করুক না কেন, এই কথা চিন্তা করে লাল ফৌজের বিপ্লবী সামরিক কমিশন জাপ-বিরোধী অগ্রবাহিণীকে পীত নদীর পশ্চিমে সরিয়ে আনলেন। ৫ই মে কমিশন এক টেলিগ্রামের মাধ্যমে নানকিং সরকারকে সারা দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ থামাতে পরামর্শ দিলেন, সর্বপ্রথম শেনসী, কানসু ও শানসীতে যুদ্ধ বিরতির প্রয়োজনে যাতে উভয় পক্ষ জাপ-প্রতিরোধ ও জাতিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়নে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। টেলিগ্রামে সমগ্র দেশবাসীকে গৃহযুদ্ধ বিরতি ত্বরান্বিত করার জন্য কমিটি সংগঠিত করতে ও উভয় পক্ষকে গোলাগুলি বিনিময় করা থেকে বিরত থাকতে এবং প্রস্তাব কার্যকরী করা হচ্ছে কিনা সরজমিনে তদন্ত করতে দেখার জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে আহ্বান জানান হল।

কেন্দ্রীয় কমিটি ইতিপূর্বে চিয়াঙ কাই-শেককে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর চীন জাপানের নিকট বেচে দেওয়ার জন্য জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টে চিয়াঙ কাই-শেককে বাদ দিয়েছিলেন। এক্ষণে, জাপান কর্তৃক উত্তর চীন আক্রমণে জাপান ও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধায় ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের নির্দেশে জাপানের প্রতি চিয়াঙ চক্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে থাকতে পারে। সেহেতু টেলিগ্রামের সাহায্যে চাপসৃষ্টি করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চিয়াঙ কাই-শেককে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করলেন।

পার্টির নীতি হলঃ (১) চিয়াঙ চক্রকে সম্মিলিত ফ্রন্টের সপক্ষে টেনে আনা এবং একই সঙ্গে চীনের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে জাপানের সঙ্গে কুয়োমিণ্টাং সরকারের আপস করার সর্ববিধ অপপ্রয়াস জনসমক্ষে তুলে ধরা ; (২) চিয়াঙ কাই-শেককে জাপ-প্রতিরোধে বাধ্য করার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে কুয়োমিন্টাংয়ের বিভিন্ন উপদল ও তাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে ঐক্যসাধন করা, কারণ যতই জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি আরও বেশী টেনে আনা যাবে ততই চিয়াঙকে তার মন পরিবর্তনে

বাধ্য করা হবে ; (৩) সমস্ত দেশের জনগণের সামনে সম্মিলিত ফ্রন্টের নেতা ও সংগঠক হিসাবে কাজ করে যাওয়া এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখা।

"গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের" ধ্বনি চিয়াং কাই-শেকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না জেনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, নানকিং সরকার ও তার সেনাবাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করানোর বাসনায় ১৯৩৬ সালের ২৫শে আগস্ট কুয়োমিণ্টাংয়ের নিকট লিখিত পত্রে, "গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র" কথাটির বদলে "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" উল্লেখ করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাবিত জাপ-প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তির জন্য নিখিল-চীন কংগ্রেস সংগঠনের বদলে কয়েকজন সরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কতৃক সংগঠিত জাতীয় রক্ষা পরিষদ নামে কুয়োমিণ্টাং সরকারের এক উপদেষ্টা সংস্থাকে গ্রহণ করায় চিয়াঙ-প্রয়াসকে কঠোর সমালোচনা করে ; কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি-সমর্থিত চীনা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সংসদের (Parliament) বদলে কুয়োমিণ্টাং কর্মকর্তারা কৌশলে জাতীয় সভা (National Assembly) ব্যবহার করায় তারও তীব্র সমালোচনা করে। কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়ে দেয় যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্ব রকমের স্বদেশপ্রেমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সম্মিলিত ফ্রণ্ট গড়তে রাজী এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আশা পোষণ করে যে স্বদেশ-প্রেমিক সভ্যরা কুয়োমিণ্টাংয়ে প্রাধান্য লাভ করুক। কেন্দ্রীয় কমিটি জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট ও কুয়োমিণ্টাংয়ের সঙ্গে নতুন করে সহযোগিতা করার পার্টি নীতিকে পুনর্বার জোরের সঙ্গে উল্লেখ করে।

১৯৩৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, "জাপ-প্রতিরোধ ও জাতি বাঁচাও আন্দোলনে নতুন অবস্থা ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের উপর," পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত "প্রস্তাবে" "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের" সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে গণতন্ত্র কথাটি ভৌগোলিক দিক থেকে শ্রমিক এবং কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কথা হইতে আরও বেশী ব্যাপক এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কুয়োমিণ্টাংয়ের একদলীয় একনায়কত্ব থেকেও এর রাজনৈতিক পদ্ধতি আরও অনেক বেশী প্রগতিশীল। এতে জনগণ রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য স্বাধীনতা পাবে। প্রস্তাবে বলা হল যে এই শ্লোগানকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে পার্টি নেতৃত্ব মজবুত করা ও জনসাধারণকে ঐ কাজে সমাবেশ করা প্রয়োজন। প্রস্তাবে পরিষ্কার করে আরও বলা হল যে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার পর জাপ-প্রতিরোধ ও জাতীয় মুক্তি সম্পর্কে পার্টির কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সমগ্র দেশে কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-প্রতিরোধ ও জাতি বাঁচাও নীতি জনগণের মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কমরেড লিউ শাও-চিয়ের নেতৃত্বে কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় পার্টির কাজ ও জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলন পুনঃ সঞ্জীবীত হয় ও বিস্তার লাভ করে। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে জাপানী ও তাদের তাঁবেদার বাহিনী কর্তৃক সুইয়ুয়ান আক্রান্ত হলে চীনা দুর্গবাহিনী তাদের যুদ্ধে হঠিয়ে দেয় এবং সমগ্র দেশের জনগণ প্রতিরোধের সমর্থনে আন্দোলন সুরু করে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে শাংহাই ও সিঙতাও বয়ন শিল্পের শ্রমিকরা জাপ-বিরোধী হরতাল করে। ১৯৩৬ সালে জুন

মাসে শাসকচক্রের অন্তর্ভুক্ত কোয়াংসী ও কোয়ান্টুং সমর-প্রভুরা "জাপ-প্রতিরোধ ও জাতি বাঁচানোর" নামে চিয়াঙ কাই-শেকের বিরোধিতা করতে হাত বাড়িয়ে দিল।

সমগ্র দেশ ব্যাপী যখন জাপ-বিরোধী আন্দোলন বাধাহীন নিরলসভাবে বেড়ে উঠেছে, চিয়াঙ কাই-শেক তখনও কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-বিরোধী নীতিতে অবিচল থেকে লাল ফৌজের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। চ্যাঙ সুয়ে-লিয়াঙের অধিনায়কত্বে উত্তর-পূর্ব বাহিনী ও ইয়াঙ হু-চেঙের অধিনায়কত্বে উত্তর-পশ্চিম সেনাবাহিনী লাল ফৌজ ও জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় ও লাল ফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে। কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্টের নীতি গ্রহণ করে চ্যাঙ ও ইয়াঙ চিয়াং কাই-শেককে জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য দাবী জানান। চিয়াঙ কাই-শেক তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং কমিউনিস্টদের "উৎখাত" করার জন্য সামরিক প্রস্তুতিও বাড়াতে থাকেন। চিয়াঙ কাই-শেক তাদের অপসারণ করতে মনস্থ করেন। সিয়ানে পার্টি সংগঠনের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমের জাপ-বিরোধী ও জাতি বাঁচাও সমর্থক বিভিন্ন সংস্থা ও উত্তর-পূর্ব চীনের বিভিন্ন জাপ-বিরোধী সংস্থা, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য জাপ-বিরোধী সংগঠন কুয়োমিন্টাং সৈন্যবাহিনী, পুলিস, সামরিক পুলিসবিভাগ ও গুপ্তচরদের উপেক্ষা করে এক গণমিছিল সংগঠিত করে। চ্যাঙ ও ইয়াঙ জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে সিয়ানে ১৯৩৬ সালে ১২ই ডিসেম্বর চিয়াঙ কাই-শেককে আটক করেন ও তাঁকে কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেন তা না হলে এ যুদ্ধে দেশ ধ্বংসে পরিণত হবে। চিয়াঙ কাই-শেককে আটক করার সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সমর্থক, ওয়াঙ চিউ-ওয়েই ও হো ঈঙ্গ-চিন নানকিং সরকারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। সিয়ান আক্রমণের প্রস্তুতিতে বৃহৎ সেনাবাহিনী সমাবেশ করা হয় ও চিয়াঙ কাই-শেকের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরাও এ অবস্থা থেকে ফয়দা ওঠাতে ও চীনের গৃহযুদ্ধ বিস্তারে ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের ও ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই ও হো ঈঙ্গ-চীনের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে মনস্থ করে এবং সমগ্র জাতির স্বার্থে সিয়ান ঘটনার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সপক্ষে সমর্থন জানায়। ফলে চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা ও জাপানকে প্রতিরোধ করার শর্ত গ্রহণ করার পর চ্যাঙ ও ইয়াঙ চিয়াঙ কাই-শেককে মুক্তি দেন।

১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় বর্ধিত সভায় সুঙ চিঙ লিঙ, কুয়োমিন্টাংয়ের গণতান্ত্রিক অংশের তরফ থেকে কুয়োমিন্টাং যাতে জনগণকে একত্র করার জন্য, এবং তাদের জীবনের মান উন্নত করার জন্য, অবিলম্বে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য, এবং কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সহযোগিতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে ডঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি-নীতিতে অবিচলিত থাকার দাবী জানায়। জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনকে সহজ করার উদ্দেশ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, কুয়োমিন্টাংয়ের বর্ধিত সভায় প্রেরিত এক টেলিগ্রামে, চারটি শর্ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন, যথা—শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া বিপ্লবী অঞ্চলে কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত সরকারকে বিশেষ আঞ্চলিক সরকার হিসাবে নামকরণ, লাল ফৌজের নতুন নামকরণ, সশস্ত্র

বিদ্রোহের নীতি পরিত্যাগ এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ নীতি বাতিল। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি কুয়োমিন্টাংয়ের নিকট পাঁচটি দাবী রাখেঃ গৃহযুদ্ধের বিরতি, বাক-স্বাধীনতা, জনসমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার গ্যারান্টি, জাপ-বিরোধী গণ-কংগ্রেস আহ্বান, জাপ-প্রতিরোধকল্পে সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি, এবং জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন।

চীনের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিরোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি সরকারের মধ্যে বৈরীভাব পরিবর্তনের জন্য প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল। এই প্রতিশ্রুতিগুলি ইতি-বাচক, শর্তাধীন ও নীতিগত সুবিধার ইঙ্গিতবহ ছিল, উদ্দেশ্য ছিল যে পরিবর্তে প্রতিরোধাত্মক জাতীয় সংগ্রামে সম্মতি আদায় করা, শর্ত হল বিশেষ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব বজায় রাখতে হবে, লাল ফৌজ ও পার্টির স্বাধীনতা ও কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সমালোচনার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

১৯৩৭ সালের মে মাসে, ইয়েনানে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন ১৯৩৫ সাল থেকে অনুসৃত পার্টির রাজনৈতিক কর্মপন্থা আলোচনা করে ও তাকে সমর্থন জানায়।

এই সম্মেলনে, কমরেড মাও সে-তুঙ, "জাপ-প্রতিরোধকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির করণীয় কাজ," এই শিরোনামা দিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, কুয়োমিন্টাংয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ৩য় বর্ধিত সভা অনুষ্ঠানকালে, পার্টির কাজ ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তির জন্য সংগ্রাম করা ও আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিরোধ থামান। ঐ সময়ে আভ্যন্তরীণ শান্তির অনুকূলে প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ ছিল প্রকৃত জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন। কুয়োমিন্টাংয়ের ৩য় প্লেনারী অধিবেশনের পর চীনা বিপ্লব জাপ-প্রতিরোধের পর্যায়ে উন্নীত হয়। পার্টির প্রধান কাজ ছিল দেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে প্রয়োজন ছিল আভ্যন্তরীণ শান্তি ও জনসমাবেশ, কিন্তু গণতন্ত্র ব্যতিরেকে, শান্তি যদিও অর্জন করা যায়, তাকে সংহত করা যায় না, সমাবেশের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া যায় না। সশস্ত্র প্রতিরোধের জয়লাভ সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা হল প্রধান যোগসূত্র।

রাজনৈতিক ধারা রক্ষার্থে প্রয়োজন ছিল আশু গণতান্ত্রিক সংস্কার। প্রথমেই সমস্ত দল ও সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে। জাতীয় সংসদে নির্বাচন সংক্রান্ত অ-গণতান্ত্রিক নিয়ম পালটাতে হবে ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা, গণতান্ত্রিক সংসদ আহ্বান ও গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বাক স্বাধীনতা, সভা সমিতি করার স্বাধীনতা সহ জনগণের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত করতে হবে। সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হাসিল করতে হলে প্রয়োজন শ্রমিক, কৃষক ও শহরের পেতি-বুর্জোয়াদের জমায়েত করে জাপ-বিরোধী জনসাধারণকে সঙ্গে টেনে আনতে হবে। পার্টির মৌলিক কাজ ছিল লক্ষ লক্ষ জনগণকে জাপ-বিরোধী জাতীয় সম্মিলিত ফ্রণ্টের সপক্ষে টেনে এনে জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করা এবং জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক মুক্তি অর্জন করা। রিপোর্টে বিশেষ জোর দেওয়া হল জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চীনা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সম্পর্কিত সমস্যার উপর।

প্রলেতারিয়েতদের কি বুর্জোয়াদের অনুসরণ করতে হবে অথবা বুর্জোয়াদের প্রলেতারিয়েতদের অনুসরণ করতে হবে ? চীনা বিপ্লবে নেতৃত্ব সম্পর্কিত দায়িত্বের প্রশ্নটি মূলকেন্দ্র-বিশেষ যার উপর নির্ভর করছে বিপ্লবের সাফল্য।[৭]

কমরেড মাও সে-তুঙের সিদ্ধান্ত যে সঠিক তা পরিস্ফুট ও প্রমাণিত হয়েছে চীনা বিপ্লবের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে। বিপ্লবে কেবল প্রলেতারিয়েতদের অধ্যবসায় ও নিখুঁত কার্যক্রম বুর্জোয়াদের প্রকৃতিগত-দ্বিধাগ্রস্তভাব ও পুঙ্খানুপুঙ্খতার অভাব কাটিয়ে ফেলতে পারে। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট সম্পর্কে কুয়োমিন্টাংয়ের উদাসীনতা প্রলেতারিয়েত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পার্টির দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রলেতারিয়েতের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল পার্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল পার্টির রাজনৈতিক কার্যক্রম তুলে ধরা, বিপ্লবী কার্যকলাপে পার্টিকে অটুট আদর্শনিষ্ঠ হওয়া, মিত্রদের সঙ্গে যথোচিত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পার্টি কর্মীর প্রসার করা।

রিপোর্টে বর্ণিত গণতন্ত্রের সমস্যা পরবর্তী সময়ে, পার্টির সামগ্রিক প্রতিরোধ নীতি এবং কুয়োমিন্টাংয়ের আংশিক প্রতিরোধ নীতির মধ্যে—সংগ্রামের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রথম দিকে পার্টির সঠিক কর্মপন্থা ও কুয়োমিন্টাংয়ের আত্ম-সমর্পণের নীতির মধ্যে নেতৃত্বকে করতলগত করা হল মূল বিষয়।

জাপান কর্তৃক উত্তর চীন অধিকৃত ও উপনিবেশীকরণের সঙ্গে সঙ্গে চীন আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ঔপনিবেশিক আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপ নিল।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পূর্বে উত্তর-পূর্ব চীনে জাপান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিল এবং এখানে তার কোয়ান্টুং সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তর এবং তার কোয়ান্টুং সরকার সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করত, এবং তারা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানী শিল্পেরও যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৩২ সালের ৯ই মার্চ জাপ-অধিকৃত উত্তর-পূর্ব চীনে তাঁবেদার "মাঞ্চুকুয়ো" সরকার গঠিত হল।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক উত্তর-পূর্বাঞ্চল শাসনের সময় জাপানী লগ্নি ১৯৩২ সালে মার্কিন ডলার ৫৫০ মিলিয়ন থেকে ১৯৩৬ সালে ১,৪৫৫মিলিয়ন ডলারে দাড়ায় সেই সময়ে চীনে মোট জাপানী লগ্নি ছিল ২000 মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৯৩৭ সালে ঐ অঞ্চলে পিগ-আয়রনের উৎপাদন ছিল ৮১১,000 টন, ইস্পাতজাত দ্রব্য ২৪৬,000 টন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাপানের নিজস্ব অধিকারে ছিল ৪,২৯৬ কিলোমিটার রেলপথ,-সমগ্র দেশে তখন সর্বশুদ্ধ রেলপথ ছিল ১৯,০২৮ কি. মি.।

বাস্তুত্যাগ, ভূমি দখল, গলাকাটা সুদে ঋণদান ও জাপানী ব্যাঙ্ক কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাপ-আক্রমণকারীরা উত্তর-পূর্ব চীনে বৃহত্তম সামন্ত-প্রভু হয়ে দাঁড়ায়।

জাপানীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্ত বাজার ও ভূমির একচেটিয়া অধিকার করে নিল, এ ছাড়াও ঐ অঞ্চলের খনি, ফ্যাক্টরী, শিল্পসংক্রান্ত কাঁচামাল, যোগাযোগ ও পরিবহণ প্রভৃতিকে একচেটিয়া অধিকারে নিয়ে এসে উত্তর-পূর্ব চীনকে জাপান একান্তভাবে গ্রাস করল।

উত্তর-পূর্ব চীনের জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীর স্বদেশপ্রেমিক অংশ জাপ-অধিকারের

বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ সুরু করে দিল। এক সময়ে এই যুদ্ধ খুব বিস্তৃতি লাভ করলেও জাপানীরা সৈনিকদের খুঁজে বের করে যে হত্যা অভিযান চালিয়েছিল, এবং কুয়োমিন্টাং এর বিভেদমূলক ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে এবং সর্বোপরি বাস্তবধর্মী নীতি ও রণকৌশল গ্রহণের ব্যর্থতাহেতু গেরিলা ইউনিটগুলি ১৯৩৩ সালের বসন্তকালে এক এক করে পরাজয় বরণ করে।

১৯৩৩ সালের শেষদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ এক নতুন স্তরে পৌঁছায় এবং এই যুদ্ধের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সেনাবাহিনী প্রতিরোধমূলক যুদ্ধে মেরুদণ্ড স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পার্টি পরিচালিত গেরিলা ইউনিটের অনেকগুলিই খুব সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলা বদ্ধ ছিল। এই গেরিলা ইউনিটগুলি তাদের গেরিলাযুদ্ধের জন্য জনসাধারণের উপর নির্ভর করে তারা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করে এবং এর ফলে পার্টির মর্যাদা বেড়ে যায়। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টের নীতি কার্যকরী করার দরুন পরাজিত ও ছড়িয়ে পড়া গণফৌজ ও পুরানো সৈন্যবাহিনীর একাংশ পার্টির পাশে এসে জড়ো হয়। তারা পার্টি নেতৃত্ব গ্রহণ করে ও পুনরায় সংগঠিত হয়।

বিভিন্ন জেলাসমূহে জাপ-বিরোধী ইউনিটগুলির সমন্বয় সাধনে প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হলে, সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীনে ঐক্যসাধনকারী নেতৃত্বের সমস্যাকে সামনে আনা হল। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টি নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী মিত্র বাহিনী সংগঠিত করা হয় ও সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ও চীনা-কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশানুসারে জাপ-বিরোধী মৈত্রী বাহিনীকে ১৯৩৭ সালে তিনটি বাহিনীতে ভাগ করা হয়; ১ম রুট আর্মি পূর্ব লিয়াওনিঙ প্রদেশের পার্বত্য জেলাগুলিতে সামরিক তৎপরতা চালাবে, ২য় রুট আর্মি পূর্ব কিরিনের পার্বত্য জেলায় এবং তৃতীয় রুট আর্মি হেইলুঙকিয়াঙের সমতলভূমিও পার্বত্যাঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপে তৎপর হবে। যদি জাপ আক্রমণকারীরা অবশিষ্ট চীন ভূ-খণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়, তারজন্য বৃহদাকারে গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি করা হল। যার ফলে শত্রু আক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে উঠে। উত্তর-পূর্ব চীনে কোরিয়াবাসীরা জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ গেরিলাযুদ্ধ চালায়। চাঙপাই পর্বতমালা এবং সুঙ্গারী নদী উপত্যকায় জাপ-বিরোধী ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরিয়ান জনগণের বিপ্লবী সেনাবাহিনী ও দেশমুক্তি সমিতি ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালে যথাক্রমে গঠিত হয়। চীন ও কোরিয়ার জনগণ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাপানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ চালিয়ে জাপ-শাসনকে দুর্বল করে

দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ যুগের সংক্ষিপ্তসার

১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল যুগের দুর্যোগের সময় পার্টি তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এই যুগে এক দিকে পার্টি এবং বিপ্লবী শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অসংখ্য সামরিক আক্রমণ হয়েছে। অন্য দিকে পার্টি চেন তে-সিউয়ের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতি থেকে মুক্তি পেয়েও বার বার বামপন্থী সুবিধাবাদী নীতি

দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং চ্যাঙ কুয়ো-তাওর পরাজয়ী মনোবৃত্তির পথ, বিভেদ নীতি ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে খুব বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারপরই পার্টির সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুঙ স্বীকৃতি পেলেন। তার ফলে মাও সে-তুঙকে প্রধান করে পার্টির নতুন নেতৃত্ব গঠিত হয়।

কমরেড মাও সে-তুঙয়ের নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চল থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে বিপ্লব সুরু হয়ে যায় তা থেকেই ঘাঁটি এলাকা গড়ে উঠে তা ক্রমে ক্রমে সংখ্যাগত ভাবে ও আকৃতিগত ভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে। প্রতি-বিপ্লবী শক্তি যে সব শহরগুলি দখল করে নিয়ে ছিল সেগুলিকে এভাবেই মফস্বল জেলাগুলির সশস্ত্র বিপ্লবী শক্তিগুলি প্রথমে শহরগুলিকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয়। চীন বিপ্লবের অগ্রগতির এই ছিল একমাত্র সঠিক নীতি, বিশেষ করে সেই সময় যখন শক্তিশালী শত্রু দ্বারা শহরগুলি পরাজয় বরণ করছে তখন সাময়িক ভাবে যুদ্ধে জয়ী হওয়ার এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। এভাবেই পার্টি লাল ফৌজের জন্ম দিয়েছে ও বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকার সৃষ্টি করেছে এবং এভাবেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে শিক্ষা লাভ করে, কৃষি বিপ্লব ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ঘটনার পর ও বিশেষ করে ১৯৩৫ সালে জাপানীরা উত্তর চীনে অনুপ্রবেশ করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদী চীনকে সম্পূর্ণ দখল করার পলিসীগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছিল। এর ফলে চীন ও জাপানের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রাথমিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং চীন দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অপ্রধান রূপে দ্বিতীয় স্তরে নেমে যায়। চীনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও শ্রেণী সম্পর্কে এবং আন্তজাতিক সম্পর্কেরও কতগুলি ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙ জাপ-বিরোধী জাতীয় ফ্রণ্ট ও এই জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্টকে আর্ন্তজাতিক শান্তি ফ্রণ্টের সঙ্গে সম্পর্কিত করে গড়ে তোলার জন্য কতকগুলি দায়িত্ব জাতির সম্মুখে তুলে ধরেন।

কমরেড মাও সে-তুঙয়ের নেতৃত্বে পার্টি সাফল্যের সঙ্গে বামপন্থী ভুল লাইন ও চ্যাঙ কুয়ো-তাওর পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের হাত থেকে পার্টিকে মুক্ত করেন সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার গড়ে তোলার সংগ্রাম ও বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী রণকৌশল সংশোধন করে সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চলছিল।

এই রূপে প্রতিক্রিয়াশীল যুগের দশ বৎসর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সঠিক, সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বে দেশের এবং বিদেশের শত্রুদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে সুবিধাবাদের সমস্ত আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে, লাল ফৌজের মূল শক্তিকে রক্ষা করে, বিপ্লবী ঘাঁটিগুলির অংশকে রক্ষা করে, এবং এক বড় সংখ্যক লড়াকু কর্মীকে রক্ষা করে পার্টি মূল্যবান বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট সম্বন্ধে পার্টির কৌশল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর ১৯৩৫ সালের শেষে গৃহ যুদ্ধের প্রায় সমাপ্তি ঘটে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়।

একটি কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে পার্টি আদর্শ গত ও রাজনীতিগত ভাবে পরিপক্কতায় পেঁছে। সুতরাং দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে খুব মূল্যবান পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক প্রস্তুতি ঘটে এবং চীন বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের উপযুক্ত যত্ন ও শিক্ষা পায়।

অষ্টম অধ্যায়

জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রথম যুগ। সম্মিলিত ফ্রণ্টের মধ্যে প্রলেতারিয়েতদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপনের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ়সংকল্প।
(১৯৩৭ জুলাই —১৯৪০ ডিসেম্বর)

১। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ২য় মহাযুদ্ধের সূচনা

একটি জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ সুরু হয় ও চলতে থাকে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট স্থায়িত্ব গভীরতা ও ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার দিক থেকে ছিল অভূতপূর্ব। ১৯৩৩ সালে এই সঙ্কট অর্থনৈতিক মন্দার রূপ নিল। ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটের অবস্থায় এই মন্দা অতীতের মত শিল্পে তেজীভাব জাগাতে সক্ষম হল না।

যদি বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯২৯ সালে ১০০ ধরা যায় তাহলে ১৯৩৭ সালে তিনটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনে উৎপাদনের হার যথাক্রমে ৯২.২, ৮২.৮ এবং ১২৩.৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে উৎপাদনের হার সঙ্কটের পূর্বাবস্থায় কমে যায় এবং বৃটেনের ক্ষেত্রে হার বেড়ে যায়। জার্মানী, জাপানী ও ইতালী তিনটি আক্রমণকারী দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১১৭.২, ১৭০.৮ এবং ৯৯.৬। জার্মানী ও জাপান ১৯২৯ সালের স্তরকে ছাড়িয়ে যায় আর ইটালী প্রায় এই স্তরে পেঁছে যায়।

১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে আরেকটি অর্থনৈতিক সঙ্কটকাল সুরু হয় এবং ১৯২৯ এর সঙ্কটের তুলনায়, শিল্পজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৮ সালে ৭২% শতাংশ, বৃটেন ১১২% শতাশ, ফ্রান্সে ৭০ শতাংশ, ইতালী ৯৬ শতাংশ, জাপান ১৬৫% শতাংশ, এবং জার্মান ১২৫ শতাংশ। জার্মানী ব্যাতিরেকে সকল পুঁজিবাদী দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের হার কমে যায়। একমাত্র জার্মানীর উৎপাদনের হার ঊর্ধমুখী ছিল। কিন্তু জার্মানীর অর্থনীতি যুদ্ধভিত্তিক হওয়ায় সেখানেও সঙ্কট ঘটতে বাধ্য।

. একমাত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে সঙ্কট এই যুগে ছিল অজানা। সোভিয়েতের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় উৎপাদন তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্ভব হয়। ১৯৩৭ সালের শেষে সোভিয়েত শিল্পোৎপাদন, ১৯২৯ সালের সূচকসংখ্যানুপাতে, ৪২% শতাংশে পেঁছায় সেখানে বিশেষ ঘটনা হল যে সমাজতন্ত্রের মধ্যে শিল্পে এই বড় রকমের সাফল্য ঘটে। ১৯৩৭ সালে সমগ্র শিল্প উৎপাদনের ৯৯.৯৭ শতাংশ সমাজতান্ত্রিক সংস্থার দ্বারা উৎপাদিত হল এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাই একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যৌথ কৃষি-ব্যবস্থা ও আরেকটি বড় রকমের সাফল্য। ১৯৩৭ সালে,

১৮,৫০০,০০০ কৃষক-পরিবার অর্থাৎ মোট কৃষকদের ৯৩% শতাংশ যৌথ খামারে যোগ দিয়েছিল।

পঁুজিবাদী দেশগুলির নতুন অর্থ সঙ্কটের ফলে, সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে বিশ্ব-বাজার কাচামালের উৎস ভূ-খণ্ড ও প্রভাবান্বিত অঞ্চল পুনর্বণ্টনের জন্য দ্রুত এগিয়ে গেল।

জাপান ১৯৩৭ সালে উত্তর এবং মধ্য চীন আক্রমণ করে। ১৯৩৮ এর প্রারম্ভে জার্মানী অস্ট্রিয়া অধিকার করে, ঐ একই বছরে শরৎকালে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল ও সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৩৯ সালে জার্মান অধিকৃত হয়। ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে ইতালী আলবেনিয়া অধিকার করে এবং জার্মানীর সহযোগিতায় ফ্রাঙ্কোকে স্পেনে ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্র কায়েম করতে সাহায্য করে। এরপর পোলাণ্ড জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং অব্যবহিত পরে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়।

এ যুদ্ধ ছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী এবং একই সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেরও বিরোধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই, জার্মানী, ইতালী ও জাপান বহুবার নিয়ম লঙ্ঘন করে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-হানি ঘটায় কিন্তু এই তিনটি দেশ পশ্চাদপসরণ করতে থাকে ও বাধা না দেওয়ার নীতি অবলম্বন করে। তারা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তা ও যৌথ প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ করে না। এমন কি তারা নানাভাবে তাদের সাহায্যও করে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্য-বাদীদের সমর্থনেই জার্মান একচেটিয়া পঁুজিপতিরা জার্মান সমরবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কর্ণধাররা জার্মানীর ভারি শিল্প ও যুদ্ধ-অর্থনীতিকে পুনর্বাসনে সহায়তা করে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে মার্কিন একচেটিয়া পঁুজিপতিরা জার্মানীর যুদ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য ২০,০০০ মিলিয়ন মার্কের সমতুল্য মূলধন রপ্তানী করে। জার্মানীর সামরিক ব্যবস্থা পুন-রাবির্ভাবের মূলে মার্কিন অর্থ সাহায্য। হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বৃটিশ ও ফরাসী সরকার হিটলারকে তোষণ করার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সালে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালী রোমে এক চতুর্শক্তি চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৩৪ সালে, বৃটেন ও ফ্রান্সের মাধ্যমে নাৎসী জার্মানী পোলাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। জার্মানীকে পুনরায় সশস্ত্র করার ব্যাপারে, ইতালীর ইথিওপিয়া অধিকারে এবং স্পেনের উপর জার্মান-ইতালীর যৌথ আক্রমণে বৃটেন ও ফ্রন্স নীরব সমর্থন জানিয়েছে। ১৯২৭ সালে বৃটেন নাৎসী জার্মানীর অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ডেনজিগ অধিকারে সম্মতি দিয়েছিল এবং এমন কি তারা বৃটেন ও ফ্রান্সকে "বার্লিন-রোম অক্ষশক্তির" অন্তর্ভূক্ত করতে হিটলারকে অনুরোধ করেছিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের "শাসকশ্রেণী দেওয়ালের লিখন দেখতে পায়নি"; তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত আক্রমণকে পরিচালিত করার প্রচেষ্টায় ছিল।

চীনে নিজেদের স্বার্থ জাপান কর্তৃক ব্যাহত হওয়ার দরুন বৃটেনও ফ্রান্স জাপানের উপর বিক্ষুদ্ধ ছিল কিন্তু তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক গঠন ও ইয়োরোপে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখত।

তাদের নীতি ছিল "রিংয়ের পাশে দর্শকের ভূমিকা নেওয়ার" ; তারা ভেবেছিল যে দুটি বিবদমান শক্তি পরস্পর শক্তিক্ষয় করে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তারা দুটি শক্তিকে তাদের শর্ত পালন করাতে বাধ্য করবে।

আক্রমণকারীদের দ্বারা সৃষ্ট যে কোন যুদ্ধই সমস্ত শান্তিপ্রিয় জাতির কাছে বিপজ্জনক ছিল। এটা সহজে প্রতিভাত হচ্ছিল যে কোটি কোটি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধ বিশেষ ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে একটা ভয়াবহ বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নও ঘটনার এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। শান্তি-নীতিতে অবিচলিত থেকে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী জাতিগুলিকে সমর্থন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন লাল ফৌজ, ও নৌ শক্তি বাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাল যাতে আক্রমণকারীকে জোরাল পাল্টা আঘাত হানতে পারে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপে পড়ে জার্মানী, ইতালী ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্যাসীবাদ বিরোধী শক্তিবর্গের মধ্যে অবশ্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও যুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে মৌলিক মত পার্থক্য ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্বাধীনতা-প্রেমী জনগণ "অক্ষশক্তি বিরোধী যুদ্ধকে" গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, ফ্যাসীবাদ ধ্বংস করা, অক্ষশক্তির পুনরাক্রমণ ক্ষমতার অবসান করা এবং সকল জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করা কর্তব্য বলে মনে করেছিল। বৃটেন, ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝেছিল যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে জার্মানী ও জাপানকে দুনিয়ার বাজার থেকে হঠিয়ে দেওয়া এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধিকার কায়েম করা। যুদ্ধ যে ফ্যাসীবাদকে ধ্বংস করবে ও ফ্যাসীবাদ কর্তৃক অধিকৃত দেশগুলোকে মুক্ত করে সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কার সম্ভব করে তুলবে তা তারা কখনোই ভাবতে পারেনি।

২। প্রতিরোধাত্মক জাতীয় যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন। প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন।

১৯৩৭ সালে ৭ই জুলাই জাপানী ফ্যাসিস্ত সৈন্যরা পিকিংয়ের ১০ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লুকৌচিয়াও (মার্কোপোলো সেতু) নামক স্থানে আক্রমণ সুরু করে। ক্রমবর্ধমান জাপ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে স্থানীয় দুর্গস্থিত চীনা সৈনিকরা কুয়োমিন্টাংয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালায়। ১৩ই আগস্ট জাপানী সৈন্যদল শাংহাই আক্রমণ করলে চীনা সৈন্যরা তাদের হটিয়ে দেয়। এইভাবে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ সুরু হয়।

জাপানে, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার দেখা দিলে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা বৃহৎ আকারে বে-পরোয়া আক্রমণ চালায়। নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, ধ্বংস-সাধন ও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে জাপানী ফ্যাসিস্ত সৈন্যরা মানবেতিহাসে এক দুরপনেয় কলঙ্কের দাগ রেখে যায়। শত্রুসৈন্যরা নির্বিচারে গণহত্যায় মেতে ওঠে। নানকিং পতনের পর নির্বিচারে যে হত্যাকাণ্ড চলে তাতে ৩০০,০০০ নিরীহ নাগরিককে হত্যা করা হয় এই পৈশাচিক কাণ্ড একমাসেরও

অধিক কাল চালায়। সংখ্যায় অধিক সৈন্যদল যারা অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করে তাদের দলবদ্ধ ভাবে মেসিনগানের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারে অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। নারীধর্ষণের কাহিনী আরও ভয়াবহ। ছোট বড় কোন মেয়েই বাদ যায়নি। ধর্ষণের পর চলে অঙ্গহানি, খুন ও নিষ্ঠুর পৈশাচিক কার্যকলাপ। নিষ্ঠুর অত্যাচার দ্বারা জাপানীরা চীনা জনগণকে পদানত করতে ও তাদের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধের দুর্জয় সঙ্কল্পকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। জাপ-আক্রমণকারীরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা যানবাহন, গবাদিপশু, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থাদি যা পেয়েছে তাই লুঠ করেছে। আসবাবপত্র, বাড়ীর দরজা, জানালার ফ্রেমকে জ্বালানির কাজে লাগিয়েছে।

শত্রুরা চীনাদের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট করার সবরকম চেষ্টা করেছে। চীনা জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র কিয়াঙসু ও চেকিয়াঙ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৩৭ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শাংহাইতে মোট ক্ষতির পরিমাণ সি. এন. ৩,০০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী (যুদ্ধ পূর্ব জাতীয় টাকার মূল্য অনুযায়ী)। চীনা জনগণের সম্পত্তি, তা সে আধুনিক ফ্যাক্টরী বা কৃষকদের কুটির হোক, অবর্ণনীয় ভাবে বিনষ্ট ও লুণ্ঠিত হয়েছে।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরোচিত নীতি সমস্ত শ্রেণীর চীনা জনগণকে প্রচণ্ড জাপ-বিরোধী সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছে। উত্তর-চীনে জাপানী আক্রমণের অব্যবহিত পর জাপ-বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম বিরাট আকারে সুরু হয়ে যায়। জনগণ যা পারল তাই প্রতিরোধ সংগ্রামের সমর্থনে দিয়ে দিল। সমগ্র চীন ব্যাপী জাতিকে বাঁচাবার জন্য সংগঠন গড়ে উঠে। চীনা জনগণ দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে প্রতিরোধের সপক্ষে রুখে দাঁড়ায়। কুয়োমিন্টাং বাহিনীর অসংখ্য অফিসার ও স্থানীয় কুয়োমিন্টাং শাখা প্রতিরোধের আহ্বান জানায়।

১৯৩৭ সালে ১৫ই জুলাই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টাংয়ের মধ্যে সহযোগিতা আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করে। চীনের আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন "জনগণের জন্য ত্রি-নীতি, এবং আমাদের পার্টি তা সম্পূর্ণ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে অঙ্গীকার করেছে।" কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয়-বর্ধিত অধিবেশনে টেলিগ্রাম মারফৎ চারটি প্রতিশ্রুতি পালনের পুনরায় সঙ্কল্প জানায়। এইভাবে পার্টি জাতীয় স্বর্থের প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য প্রকাশ করে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টায় ও জনগণের দাবীর চাপে কুয়োমিন্টাং সরকার ১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট ঘোষণা করে যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লাল ফৌজের প্রধান বাহিনী জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অষ্টম রুট আর্মি হিসাবে পুনর্গঠিত হবে। পরবর্তীকালে, দক্ষিণাঞ্চলে গেরিলা ইউনিটগুলি, লাল ফৌজ চলে আসার পর, নিউ ফোর্থ আর্মি হিসাবে পুনর্গঠিত হয়। ২২শে এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর কুয়োমিন্টাং কমিউনিস্ট পার্টির জুলাইয়ের বিবৃতিকে সরকারীভাবে প্রকাশ করে এবং চিয়াঙ কাই-শেক, একটি সরকারী বিবৃতিতে, পার্টির বৈধ মর্যাদা স্বীকার করতে বাধ্য হন। এভাবে পার্টি উদ্যোগে জাপ-বিরোধী শ্রমিক, কৃষক, পেতি-বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া, এমন কি বড় বুর্জোয়াদের কিছু অংশ যারা বৃটিশ ও মার্কিনের পক্ষপাতি তাদের নিয়ে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয়।

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় রকমের সমর্থন লাভ করে। সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সাহায্যকারী দেশ মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা জনগণের সুখে দুঃখে সবসময়ে সমব্যথী ছিল এবং সমস্ত নিপীড়িত জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থ জানানো সে তার কর্তব্য হিসেবে ভেবে ছিল। ১৯৩৭ সালের ২১শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং ঘোষণা করে যে দুটি দেশের সম্পর্কের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধনীতি অনুসরণ করা হবে না এবং চীন কোন তৃতীয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই আক্রমণকারী দেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যদানে বিরত থাকবে। এই চুক্তি আক্রমণকারীদের পক্ষে একটি আঘাত-বিশেষ। এ ছাড়া সোভিয়েতের পক্ষ থেকে চীনে প্রচুর সমরোপকরণ, পেট্রল ও লরি প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম পথ দিয়ে পাঠান হয়। চীনা জনগণের অতীব দুঃখের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বন্ধুত্ব চীনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অমূল্য সম্পদ।

যুদ্ধের সুরুতে কোন পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশ চীনকে প্রকৃত সাহায্য দেয়নি। লুকৌচিয়াও ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমী সংবাদ তারস্বরে অভিমত জানিয়েছে যে চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ এবং জাপান কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র চীন অধিকার করে ফেলবে। পশ্চিমী বুর্জোয়াদের শাসকবর্গ "অপেক্ষা কর এবং দেখ" নীতি গ্রহণ করে। জাপ-আগ্রাসন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাংহাই থেকে সরে আসে; দক্ষিণ চীনে বৃটেন নিয়ন্ত্রিত ক্যাণ্টন থেকে বৃটিশরা সরে আসে; এবং ফ্রান্স হাইনান দ্বীপ ছেড়ে চলে আসে।

ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা "নিরাপদ দূরত্বে বাঘের লড়াই" দেখার নীতি গ্রহণ করে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে চীনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হবে এবং অপরদিকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বল হবে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরও বৃটেন ও বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে সমরোপকরণ জাপানে পাঠায়। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জাপ-কর্তৃক ব্যবহৃত অধিকাংশ পেট্রল, হাওয়াই জাহাজ, লোহা ইস্পাত ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরবরাহ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী হিসাব অনুযায়ী জাপানে ১৯৩৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র যে মোট রপ্তানী করে তার ৫৮ শতাংশই হল যুদ্ধ করার সামগ্রী ১৯৩৮ সালে তা রপ্তানী করে ৬৬ শতাংশ, এবং ১৯৩৯ সালে যুদ্ধোপকরণ রপ্তানী হয় ৮১ শতাংশ। ১৯৪১ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার সর্বরকম প্রয়াস চালায় এই আশায় যে চীন প্রতিরোধ শক্তি হারাবে এবং যুদ্ধ ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যাবে।

জাপানী আক্রমণ প্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থ হানি করার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে জাপানের সঙ্গে একটা বিরোধ ঘটে। কিন্তু চীন জনগণের শক্তি খর্ব করা, যুদ্ধকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘোরানো এবং ইউরোপে হিটলার সৃষ্ট উত্তেজনাময় অবস্থার মোকাবিলার উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানের সঙ্গে বিরোধ কমাতে আগ্রহী ছিল। এমনকি তারা জাপানকে চীন আক্রমণের কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ১৯৪১ সালে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সুরু হবার প্রাক্কালে

তারা হয় জাপানের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা চালায় নয়ত বা এই আশায় বসে থাকে যে চীন ও জাপান উভয়েই যুদ্ধ করে হতবল হয়ে যাবে।

সেদিন বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুসৃত "হস্তক্ষেপ না করার" নীতির এটাই ছিল প্রকৃত চরিত্র।

৩। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টের অন্তভূক্ত থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীনতা ও উদ্যোগ হাতে রাখার নীতি। পার্টি কর্তৃক গেরিলা যুদ্ধ সুরু ও শত্রুর পশ্চাদ্দেশে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই দুটি বিপরীত নীতি বেরিয়ে আসে: একটি নীতির ধারক ও বাহক হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি কুয়োমিন্টাং অপরটি শ্রমিক শ্রেণী ও অধিকাংশ জনগণের প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টি।

জনগণের চাপে ও চীনে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ গুরুতরভাবে ক্ষতি হওয়ায় এবং জমিদার ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি "বৃহৎ চারটি পরিবারের" স্বার্থ ব্যাহত হওয়ায় কুয়োমিন্টাং জাপ-প্রতিরোধে বাধ্য হয়। ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই লুসানে চিয়াঙ কাই-শেক অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার বিবৃতিতে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধ সম্পর্কে চিয়াঙের দ্বিধাগ্রস্তভাব ছিল।

লুকৌচিয়াও ঘটনার পর কুয়োমিন্টাং সরকার জাপানের সঙ্গে সন্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব করে এবং শর্ত দেয় যে লুকৌচিয়াওয়ের নিকটবর্তী চীনা ভূ-ভাগ থেকে চীন ও জাপানী সৈন্যবাহিনী একই সঙ্গে সরে আসবে। কিন্তু এই প্রস্তাব জাপ-সরকার অগ্রাহ্য করে। তারপর কুয়োমিন্টাং সরকার জাপ-প্রতিনিধি ও উত্তর চীনের স্থানীয় সরকার মিলিতভাবে "শান্তি শর্তের পরিকল্পনা" গ্রহণ করে। (শর্তের দুটি প্রস্তাব-পিকিং, তিয়েনসিন, লুকৌচিয়াও এবং ইয়ুঙতিঙ নদীর পূর্বাঞ্চল থেকে চীনা অপসারণ এবং চীন ও জাপানের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধী মৈত্রী।) এই আলাপ-আলোচনা জাপানকে বড় রকমের আক্রমণের জন্য সৈন্যদল নিয়ে আসার উপযোগী সময় দেয়। ১৩ই আগস্ট জাপ-সৈন্যবাহিনীর শাংহাই আক্রমণ ও "বৃহৎ চারটি পরিবারের" দক্ষিণ-পূর্ব চীনে শাসন টলটলায়মান না হওয়া পর্যন্ত কুয়োমিন্টাং প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়নি।

নানকিং পতনের পূর্ব পর্যন্ত কুয়োমিন্টাং সরকার জাপানের সঙ্গে পুনরায় আলাপ-আলোচনায় জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পনে রাজী ছিল। আলাপ-আলোচনাগুলির একটির মাধ্যমে মীমাংসায় আসার ব্যাপারে একবার চীনে ফ্যাসিস্ট জার্মান রাষ্ট্রদূত মধ্যস্থতার কাজ করে। রাস্ট্রদূত মারফৎ উপস্থাপিত জাপ শর্তগুলির মধ্যে ছিল চীন কর্তৃক উত্তর-পূর্ব চীনে মাঞ্চুকুয়ো জাপ তাঁবেদার সরকারকে স্বীকৃতিদান, অন্তর্মঙ্গলিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি চীন-জাপান "অর্থনৈতিক সহযোগিতা," কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরক্ষা, চীনে জাপ-বিরোধী আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং উত্তর চীনে চীনের সৈন্যবাহিনী না রাখা। এ সব শর্তের নির্গলিতার্থ হল চীনকে পদানত করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুয়োমিন্টাং আলোচনার ভিত্তি হিসাবে শর্ত স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কমিউনিস্টদের দুর্জয় সংকল্প ও সমগ্র চীনা জনগণের জাপ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার তীব্র সংকল্প জাপান ও কুয়োমিন্টাংয়ের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।

যেহেতু জাপানের প্রতি কুয়োমিন্টাংয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আপস ও আত্ম-সমর্পণমূলক ছিল স্বাভাবিক ভাবে তা সামগ্রিক জনযুদ্ধের বিরোধী ছিল। কুয়োমিন্টাং সরকার প্রধানতঃ আংশিক যুদ্ধ-চালনার উপর নির্ভর করতে থাকে। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় কুয়োমিন্টাং সরকার আন্দোলন সীমিত করতে ও উদ্যোগ নিজে হাতে রাখতে সচেষ্ট হয়। কুয়োমিন্টাং সরকার প্রতিরোধের সমর্থনে নিজেদের বিভিন্ন সমিতি সংগঠিত করলেও, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে বাধা দেওয়া। জাতীয় মুক্তির জন্য সংগঠিত বহু সংগঠন ঐক্যবন্ধ নেতৃত্বের ওজুহাতে নিষিদ্ধ করা হয় ও জাপ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আইনের ছলচাতুরীর সাহায্যে দণ্ড দেওয়া হয়।

এই জন-বিরোধী নীতি অনুসরণের ফলে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যবাহিনী সমস্ত রণক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করতে থাকে।

লুকৌচিয়াও ঘটনার একমাসের মধ্যে কুয়োমিন্টাং পিকিং ও তিয়েনসিন এবং এর অনতিকাল পরেই চাহার এবং সুইয়ুআন প্রদেশ পরিত্যাগ করে ১৯৩৭ এর নভেম্বরে শাংহাইয়ের পতন ঘটে এবং নানকিংয়ের পতন হয় ডিসেম্বরে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মাত্র ৬ মাস পর শত্রুরা শানসীতে ফেঙলিঙতু, হোনানে কুইতে এবং শান্টুংয়ের সাঙচুয়াঙ এ পৌঁছে যায়। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে কুয়োমিন্টাং ইয়াংসী নদীর উপর অবস্থিত মাতাং দুর্গটি ছেড়ে দেয় এবং এভাবে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে শত্রুসৈন্যের আক্রমণের নিকট উহানকে ঠেলে দেয়। জাপ-সৈন্যদলের ক্রমাগত আক্রমণে কুয়োমিন্টাং বাহিনীর একটির পর একটি বিপর্যয় ঘটে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাণ্টন ও উহানের পতন ঘটে। এভাবে প্রায় সমগ্র কিয়াংসু, আনহোয়েই, হোনান, কিয়াংসী, কোয়াশ্টুং এবং হুপে একটির পর আর একটি প্রদেশ হাতছাড়া হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, একদিকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আংশিক প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে ও অপর দিকে চীনা জনগণের বিরোধিতা করে কুয়োমিন্টাং সৈন্যবাহিনী পনের মাসের মধ্যেই পিকিং, তিয়েনসিন, শাংহাই, ক্যাণ্টন ও উহান থেকে প্রায় ছেচুয়ান পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করে।

অপরপক্ষে, লুকৌচিয়াও ঘটনার দিন থেকেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সর্বাত্মক প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম পাঠায়।

১৯৩৭ সালে ২৩শে জুলাই, কমরেড মাও সে-তুঙ "নীতি, কার্য-সাধনের উপায় এবং জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেহারা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং সেই প্রবন্ধে তিনি জাপ-বিরোধী লড়াইয়ের দুটি নীতি, দুরকমের কর্মপন্থা ও দু রকমের চেহারার উল্লেখ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি গৃহীত নীতি হচ্ছে জনগণের উপর আস্থা স্থাপনের ভিত্তিতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা। ফলতঃ তার পরিপ্রেক্ষিত হল জাতীয় মুক্তি। অপরপক্ষে, কুয়োমিন্টাং গৃহীত নীতি হচ্ছে জাপানের সঙ্গে আপস ও আত্ম-সমর্পণ এবং তার প্রযুক্ত কর্মপন্থা জনগণকে দমন করা। কাজেকাজেই তার ভবিষ্যৎ হচ্ছে পরাজয়বরণ। এই পার্থক্য থেকে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কুয়োমিন্টাংয়ের নীতির সঙ্গে সংগ্রামের উদ্ভব হয়েছে।

২৫শে আগস্ট চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো কর্তৃক উত্তর শেনসীর অন্তর্গত লোচুয়ানে অনুষ্ঠিত বর্ধিত মিটিংয়ে যুদ্ধে জয়কে কেন্দ্র করে

কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টাং-এর মধ্যে জাপানকে প্রতিরোধ করার পার্থক্যের উপর আলোচনা হয়। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে কে নেতৃত্ব দেবে এবং সেটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপে দেখা দেয়। অধিবেশনে দশটি ধারা সম্বলিত জাতীয় মুক্তি কার্যক্রম গৃহীত হয় যাতে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ, এবং কুয়োমিন্টাংয়ের গণ-বিরোধী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নেতৃত্ব দিতে কমিউনিস্ট পার্টিকে সুনিশ্চিতভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পার্টির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করার মাধ্যমে দেশরক্ষা ও শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে।

এই নীতিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করতে এবং আত্ম-সমর্পণের প্রবণতাকে বাধা দিতে অথবা সংশোধন করতে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ২৫শে সেপ্টেম্বর, সরকারে অংশ-গ্রহণের প্রশ্নে, একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে তখনকার বর্তমান সরকার একটি জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্ট সরকার নয় এবং সেই সরকার কুয়োমিন্টাংয়ের একপার্টির একনায়কত্বের অধীন। সেহেতু, কোন কমিউনিস্টদের সেই সরকারে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয় এবং যে সরকারে অংশগ্রহণ করে পার্টির নীতি ও কার্যক্রমকে সুস্পষ্টভাবে রূপ দেওয়া যায় না এবং তাতে কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সামরিক ব্যাপারে স্বাধীন নীতি ও স্বাধীন উদ্যোগের অর্থ হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, প্রধানতঃ গেরিলাযুদ্ধের নীতিতে অবিচলিত থাকা কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের কোন সুযোগ নষ্ট না করা; তার অর্থ শত্রু সৈন্য সমাবেশের পশ্চাতে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করা এবং শত্রুর পার্শ্বদেশের উপর বিস্তৃতভাবে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

যুদ্ধের প্রথম দিকে, পার্টির ভিতরে ও বাইরে, বহু লোক জাপ-বিরোধী যুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত রণনীতির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিল ও কুয়োমিন্টাং পরিচালিত সাধারণ নিয়মসিদ্ধ যুদ্ধের উপর এবং কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলের কার্যাবলীর উপর আশা রেখেছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও সে-তুঙ এই মত খণ্ডন করেন এবং বলেন যে শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে গণফৌজ সংগঠিত করে এবং স্বাধীন গেরিলাযুদ্ধের প্রারম্ভিক যুদ্ধ কৌশলের পর্ব থেকে নিয়মসম্মত যুদ্ধ পরিচালনার দ্বিতীয় রণকৌশলে উন্নীত করার জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের বিস্তৃতির দ্বারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধকে সাফল্যজনক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

দেশব্যাপী প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙ স্বাধীন গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা ও শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন সম্পর্কে বহু নির্দেশ দেন।

প্রথম, স্বাধীনভাবে এবং নিজ উদ্যোগে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে গেলে সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র দলে ভাগ করে নিতে হবে এবং, জনগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করা এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করার জন্য, শত্রু সেনাবাহিনীর পশ্চাতে গভীরে চলে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, উত্তর চীনে পার্টির প্রধান কাজ হবে গেরিলা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে অপরাপর কার্যাবলী কেন্দ্রীভূত করা। স্থানীয় পার্টি শাখাগুলি জনগণকে লড়াইয়ের জন্য

প্রস্তুত করবে, ইতস্ততঃ ছড়ানো অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবে, দলচ্যুত সৈনিকদের নামের তালিকাভুক্ত করে পরিকল্পনা মাফিক বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী গঠন করে।

তৃতীয়তঃ, ইতিমধ্যে গঠিত জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলিকে সুসংবদ্ধ করার (উদাহরণ স্বরূপ, শানসী-চাহার-হোপেই আঞ্চলিক ঘাঁটি) সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হল সৈন্যদলের সামরিক শিক্ষাদান সম্পর্কিত পুনঃসংগঠনের কাজ ত্বরান্বিত করা, পার্টির কাজকে পুনরায় সংগঠিত করা, ঘাঁটিগুলিকে দস্যুমুক্ত করা, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে বে-সরকারী যুদ্ধার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করা এবং স্থানীয় জাপ-সহযোগীদের উৎখাত করা। এসব কর্মপন্থার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও মধ্য হোপেই পূর্ব হোপেই পর্যন্ত শেনসী-চাহার-হোপেইয়ের আঞ্চলিক ঘাঁটিকে বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

চতুর্থতঃ, যদি সমস্ত দেশ প্রতিরোধ-সংগ্রামে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লিপ্ত থাকে ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ সম্যকভাবে পালিত হয়, তবে শান্টুং এবং হোপেইয়ের সমতলভূমিতে জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ সুরু করা ও তাকে বিস্তৃত করা সম্ভব হবে। এ সব সমতল ভূ-খণ্ডে গেরিলা অঞ্চলগুলিকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে সমর-পরিচালনার সদর কার্যালয় স্থাপন করতে হবে ও গেরিলা কার্যকলাপ ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে। শত্রু মুক্ত অঞ্চলগুলিতে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে এবং গেরিলা ইউনিটগুলিতে বা নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত করে, ইতস্ততঃ ছড়ানো অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে, জনগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করতে হবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বিবেচনা করে যে মধ্যচীনে নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনীর পক্ষে জনগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করা ও কোয়াঙতে, সুচাউ, চেনকিয়াঙ, নানকিং এবং উহুর মধ্যবর্তী বিরাট ভূ-খণ্ডে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি গঠন করা সম্ভব। মাওশান আঞ্চলিক ঘাঁটি গঠনের পর, সুচাউ, চেনকিয়াঙ এবং উহুয়ের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার অঞ্চলে সৈন্যদল পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। এ ছাড়া, ইয়াংসী নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে একটা সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে। নয়া চতুর্থ বাহিনীর এ সময়ে শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে প্রবেশ করে ইয়াংসী নদীর উভয় পার্শ্বে গেরিলা ঘাঁটি গঠনের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গকে পার্টি সদস্যদের জাপ-বিরোধী যুদ্ধ এবং সংগ্রাম প্রসারিত করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ এবং মৌলিক জাপ-বিরোধী যুদ্ধের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়; তাদের নিকট এটাও নির্দেশ দেওয়া হয় যে একমাত্র পার্টি এবং বিপ্লবী সেনাবাহিনীর প্রসার মারফৎ সম্মিলিত ফ্রণ্টকে বাড়ান ও সুসংবদ্ধ করা যায় এবং কুয়োমিন্টাংয়ের গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল নীতি যা বিপ্লবী বাহিনীকে প্রতিহত করে সেটা চুরমার করে দেওয়া যায়।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধে রণনীতির দিক থেকে আত্ম-রক্ষামূলক সংগ্রাম পর্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, কুয়োমিন্টাং অনুসৃত নীতির বিরোধিতা করে জনগণের সামগ্রিক প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম অনুসরণ করে, স্বাধীন গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে বহুসংখ্যক ঘাঁটি নির্মাণ করে।

১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে অষ্টম রুট আর্মি ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর মোট ৪০,০০০ সৈন্য যুদ্ধফ্রণ্টের দিকে মার্চ করে, অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী উত্তর চীনের দিকে এবং নয়া চতুর্থ বাহিনী ইয়াংসী নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে অভিযান সুরু করে। চু-তের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়কত্বে তিনটি ডিভিসনে ভাগ করা

হয় (১১৫নং, ১২০নং ও ১২৯নং)। এই তিন ডিভিসনের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০। অধিনায়ক ইয়ে তিঙ এবং ডেপুটি কম্যানডার সিয়াঙ ইঙের নেতৃত্বে নয়া চতুর্থ বাহিনী সংখ্যায় ১২,০০০ ছিল। দুটি সেনাবাহিনী সংখ্যার দিক থেকে কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলের চেয়ে সংখ্যাগত ভাবে দুর্বল হলেও গুণগত দিক থেকে তারা অনেক উন্নততর ছিল, কারণ তাদের ছিল উন্নতমানের রাজনৈতিক জ্ঞান, ছিল জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তারা সমস্ত জাতির স্বার্থে যুদ্ধ করছে। কোন দিক থেকেই ওদের সঙ্গে কুয়োমিন্টাংয়ের সৈন্যদলের তুলনা হয় না। ফলে, সমরক্ষেত্রে নেমেই অষ্টম রুট আর্মি ও নয়া চতুর্থ আর্মি পরপর যুদ্ধে জয়লাভ করে কুয়োমিন্টাং বাহিনী কর্তৃক হারানো বিরাট অঞ্চল দখল করে।

১১৫তম ডিভিসনের ফ্রন্টে এসে পড়ার অব্যবহিত পরে অষ্টম রুট আর্মির পিঙসিঙকুয়ান গিরিপথের দিকে অগ্রসর হয় যাতে তাইউয়ানের দক্ষিণ দিকে জাপান অগ্রসর হতে না পারে। ২৫শে সেপ্টেম্বর, লিন পিয়াওয়ের অধিনায়কত্বে সৈন্যবাহিনী শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার খণ্ডযুদ্ধ সুরু করে এবং ৩ হাজারের দক্ষ শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করে। এই বিজয় সৈন্যবাহিনীকে বিশেষ মর্যাদা এনে দেয় এবং চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে জনগণের মনে বিশ্বাস এনে দেয়।

যখন কুয়োমিন্টাং বিশৃঙ্খলভাবে ক্রমাগত পশ্চাৎ অপসরণ করছিল তখন অষ্টম রুট আর্মি সিনকাউ ও তাইউয়ান দুটি পরপর অভিযানে চেঙতিঙ-তাইউয়ান এবং তাতুঙ-পুচাউ রেলপথ বরাবর জাপানী সৈন্যের অগ্রগতি ব্যাহত করতে সফল হয়।

১৯৩৭ সালে ৮ই নভেম্বর তাইউয়ান জাপান কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং কুয়োমিন্টাং সৈন্যদল শানসীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করে। কিন্তু অষ্টম রুট আর্মির বিভিন্ন ইউনিট শানসীর উত্তর-পূর্ব দিকে উতাইশান অঞ্চলে এবং চেঙতিঙ-তাইউয়ান রেলপথ বরাবর শত্রু-সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে আক্রমণ করে জাপ-আক্রমণকারীদের ব্যতিব্যস্ত করে এবং তাদের পীত নদী অতিক্রম করতে বাধা দিয়ে লক্ষ লক্ষ পশ্চাদপসরণকারী কুয়োমিন্টাং সেনাদের অদ্ভুত রণকৌশলের সাহায্যে সমূহ বিনাশ থেকে বাঁচায়।

এর পর থেকেই অষ্টম রুট আর্মি শত্রুসৈন্যবাহিনীর বহু পশ্চাতে বলপূর্বক ঢুকে গিয়ে বহু সংখ্যক জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করে।

শানসী-চাহার-হোপেই জাপ-বিরোধী ঘাঁটি—পিঙসিঙকুয়ান খণ্ডযুদ্ধের পর ১১৫তম ডিভিসনের একটি অংশ উতাইশান অঞ্চলে থেকে যায়।

শানসী, চাহার এবং হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা। কখনো কখনো মুষ্টিমেয় জাপানী লুটেরা জাপানী পতাকা নিয়ে জেলা শহর অধিকার করার জন্য এগিয়ে গেলে, কুয়োমিন্টাং সৈনাদল শত্রুসৈন্য নজরে আসার আগেই দক্ষিণে পালিয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের শরৎকালে, স্থানীয় কুয়োমিন্টাং সরকারের পতনের ফলে সৃষ্ট এই অবস্থার অবসান ঘটায় অষ্টম রুট আর্মি। এ সময় উতাইশানকে কেন্দ্র করে শানসী-চাহার-হোপেই সামরিক অঞ্চল গঠিত হয়। উত্তর-পূর্ব বাহিনীর একটি সৈন্যদল আওকুয়ো, হোচিয়েন, সিয়েনসিয়েন, কাওইয়াঙ এবং অন্যান্য জেলাগুলির তাঁবেদার সরকারকে বিধ্বস্ত করে মধ্য হোপেই সমতলভূমিতে জাপ-বিরোধী আঞ্চলিক ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৩৮ সালে ১৫ই জানুয়ারী ফুপিঙ, হোপেইতে অনুষ্ঠিত সীমান্ত

অঞ্চল সৈনিক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকদের প্রতিনিধি সম্মেলনে শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের একটি প্রশাসন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে জুন মাসে অষ্টম রুট আর্মি আরেকটি জাপ-বিরোধী উত্থান পরিচালনা করে পূর্ব হোপেইয়ে আরেকটি ঘাঁটি স্থাপন করে।

শানসী-হোপেই-শান্টুং-হোনান জাপ-বিরোধী আঞ্চলিক ঘাঁটি—যখন কুয়োমিন্টাং বাহিনী তাইউয়ান পতনের পর দক্ষিণ দিকে পিছু হটে যায়, তখন অষ্টম রুট আর্মির ১২৯তম ডিভিসন কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় সংগঠনগুলি এবং নবগঠিত জাপ-বিরোধী শক্তিসমূহের সঙ্গে সংযুক্তভাবে তাইহাঙ পর্বতমালাকে কেন্দ্র করে তাইহাঙ-তাইয়ুয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৩৮ সালে, ১২৯তম ডিভিসন, পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ অতিক্রম করে হোপেই-শান্টুং-হোনান সমতলভূমিতে নেমে এসে গেরিলাযুদ্ধের জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করে। ১৯৩৯ সালে হোপেই-শান্টুং হোনান সামরিক অঞ্চল গঠিত হয় এবং বিরাট সমতলভূমি জুড়ে হোপেই-শান্টুং-হোনান আঞ্চলিক ঘাঁটি গঠিত হয়।

শানসী-সুইউয়ান জাপ-বিরোধী আঞ্চলিক ঘাঁটি—অষ্টম রুট আর্মির ১২০তম ডিভিসন শানসীর উত্তর-পশ্চিম অংশের মধ্য দিয়ে ১৯৩৭ সালে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৩৮ এর ফেব্রুয়ারী ঐ ১২০তম ডিভিসন তাইউয়ানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতি-আক্রমণের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য তাতুঙ-পুচাউ রেলপথের উত্তরাংশ বিচ্ছিন্ন করার অভিযান করে। যখন শত্রুবাহিনী বিরাট সংখ্যায় লিনফেনের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তাতুঙে অবস্থিত তাদের সৈন্যবাহিনী শানসীর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আক্রমণ চালায়। তখন ১২০তম ডিভিসন রুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে তাদের হটিয়ে দেয় ও সাতটি কাউণ্ট (জেলা) পুনরধিকার করে। মার্চ মাসে উত্তর-পশ্চিম শানসীতে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপিত হয়। আগস্ট মাসে ঐ ডিভিসনের একটি ক্ষুদ্র দল উত্তর সুইউয়ানে তাচিঙ পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হয় এবং সেপ্টেম্বরে তাওলিন এবং অক্টোবর মাসে উলানহুয়া পুনরায় অধিকার করে।

শান্টুং জাপ-বিরোধী আঞ্চলিক ঘাঁটি—শান্টুংয়ের তদানিন্তন শাসক, হান ফু চু, যখন কোনরূপ গোলাগুলি না চালিয়েই ১৯৩৭ সালে পিছু হটে যায়, তখন কমিউনিস্ট পার্টির শান্টুং প্রাদেশিক কমিটি এবং তাইয়ান কাউণ্টি কমিটি, মুক্তি-যুদ্ধে যোগদানকারী স্থানীয় কৃষক ও পিকিং তিয়েনসিনের ছাত্রদের সংগঠিত করে সুলাই পার্বত্যাঞ্চলে অভ্যুত্থান ঘটায়। ১৯৩৮ সালের শরৎকালে শান্টুং সৈন্য কলামটি নটি দলে বিভক্ত হয়ে শান্টুং উপদ্বীপে হুয়াসিয়েন, পেঙলাই ও ইয়েসিয়েন অঞ্চলে গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করে। লিয়াওচেঙে পার্টির স্থানীয় সংগঠন, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ফান চু-সিয়েনকে শান্টুং প্রদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জাপ-বিরোধী কার্যকলাপ সুরু করতে সাহায্য করে।

মধ্য চীন জাপ-বিরোধী আঞ্চলিক ঘাঁটি—দক্ষিণে লাল গেরিলা বাহিনীগুলি নয়া চতুর্থ সেনাবাহিনীতে (New Fourth Army) পুনর্গঠিত হয়ে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে নানচিঙে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে। পরবর্তীকালে দুটি পথ ধরে মধ্য চীনে শত্রুসৈন্যের পশ্চাদভাগে প্রবেশ করে: একটি ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ বরাবর, অপরটি উত্তর বরাবর। দক্ষিণ বাহিনী ১৯৩৮ সালের জুন মাসে নানকিং-শাংহাই রেলপথ পর্যন্ত চলে আসে এবং মাওশান পর্বতকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ কিয়াংসু মুক্তাঞ্চল

গঠন করে। উত্তর বাহিনী আনহোয়েই প্রদেশে চাওহুয়ুওয়েই এবং তিওইয়ুয়ান অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং আউটাঙকে কেন্দ্র করে মুক্তাঞ্চল গঠন করে।

৪। জাতীয় আত্ম-সমর্পণকারীদের এবং দ্রুত বিজয়ে বিশ্বাসীদের শোরগোল। চীন-জাপান যুদ্ধের প্রসার সম্পর্কে মাও সে-তুঙের দূরদৃষ্টি।

১৯৩৮ সালের মে মাসে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের তখন দশ মাস গত হয়েছে, যুদ্ধে বিপর্যস্ত, দেশ-রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী চীনা জনগণ বিজয়ের দিন গুণছে। কিন্তু যুদ্ধ কিভাবে প্রসারিত হবে? চীনা জনগণ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে কি? জয়ের উদ্দেশ্যে কিভাবে তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাবে? বহুজনের নিকটই এসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে কুয়োমিন্টাংয়ের অনেকেই চীনের অবধারিত পরাজয়ের কথা জোরগলায় প্রকাশ করেছে। বস্তুতঃ কুয়োমিন্টাংকে এই তত্ত্বই, লুকৌচিয়াও ঘটনার পূর্বে জাপানকে প্রতিরোধ না করার ওজর জুগিয়েছে। যখন এই ঘটনা চিয়াঙ কাই-শেক চক্রকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাধ্য করে, তখন ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্র, উপরিউক্ত তত্ত্বের প্রবক্তা, শর্তাধীনে আত্ম-সমর্পণের জন্য প্রস্তুতি করছিল। এ ছাড়া, যুদ্ধের প্রথম পর্যায় কুয়োমিন্টাং বাহিনীর পুনঃ পুনঃ পরাজয় জনসাধারণের একাংশের মধ্যে হতাশা এনে দিয়েছিল।

অপর পক্ষে, যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর, দ্রুত জয়লাভ ঘটবে এরকম একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আশাবাদের তত্ত্ব প্রচারিত হচ্ছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কিছুসংখ্যক সদস্যদের শত্রুর শক্তিকে কম করে দেখার এবং যুদ্ধে কুয়োমিন্টাংয়ের শক্তি ও ভূমিকাকে বড় করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারা কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিরোধেরই কথা ভেবেছে কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াশীলতার দিক এবং দুর্নীতির কথা উপেক্ষা করেছে। তাদের মতে, চীন একমাত্র কুয়োমিন্টাংয়ের উপর, দ্রুত বিজয়ের জন্য, আস্থা রাখতে পারে। চিয়াঙ চক্র বিদেশীদের সমর্থনের উপর তাদের সম্পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্থাপন করে অপেক্ষা করতে থাকে তাদের হয়ে বৃটিশ ও মার্কিনরা জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে, এবং তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন চালাতে থাকবে। কুয়োমিন্টাং রাষ্ট্র বিজ্ঞান গ্রুপের[১] মুখপত্র 'তা কুঙ পাও'য়ের প্রভাবাধীন কুয়োমিন্টাংয়ের বহুলোক এই সুবিধাবাদী মত পোষণ করত যে ১৯৩৮ সালের মার্চে তাইয়েরচুয়াঙ ও সুচাওয়ের যুদ্ধ হল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের সূচনা।

১৯৩৮ সালের মে মাসে কমরেড মাও সে-তুঙ প্রকাশিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে (on the protracted war) গ্রন্থে এই ভ্রান্ত তত্ত্ব খণ্ডন করা হয় ও যুদ্ধের সঠিক গতি কি হওয়া উচিত তার উল্লেখ করা হয়। চীন জাপানের পারস্পরিক তুলনামূলক শক্তি দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে বিশদ ও বাস্তব বিশ্লেষণ দ্বারা মাও জাপ-বিরোধী যুদ্ধের গতি প্রগতি ও সম্ভাব্য-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি টানেন ঃ

প্রথমতঃ জাতিগত ভাবে আত্ম-সমর্পণের তত্ত্ব অথবা দ্রুত বিজয়লাভ সম্বন্ধে আশাবাদী তত্ত্ব এর কোনটারই বাস্তব ভিত্তি নেই। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ দ্বারা কমরেড মাও সে-তুঙ দ্রুত বিজয় লাভ তত্ত্বের বিরুদ্ধে জাপ-বিরোধী যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী

হওয়ার কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেন কিন্তু জাতীয় আত্ম-সমর্পণের প্রবক্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে শেষ পর্যন্ত চীনের জয় হবেই। এ মতের ভিত্তি কি? মাও বললেনঃ

চীন-জাপানের যুদ্ধ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন ও বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকের সাম্রাজ্যবাদী জাপানের জীবন-মরণ লড়াই। এখানেই রয়েছে সমস্ত সমস্যার ভিত্তি।[৩]

এই ভিত্তি থেকে বিবদমান দেশ দুটির মধ্যে চারটি তুলনামূলক বিরোধের বিষয় উঠে এসেছে। জাপান শক্তিশালী, কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ, অধঃপতনশীল এবং তার পিছনে আন্তর্জাতিক সমর্থন নেই; চীন দুর্বল, কিন্তু বৃহৎ, প্রগতিশীল ও আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রাপ্ত দেশ। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে একটি মাত্র জাপানের সপক্ষে, এবং সেটি হচ্ছে জাপান শক্তিশালী আর চীন দুর্বল। এর অর্থ যুদ্ধ অপরিহার্য এবং (দীর্ঘস্থায়ী) প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনকে বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং এই বিষয়টিকে ভুলে গিয়ে অপর তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়ে ভুল করা হবে যা "দ্রুত বিজয়" তত্ত্বের প্রবক্তারা করেছে।

তুলনামূলকভাবে অপর তিনটি বিষয় জাপানের বিরুদ্ধেই যায় এবং চীনের প্রতিরোধের পক্ষে সহায়ক হয়। জাপানের সবচেয়ে বড় অসুবিধা যে সে একটি ক্ষুদ্র দেশ এবং চীনের মত একটি সুবিশাল দেশকে আক্রমণ করে বসেছে। কিন্তু কেবল ক্ষুদ্রত্ব চীনের আত্ম-সমর্পণের অন্তরায় নয় এবং ইতিহাসে নজির আছে যে ছোট দেশ বৃহৎ অথচ দুর্বল দেশকে জয় করতে পারে, যেমন বৃটেন ভারতবর্ষকে জয় করেছে। কেবল যুগমাহাত্ম্যে চীন আত্ম-সমর্পণ করতে পারে না এবং শেষ পর্যন্ত চীন সশস্ত্র প্রতিরোধ চালাতে পারলে বিজয় তার পক্ষে অনিবার্য। জাপানের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সমর্থনের অভাবের মধ্যে এবং চীনের অগ্রগামিতা এবং সাহায্যের প্রাচুর্যে এই বিশেষত্বগুলি ফুটে উঠেছে। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল, বর্বরোচিত ও আক্রমণমূলক, অপর দিকে চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ হচ্ছে ন্যায়যুদ্ধ জাতীয় অভ্যুত্থান এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত প্রগতিমূলক মুক্তি সংগ্রাম। চীনের বিরুদ্ধে জাপান যে যুদ্ধ চালাচ্ছে সেই যুদ্ধের অন্যায্যতা ও লুণ্ঠনমূলক প্রকৃতি জাপানের অভ্যন্তরে শ্রেণীবৈরিতা, জাপান ও চীন জনগণের মধ্যে বিরোধ এবং জাপান ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মধ্যে শত্রুতাকে বাড়িয়ে তুলবে এবং এর ফলে জাপান সমর্থন হারাবে। অন্যদিকে, চীন তার ন্যায্য ও প্রগতিশীল প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য চীনে সংহতি আসবে ও সে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাবে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। সুতরাং জাপানের শক্তিকে ও চীনের দুর্বলতাকে, অন্যান্য বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করে, যা জাতীয় আত্ম-সমর্পণবাদীর তত্ত্ব মনে করে বড় করে দেখা ঠিক নয়।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে, মাও ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, চীনকে রণকৌশলের দিক থেকে আত্ম-রক্ষামূলক স্তর, অচলাবস্থার আরেক স্তর, এবং রণকৌশলগত প্রতি-আক্রমণের স্তর এই তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হবে।

প্রথম স্তরে শত্রু আক্রমণাত্মক রণকৌশল গ্রহণ করবে এবং চীনের পক্ষে আত্ম-রক্ষামূলক রণকৌশল নিতে হবে। সমগ্র চীনে যুদ্ধের প্রধান চেহারা হওয়া উচিত চলমান যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে চলবে গেরিলা যুদ্ধ ও অবস্থানমূলক যুদ্ধ। শত্রুসেনাবাহিনীর পশ্চাতে প্রধানতঃ চলবে গেরিলা লড়াই এবং সুযোগমত চলমান যুদ্ধ চলবে।

দ্বিতীয় স্তরে আসবে রণকৌশলগত অচলাবস্থা, শত্রুরা আক্রমণমূলক রণকৌশল ছেড়ে আত্ম-রক্ষামূলক অবস্থায় চলে যাবে এবং অধিকৃত অঞ্চল রক্ষার্থে তাঁবেদার সরকার গঠন করবে। কিন্তু সেখানেও তাকে বিস্তৃত ও প্রচণ্ড গেরিলাযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। চীনে এ স্তরে চলবে প্রধানত গেরিলা সংগ্রাম ও চলমান আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও অবস্থানমূলক যুদ্ধ—এই স্তরেই প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি সুরু হবে। এ স্তরেই চীনের কঠোর পরীক্ষা কিন্তু এ স্তর থেকেই পরিবর্তনের যুগ সুরু।

তৃতীয় স্তরে হবে চীনের প্রতি-আক্রমণমূলক রণনীতি। চীনকে নিজের শক্তির উপর আস্থা রেখে এবং দ্বিতীয় স্তরে নিজের পুষ্টিসাধন করে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। চীনের আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের প্রয়াস চালাতে হবে ও শত্রু দেশের অভ্যন্তরস্থ পরিবর্তনকে কাজে লাগাতে হবে। এই স্তরে যুদ্ধের চেহারা চলমান আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কিন্তু অবস্থানমূলক যুদ্ধের ভূমিকা হবে প্রধান। এবং তৃতীয় স্তরই হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ স্তর এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ এই তিনস্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, প্রথম স্তরের সঙ্গে আরও দুটি বিশেষ সমস্যার সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছেঃ যুদ্ধে নেতৃত্বের ভূমিকা ও দেশের অভ্যন্তরস্থ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সম্ভাব্য পরিবর্তন। উৎকর্ষের দিক থেকে উচ্চতর অথবা হীনতর সামরিক শক্তি যুদ্ধোদ্যম অথবা নিষ্ক্রিয়তার ভিত্তি রচনা করে কিন্তু সামরিক শক্তিই কেবল নিয়ামক নয়। উদ্যম (সক্রিয়তা) অথবা নিষ্ক্রিয়তার বাস্তব রূপ পরিগ্রহের পূর্বেই দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-পরিচালনা ব্যাপারে সংগ্রাম হবে ও ক্ষমতার পরীক্ষা হবে। সঠিক যুদ্ধ পরিচালনা হীনতর অবস্থা থেকে সবলতর অবস্থায় অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে সক্রিয় অবস্থায় নিয়ে আসতে পারে আবার তার উল্টোটাও হতে পারে।

শক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে পার্থক্য, হীনতর ও সবলতরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আপেক্ষিক ব্যাপার এবং এটিই কখনো চূড়ান্ত হতে পারে না। এটা সত্য যে এই পার্থক্য চারটি মৌল তুলনামূলক বিরোধ বিষয়ের একটি এবং এই শক্তির সাহায্যে শত্রু চীন আক্রমণ করছে। শত্রু যখন আক্রমণাত্মক ভূমিকায় চীন তখন আত্মরক্ষার ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু বৃহৎ বনাম ক্ষুদ্র, প্রগতিশীল বনাম অধঃপতনশীল, প্রচুর সমর্থন বনাম সমর্থনের অভাব—এই তিনটি তুলনামূলক বিষয়ের দিক থেকে দেখলে, এরা হয় এখনো প্রাথমিক স্তরে অথবা সুপ্ত আছে। শত্রুর অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে হলে এবং চরম প্রতি-আক্রমণের জন্য তৈরী হতে গেলে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাধান্যের স্তরে, সুপ্ত অবস্থা থেকে বাস্তব অবস্থায় যেতে গেলে শত্রুর বিপক্ষে নিজেদের অনুকূল অবস্থায় নিয়ে আসা এবং সেটা নেতৃত্বের নৈপুণ্যে উপর নির্ভরশীল। কমরেড মাও উল্লেখ করেছেন ঃ

> যারা যুদ্ধ চালায় তারা বাস্তব অবস্থার সীমা ছাড়িয়ে যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টা করতে পারে না কিন্তু তারা বাস্তব অবস্থার মধ্যে থেকে সচেতন কার্যকলাপের মাধ্যমে যুদ্ধ জয়ের প্রয়াস চালাতে পারে এবং তারা সেটা নিশ্চয়ই করবে।[৪]

শত্রু শক্তিমান এবং চীন দুর্বল সুতরাং শত্রু আক্রমণাত্মক, দ্রুত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ ও বহির্ভূভাগ দিক থেকে সামরিক তৎপরতা চালাবার রণকৌশল গ্রহণ করেছে এবং সেজন্যই চীনের রণকৌশল হবে আত্মরক্ষামূলক, যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং দেশের অভ্যন্তরে থেকেই সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু যেহেতু জাপান, একটি ক্ষুদ্র দেশ

হিসাবে সীমিত সৈন্যবল নিয়ে চীনের মত সুবিশাল ও অপেক্ষাকৃত বিরাট জনবলে শক্তিমান দেশকে আক্রমণ করতে সাহস করেছে, সেহেতু সে চীনের একটা অংশ অধিকার করতে পারে মাত্র কিন্তু অধিকৃত অঞ্চলের বহু জায়গা অরক্ষিত অবস্থায়ই রাখতে হবে, ফলে সেখানে চীনের চলমান আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ও গেরিলাযুদ্ধ রণক্ষেত্রে রূপ নেবে। এভাবে, বিভিন্ন অভিযান ও খণ্ড যুদ্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত সহ বহিরাঞ্চল আক্রমণের উদ্যোগ চীনের হাতে এসে যাবে এবং শত্রুসৈন্যকেই ভিতরে থেকে দীর্ঘস্থায়ী আত্ম-রক্ষামূলক সংগ্রাম বেছে নিতে বাধ্য করবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বহিরাঞ্চল আক্রমণ করার ব্যাপারে, আক্রমণের চেহারাটাই হবে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ; "বাইরে থেকে কার্যকলাপ" চালানর অর্থ আক্রমণের সুযোগ এবং "দ্রুত সিদ্ধান্ত" মানে সুযোগের "স্থায়িত্ব"। এ ভাবে বিভিন্ন খণ্ড যুদ্ধে শত্রুর উদ্যম নিষ্ক্রিয়তায় পরিবর্তিত হবে, শক্তি দুর্বলতায় পর্যবসিত হবে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিমান ভাব শক্তি-হীনতায় রূপ নেবে, কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে অবস্থা হবে বিপরীত। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডযুদ্ধে একের পর এক জয় লাভ করার পর শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন হবে। চীন সবলতর হতে থাকবে, শত্রু হবে দুবলতর।

চীনের বহু জয়ের একত্র যোগফল ও অপরাপর অনুকূল অবস্থা সহ অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক অবস্থায় পরিবর্তন প্রথমে চীনকে শত্রুর সঙ্গে সমতায় নিয়ে এসে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে এবং পরে শত্রুর চেয়ে তাকে শক্তিমান করবে। কমরেড মাও সে-তুঙের মত এখানে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, "নিজের প্রয়াসে যত বেশী জয়লাভ হবে এবং যত কম ভুল করবে, ততই সেগুলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে চলে যাবে।"[৫]

কমরেড মাও সে-তুঙ জাপ-বিরোধী সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধের রণনীতিগত তাৎপর্যের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, যদিও জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চলমান যুদ্ধ হচ্ছে প্রাথমিক রূপ এবং গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে গৌণ, তথাপি যুদ্ধ বিগ্রহে গেরিলা যুদ্ধ রণকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটি নিয়মিত যুদ্ধকে সাহায্য করে এবং ক্রমে স্বয়ং নিয়মিত যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের সপক্ষে জনগণকে সামিল করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিশেষ রাজনৈতিক পরিণতির উপায় হচ্ছে যুদ্ধ ; অন্য কথায় বলতে হলে, রাজনীতির অব্যাহত ধারাই হচ্ছে যুদ্ধ। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জাপ-সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়ন করা এবং সমানাধিকার সম্পন্ন নতুন মুক্ত চীন গঠন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে (On the Protracted war) নামক তার এক গ্রন্থে কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন, "সৈন্যবল ও জনবলই হচ্ছে জয়ের ভিত্তি।"[৬] "যুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষমতার গভীরতম উৎস জনগণ।"[৭] "সমগ্র দেশের জনগণকে একত্র করে মানুষের বিশাল সমুদ্র রচনা করবে এবং শত্রুকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দেবে, অস্ত্রের ও অন্যান্য সামগ্রীর অভাব পূরণ করবে এবং যুদ্ধে প্রতিটি অসুবিধা দূর করতে পূর্বাহ্ণ থেকেই অবশ্যকরণীয় কাজগুলি সেরে ফেলবে"।[৮] যুদ্ধ জয় সু-নিশ্চিত করতে হলে সমগ্র দেশের জনগণকে সামিল করতে এবং জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করতে হবে। যুদ্ধ জয়লাভে এটিই মৌলিক শর্ত।

য়ুহানের বিরুদ্ধে বৃহদাকারে জাপ-আক্রমণকালে ও জাতীয় আত্ম-সমর্পণ তত্ত্ব ও দ্রুত বিজয়লাভের তত্ত্ব প্রচারের সময় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে (On the Protracted war) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং এই গ্রন্থে মাও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বান্দ্বিক

বস্তুবাদী তত্ত্বের সাহায্যে এই সমস্ত তত্ত্ব খণ্ডন করেন ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণ-নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করেন। এবং এইভাবে চূড়ান্ত বিজয়ে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধনীতি প্রতিষ্ঠা করেন। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সমগ্র পথ এই মতের সত্যতা প্রমাণ করছিল।

৫। রণ-নীতিগত অচলাবস্থার প্রথম যুগে প্রতিরোধ-সংগ্রাম। প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থান ও তার পরাজয়। চীনা-বিপ্লবের মৌলিক সূত্র এবং নতুন চীন গঠনের জন্য কর্মসূচী।

যুদ্ধের প্রাথমিক স্তরে অষ্টম রুট আর্মি এবং নয়া চতুর্থ সৈন্যবাহিনী শত্রু সেনা-বাহিনীর পশ্চাতে চলে গিয়ে বিস্তৃতভাবে গেরিলা যুদ্ধ চালায় এবং উত্তর ও মধ্য চীনে বেশ কিছু সংখ্যক জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করে! চীনাদের দৃঢ় প্রতিরোধ ও জাপানের সৈন্যবাহিনীর অপ্রতুলতার দরুন জাপান ক্যান্টন ও য়ুহান দখলের পর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হয়। জাপ সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ শক্তিশালী চীনা গেরিলাবাহিনী কর্তৃক বিপন্ন হওয়ায় জাপ-অধিকৃত অঞ্চল রক্ষণের তাড়নায় জাপান আত্ম-রক্ষামূলক রণকৌশল গ্রহণ করে এবং এভাবে রণনীতিগত দিক থেকে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

১৯৩৮ সালের শীতকাল থেকে ১৯৪০ সালের শেষভাগ পর্যন্ত এই স্তরের প্রথম দিকে শত্রুসেনার পশ্চাতে ঘাঁটি ও সশস্ত্র গণবাহিনী ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। জাপান তখন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রধান বাহিনী ক্রমশঃ পরিচালনা করতে থাকে ও কুয়োমিন্টাংকে রাজনৈতিক উপায়ে বশ্যতা স্বীকারের জন্য প্রলুব্ধ করে। ইয়োরোপে উত্তেজনা বৃদ্ধির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স কুয়োমিন্টাং সরকারকে জাপানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার চেষ্টা করে (নিজেদের ক্ষতি সত্ত্বেও) এই আশায় যে জাপান চীনের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে।

জাপ-বিরোধী গণবাহিনী বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের কুয়োমিন্টাং সরকারকে রাজনৈতিক প্রলোভনের দ্বারা বশ্যতা স্বীকারের প্রচেষ্টা ও বৃটেন এবং মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র একই রকমের প্রয়াস চালানোর ফলে কুয়োমিন্টাং সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে সক্রিয় বিরোধিতা ও নিষ্ক্রিয় জাপ-প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে।

(১) জাপ-বিরোধী গণবাহিনীর বিস্তার—য়ুহান পতনের পূর্বে উত্তর চীনে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে চারটি ঘাঁটি তৈরী হয়েছিল ঃ শানসী-চাহার-হোপেই, শানসী-হোপেই-শান্টুং-হোনান, শানসী-সুইয়ুয়ান এবং শান্টুং ঘাঁটি অঞ্চল। দুই বৎসর এই শহর পতনের ক্ষতি স্বীকার করলেও এই ঘাঁটিগুলি বিস্তার করছিল। প্রথম প্রতিষ্ঠিত শানসী-চাহার-হোপেই ঘাঁটি অঞ্চলে পাঁচটি প্রধান রেলপথ চলে গিয়েছে ঃ পিকিং-হ্যাঙ্কাও, পিকিং-পাওতাউ, তাতুঙ-পুচাউ, চেঙতিঙ-তাইউয়ান এবং পিকিং-শেনইয়াঙ। রেলপথ অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলের সুবিধাজনক পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে এখান থেকে পিকিং, তিয়েনসিন, শিচিয়াচুয়াঙ, পাওতিঙ, তাতুঙ, চ্যাঙচিয়াকো ও চেঙতিয়ে ও অন্যান্য প্রধান সড়কগুলি পুনরাধিকার করা যায়।

১৯৪০ সালে, আগস্ট মাসে শানসী, হোপেই, শান্টুং ও হোনান ঘাঁটি অঞ্চলগুলি একত্রিত করা হয় এবং গেরিলা যুদ্ধ প্রথম ঘাঁটি অঞ্চল তাইহাঙ পর্বতমালা থেকে বিরাট ভূ-খণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, পশ্চিমে তাতুঙ-পুচাউ রেলসড়ক ও ফেন নদী থেকে পূর্বে

পো-হাই উপসাগরের উপকূল, উত্তরে চেঙতিঙ-তাইউয়ান এবং স্যাঙসিয়েন-শিচিয়াচুয়াঙ রেলসড়ক থেকে দক্ষিণে পীত নদী পর্যন্ত।

শানসী, সুইয়ুয়ানের বিভিন্ন ঘাঁটিগুলি শানসী-সুইয়ুয়ান ঘাঁটি অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট হয়ে সেখানে ১৯৪০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। উত্তর চীনে প্রতিরোধ যুদ্ধের সমর্থনে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম চীন রক্ষার কাজে এই অঞ্চল রণকৌশল প্রয়োগের একটি প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়।

১১৫তম ডিভিসন শানসী থেকে শান্টুংয়ে সরে এসে স্থানীয় গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। ১৯৪০ সালের শেষভাগে মধ্য এবং দক্ষিণ শান্টুংয়ে কয়েকটি জেলায় ও ঘাঁটি অঞ্চলে, পো-হাই অঞ্চলে ও অন্যান্য জায়গায়, জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়।

মধ্য চীনে, নয়া ৪র্থ বাহিনী দক্ষিণ কিয়াঙসু, উত্তর কিয়াঙসু মধ্য আনহোয়েই, হুয়াই নদীর উত্তরাংশ, হুপে, হোনান এবং আনহোয়েই সীমান্ত অঞ্চলে দুটি সদর কার্যালয় স্থাপন করে এবং ইয়াংসী নদীর উভয় পাড় বরাবর গেরিলাযুদ্ধ চালানোর জন্য গেরিলাবাহিনীগুলিকে একটি সম্মিলিত একক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

মধ্য চীন ঘাঁটি অঞ্চলটি একটি বিরাট ভূ-খণ্ড জুড়ে গঠিত, পূর্ব সীমানায় সমুদ্র, পশ্চিমে য়ুতাঙ পর্বতমালা অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত করে রয়েছে, উত্তরে লুঙহাই রেলসড়ক থেকে দক্ষিণে চৌকিয়াঙ-কিয়াংসী রেলপথ পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। কিয়াঙসু, চৌকিয়াঙ, আনহোয়েই, হোনান এবং হুপে প্রদেশের বহুলাংশ এই অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, এই অঞ্চল একটি সুবিধাজনক পরিস্থিতি এনে দিয়েছে, এখান থেকে নানকিং, শাংহাই, সুচাউ, য়ুহান ও হ্যাঙচাউ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শত্রু অবরুদ্ধ অঞ্চল মুক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছে এবং মধ্য চীন নিয়ন্ত্রণ এবং পশ্চিমে অগ্রগতির জাপানী পরিকল্পনায় সাংঘাতিক আঘাত হেনেছে।

ক্যান্টন পতনের পর, কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় সংগঠনগুলির নেতৃত্বে, দক্ষিণ চীন জাপ-বিরোধী অঞ্চল গঠিত হয়। যুদ্ধের সুরু থেকে ১৯৪০ এর শেষ পর্যন্ত গণ-বাহিনী ১৫০টি জেলা পুনরায় অধিকার করে, জাপ-বাহিনী ও তার তাঁবেদার বাহিনীর ৪০০,০০০ লোক হতাহত হয়। চীনে মোট জাপ-সেনাবাহিনীর অর্ধেকই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে। মুক্তাঞ্চল ও গেরিলা অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে আট লক্ষে পৌঁছায়। যুদ্ধের অচল অবস্থার স্তরে, প্রকৃতপক্ষে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদভাগে গণ-বাহিনীই জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে ঠেকিয়ে রাখে। অন্য কথায় বলতে হয়, ঘাঁটি অঞ্চলগুলি প্রতিরোধ সংগ্রামের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং গণ-বাহিনী হয় তার শক্তির প্রধান উৎস। গণ-বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে জাপ-বাহিনী কর্তৃক পরাজিত চীনা বাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকদের খুঁজে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার, শাস্তি ও হত্যা কার্য চালানোর অভিযান ও পরিবেষ্টন কৌশলকে চূর্ণ করে দেয়। এ ধরনের জয়ের ফলে ঘাঁটি অঞ্চল দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, গণ-বাহিনী ৫০,০০০ শত্রু সৈন্য কর্তৃক শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চল পরিবেষ্টনকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। সব থেকে বড় কাজ, ১৯৪০ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, সাড়ে তিনমাস কাল স্থায়ী শত্রু বাহিনীর অভিযানে গণ-বাহিনীর ১৫০টি ক্ষুদ্র সেনাদলের ৪০০,০০০ লক্ষ সৈন্য ব্যাপৃত থাকে।

এই অভিযানের প্রথম স্তরে গণ-বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর যোগাযোগ সূত্রগুলি নষ্ট করে দেওয়া। উত্তর-চীনের সমস্ত রেলসড়কগুলিতে আক্রমণ পরিচালনা করা হত এবং আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল চেঙতিঙ-তাইউয়ান রেলপথ। দ্বিতীয় স্তরে লক্ষ্য ছিল শত্রুর শক্তিশালী অবরুদ্ধ দুর্গগুলি আক্রমণ করা এবং প্রধান লক্ষ্য থাকত রেলপথ বরাবর শত্রুর অবস্থানগুলি এবং ঘাঁটি অঞ্চল সমূহের মধ্যে অবস্থিত দুর্গের দিকে। তৃতীয় স্তরে, গণ-বাহিনী শত্রুসৈন্য কর্তৃক বিজিত চীনা বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার, ও হত্যাকাণ্ড চালানোর অভিযান ব্যর্থ করে দেয়, এবং তাইহাঙ পর্বতমালা, উত্তর-পশ্চিম শানসী, শানসী-চাহার-হোপেই, মধ্য হোপেই এবং তাচিঙ পর্বতমালা সমন্বিত পাঁচটি ঘাঁটি অঞ্চলের শত্রু সেনাবাহিনীকে নির্মূল করে।

এই অভিযান তিনটি ফল লাভ করে। শত্রুদ্বারা ঘাঁটিগুলি বিভক্ত করা ও অবরোধ করার রণকৌশল ব্যর্থ করা, শত্রুবাহিনীর বৃহদংশকে আটকে রাখা ও প্রধান ফ্রণ্টের উপর আক্রমণ সংহত করার প্রচেষ্টাকে বাধা দান করা, এবং চক্রান্তকারীদের সন্ধি বা বশ্যতা স্বীকারের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়া। গণ-বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি দেখে শত্রু ভীষণ ভয় পেল। তারপর থেকে জাপান তার আক্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা পরিবর্তন করে, উত্তর-চীনের ঘাঁটি অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে এবং সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে—সামগ্রিক যুদ্ধ পরিচালনা করে।

যুদ্ধের প্রথম থেকে কুয়োমিণ্টাং জাপানের সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টি ও গণ-বাহিনীকে দুর্বল ও খতম করার উপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল। কিন্তু তাদের আশায় ছাই ঢেলে গণ-বাহিনী ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। মুক্তাঞ্চলে গণ-বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধে ক্রমাগত জয়লাভ ও কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনীর বারংবার বিপর্যয় চিয়াঙ কাই-শেকের বিস্ময় ও বেদনার কারণ হয়। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজয় ও ক্রমাগত কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি কুয়োমিণ্টাংকে আরও ভয়ানক ও বেপরোয়া কমিউনিস্ট-বিরোধী ও গণ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করে।

(২) কুয়োমিন্টাংকে বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করার জাপ প্রচেষ্টা—যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা কুয়োমিন্টাং কর্মকর্তাদের শক্তিকেই কেবল গ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য করে ও চীনা কমিউনিস্টদের শক্তিকে ছোট করে দেখে; সুতরাং কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতি জাপ-নীতি ছিল সামরিক দিক থেকে আক্রমণাত্মক ও রাজনীতিগতভাবে তাদের বশ্যতা স্বীকারে রাজী করানো। কিন্তু সামরিক অচলাবস্থার স্তরে কুয়োমিন্টাংয়ের চেয়ে কমিউনিস্টদের প্রতি শত্রু বেশী মনোযোগ দেয় এবং পশ্চাতের যুদ্ধ ফ্রন্টগুলির বিরুদ্ধে তার প্রধান বাহিনী নিয়োজিত করে এবং কুয়োমিণ্টাং অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণাত্মক রণকৌশল পরিহার করে। কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতি জাপানের নীতি প্রধানতঃ রাজনৈতিক দিক থেকে আত্ম-সমর্পণ করানোর প্রচেষ্টা; সামরিক আঘাত গৌণ হয়।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপ-প্রধান মন্ত্রী কনোই চীনের প্রতি জাপানের মৌলিক নীতি-সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে তাদের নীতি হল চীনকে পদানত করা। "চীন-জাপান অর্থনৈতিক সহযোগিতা" সম্পর্কে তার বিবৃতিতে পরবর্তীকালে পরিষ্কার করা হয় এবং বলা হয় যে মধ্য চীন ও দক্ষিণ চীনে জাপানের মোট লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ হবে ৪৯ শতাংশ আর চীনা পুঁজিবাদীদের লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ হবে ৫১ শতাংশ; অপরপক্ষে উত্তর-চীনে চীন ও জাপানের লগ্নীকৃত অর্থের অনুপাত হবে ঠিক উল্টা। জাপ

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জাপ-বিরোধী শিবিরে কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ দিয়ে ফাটল ধরানো এবং এইভাবে চীনকে সম্পূর্ণ পদানত করা।

কনোই মন্ত্রিসভার পতন ঘটার পর, প্রধানমন্ত্রী কিচিরো হিরোনুমা, ১৯৩৯ সালের মার্চে, এক ভাষণে শত্রুতা অবসানের উদ্দেশ্যে চীনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে রাজী থাকার কথা ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করেন যে আলাপ-আলোচনা তখনই হতে পারে যদি কুয়োমিন্টাং সরকার জাপানের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী পুনর্বিবেচনা করে ও সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করে। জাপ-সরকার, এই প্রকাশ্য বিবৃতিতে, এটা পরিষ্কার করে যে তার সরকার চিয়াঙ কাই-শেককে পদত্যাগ করার পরিবর্তে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলবে।

(৩) কুয়োমিন্টাং সরকারকে জাপ-বশ্যতা স্বীকারে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র—ইয়োরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের "হস্তক্ষেপ না করার" নীতির নির্গলিতার্থ হচ্ছে তাদের নিজেদের স্বার্থে আক্রমণাত্মক নীতিতে চক্ষু বুজে থাকার নীতি গ্রহণ করা। কিন্তু ফ্যাসিবাদী দেশগুলির লোভের কোন সীমাপরিসীমা ছিল না। স্পেন এই নীতির প্রথম শিকার, তারপর অস্ট্রিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়া এই নীতির শিকার হয়। প্রকৃত বক্তব্য হল এই যে এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স "নিজেদের পায়ের আঙ্গুল থেঁতলানোর জন্য পাথর তুলে ধরে" ও নিজেদের ও পরের ক্ষতিসাধন করে।

১৯৩৮ এর মার্চে অস্ট্রিয়া অধিকার করার পর নাজী জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল দাবী করে। ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথ প্রতিরোধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি দস্তখত করা হয় ও চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীকে সুদেতান অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ জার্মানী সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে আরও পূর্বে পোলাণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে ত্রি-শক্তি চুক্তির প্রস্তাব দেয় এবং এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দ্বারা বিপন্ন দেশগুলিকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

১৯৩৯ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই তিন শক্তিবর্গের আলাপ-আলোচনা চলল। বৃটেন ও ফ্রান্স সমতার ভিত্তিতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে গররাজী হয়। তাদের দাবী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন পোলাণ্ড, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও বেলজিয়াম রক্ষা (এ দেশগুলি রক্ষার সপক্ষে বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল) করার দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রহণ করুক, কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যন্ত দেশ, লাটভিয়া এস্তোনিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড, রক্ষার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং তারা কেবল নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করতে চেয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়। এর ফলে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানোর সময়ে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার নাজী জার্মানীর সঙ্গেও কূটনৈতিক আলাপের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রভাবাধীন অঞ্চল পুনর্বণ্টনের জন্য এক চুক্তিতে আসার প্রচেষ্টা চালায়। এ চুক্তি যদি সফল হত তবে বৃটেন পোলাণ্ডের স্বার্থে কিছুই করত না ও জার্মানীকে পূর্ব দিকে আক্রমণ চালাতে

উৎসাহই যোগাত। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, নিজেকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার বিরুদ্ধে, জার্মানীর প্রস্তাবিত পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। জার্মানীর প্রস্তাব অনুযায়ী পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি করে সোভিয়েত ২৩শে আগস্ট ১৯৩৯ সাল এইভাবে নিজের জন্য অন্ততঃ দুবছরের শান্তির সুযোগ লাভ করে ১৯৪১ সালের ২১ জুন পর্যন্ত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। দুদিন পরে, ফ্রান্স ও বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়।

ইয়োরোপে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে তাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফরাসী, বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা "সুদূর প্রাচ্যে আরেকটি মিউনিক" তৈরী করার ষড়যন্ত্র পাকায়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন ডাকার এক প্রস্তাব দেয়। মিউনিকের সাহায্যে যেমন ফ্রান্স ও বৃটেন, ইটালি এবং জার্মানীর সঙ্গে সমঝোতা করতে চেষ্টা করেছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার ও সোভিয়েত জনতার ক্ষতি করে সুদেতানের জার্মান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তেমনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের সাহায্যে জাপানের সঙ্গে সমঝোতা করে চীনা জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করতে প্ররোচনা দিতে চেষ্টা করে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স।

জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত করার জন্য জাপানের সঙ্গে সন্ধি করতে ব্যগ্র হয়। তদনুসারে, তারা চীন সরকারকে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালায়।

এই অবস্থায়, কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত জাপ-সমর্থক ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্র প্রকাশ্যে প্রথমেই জাপানের পক্ষে চলে যায়। ১৯৩৮ সালে ১৮ই ডিসেম্বর ওয়াঙ চুঙকিঙ থেকে পালিয়ে যায় এবং হ্যানয়ে কনোইয়ের মত সমর্থন করে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। এর কিছুদিন পরে ওয়াঙ নানকিংয়ে এক তাঁবেদার সরকার গঠন করে। এভাবে চীনা বৃহৎ পুঁজির এক অংশের প্রতিনিধি ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্র খোলাখুলিভাবে বিশ্বাসঘাতক ও জনগণের শত্রুতে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্তর্গত মার্কিন সমর্থক বৃহৎ-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রতিনিধি চিয়াঙ-কাই-শেকও বশ্যতা স্বীকারে প্রায় রাজী হয়।

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে, কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক অধিবেশনে চিয়াঙ কাই-শেক শেষ পর্যন্ত জাপ-প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। কিন্তু "শেষ পর্যন্ত" কথার দ্বারা তিনি লুকৌচিয়াও ঘটনার পূর্বেকার স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। চিয়াঙ কাই-শেক চক্র আত্ম-সমর্পণ করতে ও বিশ্বাসঘাতক বনতে রাজী হতেন যদি জাপান মধ্য ও দক্ষিণ চীনে চার বৃহৎ পরিবারের স্বার্থ ও প্রাধান্য এবং মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখত। কুয়োমিন্টাং সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ওয়াঙ চিঙ-হুই ১৯৩৯ এর সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করেন ঃ "যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে চীন শান্তিপূর্ণ সমাধানের কোন সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেনি।" অন্যভাবে বলতে গেলে, কুয়োমিন্টাং সরকার সন্ধি ও আত্ম-সমর্পণের জন্য তার কার্যকলাপ কোন সময়েই বন্ধ করেনি।

আত্ম-সমর্পণের পথ পরিষ্কারের জন্য চিয়াঙ কাই-শেক চক্র কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের বিরোধিতা করার জন্য তার বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে, কারণ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট ও জাপ-বিরোধী গণ-বাহিনী আপস-মীমাংসা ও আত্ম-সমর্পণের বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করে, কারণ তাহলে অনিবার্য ভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধ থেমে যাবে, ফলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে এবং জাপানের সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের শর্তে সন্ধি করা যাবে।

এই উদ্দেশ্যে চিয়াঙ-চক্র কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপ খুব বাড়িয়ে তুলে। প্রথমতঃ কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির কয়েকটি ধারাবাহিক সম্মেলনে কমিউনিস্ট বিরোধী ও গণ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেমনঃ "কমিউনিস্ট-সমস্যা সমাধানের উপায়," "শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ বন্ধের জন্য খসড়া পরিকল্পনা," "বিদেশী (Alien) পার্টি সমস্যা নিরসনকল্পের উপায়," এবং "বিদেশী পার্টি সমস্যা সমাধানে কতগুলি নির্দেশ"। ঘাঁটি অঞ্চলের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা চালাবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়।

কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও উত্তর-চীনে ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে জাপ-বিরোধী সামরিক ও বে-সামরিক সংগঠনসমূহ বিলোপ করতে এবং ঐ সব অঞ্চলে কমিউনিস্ট-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন ও পাও-চিয়া[৯] পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। এভাবে তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পরিচালিত জাপ-বিরোধী গণ-সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও উৎখাত করার উদ্দেশ্যসাধনে গণ-আন্দোলন ও প্রচারে উঠে পড়ে লেগে গেল। সারা দেশ ব্যাপী এটা করা যাবে এই আশা করে প্রথমেই উত্তর-শেনসী ও উত্তর চীনকে এই জন্য বেছে নিল।

এই প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা শীঘ্র কার্যে পরিণত করা হয়। শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল পরিবেষ্টন করা হয়, অষ্টম রুট বাহিনীকে স্যাঙসিয়েন-শিচিয়া-চুয়াঙ এবং চেঙতিঙ-তাইউয়ান রেলপথের উত্তরে পিছু হঠতে আদেশ দেওয়া হয়, এবং বৃহৎ কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনীকে শানসীতে একটি ঘাঁটি অঞ্চলের উপর উত্তরদিক থেকে আক্রমণ করার জন্য কেন্দ্রীভূত করা হয়। চ্যাঙচিয়াকৌ-পিকিং লাইন বরাবর সশস্ত্র গণ-বাহিনীর বিরুদ্ধে, পরাজিত চীনাবাহিনীর অবশিষ্ট সৈনিকদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করতে বা শাস্তি দিতে বা হত্যাকাণ্ড চালাতে যে জাপ-বাহিনী লিপ্ত ছিল, সে জাপ-বাহিনীর দক্ষিণ দিক থেকে অভিযান চালানোর সঙ্গে চিয়াঙের রণকৌশলকে সময়োপযোগী করার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৩৮ সালের শরৎকালে চিয়াঙ কাই-শেক দক্ষিণ হোপেইয়ের প্রশাসন কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম দেয়। চিয়াঙের গোপন হুকুম তামিল করে প্রতিক্রিয়াশীলরা সর্বত্র গোলযোগ সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কুয়োমিন্টাং বাহিনী পোশানে অবস্থিত অষ্টম রুট আর্মির শান্টুং সৈন্য কলাম আক্রমণ করে। এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে কুয়োমিন্টাং বাহিনী হোপেইয়ের অন্তর্গত শেনসিয়েনে অবস্থিত অষ্টম রুট আর্মির পশ্চাদভাগ আক্রমণ করে, এবং কুয়োমিন্টাং বাহিনীর অন্যান্য সৈন্যদল হুনান ও সিঙকিয়াঙে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর যোগাযোগ দপ্তর আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে কুয়োমিন্টাং বাহিনী হুপেতে অবস্থিত

নয়া চতুর্থবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ অবরোধ করে এবং নভেম্বর মাসে কুয়োমিন্টাং দালাল ও সেনাবাহিনী হোনানের অন্তর্গত চুয়েশানে অবস্থিত নয়া চতুর্থ বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগস্থ কার্যালয় আক্রমণ করে।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪০ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাং অতি প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক দমনমূলক ও সামরিক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ চরমে ওঠে। এই কর্মতৎপরতাই প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান নামে খ্যাত হয়েছে।

এই কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান প্রধানতঃ শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও শানসীর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ১৯৩৯ এর ডিসেম্বরে চিয়াঙ কাই-শেকের আদেশে শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল অবরোধ-কারী কুয়োমিন্টাং বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পাঁচটি কাউন্টি অধিকার করে। শানসীর পশ্চিমে কুয়োমিন্টাং সমরনায়ক, ইয়েন সি-শান "জাপ-বিরোধী মরণ-অগ্রাহ্যকারী দল"[১০] ও শানসী প্রদেশস্থ "জাতীয় মুক্তি সাধনের জন্য গঠিত আত্মোৎসর্গকারী লীগ"[১১] আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছয়টি সৈন্যদল নিয়ে গঠিত এক বাহিনী সংগ্রহ করে। ১৯৪০ সালের বসন্তকালে চিয়াঙ কাই-শেক তার বাহিনীকে তাইহাঙ পর্বতাঞ্চলে অবস্থিত অষ্টম রুট আর্মির প্রধান সদর দপ্তর আক্রমণ করতে হুকুম দেয়।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নোক্ত শ্লোগান তুলে ধরেঃ "প্রতিরোধ চালিয়ে যাও ও আত্ম-সমর্পণে বাধা দাও, ঐক্যে অবিচলিত থাক ও ভাঙ্গনের বিরোধিতা কর; প্রগতির পথে চল ও অধঃপতনকে বাধা দাও।" কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমগ্র দেশ কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল ও আপসপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালায়। অনুশাসন-বাক্যে দৃঢ় আত্ম-রক্ষার নীতি-ঘোষিত হল, "আক্রান্ত না হলে আমরা কখনই আক্রমণ করব না; যদি আক্রান্ত হই আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যাঘাত করব," এবং এই নীতি অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠিন প্রত্যাঘাত হানে। শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণকারী কুয়োমিন্টাংয়ের কমিউনিস্ট-বিরোধী সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হয়। ইয়েন সি-শানের সৈন্যদলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে গণ-বাহিনী শানসীর উত্তর-পশ্চিমে সরে যায়। তাইহাঙ পার্বত্যাঞ্চলে কুয়োমিন্টাং বাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে অকেজো করে দেওয়া হয়। এভাবে বীরত্বপূর্ণ প্রতি-আক্রমণে কমিউনিস্ট-বিরোধী বাহিনী সমস্ত রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়।

প্রথম কমিউনিস্ট-বিবোধী অভিযানে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণে আবদ্ধ না থেকে মতাদর্শগত আক্রমণও চালায়। বুর্জোয়াদের একনায়কত্বের প্রতিনিধি কুয়োমিন্টাং সরকারের প্রকৃত চরিত্র ঢাকবার জন্য, তারা কামালবাদ[১২] ও বৃহৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের জয়গান সুরু করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবের এই দুই স্তরকে ইচ্ছা করে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য "এক বিপ্লব" তত্ত্বের কথা বলতে থাকে এবং সর্বরকমের বিপ্লবে জনগণ সম্পর্কিত ত্রি-নীতিকে জোর করে তুলে ধরে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে অস্বীকার করে। প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে বিরোধিতা করার জন্য ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অভিলাষ অনুযায়ী আত্ম-সমর্পণের জন্য গণ-মানস তৈরী করতে এ গুলিকে ব্যবহার করা হয়।

জাপানের সঙ্গে আপস-মীমাংসার জন্য কুয়োমিন্টাংয়ের সোরগোল এবং তার পথ তৈরী করার জন্য কুয়োমিন্টাংয়ের সামরিক, রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত ভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপের ফলে, যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে, কুয়োমিন্টাং-কমিউনিস্ট সহযোগিতার ফলে উদ্ভূত আত্ম-বিশ্বাস ও উৎসাহে ভাঁটা পড়ে সমগ্র জাতিকে পুনরায় দুঃখ কষ্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র জাতি হতাশায় ডুবে না যায় সেজন্য জনগণের সমক্ষে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরে, যেমন কিভাবে যুদ্ধ চালাতে হবে ও বিজয়লাভের পর কি জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হবে ইত্যাদি। এই সঙ্কটময় চরম মুহূর্তে কমরেড মাও ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর একটি সংগ্রামী ঐতিহাসিক তাৎপর্যবহ গ্রন্থ (On New Democracy) নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে, প্রণয়ন করেন। লেনিনবাদী ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক বিপ্লবী তত্ত্বের আলোকে এবং চীনের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কমরেড মাও চীনা বিপ্লব নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করেন ও নয়া গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে কিভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটবে তার বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করেন।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-ঔপনিবেশিক চীনে বিপ্লবের কাজ সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটানো, সাধারণভাবে পুঁজিবাদ বিলোপ করা নয়। এ কারণে চীনা বিপ্লবে দুটি ধাপ নেওয়ার দরকার। প্রথম ধাপ আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক সমাজকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তন করা, দ্বিতীয় ধাপ হল বিপ্লবকে বিকশিত করে নিয়ে যাওয়া ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা।

যদিও সামাজিক চরিত্রের দিক দিয়ে চীন বিপ্লবের প্রথম স্তর তখনও ছিল বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক, এবং পুঁজিবাদী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে বুর্জোয়া একনায়কত্বে রাষ্ট্র গঠনের জন্য বুর্জোয়া পরিচালিত পুরানো ধরনের বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল না, তাই চীনের প্রয়োজন হল প্রলেতারিয়েতদের নেতৃত্বে নতুন ধরনের বিপ্লব, যার উদ্দেশ্য প্রথম নয়া গণ-তান্ত্রিক সমাজ ও সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীগুলির যুক্ত একনায়কত্বে রাষ্ট্র গঠন। যদিও বিপ্লবের বাস্তব দাবী হচ্ছে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটানো যার সাহায্যে সমাজতন্ত্র বিজয়ের জন্য অবস্থা তৈরী করা—এটাই বিপ্লবের কাজ। বিপ্লবী ফ্রণ্ট সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় যে এই বিপ্লব পুরানো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের আর অংশীভূত নয়, এটা হচ্ছে নয়া প্রলেতারীয় সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বিপ্লবের অংশ।

পরিণতি হিসাবে. গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হওয়ার পর, সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলি দেশের রাজনৈতিক জীবনে ক্রমাগতঃ কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রলেতারিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানার উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয় অর্থনীতিতে বিস্তার লাভ এবং অনুকুল দুনিয়ার আস্থা বাড়বার সঙ্গে চীন নিশ্চয়ই একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিকাশ লাভ করবে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যবর্তী সময়।

প্রথমে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের বুর্জোয়া একনায়কত্বের আজগুবি তত্ত্ব খণ্ডন করেন কমরেড মাও-সে-তুঙ। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যখন পুঁজিবাদ মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকছে এবং সমাজতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, মাও দেখিয়ে দেন, তখন বুর্জোয়া এক-

নায়কত্বে চীনে পুঁজিবাদী সমাজ গঠন করার তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অলীক। আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোন অবস্থাই চীনের এই রাস্তা গ্রহণ করার কথা অনুমোদন করে না। কমরেড মাও সে-তুঙ চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক কামালের ভূমিকা পালনের প্রয়াসকে বিদ্রূপ করেন এবং উল্লেখ করেন যে চিয়াঙ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর যা করেছে সেটা স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজ গঠন নয়, সেটা হচ্ছে আধ-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক সমাজ সংরক্ষণ ; বুর্জোয়া একনায়কত্ব নিয়ে আসা নয়, দুঃখজনক আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম রাখা। এভাবে চিয়াঙ নিজেকে বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দালাল ও সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার করে তুলেছেন।

চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তর অতিক্রম করতে অনেক সময় লাগবে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে বিরোধিতা করা যতদিন অসম্পূর্ণ থাকবে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্নই ওঠে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রত্যেক বিপ্লবের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মধারা ও উপযুক্ত সময় আছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক কর্মধারার সঙ্গে গণ-তান্ত্রিক কর্মধারাকে মিশিয়ে ফেলা বা দুটিকেই একসঙ্গে নিষ্পন্ন করার চেষ্টা ভুল হবে। দুটি বিপ্লবের স্তরের মধ্যে একটি অপরটির পথ সুগম করে। চীন বিপ্লবকে এ ধরনের বিকাশের পথে ও অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের মধ্য দিয়ে চলতে হবে।

"একটিমাত্র বিপ্লবের" তত্ত্ব হচ্ছে "কড়ি ও থাম অপহরণ করে তাদের জায়গায় পচা বাজে কাঠ স্থাপন করার" সমতুল্য। বাস্তবে এটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা ও বিপ্লবকে শিকেয় তুলে দেওয়া।

কমরেড মাও কেবলমাত্র যে চীন বিপ্লবের মৌলিক সূত্রগুলিকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন তাই নয়, তিনি বাস্তবসম্মত নয়া গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর রেখাঙ্কন করেছেন এবং এভাবেই নয়া চীন গঠনের নকশা তৈরী করেছেন।

(১) নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের কথা আছে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে। এই প্রজাতন্ত্র ইউরোপীয়-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচে বুর্জোয়া একনায়কত্বে পুঁজিবাদী প্রজাতন্ত্র এবং সোভিয়েত ধাঁচে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র দুটো থেকেই পৃথক হবে। এ রাষ্ট্র হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রলেতারিয়েত পরিচালিত এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবী শ্রেণীসমূহের যুক্ত নায়কত্বে গঠিত জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এভাবে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রলেতারিয়েত নেতৃত্ব সুনিশ্চিত হবে।

(২) অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে আছে বৃহৎ ব্যাঙ্ক, এবং সুবৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা। কিন্তু এই রাষ্ট্র অন্য কোন রকম পুঁজিবাদী বে-সরকারী সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে না বা জনগণের জীবিকা-নিরপেক্ষ পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশকে নিষিদ্ধ করবে না। গ্রামীণ অঞ্চলে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং ভূমিহীন ও অল্প ভূমিস্বত্ব কৃষকদের মধ্যে তা পুনর্বন্টন করা হবে এবং এভাবে গ্রামাঞ্চল থেকে সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে এবং জমিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করা হবে। ধনি-কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতিকে সহ্য করা হবে। প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে গঠিত নয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চরিত্রগতভাবে সমাজতান্ত্রিক হবে এবং অর্থনীতিতে

প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করবে, অন্য সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও কিছু সমাজতান্ত্রিক উপাদান থাকবে। এভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের সম্পূর্ণভাবে প্রধান ভূমিকা সুনিশ্চিত হবে।

(৩) সাংস্কৃতিক কর্মসূচী হবে জাতিভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং গণভিত্তিক। এই সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরোধিতা করবে, চৈনিক জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা তুলে ধরবে ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে এবং, একই সময়ে, নিজেদের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করার জন্য, প্রগতিমূলক বৈদেশিক সংস্কৃতিকে বৃহৎ পরিমাণে আত্মসাৎ করবে। তবে বাছবিচার না করে সংস্কৃতি গ্রহণ অবশ্য নিন্দনীয় হবে। বিদেশী বস্তুকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপযোগী করে জাতীয় রূপ দিতে হবে।

নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। এই সংস্কৃতি সকল রকম সামন্ততান্ত্রিক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভাবধারার বিরোধিতা করবে, সত্যানুসন্ধানী হবে এবং তত্ত্ব ও কার্যের সমন্বয় সাধন করবে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি গ্রহণের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহীত হওয়া উচিত হবে। প্রাচীন সংস্কৃতি খুসীমত বর্জন করা বা বাছবিচার না করে গ্রহণ করা চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। এর গণতান্ত্রিক উপাদানগুলোকে আত্মস্থ করে সামন্ততান্ত্রিক আবর্জনা বর্জন করতে হবে। জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ শ্রমিক কৃষক জনগণের কল্যাণোপোযোগী পথে সংস্কৃতিকে পরিচালিত করতে হবে।

নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের পথনির্দেশক ভূমিকা এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের বিস্তার ঘটাতে হবে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাকে জোরদার করার প্রয়াস করতে হবে। কিন্তু এটা পরিষ্কার ভাবে মনে রাখতে হবে যে জাতীয় সংস্কৃতির ধারা হবে নয়া গণতান্ত্রিক। সাম্যবাদী তত্ত্বের প্রসারের অর্থ এই নয় যে তা তৎক্ষণাৎ কর্মসূচীতে উত্তরণ করবে। মার্কসবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার, ক্যাডারদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, তথা কথিত জাতীয় সংস্কৃতিকে উদ্দীপিত করা এর উদ্দেশ্য নয়।

তত্ত্বগতভাবে, কমরেড মাও সে-তুঙ প্রণীত 'নয়াগণতন্ত্র প্রসঙ্গে' সম্পূর্ণরূপে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের ও তাদের অনুচরদের নিরস্ত্র করে দেয় এবং চীনা শ্রমিকশ্রেণী ও চীনা জনগণকে এক আত্মিক অস্ত্র সরবরাহ করে। পার্টির ও সমগ্র জাতির আদর্শগত ঐক্যের ব্যাপারে, মুক্তাঞ্চলগুলির কার্যক্রম অনুসরণে ঐক্যবিধান করার ব্যাপারে, তথা চীন বিপ্লবের অগ্রগতির ব্যাপারে এই গ্রন্থের দাম অপরিসীম।

৬। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রন্টের রণকৌশলের প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থান ও তার পরাজয়।

কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে আত্ম-সমর্পণের বিপদ সে সময়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। বৃটিশ ও মার্কিন সমর্থক বৃহৎ বুর্জোয়াদের আত্ম-সমর্পণের পথ এবং সশস্ত্র গণ-প্রতিরোধের পথ, এ দুয়ের দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র হয়ে পড়লে এই দুই পৃথক রাস্তা দুটি পৃথক ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতো। কুয়োমিণ্টাং-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতিকে

অবাধে বাড়তে দিলে সমগ্র দেশে আত্ম-সমর্পণবাদী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি ছড়িয়ে পড়বে এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে ফাটলের ভীতি থেকে যাবে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাজ হল সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতি অনুগত থাকা ও আত্ম-সমর্পণকে বাধা দেওয়া। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙ যুদ্ধাবস্থার পূর্ণ বিশ্লেষণ করে পার্টির সঠিক কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। বিভিন্ন ধরনের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অনুকূল অবস্থা পার্টিকে প্রতিরোধ জোরাল রাখতে, জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে ও প্রগতির জন্য সংগ্রাম করতে সক্ষম করে। অবস্থাগুলি ছিল নিম্নোক্ত ধরনের ঃ

(১) জাপানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ফলে যুদ্ধ রণকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে অচলাবস্থার স্তরে পেঁছায়। কিন্তু জাপান তৎসত্বেও চীনকে পদানত রাখার মৌলিক নীতি বজায় রেখেই চলে।

(২) একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এবং অপর তরফে জাপানের দ্বন্দ্ব কমতে থাকলেও তারা কোন রূপ প্রকৃত মীমাংসায় আসতে পারছিল না। ইয়োরোপে যুদ্ধের ফলে প্রাচ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায়, প্রাচ্যে একটি "মিউনিক সম্মেলন" আহ্বান করা অসম্ভব হয়।

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈদেশিক নীতিতে আরও সাফল্য লাভ করে ; সে তখনও চীনের প্রতিরোধ সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন করার নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

(৪) চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রগতিপন্থী শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামের মেরুদণ্ডস্বরূপ দাঁড়ায়।

(৫) বৃহৎ বুর্জোয়াদের জাপ-সমর্থক অংশ বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হলেও এবং শত্রুর দিকে চলে গেলেও, বৃটিশ সমর্থক ও মার্কিন সমর্থক অংশ প্রতিরোধের শিবিরে তখনও বর্তমান। এই অংশ প্রগতিপন্থী শক্তিকে দমন করার নীতি অব্যাহত রাখে ও আত্ম-সমর্পণে তৈরী হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্ম-সমর্পণ করেনি। মোট কথা, এই বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা কুয়োমিণ্টাংয়ে সংখ্যালঘু ছিল।

(৬) মধ্যপন্থী শক্তিও আত্ম-সমর্পণের বিরোধী ছিল।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থাসমূহের দিক থেকে বলা চলতে পারে যে জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট বজায় রাখা সম্ভব ছিল। অন্তত তাকে আরো খারাপের দিকে যেতে না দেওয়া সম্ভব ছিল। ১৯৩৯ সাল থেকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রদ্বারা পরিচালিত সামরিক তৎপরতা স্থানীয়ভাবে নিবন্ধ থাকে এবং তখনো সর্বস্তরে কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেনি, এবং ঐ সব সামরিক তৎপরতা আত্ম-সমর্পণের রাস্তা তৈরী করলেও তারা আশু আত্ম-সমর্পণের দিকে পা বাড়ায়নি।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত পার্টির উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ক্যাডারদের এক সভায় মাও সে-তুঙ প্রদত্ত বিবৃতিতে "বর্তমান জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টে রণকৌশল-গত প্রশ্ন সম্পর্কে" এবং একই বিষয়ে মাও কর্তৃক লিখিত আভ্যন্তরীণ পার্টি নির্দেশনায় কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুসরণীয় জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট এবং রণকৌশল সম্পর্কিত সাধারণ নীতি বিশদভাবে বলা আছে।

জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক যে সাধারণ

নীতি নেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের ক্ষমতাবৃদ্ধি করা, মধ্যপন্থী শক্তি-বর্গকে সপক্ষে টেনে নিয়ে আসা এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করা।

প্রগতিশীল শক্তি সমূহের শক্তিবৃদ্ধি করার অর্থ প্রলেতারিয়েত, কৃষক ও শহরের পেতি-বুর্জোয়াদের শক্তিবৃদ্ধি করা; অষ্টমরুট আর্মি ও নয়া চতুর্থ বাহিনীকে সম্প্রসারণ করার মুক্ত লাগাম হাতে তুলে দেওয়া; জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটি স্থাপন করা; জনসাধারণকে সামিল করার ক্ষমতা দেওয়া ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন করার ও জনগণের জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতা এই ঘাঁটিগুলিতে সংগঠিত করার ক্ষমতা হাতে তুলে দেওয়া। কুয়োমিণ্টাং অধিকৃত অঞ্চলে কুয়োমিণ্টাং কর্তৃক জাপ-বিরোধী দল, উপদল ও সংগঠনগুলির বৈধ মর্যাদার স্বীকৃতির দাবীতে সবরকম সম্ভাব্য চেষ্টা চালানো। প্রগতিবাদী শক্তিসমূহ যুক্তফ্রণ্টের মেরুদণ্ডরূপ; ধাপে ধাপে কেবল তাদের শক্তিবৃদ্ধি করেই অপেক্ষাকৃত কার্যকরী উপায়ে, মধ্যপন্থী শক্তিসমূহের সপক্ষে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গকে বিচ্ছিন্ন করে, পার্টি প্রতিক্রিয়াশীলদের আত্ম-সমর্পণ ও বিভক্ত করার প্রয়াসকে বাধা দিতে পারে, এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়ের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারে।

মধ্যপন্থীদের সপক্ষে টেনে নেওয়ার অর্থ মাঝারী বুর্জোয়াদের, শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র সম্প্রদায় ও প্রভাবশালী স্থানীয় দলকে সপক্ষে টেনে আনা। প্রগতিবাদীদের মত না হলেও, মধ্যপণ্থীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিত্র হতে পারে। মাঝারী বুর্জোয়ারা ও শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় জাপানের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ও জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তারা ভূমি-সংস্কার সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের মধ্যে কিছু অংশ গ্রহণ করতে বা নিরপেক্ষ থাকতে পারে। প্রভাবশালী স্থানীয় দল বৃহৎ বুর্জোয়া ও বড় জমিদারগোষ্ঠী ভুক্ত। তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে পারে কিন্তু জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে যোগ নাও দিতে পারে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে তারা সাময়িক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। মধ্যপন্থীরা অনিবার্যভাবে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে এবং প্রতিক্রিয়াশীলরাও সোৎসাহে তাদের দলে টানতে সচেষ্ট ছিল। চীনে এই মধ্যন্থীরা যথেষ্ট সংখ্যায় ভারী বলে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদেরও চূড়ান্ত ভূমিকা আছে। সুতরাং তাদের দলে টানতে গেলে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ বৃহৎ জমিদার শ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করা; চিয়াঙ কাই-শেক এদেরই প্রতিনিধিত্ব করে ও সে দ্বৈত প্রতি-বিপ্লবী কর্মপন্থার ধারক। একদিকে তারা জাপানকে প্রতিরোধ করে আবার অন্যদিকে তারা, ভবিষ্যতে আত্ম-সমর্পণের প্রস্তুতি হিসাবে, প্রগতিশীল শক্তিসমূহ বিনষ্ট করার জন্য অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল কর্মপণ্থা চালিয়ে যায়। তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে নয়; তারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে কিন্তু তারা খোলাখুলি ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সাহসী হয়নি। প্রতিক্রিয়াশীলদের এই দ্বৈত প্রতি-বিপ্লবী কর্মপন্থায় এঁটে উঠতে হলে দ্বৈত-বিপ্লবী পন্থা গ্রহণের প্রয়োজন। যতদূর পর্যন্ত এরা জাপানকে প্রতিরোধ করে এবং সম্পূর্ণ ভাঙ্গনে সাহসী হয় না, ততদূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ কর ও তাদের জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় আটকে রাখার সর্বৈব

চেষ্টা করা উচিত ; কিন্তু তারা জাপানকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ও কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণকে সক্রিয় বিরোধিতা করলে, তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামরিক ও তত্ত্বগত ক্ষেত্রে দৃঢ় সংগ্রাম সুরু করা বিধেয়। কেবলমাত্র এই ধরনের দ্বৈত কর্মপন্থা গ্রহণের দ্বারা পার্টি তাদের অনুসৃত কর্মপন্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে, প্রগতিশীল শক্তিসমূহ বৃদ্ধি করতে, মধ্যপন্থীদের দলে টানতে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হবে। কেবলমাত্র এই উপায়েই পার্টি তাদের সম্মিলিত ফ্রণ্টে আটকে রাখতে ও বৃহদাকারে গৃহযুদ্ধ এড়াতে পারে।

সম্মিলিত ফ্রণ্ট সম্পর্কিত ব্যাপারে সাধারণ রণকৌশল মোটামুটি বর্ণনা করা ছাড়াও, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, "ন্যায্যতা প্রতিপাদন", "প্রয়োজন" ও "নিয়ন্ত্রণ" এই তিনটি পথ-নির্দেশক নীতি[১৩] হিসাবে তুলে ধরে।

আন্তর্জাতিকভাবে তিনটি শক্তি বর্তমান : জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। পার্টি এই ত্রি-শক্তিবর্গের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য টানে। পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ফ্রান্সের মধ্যে, আক্রমণকারী জাপ-সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে, একপক্ষে জাপানের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ জার্মানী, ইতালী এবং অপরপক্ষে জাপানের বিপক্ষ শক্তি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, সুদূর প্রাচ্যের জন্য মিউনিক কর্মপন্থা গ্রহণকারী অতীত বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এবং মিউনিক কর্মপন্থা বর্জনকারী বর্তমান বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে, বৃটেনের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। পার্টি ঐ সমস্ত পার্থক্য সমূহের উপর, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্প্রসারণে, জাপ-বিরোধী শক্তিবর্গের সমর্থন লাভ করতে, তার বৈদেশিক নীতির ভিত্তি রচনা করে।

কেন্দ্রীয় কমিটি কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের জাতীয় আকারে হঠাৎ কোন ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সমগ্র পার্টিকে সতর্ক করে এবং আক্রমণের সঙ্গে এঁটে উঠতে সবরকমের সম্ভাব্য প্রস্তুতির আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করে, যাতে পার্টি এবং বিপ্লবকে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি স্বীকার না করতে হয়।

এই ধরনের একটি ঘটনা পরবর্তীকালে ঘটে। এ ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের দক্ষিণ আনহোয়েই ঘটনা। সে সময় আন্তর্জাতিক অবস্থা তুঙ্গে। ইয়োরোপে জার্মান ফ্যাসিস্তরা তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে নাজী সৈন্যবাহিনী ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে, মে মাসে ইংলিশ চ্যানেলের উপর আক্রমণ চালায় এবং আগস্ট মাসে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গে আক্রমণ করে। জুন মাসে প্যারীর পতনের পর ফ্রান্স আত্ম-সমর্পণ করে। জাপানের উদ্দেশ্য ছিল চীন-জাপান যুদ্ধের আশু অবসান করা, যাতে সে জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে একযোগে সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারে এবং উত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে তার সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে পারে। তদনুসারে, চিয়াঙ কাই-শেক চক্রকে বশ্যতা স্বীকারে প্রলুব্ধ করার জন্য জাপান তার সংগ্রাম-প্রয়াসকে তীব্র করে। সে চীনে অসন্তোষ ও বিরোধের বীজ বপন করে ; মারাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে চীনের জাপ-বিরোধী আন্দোলন দুর্বল করার আশায়, সে কুয়োমিন্টাং এবং চীনা কমিউনিস্ট

পার্টির মধ্যে গৃহ-যুদ্ধে প্ররোচিত করতে প্রয়াস চালায়। জার্মানী, ইতালী এবং জাপান কর্তৃক ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদনের পর, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের জন্য তাদের আর্থিক, এবং সামরিক সাহায্য বাড়াতে থাকে। সুতরাং চিয়াঙ কাই-শেকের প্রভাবাধীন কুয়োমিণ্টাং মনে করে যে আন্তর্জাতিক অবস্থা তাদের অনুকুল এবং তাদের কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন বাধা আসবে না এবং তারা জাপানেরও সমর্থন লাভ করবে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় তারা, জাতিকে বাঁচাতে ছোটখাটো বিভেদের ঊর্ধে দেশের-সংহতিকে অটুট রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ঐকান্তিক বাসনাকে দুর্বলতার চিহ্ন বলে ধরে নেয়। তারা বিবেচনা করে যে কমিউনিস্টরা খোলাখুলিভাবে বিভেদ সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না। সুতরাং তারা কমিউনিস্টদের নিকট থেকে সুযোগসুবিধা আদায় করতে বাধ্য করবে নতুবা একের পর এক সশস্ত্র ইউনিটকে পরাস্ত করবে। চিয়াঙ কাই-শেকের মতে, বৃহদাকারে কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের এটা হল উপযুক্ত সময়; সুতরাং চিয়াঙ ব্যাপক গৃহ-যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে সুরু করে ও আশা রাখে যে এভাবে পরিণামে জাপানের সঙ্গে একটা আপসরফায় আসবে।

১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা অষ্টম রুট আর্মির অধিনায়ক চু তের ও নয়া চতুর্থ বাহিনীর সেনাধিনায়ক ইয়ে তিঙের নিকট কুয়োমিন্টাং সামরিক পরিষদের নামে এক হুকুমনামা দিয়ে পাঠায়। এই হুকুমনামায় নির্দেশ দেওয়া হয় যে পীত নদীর দক্ষিণে সামরিক তৎপরতায় ব্যাপৃত দুটি বাহিনীকে এক মাসের মধ্যে নদীর উত্তরে সরিয়ে আনতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মধ্য চীন থেকে জাপ-বিরোধী গণ-বাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে জাপানের পার্শ্বদেশ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেওয়া। অধিকন্তু, যখন গণ-বাহিনী অ-প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে ও যখন অগ্রসর হতে থাকবে, তাদের উপর কুয়োমিন্টাং বাহিনী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের ফন্দিও আঁটে। এই অবস্থা মোকাবিলা করতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিন্টাংয়ের কমিউনিস্ট পার্টি-বিরোধী বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা ও জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণের পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয় এবং এইভাবে দেশের জনগণকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেয়। কুয়ো-মিন্টাংয়ের নিকট ও সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে এক খোলা বার্তায়, ১৯৪০ সালে ৯ই নভেম্বর তারিখে, চু তে, ইয়ে তিঙ ও অন্যান্যরা উল্লেখ করেন: "দেশের মধ্যে একদল লোক আত্ম-সমর্পণের[১৪] পথ পরিষ্কার করার জন্য তথাকথিত এক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থান করার ফন্দি আঁটছে।" কিন্তু সম্মিলিত ফ্রণ্টে ফাটল এড়াবার জন্য এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য, কমিউনিস্ট পার্টি নয়া চতুর্থ বাহিনীর কয়েকটি ইউনিটকে ইয়াংসী নদীর দক্ষিণে সরিয়ে নিতে সম্মত হয়। যেমনি ১৯৪১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী নয়া ৪র্থ বাহিনীর ১০,০০০-এর মত সৈন্য উত্তর দিকে সরে আসতে থাকে, তখন ৮০,০০০-এর মত সৈন্যসংখ্যা সম্বলিত কুয়োমিণ্টাং বাহিনী গোপন স্থান থেকে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সাত দিন ও সাত রাত্রি ধরে নয়া চতুর্থ বাহিনীর সেনাদলটি বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু শত্রু সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় এবং ঐ বাহিনী প্রস্তুত না থাকায়, প্রায় সকলেই নিহত হয়, কেবল মাত্র এক হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় আবেষ্টনী ভাঙ্গতে সমর্থ হয়। ইয়ে তিঙ বন্দী হয় এবং সিয়াঙ ঈঙ্গ নিহত হয়। তাদের বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা হাসিল

করার অব্যবহিত পর, কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীলরা নয়া চতুর্থ বাহিনীর নাম বাতিল করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং সরকারীভাবে অবশিষ্ট ইউনিট গুলিকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়।

এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে পার্টি দৃঢ় সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং নিপুণতার সঙ্গে "ন্যায্যতা প্রতিপাদন," "প্রয়োজন" ও "নিয়ন্ত্রণ" এই তিন রণকৌশল প্রয়োগ করে, চিয়াঙ কাই-শেক ও কুয়োমিন্টাংয়ের উপর প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত হানে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশানের মুখপাত্র বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে দক্ষিণ আনহোয়েই ঘটনা কুয়োমিন্টাং কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলদের কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধিতার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র এবং জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণের প্রথম পদক্ষেপ; এবং তাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে ইয়াংসী নদীর উত্তরে নয়া চতুর্থ বাহিনীর ইউনিটগুলির উপর আক্রমণ করা, অষ্টম রুট আর্মির নাম বাতিল করা, শেনসী কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করা এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশজুড়ে কমিউনিস্ট সংগঠনগুলি ধ্বংস করা; এ সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাদির বিনিময়ে, জাপান, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের ভূ-ভাগ কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদলের হাতে ছেড়ে দিয়ে, ঐসব অঞ্চল থেকে সরে আসবে এবং অষ্টম রুট আর্মির সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য উত্তর চীনে তার সমস্ত সৈন্য সমাবেশ করবে। এ সব কাজ হয়ে গেলে কুয়োমিণ্টাং অক্ষ-শক্তিবর্গের সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিরোধী মৈত্রীতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয় ও সমগ্র চীন জাতিকে এই প্রচেষ্টা ব্যাহত করার আহ্বান জানায়।

১৯৪১ সালের ২০শে জানুয়ারী, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক পরিষদের নির্দেশ, চেন ঈ নয়া চতুর্থ বাহিনীর সামরিক সৈন্যাধ্যক্ষ, চ্যাঙ ইয়ুন-ঈ ডেপুটি কম্যাণ্ডার, এবং লিউ শাও-চি রাজনৈতিক কমিশার নিযুক্ত হন। নয়া চতুর্থ বাহিনীর সদর কার্যালয়, ঐ বাহিনীর অধীনস্থ ৯০,০০০ সৈন্যদল সহ, পুনঃস্থাপিত হয়, এবং এই বাহিনীকে সাতটি ডিভিসনে গঠিত করে। পূর্ব ও মধ্য চীনে জাপ-আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পুনরায় সংগঠিত করা হয়।

এসব বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি কুয়োমিণ্টাং কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের মতলব ব্যর্থ করে দেয়। নয়া চতুর্থ বাহিনীর প্রধান বাহিনী আরও সুদৃঢ় হয় এবং দক্ষিণ আনহোয়েই ঘটনার পর পূর্বাবস্থার চেয়ে আরও বেশী দ্রুত সম্প্রসারিত করা হয়! চিয়াঙ কাইশেক ও কুয়োমিণ্টাংয়ের কর্মপন্থা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গৃহীত দৃঢ় মনোভাব কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলদের, দেশের মধ্যে যে পুরোপুরি ভাঙ্গন এসে যাবে, তার বিপদ সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে।

দক্ষিণ আনহোয়েই ঘটনার পর, কুয়োমিণ্টাংয়ের গণতন্ত্রী অংশ চিয়াঙ কাই-শেককে তার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের জন্য ধিককার দেয়। এই সময় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক লীগ গঠিত হয়। কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী দলগুলিও চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক সমস্ত "বিরোধী"দের খতম করার প্রয়াসের জন্য ক্ষুব্ধ হয়। এমন কি কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের মধ্যেও মতবিরোধ ঘটে। সমগ্র

দেশব্যাপী মধ্যপন্থীদের মধ্যে বহুলোক এবং প্রগতিবাদীরা একযোগে চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মপন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের জনমতে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ঐ সব দেশের সরকারও কুয়োমিংটাংয়ের গৃহযুদ্ধ সুরু করা ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঢিলে দেওয়া ভাল চোখে দেখেনি। চীনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও তার মনোভাব কট্টোর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে বাধ্য করে।

দক্ষিণ আনহোয়েই ঘটনার পর জাপান কুয়োমিংটাংকে আত্ম-সমর্পণ করানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সফল হয় না। এভাবে জাপান ও চীনের দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ বন্ধ হয়। কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য মধ্য চীনে প্রেরিত কুয়োমিংটাং সেনাদল জাপানী বাহিনীর হত্যা-অভিযানের লক্ষ্যস্থল হয়।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থা কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলদের, সেই সময়ের জন্য, কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের কঠোরতা হ্রাস করতে বাধ্য করল। দক্ষিণ আনহোয়েইয়ের ঘটনার পর চিয়াঙ কাই-শেক নিজের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ও আর একবার দুমুখো নীতির চাল চালে। চিয়াঙ "জাতীয় আত্মরক্ষার" ও বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার গুরুত্বের উপর বারবার জোর দেওয়ার কথা বলতে থাকে এবং দলের গোঁড়া মনোভাবকে সেকেলে বলে নিন্দাবাদ করে। উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক চতুরতার আড়ালে নিজেকে, বিশেষ দল বা উপদলের ঊর্ধ্বে, "জাতীয় নেতা" হিসাবে জাহির করা।

চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবনে কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থান প্রতিহত হওয়ার ঘটনা এক বিরাট তাৎপর্য বহন করে। জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টের অভ্যন্তরে পারস্পরিক শ্রেণীগত শক্তিবিন্যাসেও এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটে এবং সে পরিবর্তন গণ-প্রতিরোধের সহায়ক হয়।

নবম অধ্যায়

প্রতিরোধ সংগ্রামে সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থা। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শত্রুর পশ্চাতে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি সমূহকে সুদৃঢ়করণ।

(১৯৪১ জানুয়ারী-১৯৪২ ডিসেম্বর)

১। বিশ্ব-যুদ্ধের প্রাথমিক যুগে ফ্যাসীবাদী গোষ্ঠীর ক্ষণস্থায়ী সামরিক প্রাধান্য।

২। গণ-প্রতিরোধ সংগ্রামের খুবই কঠিন অবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ নীতির প্রতি চিরকাল অনুগত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ব থেকে সোভিয়েত বিশ্বশান্তি রক্ষার্থে নিরলস চেষ্টা করে এসেছে এবং বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশকে একযোগে যুদ্ধ ঠেকাতে আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু এসব দেশ পৃথিবীতে একটি মাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত

ইউনিয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করার পরিবর্তে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছে। আবার সোভিয়েত অপরাপর দেশের শান্তিকামী জনগণের সমর্থনেও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঠেকাবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে নি।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুরু হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে নাজি- জার্মানী পরপর দেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়া অধিকার করে ও ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশগুলিকে লৌহ বুটের তলায় রেখে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি সুরু করে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন নাজি-জার্মানী কর্তৃক শঠতাপূর্ণভাবে আক্রান্ত হয়।

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান সৈন্য অনেকখানি সোভিয়েত ভূমি দখল করে ও ইয়ুক্রেনের বহুলাংশ ও বাইলো-রুশিয়া, মোলদাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এবং এস্তোনিয়া দখল করে। তারপর শত্রুসৈন্য ডনবাস আক্রমণ করে, লেনিনগ্রাদ অবরোধ করে ও মস্কোর দিকে অভিযান চালায়।

অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করার জন্য, সোভিয়েত সরকার যুদ্ধের প্রথম দিকে শিল্প উৎপাদনের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিকে পশ্চাতে সরিয়ে নিয়ে পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী শিল্প-ঘাঁটি গড়ে তোলে। ফ্যাসিস্ত জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে বিরোধের ফলে ও নিজদেশের জনগণের চাপে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে বাধ্য হয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করার জন্য, ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে, বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৪২ সালের জুন মাসে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক এক চুক্তি হয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবলভাবে যুদ্ধ করে শত্রু সৈন্যকে ক্লান্ত করে দেয়, তাদের সৈন্যদের প্রচুর পরিমাণে হতাহত করে এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয়। ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীদের ফিরে আঘাত হানার জন্য শক্তিশালী রিজার্ভ সৈন্য তাদের পশ্চাতে মোতায়েন করে। বহু-সোভিয়েত শহর ঘিরে বহু খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং লেনিনগ্রাদ ও মস্কো রক্ষার্থে যে বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম হয় ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। রেড আর্মি সাফল্যের সঙ্গে এ দুটি শহর রক্ষা করে ও হিটলারের "বিদ্যুৎ গতি আক্রমণ" ("ব্লিৎসক্রিগ") চূর্ণ করে দেয়।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ-বহরের উপর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ চালায় ও কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ নষ্ট করে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ আক্রমণ করে এবং এভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জাপান একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ ফিলিপাইন, গুয়াম ওয়েক দ্বীপ অধিকার করে; এবং বৃটিশ-শাসনাধীন হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মা কেঁড়ে নেয়; ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিস ও ফ্রান্স ইন্দো-চীনও দখল করে। তারপর জাপান ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে আক্রমণ পরিচালনা করে। কয়েকমাসের মধ্যে জাপান কাঁচামালে সমৃদ্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলের ১২ কোটি জনসংখ্যা সহ ১,৫০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার কাচা মাল সমৃদ্ধ ভূ-ভাগ অধিকার করে। জাপান প্রভাবাধীন এলাকা পূর্বদিকে মিডওয়ে আইল্যান্ড থেকে পশ্চিমে

ভারতবর্ষের পূর্ব উপকুল, উত্তরে সাইবেরিয়া সীমান্ত থেকে দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকুল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এক শতাব্দীর উপর বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক শাসিত উপনিবেশগুলি জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। এভাবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের গোড়ার দিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের গোড়ার দিকে ফ্যাসিস্ত ব্লক কর্তৃক স্বল্পক্ষণস্থায়ী সামরিক প্রাধান্য লাভের পর, জাপান, বিশ্বের অন্যান্য অংশে তার আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বিস্তার করার উদ্দেশ্যে, চীনে তার সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদগ্রীব হয়। চীনকে প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধে তার পশ্চাতের ঘাঁটিতে পরিণত করার জন্য, জাপান জন-নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য তার তথাকথিত অভিযান তীব্র করে।

জাপান উত্তর ও মধ্য চীনকে তিনটি স্তরে ভাগ করে ঃ "নিরাপদ অঞ্চল" (অধিকৃত এলাকা), আধা-নিরাপদ অঞ্চল (গেরিলা অঞ্চল), এবং বিপজ্জনক এলাকা (জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চল)। অধিকৃত অঞ্চলে, জাপ-বিরোধী সংগ্রামীদের উৎখাত করা ও জনগণের নিকট থেকে বলপূর্বক আদায় করা এবং তাদের দমনের উদ্দেশ্যে, শত্রু প্রধানতঃ "গ্রাম-তল্লাশী" অভিযান, ফ্যাসীবাদী "পাও-চিয়া" পদ্ধতি সুদৃঢ়করণ, এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামে পরিণত করার ব্যবস্থাদির উপর নির্ভর করে। গেরিলা অঞ্চলে, জাপানীরা প্রধানতঃ পরিখা-খনন করে, অবরোধের প্রাচীর তুলে, ব্লক হাউস গড়ে ও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে, এবং কৃষি-উপযোগী জমিকে পতিত জমি করে একটু একটু করে গ্রাস করার কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে। জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে "সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও, সবাইকে হত্যা কর ও সবকিছু লুঠ কর" ও বারবার খানা-তল্লাশী চালানোর নিষ্ঠুর কর্মপন্থা গ্রহণ করার নীতির উপর আস্থা রেখে শত্রুরা কর্মতৎপরতা চালায়। তাদের সর্বোপরি উদ্দেশ্য ছিল জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সামরিক ও বে-সামরিক লোকজনদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সবরকম উপকরণ থেকে বঞ্চিত করা।

১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে উত্তর চীনে জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক খানাতল্লাশী অভিযান পরিচালিত হয়। অন্ততঃপক্ষে হাজার খানেক কিম্বা তারও বেশী সৈন্য ১৭৪ টি খণ্ডযুদ্ধের প্রতিটিতে নিয়োগ করা হয় এবং নিয়োজিত সৈন্যসংখ্যা ৮৩৩,০০০ এর কম ছিল না। পূর্বের দুই বছরের সঙ্গে তুলনায় অভিযানের সংখ্যা ৬৬ শতাংশ বেড়ে যায় ও দ্বিগুণ সৈন্য নিযুক্ত হয় আঞ্চলিক ভূমিতে অবরোধমূলক ব্লক হাউস তুলে ও (পাঁচ মিটার উচ্চ) পাথরের দেওয়াল তৈরী করে এবং (পাঁচ মিটার বিস্তার) ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বিভক্ত করা হয়। ১৯৪৪ সালে, উত্তর চীনে ৮৩০ লক্ষ লোক বসবাসকারী ৮৩০,০০০ বর্গকিলোমিটার পরিমাণ মুক্ত অঞ্চলে জাপানী আক্রমণকারীরা, রেলপথ ও বিরাট রাজপথ নির্মাণ করা ছাড়াও, ১০,০০০ সামরিক দুর্গ, ৩০,০০০ অবরোধকারী ব্লক হাউস, ৬০০ কি. মি. পরিমাণ পাথরের দেওয়াল এবং ১০,০০০ কি. মি পরিমাণ ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কুয়োমিন্টাংয়ের কট্টোরপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য জাপানীরা সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ চালায় এবং বৃহদাকারে সামরিক কার্যকলাপ চালানো অপেক্ষা কুয়োমিন্টাং সরকার যাতে আত্ম-সমর্পণ করে

সে দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। কখনও স্তোকবাক্য, কখনও ভীতি প্রদর্শন চালাত এবং কেবলমাত্র যখন শান্তিপূর্ণ আপস-আলোচনা ব্যর্থ হত, তখনই তারা সামরিক চাপ দিত।

কমিউনিস্ট ও জনগণের বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে, শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে অবস্থিত কুয়োমিন্টাং বাহিনীর সৈন্যরা জাপানী "খানাতল্লাশী" অভিযানের সামনে দাঁড়াতে পারত না। ১৯৪১ সালে শানসী প্রদেশের চুঙতিয়াও পার্বত্যাঞ্চলে, ১৯৪২ সালে চেকিয়াঙ-কিয়াংসী সীমান্তে এবং ১৯৪৩ সালে শান্টুংয়ে তারা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। ১৯৪১ সালের পর থেকেই শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে অবস্থিত কুয়োমিন্টাং সৈন্যদল খুব বেশী সংখ্যায় জাপানীদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করতে সুরু করে। তাঁবেদার বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাপানী সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় কুয়োমিন্টাংয়ের আত্ম-সমর্পণকারী সৈন্যরা মুক্তাঞ্চলে আক্রমণের কাজে লেগে যায়।

শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলকে পরিবেষ্টন করার কাজে সৈন্যদের কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চিয়াঙ কাই-শেক তার সৈন্যবাহিনীর বহু-সৈন্যদলকে মুক্তাঞ্চলে জাপানের সহযোগিতায় আক্রমণ চালানোর জন্য জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণের আদেশ দেয়। চিয়াঙ কাই-শেক ভেবে নেন যে এই সব দলত্যাগী সৈন্যরা, জাপান পরাজিত হলে, আবার কুয়োমিন্টাং পতাকা তুলে ধরে জাপানী অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও সড়কগুলি পুনরায় অধিকার করে বিজয়ের ফল তার হাতে তুলে দেবে। এই বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনাকেই চিয়াঙ কাই-শেক নির্লজ্জ ভাবে "পরোক্ষ উপায়ে দেশরক্ষা" আখ্যা দেয়। এই চাতুরির পরিণতি হিসাবে দলত্যাগী সৈন্যদের সংখ্যা ৮০০,০০০ সৈন্য সম্বলিত তাঁবেদার বাহিনীর ৬২ শতাংশ পূর্ণ করে। কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ২০ জন সদস্য ও ৫৮ জন উচ্চ-পদস্থ জেনারেল জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করে এবং তাঁবেদার বাহিনীভূক্ত হয়ে জাপানীদের জাপ-বিরোধী অঞ্চলে মর্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানে সাহায্য করে। ফলশ্রুতি হিসাবে, মুক্তাঞ্চলের জনগণকে জাপানী সাম্রাজ্য-বাদী আক্রমণকারী ও চিয়াঙ কাই-শেকের কমিউনিস্ট-বিরোধী দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

এই যুক্ত আক্রমণ ও সাঁড়াশী অভিযানের ফলে অষ্টম রুট আর্মির সৈন্য সংখ্যা ১৯৪০ সালে ৪০০,০০০ থেকে ১৯৪১ সালে ৩০৩,০০০ দাঁড়ায়, এবং ঘাঁটি অঞ্চল সঙ্কুচিত হওয়ায় জনসংখ্যা ১০০ মিলিয়ন থেকে ৫০ মিলিয়নে দাঁড়ায় এবং ১৯৪১-৪২ সালে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলকে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে হয়।

২। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসনের মৌলিক কর্মপন্থা। কমিউনিস্ট পার্টির ত্রুটি সংশোধন অভিযান। মুক্তাঞ্চলে বিস্তৃত উৎপাদন অভিযান।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কঠিন সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে থেকে জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করে। যুদ্ধজয়ের জন্য জনগণের উদ্যোগ এবং শক্তি, বিশেষভাবে বিপ্লবী সংগ্রামে কৃষকদের উদ্যোগ ও ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়।

জাপ-প্রতিরোধ, গণতন্ত্রী ও বিভিন্ন বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্ত একনায়কত্বে কমিউনিস্ট

পার্টি ঘাঁটি অঞ্চলগুলিতে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করে। এই সরকারে "ত্রি-পাক্ষিক পদ্ধতি" চালু করা হয়। অর্থাৎ তিন ধরনের প্রতিনিধিত্ব স্বীকৃত হয়ঃ শ্রমিক ও গরীব কৃষকের প্রতিনিধি কমিউনিস্ট পার্টি, পেতি-বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, প্রগতিশীল দল এবং মাঝারী বুর্জোয়া ও শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মধ্যপন্থীরা। সমস্ত সরকারী যন্ত্রে ও গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল দল ও মধ্যপন্থীদের, প্রত্যেকে এক-তৃতীয়াংশ পদ গ্রহণ করে। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসনের কার্যক্রমে মূল-নীতির গোড়ার কথা হল "জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করা, জাপ-বিরোধী জনগণকে রক্ষা করা, সমস্ত জাপ-বিরোধী সামাজিক স্তরগুলির স্বার্থ রক্ষা করা, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনের মানোন্নয়ন করা ; এবং শত্রু পক্ষে যোগদানকারী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করা।"[১]

জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের ভূমি-সংক্রান্ত নীতি হল জমির খাজনা ও জমিদার সংগৃহীত সুদ কমানো এবং কৃষকদের খাজনা ও সুদের আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিত করা। স্থির করা হয় যে খাজনার ২৫ শতাংশ কমানো হবে এবং সুদের হার এমন ভাবেই কমানো হবে যাতে ঋণদানে কেহ অসম্মত হবে না। খাজনা ও সুদের হার কমানোর পর সকলেই সেটা দিতে বাধ্য থাকবে এবং এভাবে জমিদারদের মালিকানা ও কৃষকের জমিতে স্বত্ব অধিকার স্বীকৃত হয়।

এই সরকারের শ্রমনীতি হল শ্রমিকদের জীবনের মানোন্নয়ন ও কাজের সময় বেঁধে দেওয়া। কিন্তু কর্মীদের এবং কর্মী-নিয়োগকারীদের মধ্যে একবার চুক্তি হয়ে গেলে শ্রম-সংক্রান্ত নিয়মগুলি পালনে শ্রমিকরা বাধ্য থাকবে। এভাবে পুঁজিবাদীরা মুনাফা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

এই সরকারের অর্থনৈতিক কর্মপন্থায় শিল্প ও কৃষিবিকাশের দিকে নজর দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে মনোযোগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থাগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পুঁজিবাদীদের বে-সরকারী উদ্যোগগুলিতে এবং বাহির অঞ্চল হতেও অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়।

আয়ের ভিত্তিতে কর ধার্য করা হয়। একেবারে গরীব ব্যক্তিরা ছাড়া সমস্ত উপার্জনকারীরা সরকারকে কর আদায় দেবে এটাই ছিল সরকারের প্রত্যাশা। করের বোঝা কেবলই জমিদার ও পুঁজিপতিরা বহন করবে তা নয়, জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই এই করের বোঝা বহন করবে।

জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার জাপ-প্রতিরোধকারী সমস্ত জমিদার ও পুঁজিপতি-দের রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার ও বিষয়-সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানার অধিকার মঞ্জুর করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে কোন রকমে প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ চালাতে না পারে সেদিকেও কড়া নজর দেওয়া হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে শেনসী-কানসু নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল একটি আদর্শ জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে এই অঞ্চলে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও সমস্ত প্রশাসনিক স্তরে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। ১৯৪১ সালে "ত্রি-পাক্ষিক পদ্ধতির" সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তর চীনে শত্রুর পশ্চাতে ঘাঁটি অঞ্চল গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর গ্রামীণ ও জেলা আইন পরিষদ গঠিত হয়। শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ৭০ শতাংশের বেশী নাগরিক ভোট দান করে। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে সমস্ত ঘাঁটি অঞ্চলে আইনসভাগুলি নিবাচিত হয়। ১৯৪১ সালে শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলে প্রাদেশিক আইন-সভা এবং ১৯৪৩ সালে শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত আঞ্চলিক আইনসভা নির্বাচিত হয়। এই আইনসভাগুলি আলোচনান্তে প্রশাসনিক কর্মসূচী ও মৌলিক আইন প্রণয়ন ও চালু করে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসাবে এ সভার সরকার নির্বাচন ও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ছিল। সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে ও জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উচ্চ পদগুলিতে মোট সভ্য সংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নিজেদের জন্য রাখে।

এই জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ সংগ্রামের দিনে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সমগ্র পার্টিতে ত্রুটি সংশোধনী অভিযান হিসাবে খ্যাত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাদান অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল পার্টির মধ্যে অ-মার্কসীয় চিন্তাধারা যাহা তখন অনুপ্রবেশ করেছিল তাহার নিরসন করে পার্টির সঠিক নীতি ও কর্মপন্থা কার্যকরী করা। এই অভিযানের পূর্বে পার্টি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ও তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হয়। তখন চীনে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি এবং তার সভ্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৮০০,০০০তে দাঁড়ায়। আদর্শগত, রাজনীতিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে পার্টি ছিল খুবই ঐক্যবদ্ধ। আদর্শগতভাবে, পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে চীনা বিপ্লবের সমস্যাসমূহ সমাধান করতে শিক্ষা গ্রহণ করে; রাজনীতিগতভাবে, পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সম্মত রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মসূচী প্রণয়ন করে; এবং সাংগঠিকভাবে, বলশেভিক নেতৃত্ব দেওয়ার উপযোগী পার্টির একটি কোর ছিল। ত্রুটি সংশোধনী অভিযানের পূর্বে পার্টির সাধারণ অবস্থা এরূপই ছিল। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে পার্টির সামনে তখনও কতকগুলি গুরুতর সমস্যা ছিল।

যেহেতু পার্টি গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক পেটি-বুর্জোয়ার মধ্যে কাজ করত কাজেই চরিত্রগত প্রভাবের ফলে নীতিগত দিক থেকে সব সময়ই তা কার্যকরী হয়নি। বুর্জোয়ারাও সব উপায়ে পার্টিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। জাপ-বিরোধী যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর বহু প্রগতিশীল কৃষক অথবা শহুরে পেতি-বুর্জোয়ারা পার্টিতে যোগদান করে। পার্টি সমস্ত জাতির এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার দরুন এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্মান বেড়ে যাওয়ার দরুন, অনিবার্যভাবে এবং সঙ্গত কারণে বহু সংখ্যক পেতি বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত প্রগতিবাদীরা চীনা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে যোগদান করে এবং সভ্যসংখ্যার দিক থেকে তারা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়। অনিবার্যভাবেই, এসব পেতি-বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত পার্টি সদস্যরা আদর্শগতভাবে ও রাজনীতিগতভাবে ইস্পাত-কঠিন না হওয়ায়, তারা তাদের আদর্শগতভাবে তাদের কর্মপন্থার রীতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে পার্টিকে প্রভাবিত করতে পারে এবং কিছু কিছু তারা তাদের পেতি-বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও তাদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে পার্টিকে সংস্কার করতে পারে। এর ফলে পার্টির অভ্যন্তরে প্রলেতারীয় ভাবাদর্শ এবং প্রলেতারীয় ভাবধারা বর্জিত আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, বিশেষ

করে প্রলেতারীয় ও পেতি-বুর্জোয়া আদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে। পার্টির অন্তর্গত সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এ ধরনের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পার্টি সদস্যদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দিতে সিদ্ধান্ত করে।

প্রধানতঃ সমস্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে, পার্টি কাজে রীতিনীতির ক্ষেত্রে, সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের এবং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক সাহিত্যে পার্টি-সুলভ বুকনির বিরুদ্ধে সংশোধনী অভিযান চালানো হয়।

(১) ভাববাদী আদর্শের বিরোধিতা করা—সমস্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সংশোধন করা।

মার্কসবাদ অধিগত করার সমস্যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গীজনিত সমস্যা। অনুশীলন রীতি সংশোধন করার অর্থ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সমগ্র পার্টিকে শিক্ষা দেওয়া।

পার্টির অভ্যন্তরে দুরকমের আত্মপ্রকাশের ধারা ছিল—মতবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তি এবং মার্কসবাদ-শূন্য অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই সমস্ত জ্ঞানের উৎস, এধরনের মতবাদ পোষণ করা। প্রধান জোরটা থাকত মতান্ধতার প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এই গোঁড়ামি পার্টি ও বিপ্লবের পক্ষে বৃহত্তর বিপদ স্বরূপ।

ত্রুটি সংশোধন অভিযানের পূর্বে, পার্টির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক পার্টি সভ্যদের মধ্যে, যথার্থ মার্কসবাদী কিভাবে হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর ভাব বিদ্যমান ছিল। বহু বছর ধরে, কমরেড ওয়াঙ মিঙ প্রমুখ গোঁড়া মার্কসবাদীরা নিজেদের "সঠিক মার্কসবাদী" বলে লেবেল এঁটে দিয়েছিল। তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে মার্কসবাদকে বিমূর্ত মতবাদ হিসাবে অনুশীলন করেছিল; তারা বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ অধিগত করেনি। সেজন্য তারা মার্কসবাদসম্মত শ্রেণীগত লক্ষ্য, তার মতাদর্শ এবং প্রণালী বাস্তব বিশ্লেষণে এবং চীনা বিপ্লবের সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হয়েছে, কিন্তু তারা মার্কসবাদী দলিলপত্র থেকে বহু কথার হুবহু উদ্ধৃতি দিতে পারত। মার্কসবাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই ক্ষতিকারক ছিল। কিছু কিছু পার্টি-সভ্যের ভুল ধারণা ছিল মার্কসবাদের পুস্তকগুলি থেকে নির্বাচিত উদ্ধৃতির তালিমারা সঙ্কলনই বুঝি মার্কসবাদ। গোঁড়ামি-সুলভ মতবাদের প্রতি আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে কতগুলি তত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া প্রথম কাজ হলঃ তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? কিসে তাত্ত্বিক হওয়া যায়? মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্গলিতার্থ কি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুশীলনে সঠিক কি দৃষ্টি-ভঙ্গী হওয়া উচিত? ইত্যাদি।

তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? প্রকৃত সমস্যাবলী পর্যালোচনার পর সে সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র প্রণীত করাই হচ্ছে তত্ত্ব। "পৃথিবীতে একটি মাত্রই যথার্থ তত্ত্ব বর্তমান, এবং পরিদৃশ্যমান যাহা বস্তুজগত থেকেই আহরণ করা হয় এবং তারপর বস্তুগত পরীক্ষা—নিরীক্ষার দ্বারা তার সত্যতা প্রতিপন্ন করতে হয়[২]।" মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল নীতি তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন। প্রকৃত সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে, তাদের শ্রেণী-বিভাগ করতে হবে এবং তথ্য বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং তার বিশ্লেষণগুলি থেকে একটি তত্ত্বগত সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। তারপরের পদক্ষেপে ঐ তত্ত্ব সমূহকে কার্যে পরিণত করার মাধ্যমে তাদের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে হবে। সেজন্যই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি

তার সমস্ত সভ্যদের প্রকৃত সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে এবং যথার্থ সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে আহ্বান জানিয়েছে।

পার্টির তত্ত্ববিদ কারা? তত্ত্ববিদ হচ্ছেন তাঁরাই "যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের লক্ষ্য, আদর্শ এবং প্রণালীকে ভিত্তি করে সঠিকভাবে ইতিহাস-উদ্ভূত ও বিপ্লব সঞ্জাত যথার্থ সমস্যাসমূহকে ব্যাখ্যা করেন, এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক বিষয় এবং সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে চীনের বিভিন্ন সমস্যাকে তত্ত্বগতভাবে প্রকাশ করেন।"[৩] তত্ত্ব নিশ্চয়ই বিপ্লবের কাজে আসাই চাই, একজন পার্টি সভ্য যদি মার্কসবাদী লেখা থেকে কতগুলি সিদ্ধান্ত পুনরাবৃত্তি করে এবং তার চোখের সামনে চীনে যে সমস্যাগুলি আসছে, সেগুলি অবহেলা করে, তাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক-বলা যাবে না, তাকে মতান্ধই বলা হবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুশীলনের লক্ষ্য হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করা ও তার প্রয়োগ করা। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে চীনা বিপ্লবের কার্যকলাপ থেকে যে সব সমস্যা উঠছে সেগুলির সঠিক সমাধান কিভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং মার্কসবাদসম্মত শ্রেণীগত লক্ষ্য, আদর্শ এবং প্রণালীগতভাবে চীনের ইতিহাসে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ অনুধাবন করা। কমরেড মাও সে-তুঙ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুশীলনে পার্টির কি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলঙ্কারিক (figuratively) বর্ণনা দিয়েছেন, "বস্তুর প্রতি লক্ষ্য ঠিক রেখে তীর নিক্ষেপ করা।"

চিন্তামুখীনতা (Subjectivism) থেকে মুক্ত হতে হলে, যারা কেতাবী বিদ্যা অধিগত করেছেন তাদের প্রয়োগ থেকে শিক্ষালাভ করতে বলা হয়েছে, যাতে তারা কেতাবী বিদ্যায় নিজেদের আবদ্ধ করে না রাখেন অথবা মতান্ধতার ভ্রমে না পড়েন; আবার যারা কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভ করেছেন তাদের তত্ত্বগত-বিদ্যা অনুশীলন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বগত পর্যায়ে ওঠাতে পারে ও অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞানের মধ্যে যে ভ্রমের অবকাশ আছে তা এড়াতে পারেন।

(২) পার্টির কাজের ধারা সংশোধন—সংকীর্ণতাবাদের বিরোধিতাকরণ। পেতি-বুর্জোয়াদের সংকীর্ণতাবাদ যে কেবলমাত্র আদর্শের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশকে প্রকট করে তা নয়, রাজনৈতিক জীবনে এবং সাংগঠনিক ব্যাপারেও এ সংকীর্ণতা (Sectarianism) ফুটে ওঠে। যথার্থ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত পার্টি গঠন করতে হলে আদর্শের দিক থেকে (subjectivism) এর আত্ম-প্রকাশের ভাবকে প্রথমেই বাধা দিতে হবে যাতে পার্টিতে মার্কসবাদী নেতৃত্ব গঠন করতে ও সুসংহত করতে পারা যায়। একই সময়ে, সাংগঠনিক বিষয়ে সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে। ত্রুটি সংশোধন অভিযানের সময় যদিও পার্টিতে সংকীর্ণতাবাদের কোন প্রধান ভূমিকা ছিল না, তবুও তখনও তার কিছু কিছু রেশ ছিল, যেমন "কাজের স্বাধীনতা" দাবী, এবং, সর্বোপরি, "পার্বত্যদুর্গে অবস্থানের মানসিকতা[৪]" এই মানসিকতা ঘাঁটি অঞ্চলগুলির বিচ্ছিন্নতা জনিত ফল এবং পার্টিতে পেতি-বুর্জোয়াদের আধিক্যের হারও অপর আরেকটি কারণ।

পার্টির নেতৃস্থানীয় মুখপত্রগুলিকে সমগ্র পার্টির আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করার পরিবর্তে, কিছু সভ্য পার্টির অভ্যন্তরে তাদের সম্পর্কিত ব্যাপারে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী পার্টির ঐক্য ও সংহতিতে বিঘ্ন ঘটায় এবং পার্টি সভ্যদের থেকে নেতৃস্থানীয় মুখপত্রগলিকে বিচ্ছিন্ন করে তোলার

আশঙ্কা দেখা দেয়। পার্টির অভ্যন্তরে ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি কি হতে হবে? আদর্শগত-ভাবে পার্টিকে প্রলেতারীয় আদর্শে নেতৃত্ব দিতে হবে; পার্টির নীতি ও রণকৌশল মার্কসবাদকে ভিত্তি করে তৈরী হবে, কারণ প্রলেতারীয় আদর্শ একমাত্র সমগ্র পার্টির এবং সমস্ত জাতির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারে। সাংগঠনিকভাবে পার্টির নীতি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ, কঠোরতার সঙ্গে পালন করতে হবে। অধিকন্তু, সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক পার্টি সভ্যের পার্টির কর্মসূচী এবং কর্মপন্থা নিয়ে স্বাধীনভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করার অধিকার থাকবে। তারপর পার্টি সমস্ত মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেবে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত, এসব সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সভ্যের মত বলে বিবেচিত হবে। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে প্রত্যেককেই এই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে এবং সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর মত মেনে চলার, নিম্নতন পর্যায়ের উচ্চতর পর্যায়কে মেনে নেওয়ার, অংশকে সমগ্রের নিকট নতিস্বীকার করার এবং সমগ্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে মেনে চলার যে রীতি আছে তদনুসারেই এটা হবে। যদিও প্রত্যেক সভ্যের নিজস্ব মতামত পোষণ করার অধিকার স্বীকৃত, তথাপি তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে পার্টির সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হবে।

এটা ছাড়াও, ক্যাডারদের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক গঠন করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন জায়গায় পার্টি সভ্যদের বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী কাজ করতে হয় বলে প্রবীণ ও নতুন ক্যাডারদের মধ্যে, স্থানীয় ক্যাডার ও বহিরাগত ক্যাডারদের মধ্যে, সামরিক কাজে নিযুক্ত ক্যাডার এবং বে-সামরিক কর্মে রত ক্যাডারদের মধ্যে, এবং বিভিন্ন বিভাগের ও আঞ্চলিক ক্যাডারদের মধ্যে সম্পর্কগত নানা সমস্যা এসে দেখা দেয়। এই সব ক্যাডারদের মধ্যে অবশ্যই সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে; তারা পরস্পরের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করবে, পরস্পরের সবল দিকগুলি গ্রহণ করে নিজেদের দুর্বলতা সংশোধন করবে, যাতে তারা সমগ্র পার্টির সংহতি, বৈপ্লবিক মর্যাদা লালনপালন করতে পারে, এইভাবে সংকীর্ণতাবাদের অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা নির্মূল করবে এবং সংগঠনের মধ্যে ঐক্যকে সুনিশ্চিত করবে।

বাইরের লোকজনদের সঙ্গে পার্টি সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু পার্টি-সভ্যদের সংকীর্ণ-মনোভাব দেখা যায়, পার্টির বাইরের লোকজনদের সামনে তাদের সদম্ভ আচরণ করতে দেখা যায়, তারা তাদের অবহেলার চোখে দেখে অথবা, যারা পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তাদেরও এ জাতীয় সভ্যরা দূরে রাখে এবং তাদের গুণাবলীকে প্রশংসা করতে অস্বীকার করে। যারা পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক এবং যারা সমস্ত রকমের সম্ভাব্য উপায়ে পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে, সে-সব লোকজনদের সঙ্গে পার্টি-সভ্যদের সহযোগিতা করা কর্তব্য এবং সে সব লোকদের বাইরে রাখার কোন অধিকার পার্টি-সভ্যদের নেই। এর বিরুদ্ধ কাজ করলে পার্টি সভ্যরা জন-স্বার্থের প্রতিভূ হিসাবে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা রূপদানের ব্যাপারে পার্টির কাজে অবহেলা করবেন। এ ধরনের কাজ করলে তারা জনগণের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন এবং তাতে পার্টি নীতি কার্যে পরিণত করার কাজ ব্যাহত হবে।

(৩) পার্টি সাহিত্য রচনা রীতির ত্রুটি সংশোধন—পার্টির "আটটি পদ-বিশিষ্ট রচনাশৈলী," বা বাঁধাধরা পার্টিগত দুর্বোধ্য ভাষার বিরোধিতা করা।

কি করে আট পদ-বিশিষ্ট রচনাশৈলীর আবির্ভাব ঘটল? বিষয়-বস্তুকে যথাবিধি

ম্ল্য না দিয়ে আঙ্গিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এমনি এক ধরনের সাহিত্যিক মল্লক্রিড়া সামন্ততান্ত্রিক চীনে "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনা" হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই রচনাশৈলী গোড়ামিতে ভরা ও আঙ্গিকসর্বস্ব প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনা" ও গোঁড়ামির বিরোধিতার দ্বারা ৪ঠা মে আন্দোলন এক প্রগতিম্লক এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসাবে স্চিত হয়। চীনা মার্কসবাদীরা ৪ঠা মে আন্দোলনের সমালোচনা-ম্লক বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার লাভ করে, মার্কসবাদের ভিত্তিতে এই বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করে এবং এক প্রাণবন্ত, নতুন ও শক্তিসম্পন্ন মার্কসীয় রীতির সাহিত্যিক রচনাশৈলী স্ষ্টি করে। কিন্তু ব্র্জোয়া ও পেতি-ব্র্জোয়া ব্দ্ধিজীবীরা সমস্যাগ্লিকে বিচারের ব্যাপারে কালবির্দ্ধ ও প্রচলিত রীতিকেই অন্সরণ করে এবং প্রাচীন "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনা"শৈলীর বিরোধিতা করতে গিয়ে বিদেশী "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনা" রীতিকেই নিজেদের রীতি করে তোলে। কিছ্ সংখ্যক মার্কসবাদীও ভুলবশতঃ আঙ্গিক সর্বস্বতাকেই বড় করে দেখে এবং পার্টি-সাহিত্যেও "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনা" রীতি অন্সরণ করে। এ ধরনের আঙ্গিক সর্বস্ব সাহিত্যরচনা সমগ্র পার্টির প্রভূত ক্ষতি করে।

পার্টি অন্স্ত "অষ্টপদ-বিশিষ্ট রচনায়" অহমবাদ ও সংকীর্ণতাবাদেরই প্রকাশ, যারা এই রচনাশৈলীর দ্বারা সংক্রামিত হয়, তাদের রচনায় দেখা যায় স্তূপাকার বিপ্লবী শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আছে কিন্তু তাতে কোন সমস্যা তোলা, বা কোন সমস্যার বিচার বা সমাধান নেই। স্তরাং সে রচনা বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের মাধ্যম হতে ব্যর্থ এবং বিপ্লবী সত্তা উদ্দীপ্ত করতে গিয়ে তার কণ্ঠরোধ করে।

কিভাবে মার্কসবাদসম্মত প্রণালীকে রচনায় ও কথাবার্তায় প্রয়োগ করতে হয় তা শিক্ষা করার প্রয়োজন। বস্তুজগতের বিভিন্ন বিরোধের মধ্য থেকে সমস্যাগ্লিকে বের করে আনা, তারপর তাদের প্রকৃতি নির্পণে সমাধানের ইঙ্গিত সহ সেই সমস্যাগ্লির সুসংবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধন করা। প্ষ্ঠার পর প্ষ্ঠাব্যাপী শ্ন্যগর্ভ বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, শব্দের ব্যবহার এবং লোক-ঠকানো দম্ভোক্তিকে বাধা দিতে হবে। একমাত্র মার্কসীয় সাহিত্য রীতিপদ্ধতিই মার্কসবাদকে প্রসার করতে, জানতার মধ্যে উৎসাহ জাগাতে এবং জনতাকে বিপ্লবের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়েযেতে পারে।

ত্রুটি সংশোধন অভিযানের সময় গ্হীত অন্ধাবন-প্রণালীর মধ্যে ছিল প্রথমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান রচনা প্রগাঢ়ভাবে পাঠ করা, তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা উপলব্ধি করা এবং সেগ্লিকে বিচারের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে, নিজের আদর্শ বা রচনা পরীক্ষা করার সময়ে, অত্যন্ত গ্র্ত্ব সহকারে ও বাস্তবসম্মত ভাবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা করা। দ্বিতীয় ধাপ হল সেই রচনায় কোন্টা ঠিক কোন্টা ভুল তার বিশ্লেষণ করা, ভুলের সম্হ কারণগ্লি খোঁজা সেই ভুলগ্লির পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করা এবং সামাজিকভাবে সেই ভুলের উৎস কোথায় সেটি বার করা এবং এইভাবে তার সংশোধনের কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া।

পার্টির ঐতিহাসিক সমস্যাসম্হ অন্ধাবনে সেই একই ধরনের প্রথা গ্হীত হয়। প্রথমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বেশ কিছ্ সংখ্যক রচনা পাঠ করা হল; তারপর এইসব রচনার ম্লভাবধারাকে পথনির্দেশক ম্ল নীতি হিসাবে গ্রহণ করে সঠিক এবং বেঠিক কর্মপন্থা সম্বলিত পার্টির ঐতিহাসিক দলিলগ্লির তুলনাম্লক বিচার করা।

যেহেতু ত্রুটি সংশোধন অভিযান একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষা অভিযান, সেহেতু পার্টির কর্মপন্থা বিচারে ভুলবশতঃ যাদের কাজে ভ্রান্তি ঘটেছিল, তাদের তত্ত্বগত শিক্ষার উপর জোর দেয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কদাচিৎ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় পার্টির "মার্কসবাদ পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা এবং সাথীসুলভ সংহতি বজায় রাখা," "ভবিষ্যতে ভ্রান্তি এড়াবার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং রোগী বাঁচানোর জন্য তার ব্যাধির চিকিৎসা করানোর" নীতি গ্রহণ করা। "ভবিষ্যৎ ভ্রান্তি এড়াবার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার" অর্থ তার ভ্রান্ত ধারণাগুলি বাইরে প্রকাশ করে দিতে হবে, তারপর সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং "তথ্যাদি থেকে সত্য খুঁজে বার করার" বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসহ সেগুলি সমালোচনা করতে হবে, যাতে আবর্জনা নিষ্কাশনের পর, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, সে তার তত্ত্বগত স্তরকে যাতে উঁচে তুলতে পারে এবং ভবিষ্যতে আরও যত্নবান হয় ও ভালভাবে কাজ করে। "রোগীকে বাঁচানোর জন্য তার ব্যাধির চিকিৎসা করানোর" অর্থ পার্টি কমরেডদের সঙ্গে সংহতি বজায় রাখার সচেতন প্রয়াস। শ্রমজীবী মানুষদের পরিবারভুক্ত নয় যে সব কমরেডরা, তাদেরও তত্ত্বগত পর্যায়কে উন্নত করার ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে যদি তারা স্বেচ্ছায় অতীত ধারণা ত্যাগ করে পার্টি নেতৃত্ব মেনে নিয়ে পার্টিতে যোগদান করে। এমন কি যারা ভুল করেছিল তাদের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করার নীতি গ্রহণ করা হবে। পরিবর্তে, তাদের ভুলগুলিকে সংশোধন করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে হবে যদি তারা পূর্বের ভুল ধারণা ত্যাগ করতে জেদ না করে। আদর্শগত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে এবং যারা ভুল করেছিল তাদের সম্বন্ধে পার্টি এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল এবং এটা পলিসি হিসাবে খুব মূল্যবান এবং সঠিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করবে।

পার্টির প্রথম ত্রুটি সংশোধন অভিযান সুরু হয় ১৯৪২ সালে ; ১৯৩১ সাল থেকে যে অন্ধ মতবাদের প্রভাব পার্টির মধ্যে ছিল এই অভিযান সে প্রভাব দূর করে ; এই অভিযান পেতি-বুর্জোয়া পরিবার থেকে আগত বহু পার্টি সভ্যদের পুরাতন ভাবধারা পরিহার করানোর ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে ও পার্টির তত্ত্বগত মান উন্নীত করে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙকে ঘিরে সমগ্র পার্টির মধ্যে এক অভূতপূর্ব ঐক্যবোধ সঞ্চার করে। এসব কার্যক্রম কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কর্মপন্থা সমস্ত ফ্রণ্টে কার্যকরী করার ব্যাপারে একটা নিশ্চয়তা এনে দেয়, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় পার্টিকে প্রচণ্ড অসুবিধাগুলি জয় করতে সক্ষম করে এবং সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহ্বানের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করে।

এই অভিযানকালে, জাপানী সৈন্যদল ও তাদের তাঁবেদার সেনাবাহিনী এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ ও অবরোধের ফলে অর্থনৈতিক ও লগ্নি অর্থের দিক থেকে যে যে প্রচণ্ড অসুবিধা দেখা দেয়, সেগুলি অতিক্রম করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি মুক্তাঞ্চলের জনগণ ও সৈন্যদলের মধ্য থেকে বাছাই করা সৈন্য ও প্রশাসন ব্যবস্থার সহজী-করণের কর্মপন্থা কার্যকরী করতে বিস্তৃতভাবে উৎপাদন অভিযান আরম্ভ করতে আহ্বান জানায়।

এই নীতি গ্রহণের ফলে, উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এসব লোকদের সংখ্যা কমানো হল, এতে জনগণের ভার লাঘব হল এবং সরবরাহের স্বল্পতা দূর হল। সামরিক

সংগঠনগ্নলির সহজীকরণের ফলে, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সচলতা ও ক্ষিপ্রতা অর্জিত হল। বিরাট যুদ্ধযন্ত্র এবং প্রকৃত যুদ্ধাবস্থার মধ্যে বিরোধের অপসারণ হল; সামরিক সংগঠনগুলি অবস্থার সঙ্গে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়ায়, তার কর্মক্ষমতা আরও বেড়ে গেল।

অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সময়ে এইসব রচনা লেখেন ঃ 'জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় আর্থনীতিক ও রাজস্ব বিষয়ক সমস্যাবলী', 'ঘাঁটি অঞ্চলে খাজনা হ্রাস উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারকে সমর্থন ও জনগণকে রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর কাজ সম্বন্ধে প্রচার অভিযান চালাও' 'আসুন আমরা সংগঠিত হই' এবং 'আর্থনীতিক কাজকর্ম আমাদের শিখতেই হবে।' মুক্তাঞ্চলগুলিতে উৎপাদন অভিযানের জন্য এই রচনাগুলি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মৌলিক কর্মসূচী হিসাবে গণ্য হয়। মুক্তাঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মপন্থা হল অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে সরবরাহ সুগম করা। সরকারী ও বে-সরকারী অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলির বিকাশই হচ্ছে আর্থিক সম্পদ সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ গ্যারাণ্টী। কেন্দ্রীয় কমিটি সেজন্য অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে দুধরনের সংগ্রাম চালায় ঃ অপরিহার্য ব্যয় সংকোচনের সপক্ষে যারা প্রবক্তা তাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সংরক্ষণশীল প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে; এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা না করে যারা আড়ম্বর-পূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করে সেই বে-পরোয়া নীতির প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রীয় কমিটি তার মূল কর্মপন্থা অনুযায়ী সামরিক ও বে-সামরিক লোকজনদের সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা চালিত কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, হস্তচালিত শিল্পগুলিতে, পরিবহণে, পশুপালন ও প্রজননে এবং ব্যবসায়ে ও বিশেষ করে কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর অভিযান সুরু করার আহ্বান জানায়। প্রত্যেক ব্যক্তি এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে।

গ্রামীণ অঞ্চলে, যেখানে যুদ্ধ সর্বদাই চলছে এবং শত্রুসৈন্য প্রায়ই প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে, সৈন্যদল ও সরকারী সংগঠন উৎপাদনের কাজে ব্যাপৃত থাকে যাতে খাদ্য ও পণ্যের উৎপাদনে ক্রমে আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিমাণে স্বয়ম্ভর হওয়া যায়।

জনসাধারণের মানোন্নয়ন এবং বিপ্লবী যুদ্ধ সমর্থনের জন্য গণ-অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানো হয়। পার্টি, সরকার, এবং সেনাবাহিনী জনগণকে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালায়। দৈনন্দিন জীবনে জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য পার্টি ক্যাডাররা এগিয়ে আসে। কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে মুক্তাঞ্চলগুলিতে খাজনা ও সুদ কমানোর আন্দোলনকে অভিযানের রূপ দেওয়া হয়। কৃষি-উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের জন্য পারস্পরিক সাহায্যকারী দল (টিম) বা সমবায় সংগঠিত করা হয় এবং এইভাবে ধাপে ধাপে ভবিষ্যতে যৌথ খামারের দিকে যাওয়ার সড়ক রচিত হয়। পার্টি ক্যাডারদের নববই শতাংশ ক্ষমতা জনসাধারণকে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে এবং কেবলমাত্র দশম শতাংশ ক্ষমতা সরকারী খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকে। কমিউনিস্ট কর্মযোগের এই রীতি কুয়োমিণ্টাং কাজের রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ কুয়োমিণ্টাংয়ের লোকেরা জনগণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মোটেই দৃষ্টি না দিয়ে কেবল শস্য ও অর্থ জোর করে আদায় করত।

সমবায় প্রসঙ্গে লেনিনবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করে এবং পারস্পরিক সাহায্যমূলক কার্য-

কলাপে চীনা কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ, স্বেচ্ছা-মূলক কাজে অংশ গ্রহণ এবং পারস্পরিক মঙ্গলের ভিত্তিতে, উৎপাদনের কাজে, মুক্তাঞ্চল-গুলিতে কৃষকদের পারস্পরিক সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দেন। যেহেতু এ ধরনের শ্রমসংগঠনগুলি যৌথ সাহায্যের জন্য শ্রমজীবী মানুষদের সংগঠন, সেহেতু এই সংগঠনগুলি, ব্যক্তিগত আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে সংগঠিত হলেও, কমবেশী মাত্রায় সমাজতান্ত্রিক উপাদান বহন করে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে কৃষি-উৎপাদনের বিকাশের জন্য ও যৌথ খামারের পথে কৃষকদের পরিচালিত করার জন্য, চীনা কামউনিস্ট পার্টির এই কর্মপন্থাই মৌলিক কর্মপন্থা হিসাবে থেকে যায়।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যদল ও সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক দুটি উৎপাদন অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথম অভিযান সুরু হয় ১৯৩৮ সালে, লক্ষ্য ছিল জীবনের মানোন্নয়ন; দ্বিতীয়টি আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে, উদ্দেশ্য স্বয়ম্ভরতা। ১৯৪২ সালে, শত্রুসেনা-বাহিনীর পশ্চাতে, ঘাঁটি অঞ্চলে বিস্তৃতভাবে উৎপাদন অভিযান সুরু হয় এবং ১৯৪৩ সালে এটা বিস্তৃত আন্দোলনের রূপ নেয়।

মুক্তাঞ্চলগুলিতে এই উৎপাদন অভিযান অসামান্য সাফল্য লাভ করে।

শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে কর্ষিত জমির পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ৮,৯৯৪,৪৮৩ মৌ (এক মৌ জমি 0·০৬৬৭ হেক্টর বা ০·১৬৪৭ একর) জমি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১৯৪২ সালে ১২,৪৮৬,৯৩৭ মৌ জমিতে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮ সালে ছিল ১,৩০০,০০০ তান এবং ১৯৪২ সালে উৎপাদন বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১,৬৮০,০০০ তান খাদ্যশস্যে। ১৯৪২ সালে বস্ত্রের মোট উৎপাদন ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও সরকারী মিলে হল ১০০,০০০ গাঁট। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পূর্বে গুরু এবং রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল তৈল নিষ্কাশন, লোহা গলান, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও সারাই, বিভিন্ন যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন, এবং নাইট্রিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, গ্লাস ও মৃৎ শিল্প। বস্ত্র শিল্পে বাৎসরিক মোট উৎপাদন ছিল ১৯০,০০০ গাইট কাপড়। এ সব কলে-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১০,০০০ উপর।

১৯৪২ সালে সেনাবাহিনী, সরকারী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনগুলিকে জনসাধারণের নিকট থেকেই খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে হত, কিন্তু ১৯৪৩ সালে সব প্রতিষ্ঠান আংশিক পরিমাণে স্বয়ংনির্ভরশীল হয়। গৌণ খাদ্যদ্রব্য এবং প্রশাসন ও সামরিক যন্ত্রপাতির দরুন যে ব্যয় হত, তার জন্য নিজেদের উৎপাদনের উপর এসব প্রতিষ্ঠান নির্ভর করতে পারত।

শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে উত্তর চীন ঘাঁটি অঞ্চলে, বাছাই দল ও প্রশাসন সহজীকরণ ও উৎপাদন অভিযানের ফলে, খাদ্যশস্যের উপর সরকারী লেভী কমে গেল। উদাহরণ স্বরূপ, তাইহাঙ অঞ্চলে ১৯৪৪ সালে সরকারী লেভী, ১৯৪১ সালের তুলনায়, প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কমে গেল।

শানসী হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলে সেনাবাহিনী ও জনগণের যুক্তপ্রয়াসে, ১৯৩৯

সালের বিরাট বন্যা, ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালের খরা, এবং ১৯৪৪ সালে পঙ্গপালের উপদ্রব প্রতিহত হয়।

সেনাবাহিনী ও জনগণের প্রত্যেকেই স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য উৎপাদনের কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। ১৯৪৩ সালে প্রত্যেক সৈনিককে ৩ মৌ পরিমাণ জমি কর্ষণ করতে এবং নিজের বাৎসরিক খোরাকীর জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে অনুরোধ করা হয়। শিল্পের দিক থেকে, কয়লা খনি থেকে কয়লা তোলা, লোহা গলান, গোলা-বারুদ নির্মাণ, লেখার সরঞ্জাম ও দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদি নির্মাণের শেষের দু'টি দ্রব্যের দ্বারা স্থানীয়ভাবে সমস্ত দাবী মেটানো হয়। শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, খাদ্যশস্য, তুলা, লোহা ও চামড়া রপ্তানী বন্ধ করা হয়, অন্যদিকে লবণ, দেশলাই, কাপড়, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সামরিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানীকে উৎসাহিত করা হয়।

অর্থনৈতিক ফ্রণ্টের এই সাফল্যের জন্য জাপানী সেনাবাহিনী ও তাদের তাঁবেদার বাহিনী ও কুয়োমিণ্টাং বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ, লুণ্ঠন ও অবরোধ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এই সাফল্য ঘাঁটি অঞ্চলের সম্পদ সংরক্ষণে ও উৎপাদন বিকাশে সাহায্য করে।

রাজনীতি, আদর্শ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত অঞ্চলগুলির বিরাট সাফল্য, বিশেষতঃ ত্রুটি সংশোধন অভিযান ও বিস্তৃত আকারে উৎপাদন অভিযান পার্টিকে বাস্তবদিক থেকে ও আদর্শগতভাবে দুর্ভেদ্য করে তোলে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড অসুবিধা অতিক্রম করার পিছনে এইটাই ছিল প্রধান কারণ

৩। জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর রণকৌশল। শত্রু-বাহিনী কর্তৃক "সৈনিকদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা ও হত্যা", "একটু একটু করে সমস্ত গ্রাস করা", এবং "গ্রামব্যাপী তল্লাশী" অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

জনগণের জন্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কার, ত্রুটি সংশোধন অভিযান, এবং বিস্তৃত আকারে উৎপাদন অভিযানের ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে মুক্তাঞ্চলে অধিকতর কার্যকরীভাবে সংগ্রাম চালানো সম্ভব হয়।

মুক্তাঞ্চলগুলিতে শত্রুবাহিনী কর্তৃক বিজিত "প্রতিপক্ষের সৈনিকদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যার বিরুদ্ধে সফল কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

সেনাবাহিনী ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে; নিয়মিত সেনাবাহিনী, গেরিলা বাহিনী ও স্থানীয় সেনাবাহিনী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে লড়াই চালাতো। প্রতিবার যখনই শত্রু ঘাঁটি অঞ্চল আক্রমণ করত, পার্টি "সমগ্রকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করার" কর্মপন্থা গ্রহণ করত এবং সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে নিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকত, শত্রুবাহিনীর পিছনের দিকে ঢুকে পড়ে অতর্কিত আক্রমণের কৌশল গ্রহণ করত। এবং তারপর শত্রু তার অবস্থান সুদৃঢ় করার সুযোগের পূর্বেই, পার্টি "সমস্ত অংশগুলিকে আবার এক করত" এবং একটি করে শত্রু ইউনিটকে নির্মূল করার জন্য সংখ্যায় ও শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী বাহিনী নিয়োগ করত। যুদ্ধ চলাকালে জনগণ যুদ্ধের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করত. যেমন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার মধ্য থেকে যুদ্ধ করা, মাইন পেতে শত্রুবাহিনী ধ্বংস করা ইত্যাদি। এভাবে জনগণ শত্রুবাহিনীকে হতাহত করত, সর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত রাখত।

গেরিলা অঞ্চলগুলিতে শত্রুবাহিনীর "একটু একটু করে সবটা গ্রাস করার" কর্মপন্থাকে সাফল্যের সঙ্গে বাধা দেওয়ার জন্য যে রণ-নীতি গৃহীত হয় তা হল এই যে গেরিলা অঞ্চলে শত্রুবাহিনী তার অবস্থান সুদৃঢ় করে "একটু একটু করে গ্রাস" করার কৌশল অবলম্বনের পূর্বেই তার উপর কঠোর আঘাত হানত। যদি শত্রু সৈন্য ঘাটি অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ও তাদের অবস্থান মজবুত করে থাকত, তবে সেখানে শত্রুসৈন্যকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ও উত্যক্ত করত যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হত। সময় সময় মুক্তাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও জনগণ শত্রুবাহিনীর অবস্থানের পশ্চাৎ দিকে সশস্ত্র কর্মীদলকে শত্রুর সীমান্ত ভেদ করে শত্রু অঞ্চলে পাঠিয়ে দিত। এভাবে সামনে ও পিছনে থেকে শত্রুর অবস্থা বিপজ্জনকে করে তুলত এবং শত্রুর পক্ষে তা মোকাবিলা করা খুবই অসুবিধাজনক হত।

শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে, শত্রুর "গ্রাম জুড়ে তল্লাশী চালানোর" পলিসীর বিরুদ্ধে যে কর্মপন্থা তাহল শত্রু যেমনটি এগিয়ে আসত সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর পশ্চাৎ দিকে সশস্ত্র কর্মীদল শত্রুসৈনাদলের কর্ডন ভেঙ্গে শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়ত এবং সেখানে থেকে কার্যকলাপ চালাত। কর্মীদল সংগঠিত হত "একের মধ্যে তিন" নীতি অনুসারে—তারা সেনাদল হিসাবে যুদ্ধ করত, সরকারী তরফ থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাত কিন্তু সাধারণ সময়ে সাধারণ লোকের মত কাজকর্ম করত। এইভাবে একই সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক কাজ পাশাপাশি চলত। এই কর্মীদলের কার্যকলাপ ছিল হঠাৎ আক্রমণ করে শত্রুকে ধরে ফেলা। শত্রুসৈন্য তাঁদের শক্ত ঘাঁটিতে কর্মীদলের নিকট থেকে হঠাৎ টেলিফোন পেয়ে বিভ্রান্ত হত ; দলের সভ্যেরা শত্রু নিয়ন্ত্রিত গ্রামের বাড়ির ছাদে উঠে বিউগল বাজাত, তাঁবেদার বাহিনীর সেনাদের বাড়িগুলিতে অপ্রত্যাশিত এই অতিথিরা উপস্থিত হত। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে সশস্ত্র কর্মীদল, গুপ্ত অথবা প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক এবং সামরিক তৎপরতার মাধ্যমে, শত্রুর সরকারী যন্ত্র ধ্বংস করে দিত এবং শত্রু সেনা কর্তৃক শক্ত সমর্থ লোকদের কর্মী হিসাবে কাজ করানোর জন্য সংগ্রহ করা, জোর করে খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নেওয়া, কোন আঞ্চলিক সম্পদকে ব্যবহার করা বা জনসাধারণকে ক্রীতদাসে পরিণত করা ব্যর্থ করে দিত। অধিকন্তু, বহু শত্রু এবং তাঁবেদার সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ চালাত এবং ফলে এগুলি বিভক্ত হয়ে পড়ত, ভেঙ্গে যেত অথবা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করত এবং সেই সঙ্গে শত্রুও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। এই সশস্ত্র কর্মীদল শত্রু ব্যূহের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হত, আবার নিমিষে অন্তর্হিত হত। এসব দলের ঠিকানা কেবল জনগণের জ্ঞাত থাকত এবং শত্রুরা তাদের দেখা পেত না। এভাবে, জাপ-বিরোধী বিরাট এলাকাগুলি ছাড়াও, শত্রু-সৈন্যের পিছনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাপ-বিরোধী অঞ্চল ছিল। শত্রু সৈন্য জাপ-বিরোধী এলাকা টুকরো টুকরো করে এসব এলাকাগুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু তাদের নিজেদের "নিরাপদ অঞ্চল"-গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত এবং শত্রুসৈন্য মুহূর্তের জন্যও যথার্থ নিরাপত্তাবোধ করতে পারত না।

শত্রু কর্তৃক "খুঁজে খুঁজে লোকজনদের বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যা", "একটু একটু করে সবটাই গ্রাস করা," ও "গ্রামব্যাপী তল্লাশী অভিযান" "প্রভৃতির বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মপন্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকত এবং এই কর্মপন্থার সাহায্যে মুক্তাঞ্চল-গুলিতে সেনাবাহিনী ও জনগণ শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে অতি বড় দুর্দিনেরও মোকাবিলা

করেছে। এবং এসব কর্মপন্থানুযায়ী, শত্রুসৈন্যের পিছনে থেকে বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালিয়েছে।

শানসী চাহার হোপেই অঞ্চলে, মহা প্রাচীরের দুদিক থেকে, গণ-সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে পরিবেষ্টন করে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে ১৯৪১ সালের ১৫ই আগস্ট শত্রু ১৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু গণ-বাহিনীর প্রধান অংশ মুহূর্তমাত্র দেরী না করে শত্রু অবস্থানের পশ্চাতে চলে যায় এবং অসংখ্য গেরিলা ও স্থানীয় বাহিনী শত্রুকে উত্যক্ত এবং বাধাসৃষ্টি করতে থাকে। গণ-বাহিনীর "সৈনিকদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড" চালানোর জন্য শত্রু তার সেনাদলকে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর ক্লান্তিতে অবসন্ন হলে' শত্রুসেনার অবস্থানের বাহিরে থেকে সামরিক তৎপরতা চালাত যে সব সৈন্যদল পিছনে সরে এসেছিল তারা শত্রু সেনার অবস্থানের অভ্যন্তরে থেকে সামরিক কার্যতৎপরতায় নিয়োজিত দলের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে আক্রমণ চালায়। এই অঞ্চলে শত্রু কর্তৃক গণ-বাহিনীর সৈন্যদের "খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড" অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযানের সমর্থনে, উত্তর চীনের অন্যান্য জাপ-বিরোধী অঞ্চলগুলি একত্রিতভাবে সামরিক আক্রমণ চালায়। পরিণতিতে শত্রুর প্রধান সেনাবাহিনী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি ইউনিট রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়। তখন গণ-বাহিনীর কিছু ইউনিট অবশিষ্ট শত্রুসেনার সঙ্গে লড়াই চালানোর জন্য অভ্যন্তরে থেকে যায় এবং গণ-বাহিনীর প্রধান অংশ শত্রু অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে শত্রুর দুর্গে হানা দেয় এবং তার পিছু হটা বন্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়। নিশ্চিহ্ন হওয়ার আসন্ন বিপদের মুখোমুখি হয়ে অভ্যন্তরভাগস্থ শত্রু সেনাদল অক্টোবরের মাঝামাঝি পিছু হঠতে বাধ্য হয়। পথে তারা গুপ্তভাবে আক্রান্ত হয়ে বহু ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে। এভাবে শত্রুর এই অভিযান সম্পূর্ণ-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

১৯৪২ সালে উত্তর চীনে শত্রু কর্তৃক অনুষ্ঠিত "খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যা" অভিযানগুলির মধ্যে প্রচণ্ডতম ভয়াবহ অভিযান হয়েছিল ১লা মে মধ্য হোপেই সমতল অঞ্চলে। সমস্ত অঞ্চলটিতে ১৫০০ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল এবং ৭০০ লরি টহল দিত। শত্রু আক্রমণ সুরু করার আগেই, সময়মত গণ-বাহিনী শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের অন্তস্থলে এবং রেলপথ বরাবর হঠাৎ আক্রমণ সুরু করে এবং এই আক্রমণের ফলে শত্রু পশ্চাতে তার সৈন্যদল রক্ষা করার জন্য অপসরণ করতে বাধ্য হয়। অভিযানের শেষভাগে শত্রু বিস্তৃতভাবে "খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যা" অনুষ্ঠান আরম্ভ করলে, গণ-বাহিনীর প্রধান অংশ, স্থানীয় গেরিলা বাহিনীও স্থানীয় সেনাবাহিনীর সহযোগে লড়াই চালাবার জন্য কয়েকটি ইউনিট রেখে, বেগে শত্রু সৈন্যের সীমারেখার বাইরে চলে যায়। এই অভিযানে শত্রু সামগ্রিক তিন "three all" নীতি গ্রহণ করে এবং ৫০,০০০ নাগরিককে গ্রেপ্তার করে এবং হত্যা করে। তা সত্বেও দুমাস বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর গণ-বাহিনী ও জনসাধারণ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে সফলকাম হয়।

শানসী-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে পিয়েইউয়ে (Peiyueh Area) এলাকায় ১৯৪৩ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী এ ধরনের "নারকীয় ধ্বংসাত্মক গ্রেপ্তারী ও হত্যা" অভিযানে ৪০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত হয়।

এই অভিযানের প্রতি স্তরে গণ-বাহিনী মোক্ষম আঘাত হানে। প্রথম স্তরে শত্রু মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করে পুনঃ পুনঃ "সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তার সেনাদলকে

বিভক্ত করে, তখন গণ-বাহিনী বিচ্ছিন্ন শত্রু ইউনিটগুলির উপর যথাসাধ্য সৈন্যবল কেন্দ্রীভূত করে আক্রমণ করে এবং তাদের আত্ম-রক্ষার্থে একত্রিত হতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় স্তরে, যখন শত্রু হয়তো নদী বরাবর নিজেকে সুরক্ষিত করে খাদ্যশস্য লুঠ করতে সুরু করে, তখন গণ-বাহিনী নদীর দুধার থেকেই হঠাৎ বেগে আক্রমণ করে এবং স্থানীয় বাহিনীর সঙ্গে সামরিক তৎপরতা চালিয়ে লুণ্ঠিত শস্য পুনরুদ্ধার করে। তৃতীয় স্তরে, শত্রু পশ্চাতে অবস্থিত সরকারী অফিসগুলিতে অনুপ্রবেশ করে আক্রমণ সুরু করে কিন্তু তার আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইসব অফিসের লোকজনেরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, সংখ্যাল্প হওয়া সত্ত্বেও, শত্রুর সঙ্গে নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়াই চালায় অথবা সরে যায়। এটা সম্ভব হয়েছিল বাছাই দল এবং প্রশাসন সহজীকরণের জন্য।

এই অভিযানে ত্রিবিধ কর্মপন্থা অনুসৃত হয়ঃ স্থানীয় সেনাবাহিনীর সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে গণ-বাহিনী তার সামরিক তৎপরতার সমন্বয় সাধন করে; শত্রু-বাহিনীর সীমানার বাইরে ও অভ্যন্তরে সামরিক তৎপরতা একই সঙ্গে চালানো হয়; শত্রু কর্তৃক গণ-বাহিনীর সৈন্য "খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড" অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিযান চালানো হয়। লড়াই তীব্রতর হলে, সীমানার বহির্-ভাগস্থ সেনাদল শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে ঢুকে পড়ে আক্রমণ চালায় আর সীমানার অভ্যন্তরস্থ সশস্ত্র কর্মীদল শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী ও তাঁবেদার সংস্থাগুলির মনোবল ভেঙ্গে দেয়। এর ফলে এই অভিযানও প্রতিহত করা হয়।

১৯৪১ সালে শানসী-হোপেই-শান্টুং-হোনান অঞ্চলে উঃ-পঃ শানসীতে অবস্থিত হুয়াঙইয়েনতুঙ নামক জায়গায় শত্রু এক অস্ত্র-মেরামতির কারখানা অবরোধ করে। বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে রক্ষীরা সরে আসতে বাধ্য হয় কিন্তু শত্রু-সীমানার বাইরে সেনাদলের সামরিক কার্যকলাপের তীব্রতার ফলে শত্রু ও দ্রুত পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং পথে গুপ্তভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। হুয়াঙইয়েনতুঙয়ের আত্ম-রক্ষামূলক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হল যে অল্প সংখ্যক লোক বহুর আক্রমণকে প্রতিহত করেছে।

১৯৪২ সালে জুন মাসে উত্তর-পূর্ব শানসীতে শত্রুবাহিনীর ৩০,০০০ একটি সৈন্যদল "খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার ও হত্যা" অভিযান চালায়। গণ-বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে ৫,০০০ শত্রুসৈন্য খতম করে।

১৯৪৩ সালে ১লা অক্টোবর থেকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত "খুঁজে বার করে হত্যা চালানোর" এক অভিযানে তাইউয়ের বিরুদ্ধে ২০,০০০ শত্রুসৈন্য নিয়োগ করা হয়। শত্রু তার বাহিনীকে উত্তর-থেকে দক্ষিণ বরাবর আসতে যেতে বারবার ঐ অঞ্চলে "হত্যা ধ্বংস অভিযান" চালায়। শত্রুর লক্ষ্য ছিল ঐ অঞ্চলটিকে শুধু ধ্বংস করা নয়, এই ধরনের অভিযান চালাবার অভিজ্ঞতা লাভ করা। শত্রু সেনাবাহিনীর অফিসার ও বিভিন্ন স্থানের প্রধান স্টাফ-অফিসারদের ঐ স্থান থেকে অভিযান পর্যবেক্ষণ করার জন্য অধিনায়ক ওকামুরা নেইজি আহ্বান জানালেন। কিন্তু ২৩শে অক্টোবর "পর্যবেক্ষক দল" পথে লিনটুন রাজপথের পার্শ্বে হানলুয়ে গ্রামে গুপ্তভাবে আক্রান্ত হয়ে সকলেই মারা যায়। এর পরই এই অঞ্চলে শত্রুর সব রণক্ষেত্র বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

উত্তর চীনে শত্রুর গৃহীত কর্মপন্থা একইভাবে মধ্যচীনে নয়া ৪র্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে অনুসৃত হয়। উত্তর কিয়াংসুতে শত্রু আক্রমণ চালায়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে, ২৫,০০০ জাপ-সৈন্য ও জাপ-তাঁবেদার বাহিনী ইয়েনচেঙ ও ফুনিংয়ের উপর যুক্ত আক্রমণ চালায়। আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল নয়া ৪র্থ বাহিনীর সদর দপ্তর ও ঐ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা। নয়া চতুর্থ বাহিনী সময় মত জোর করে পরিবেষ্টনী ভেঙ্গে শত্রুকে আঘাত হানার জন্য শত্রু সীমানার বাইরে চলে যায়। মধ্য কিয়াংসুর সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে একত্রযোগে নয়া ৪র্থ বাহিনী আক্রমণ চালিয়ে শত্রু সৈন্যকে দক্ষিণমুখী পিছু হঠতে বাধ্য করে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর শত্রুসৈন্য মধ্যচীন অঞ্চলে "গ্রামব্যাপী তল্লাশী" অভিযান বর্বরোচিত রণ-কৌশল অবলম্বন করে। লাল ফৌজের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাং কর্তৃক পঞ্চম পরিবেষ্টনী অভিযানে গৃহীত সব রকম উপায় শত্রু কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। "গ্রাম-তল্লাশী" চালানোর জন্য বিশেষ অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। এই নিষ্ঠুর অভিযান দক্ষিণ কিয়াংসুতে সুরু হয়, পরে ক্রমশঃ মধ্য কিয়াংসু, মধ্য আনহোয়েই এবং য়ুহানের সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সংখ্যাগুরু সেনা-বাহিনীর সাহায্যে একটি এলাকা অধিকারের পর, শত্রু অঞ্চলটিকে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে লম্বালম্বি কয়েকশ লী (এক লী = 0·5 কি.মি. অথবা 0·3107 মাইল) ঘিরে অন্য অঞ্চল-গুলি থেকে পৃথক করে এবং নয়া ৪র্থ বাহিনীর অফিসার ও সেনাদের খোঁজে প্রতিটি গ্রাম ও প্রতিটি বাড়ি তল্লাশী চালায়।

এই অবস্থায় নয়া ৪র্থ বাহিনী কর্তৃক গৃহীত রণনীতি ছিল ঃ (১) শত্রুবাহিনী তল্লাশীর জন্য কোন অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলেই অন্য অঞ্চলের সেনাবাহিনী যুগপৎ পিছন থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে ; (২) যে অঞ্চলে "গ্রামব্যাপী তল্লাশী" সুরু হয়েছে, সেই অঞ্চলের প্রধান বাহিনী শত্রুবাহিনীর পিছনে সরে আসবে অথবা পার্শ্বদেশ আক্রমণ করবে অথবা গ্রামের অধিবাসীদের সাহায্যে রাত্রে ঘেরা অঞ্চলের বেড়া পুড়িয়ে দিতে অথবা উপড়ে ফেলতে সমাবেশ করবে।

"একটু একটু করে সর্বস্ব গ্রাসের" অভিযানকালে, শত্রুসেনা ক্রমশঃ তার অবস্থান থেকে ঘাঁটি অঞ্চলে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নয়া ৪র্থ বাহিনী তার সীমান্ত অঞ্চলে আত্ম-রক্ষার ঘাঁটি সুরক্ষিত করে, সুরঙ্গপথ তৈরী করে এবং সমগ্র গ্রামবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যায়। বারবার হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর শত্রুসৈন্য হতাহত করে। এভাবে শত্রুর অভিযান প্রতিহত করা হয়।

জাপ-সৈন্যবাহিনী ও তাদের তাঁবেদার বাহিনী কর্তৃক "খুঁজে খুঁজে সৈনিকদের বার করে গ্রেপ্তার, হত্যা" অভিযান, "একটু একটু করে সর্বস্ব গ্রাসের" অভিযান, এবং "গ্রামব্যাপী খানাতল্লাশী" অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে, মুক্তাঞ্চলগুলি ক্রমশঃ অনেক সুদৃঢ় হয় এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ পর্যন্ত এগুলি দ্রুত বাড়তে থাকে।

৪। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্থানীয় সামরিক বাহিনী।

জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলে সংঘটিত যুদ্ধ জনযুদ্ধের আকার ধারণ করে এবং এই জনযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী, গেরিলা ইউনিট ও স্থানীয় সামরিক বাহিনী ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ রেখে লড়াই চালায়। নিয়মিত বাহিনী সামগ্রিকভাবে ঘাঁটি অঞ্চলগুলি রক্ষা করে, গেরিলা বাহিনী কাউন্টি ও জেলাসমূহ রক্ষা করে এবং স্থানীয় সামরিক বাহিনী গ্রাম ও ছোট শহরগুলি রক্ষা করে।

যুদ্ধের প্রাথমিক স্তরে পার্টি সংগঠনগুলি শত্রুবাহিনীর অবস্থানের পশ্চাতে প্রবেশ করে জনসাধারণকে সংগ্রামে উদ্দীপিত করে ও সশস্ত্র গণ-বাহিনী, গণ-আত্ম-রক্ষীদল গঠন করে। গণ-আত্ম-রক্ষীদলের লড়াইয়ের প্রথমদিকে শত্রুর গুপ্ত চক্রের কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করত এবং নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধকালীন কাজকর্ম করত। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত উত্তর চীনে শত্রুর "খুঁজে বার করে হত্যাকাণ্ড"-মূলক বহু ধ্বংসাত্মক অভিযানগুলির বিরুদ্ধে অষ্টম রুট আর্মি ও নয়া ৪র্থ বাহিনী বিশাল এলাকা এবং ছোট এলাকা জুড়ে মাসের পর মাস প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে তাদের অভিযান ব্যর্থ করে। যুদ্ধের চেহারা ছিল কখনও অবস্থানমূলক যুদ্ধ কখনও হাতাহাতি লড়াই। এই অবস্থায় নিয়মিত বাহিনী অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এদিক ওদিক ছুটতে হত। সুতরাং যুদ্ধের প্রয়োজনে গণ আত্ম-রক্ষীদল প্রকৃত লড়াইয়ে স্থানীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করত।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় মুক্তাঞ্চলগুলিতে ২,৫০০,০০০ লোক স্থানীয় সামরিক বাহিনীতে ছিল। যেসব ঘন বসতি অঞ্চলে রাজনৈতিক কার্যকলাপ খুব বেশী পরিমাণ হয়ে ছিল, সেখানের জনসংখ্যার শতকরা আটজনই স্থানীয় সামরিক বাহিনীভুক্ত ছিল। তাদের নিজেদের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি, বিভিন্ন স্তরের সশস্ত্র গণ-বাহিনী কমিশনের নির্দেশানুসারে স্থানীয় সামরিক বাহিনী পাকাপোক্তভাবে সংগঠিত লড়াকু ইউনিটে পরিণত হয় এবং গেরিলা বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনীর শক্তিশালী সহকারী হিসাবে লড়াইয়ে অংশীদার হয়। স্থানীয় সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ করার ফলে শত্রুর পশ্চাতে গেরিলা যুদ্ধ রীতিমত জনযুদ্ধে পরিণত হয়।

(১) অভিযানে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাহিনীর লোকেরা শত্রু কর্তৃক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে শক্তি হিসাবে দেখা দেয়।

স্থানীয় বাহিনীর লোকেদের নিয়মিত কাজ ছিল টহল দেওয়া এবং শত্রুর কার্য-কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখা। টহলদারীদের শত্রুর দুর্গের নিকটবর্তী অঞ্চলে পাঠান হত এবং স্কাউটরা শত্রুর অবস্থানের মধ্যে ঢুকে পড়ত। স্থানীয় বাহিনীর উপর, গুপ্তচর এবং বিশ্বাসঘাতকদের অনুসন্ধানের জন্য, যে কোন জেলায় সামরিক আইন জারী করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার সুদৃঢ় করার ব্যাপারে স্থানীয় বাহিনীর অবদান অপরিসীম ছিল।

কখনও কখনও শত্রু বাহিনীর আগমনের সঙ্কেত পাওয়া মাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের খাদ্যশস্য, জ্বালানী ও জন্তুদের খাবার লুকিয়ে ফেলতে সাহয্য করত। শত্রুসৈন্য এসে শুধু শূন্য বাড়িঘর দেখত। তারা মাইন পাতার ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেছিল। তল্লাশী অভিযানের সময় শত্রুসৈন্যের আগমন পথে সীমান্ত অঞ্চলে, ঘাঁটি অঞ্চলে ও গ্রামের মুখে মাইন পেতে রাখত।

(২) "একটু একটু করে সর্বস্ব গ্রাস করার অভিযানের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাহিনীর কার্যকলাপ। শত্রু কর্তৃক "সর্বস্ব গ্রাসের" কর্মপন্থা ছিল জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলগুলি ব্লক হাউস তৈরী করে, খাদ খুঁড়ে ও পাঁচিল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা এবং তারপর

"খুঁজে খুঁজে গণ-বাহিনীর লোকদের ধরে গ্রেপ্তার, ও হত্যাকাণ্ড চালানো" ও "গ্রামব্যাপী খানাতল্লাশী চালানো। এগুলিকে ধ্বংস করা ছিল স্থানীয় বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বৃহদাকারের খণ্ডযুদ্ধ নিয়মিত সামরিক বাহিনী, আঞ্চলিক বাহিনীর সঙ্গে একযোগে চালাতো। নিয়মিত বাহিনী শত্রুর অবস্থানগুলির উপর আঘাত হেনে তার গতি নিয়ন্ত্রিত করত আর স্থানীয় বাহিনীর লোকেরা গ্রামবাসীদের শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা চুরমার করে দেওয়ার সময় তাদের রক্ষা করত। সমতলভূমিতে স্থানীয় বাহিনীর লোকেরা সাধারণ মানুষদের রাস্তা খুঁড়ে খাদ সৃষ্টি করার কাজ পরিচালনা করত। এই খাদগুলির জন্য শত্রুর বেগে আগমন শ্লথ হত কিন্তু গণ-বাহিনীর সেনারা ও সাধারণ লোকেরা সেই খাদে আশ্রয় নিত এবং চলাচল করত। এভাবে খাদ খুঁড়ে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করাই ছিল স্থানীয় বাহিনীর প্রধান কাজ।

সুড়ঙ্গ পথে লড়াই করা ছিল আরও শক্ত কাজ। সমভূমিতে সুড়ঙ্গগুলি দিয়ে বিভিন্ন গ্রাম, জেলা ও কাউণ্টিগুলিতে যোগাযোগ স্থাপন করা হত। এইভাবে সুড়ঙ্গপথে গণ-বাহিনী ও জনসাধারণ শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে থেকে চলাফেরা করত। পার্বত্য অঞ্চলেও বিভিন্ন পর্বতের মধ্যে সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের ব্যাপারে জনসাধারণের শক্তি ও মৌলিকত্ব প্রকাশ পেত।

পরিবেষ্টন প্রয়াসে শত্রু নির্মিত বহু দুর্গগুলিও শত্রুর পক্ষে কোন কাজে আসত না, কারণ জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী সেগুলি অধিকার করে নিত এবং ঘাঁটি অঞ্চলে শত্রুর প্রবেশের প্রতিটি প্রয়াস তৎক্ষণাৎ ব্যর্থ করে দিত সশস্ত্র গণ-বাহিনী। বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত শত্রুর বহির্বিভাগ থেকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শত্রুকে দিনে রাত্রে অনবরত ব্যতিব্যস্ত করত।

(৩) "গ্রামব্যাপী খানাতল্লাশী" অভিযানের উপর প্রত্যাঘাত হানত-স্থানীয় গণ-বাহিনী।

এই অভিযান ব্যর্থ করার জন্য স্থানীয় গণ-বাহিনীর রণকৌশল ছিল শত্রু অবস্থানের পশ্চাতে চলে যাওয়া। স্থানীয় গণ-বাহিনীর ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণ-বাহিনীর লোকেরা শত্রু অধিকৃত এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে শত্রু পক্ষের লোকদের অথবা শত্রুর পক্ষের দালালদের ধরে আনত এবং তাঁবেদার সংস্থাগুলি বিনষ্ট করত। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে গুপ্ত সংগঠিত স্থানীয় বাহিনী ছদ্মবেশে শত্রুদের দলে বা শত্রুদের তাঁবেদার সংস্থাগুলির মধ্যে অনুপ্রবেশ করত। তাদের কাজ ছিল কুখ্যাত দালাল বা শত্রু-সহযোগীদের হত্যা করে শত্রুপক্ষের দালালদের সন্ত্রস্ত করা, শত্রু-পক্ষের বিভিন্ন খোঁজখবর সংগ্রহ করা, বা গণসমাবেশ করা, ইত্যাদি। শত্রু এলাকায় লড়াইয়ের ঘাঁটি তৈরী করা, জনগণের মনোবল ঠিক রাখা, শত্রুকে ও তার তাঁবেদারদের ব্যতিব্যস্ত করাই ছিল গণ-বাহিনীর প্রধান কাজ। স্থানীয় গণ-বাহিনী ও সশস্ত্র কর্মীদলগুলির যুক্ত প্রচেষ্টায় শত্রু সেনাবাহিনীর পশ্চাতে জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এভাবে গড়ে উঠেছিল।

(৪) উৎপাদনের কাজে স্থানীয় সেনাবাহিনী।

শত্রুর সামগ্রিক তিন "three all" কর্মপন্থা ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে গণবাহিনী সশস্ত্র-শক্তি বাড়ান ছাড়াও উৎপাদন বাড়িয়ে জনসাধারণের ভার লাঘব করত। স্থানীয় বাহিনীর লোকেরা স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যকারী দল তৈরী করত।

তাদের কাজের দিনগুলি লড়াই করার সময়ও হিসাব করা হত। যখন লড়াই থাকত না তখন তারা কর্মী দলগুলির সঙ্গে কাজ করত।

শত্রুর পিছনে থেকে যুদ্ধোপযোগী অবস্থার প্রয়োজন মিটানোর জন্য তারা কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। (১) "প্রত্যেক নাগরিক হচ্ছে একজন সৈনিক", এই শ্লোগানের ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য কমিটিগুলির প্রতিটি সভ্যকে মাইন পাতা শেখাত। (২) লড়াই ও উৎপাদনের জন্য পরিচালনাকারী সদর দপ্তর স্থাপিত হত এবং সেখান থেকে প্রতিটি সভাকে ঐ দু ধরনের কাজের সমন্বয় করার জন্য সাংগঠনিক নেতৃত্ব দেওয়া হত। (৩) তরাই অঞ্চলও রণকৌশলের প্রয়োজন অনুসারে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে যুক্ত আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা করা হত। এসব গ্রামের গণ-বাহিনীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে নিয়েছিল যে কোন গ্রাম শত্রু-আক্রান্ত হলেই, অন্যান্য গ্রামের লোকজন সম্মিলিত আক্রমণের জন্য বাহিনী পাঠাবে।

সমগ্র জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনী এবং গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে লড়াই চালিয়ে স্থানীয় সামরিক বাহিনী ও গণ-আত্মরক্ষাকারী বাহিনী জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করতে ও জাপ-আক্রমণকারীদের পরাস্ত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

দশম অধ্যায়

মুক্তাঞ্চলগুলি কর্তৃক আংশিক প্রতি-আক্রমণ সুরু। প্রতিরোধ মূলক লড়াইয়ে চূড়ান্ত বিজয়। জানুয়ারী (১৯৪৩—সেপ্টেম্বর ১৯৪৫)

১। ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধ প্রতিরোধাত্মক হতে আক্রমণাত্মকে মোড় ফিরে। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে জনগণের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম। মুক্তাঞ্চলের পুনরুত্থান ও ব্যাপ্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল থেকে আক্রমণাত্মক রণকৌশলের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের সরকারী নেতারা ইয়োরোপীয় রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার প্রতিটি প্রয়াস বিলম্বিত করায় জার্মানীর পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে তার সমস্ত রিজার্ভ ফৌজ এবং অক্ষ-শক্তির মিত্ররাষ্ট্রীয় সেনাদল নিয়োগ করা সম্ভব হয়। জার্মানী পূর্ব দিক থেকে মস্কোতে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানোর জন্য সেনাবাহিনীকে স্তালিনগ্রাদ ও ককেশাসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

সোভিয়েত ফৌজ প্রথমে ক্রমাগত চেষ্টা করে আক্রমণকারীদের পরাস্ত করতে, তারপর স্তালিনগ্রাদ আক্রমণকারী সমস্ত জার্মান শক ইউনিটগুলিকে পরিবেষ্টন করতে। এই শহর অধিকারের জন্য ১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী যুদ্ধে সোভিয়েত ফৌজ সম্পূর্ণ জয়লাভ করে এবং ৩,৩০,০০০ জার্মান সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে।

১৯৪২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বৎসর সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শত্রু-অধিকৃত দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল পুনরধিকার করে। ১৯৪৩ সাল ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধে একটি মৌলিক পরিবর্তনকারী বছর।

১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দেশ থেকে শেষ নাৎসী আক্রমণকারীকে হঠিয়ে দেয়। ঐ বছরে সোভিয়েত ফৌজ উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যবাহিনীর উপর ধারাবাহিকভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে কৃষ্ণ উপসাগর এবং ব্যারেন্ট সাগরের মধ্যবর্তী সমস্ত হৃত অঞ্চল পুনরধিকার করে এবং যুদ্ধকে শত্রুর নিজ রাজ্যের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়।

তারপর থেকে সুরু হতে থাকে ইয়োরোপীয় দেশগুলির মুক্তি।

নাৎসী জার্মানীর পরাজয় ফ্যাসীবাদী ব্লককে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যায়। প্রথম মুসোলিনীর একনায়কত্ব খতম করা হয় এবং ইতালী যুদ্ধ থেকে সরে আসে। তারপর অতি দ্রুত রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং নরওয়ে ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত ফৌজকর্তৃক মুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালিত ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধ ইয়োরোপীয় দেশগুলির মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

সোভিয়েত বিজয়ের ফলে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৪ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মানসে ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে তাদের সৈন্য নামাতে বাধ্য হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান বাহিনীর প্রধান ফৌজ সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে নিযুক্ত থাকে।

সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিও ফ্যাসী-বিরোধী সোভিয়েত বিজয়ে বিশেষ উৎসাহিত হয় এবং জাপান সামরিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা চীনা জনগণের প্রতি-আক্রমণের কার্যকরী আন্তর্জাতিক আনুকুল্য সুবিধা এনে দেয় এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে দ্রুত জয়লাভ ঘটে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শত্রু অধিকৃত উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ চীনে তাঁবেদার সরকার গঠিত হয় এবং এই অঞ্চলগুলি জাপানীর উপনিবেশে পরিণত হয়। "স্বায়ত্তশাসিত মঙ্গোলিয়া সরকার ছাড়া, জাপান উত্তর চীনে অস্থায়ী "চীন রিপাব্লিক সরকার" এবং নানকিংয়ে "সংশোধিত সরকার" গঠন করে। চীনা যুক্ত ফ্রন্টকে বিভক্ত করতে এবং অধিকৃত অঞ্চলে লুণ্ঠন চালানোর জন্য জাপান সমস্ত তাঁবেদার সরকারকে এক করে একটি "ঐক্যবদ্ধ সরকার" হিসাবে ১৯৪০ সালের মার্চমাসে নানকিংয়ে ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্র পরিচালিত "জাতীয় সরকার" গঠন করে। ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই চক্র গোপনে জাপানের সঙ্গে একটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে এবং এই চুক্তি "জাপান ও চীনের মধ্যে নতুন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকল্পে খসড়া কর্মসূচী" হিসাবে খ্যাত। এ খসড়া কর্মসূচীতে জাপানকে উত্তরপূর্ব চীন ছেড়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং এও উল্লেখ আছে যে মঙ্গোলিয়া, উত্তর চীন, নিম্ন ইয়াংসী উপত্যকা এবং দক্ষিণ চীনে অবস্থিত দ্বীপগুলিতে স্থায়ীভাবে দুর্গনির্মাণ করে জাপ-সৈন্যদল মোতায়েন থাকবে। এ ছাড়া, জাপান তাঁবেদার সরকারগুলির দেখাশুনা করবে, সরকারের রাজস্ব ও অর্থনৈতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করবে, চীনের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করবে, তাঁবেদার সৈন্য ও পুলিশ বিভাগের শিক্ষাভার গ্রহণ করবে এবং তাদের সশস্ত্র করবে। সমস্ত রকমের জাপ-বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

নানকিং তাঁবেদার সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঙ চিঙ-ওয়েই আরেকটি কুয়োমিণ্টাং সংস্থা গঠন করে এবং দাবী করে যে এই কুয়োমিন্টাংয়ের কাজ হচ্ছে "জনগণের জন্য ত্রি-নীতিকে" কার্যে পরিণত করা। ওয়াঙ চিঙ-ওয়েইয়ের "জাতীয়তাবাদী নীতি" বস্তুতঃ জাপ-নেতৃত্বে প্যান-জাপানবাদ অথবা প্যান এশীয়বাদেরই সমতুল্য। ওয়াঙ নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করে যে জাপান এশিয়ার প্রভু এবং চীন জাপানের উপগ্রহ। ওয়াঙ চিঙ-ওয়েইয়ের "জাতীয়তাবাদ" শর্তাধীন আত্ম-সমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। তার "গণতন্ত্রের নীতির" অর্থ হচ্ছে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে জনগণ কর্তৃক শত্রুর ফ্যাসীবাদী শাসন ও তাঁবেদার সরকারকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা। ওয়াঙের "জনকল্যাণ নীতি" পরিচালিত হয় "ক্রমিক সঞ্চয়ের" দ্বারা তাঁবেদার সরকারের রাজস্ব "বাড়ানোতে" সাহায্য করার জন্য। ১৯৪১ সালের শীতকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে নানকিং তাঁবেদার সরকার, সমস্ত জনগণকে "বিশ্ব রক্ষার্থে আত্ম-বলিদানের" এবং "শারীরিক এবং মানসিক, উভয় দিক থেকে সর্বশক্তি প্রয়োগের" আহ্বান জানিয়ে. "নতুন জাতীয় আন্দোলন" সুরু করে।

কার্যত জনসাধারণকে শেষ পরিণতির দিকে পরিচালিত করছিল। শত্রু অধিকৃত এলাকাগুলিতে জাপানীরা নির্দয়ভাবে লুণ্ঠন করেছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে শত্রু প্রত্যক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অথবা তার সপক্ষে অপরের মারফৎ এই নোংরা কাজ করানোর মাধ্যমে, শোষণের জন্য উত্তর, মধ্য, এবং দক্ষিণ চীনে সমস্ত চীনা আর্থিক সংস্থাগুলিকে বিনষ্ট করে। "যুদ্ধ চালানোর জন্য সম্ভাব্য যুদ্ধ প্রচেষ্টার" উদ্দেশ্যে শত্রু তথা-কথিত "চীন-জাপান সহযোগিতার" নীতি গ্রহণ করে। "উত্তর চীন ডেভলপমেন্ট কোম্পানী" এবং "মধ্য চীন ডেভলপমেণ্ট কোম্পানীর" মাধ্যমে শত্রু চীনা জাপ-সহযোগীদের লগ্নীকৃত অর্থে উৎপাদিত চীনের সম্পদ লুণ্ঠন করে।

অধিকৃত অঞ্চলে দালাল সরকারের সাহায্যে জাপ-লুণ্ঠনের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলে। লৌহ, কয়লা সম্পদ লুণ্ঠন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালে ৪.৫০২,২২২ টন লৌহ উৎপাদন হয়, সেখানে ১৯৪৩ সালে তা বেড়ে গিয়ে ১০,৬৫৪৩২৫ টনে দাঁড়ায়। অ-ঢালাই লৌহপিণ্ডের উৎপাদনও লুণ্ঠন ১৯৩৮ সালে ৮৬৮, ৪৮৫ টন থেকে ১৯৪৩ সালে ১,৮১৮, ৫১৭ টনে বৃদ্ধি পায় ; কয়লার উৎপাদন ও লুণ্ঠন ১৯৩৮ সালে ২৭,৪৫১,৯৬৮ টন থেকে ১৯৪৩ সালে ৫০,০৭৫,১৪১ টন বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে জাপান উত্তর ও মধ্য চীনের সুতাকল থেকে ১,৩৩০,০০০ টাকু জোর করে দখল করে নেয়। উত্তর পূর্ব এবং উত্তর-চীনে সুতা, বস্ত্র, ময়দা, সিগারেট প্রভৃতির উৎপাদন কমে যেতে থাকে।

চীনের বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণে গ্রামের দিকে জাপানীরা নির্দয়ভাবে জোর করে জমি দখল করে। একদিকে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে, পাথরের দেওয়াল তুলে জাপ-বিরোধী গেরিলা যুদ্ধ ঠেকায় এবং অপর দিকে নাম মাত্র মূল্যে জমি কিনে অথবা জমি বাজেয়াপ্ত করে বেশী তূলা ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য কৃষি ফার্ম বা কোম্পানী গঠন করে।

জমি যারই হোক না কেন সমস্ত জমি জোর করে দখল করে অধিবাসীদের উৎখাত করত সে জমিদার বা কৃষক যেই হোক। যে সব কৃষকদের বাস করতে অনুমতি দেওয়া হত তাদের প্রতি ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করত।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শত্রু অধিকৃত শহরে ও গ্রামে জাপ-বিরোধী আন্দোলন বিস্তৃত ও জোরদার হয়। "গ্রাম-তল্লাশী" অভিযানের তথাকথিত

কেন্দ্র কিয়াংসুর বহুলাংশেও বড় আকারে কৃষকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ সুরু হয়। য়ুহু শহর চাউল বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত, সেখানে এক লক্ষের মত বভুক্ষুদের দাঙ্গাহাঙ্গামার দৃশ্য দেখা গেল। সিঙতাও, তাইউয়ান, তিয়েনসিন, পিকিং ও অন্যান্য শহরের অনশনে মৃতপ্রায় লোকজন উত্তর চীনের খাদ্যভাণ্ডারে জোর করে ঢুকে পড়ে, এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি অঞ্চলের সন্নিহিত শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে, জনসাধারণ, খাজনাহ্রাস ও সুদের হার হ্রাসের সংগ্রাম করা ছাড়াও, শত্রু-অবস্থান ও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এবং মধ্য চীনে সাধারণ লোকের সম্পত্তি রক্ষার্থে ও সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য গোপন সংগঠন তৈরী করে। শত্রু-অধিকৃত মধ্যচীনের কেন্দ্র শাংহাইতে জনসংখ্যার অর্ধেকের উপর বেকারে পরিণত হয়। রিক্সা চালকরা হরতাল করে, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা ক্লাশ নেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা কাজের গতি হ্রাস করে বা কাজ বন্ধ করে। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে রেলের শ্রমিকদের কাজ হল "কাজের মাত্রা হ্রাস করা", ধ্বংসাত্মক কাজ করা, বা গোপনে রেলের যন্ত্রপাতি সরিয়ে দেওয়া।

১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল নাৎসী জার্মানীর উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য চীনাদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রয়াসের সপক্ষে উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সুরু হবার পরে জাপ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জাপ-বিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয় জাপানী শাসন ও তাদের দালালদের শাসন ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় আসে। এই অবস্থায়, শাণ্টুং, শানসী-চাহার-হোপেই এবং শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান প্রভৃতি উত্তর চীনের সমগ্র শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুক্তাঞ্চলে ধারাবাহিক-ভাবে আংশিক প্রতি-আক্রমণ অব্যাহত থাকে; সমস্ত মধ্য চীনের উত্তর কিয়াংসু, দক্ষিণ কিয়াংসু, হুয়াইপেই এবং হুপে-হোনান-আনহোয়েই অঞ্চলে সমস্ত মধ্যচীনে এবং দক্ষিণ চীনে তুঙকিয়াং নদী অঞ্চলে ও হাইনান দ্বীপে একইভাবে প্রতি-আক্রমণ চলতে থাকে।

১৯৪৪ সালে একমাত্র শাণ্টুং অঞ্চলেই ৩৬০০০ শত্রুসৈন্য ও তার তাঁবেদার বাহিনীকে অকেজো করে দেওয়া হয়, ১০.০০০ তাঁবেদার বাহিনীর সৈন্যকে স্বপক্ষে টেনে আনা হয়, ৮টি কাউন্টি শহর এবং ১১৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ জায়গা পুনরুদ্ধার করা হয় এবং ৭,৪০০,০০০ লোকের মুক্তিসাধন সম্ভব হয়।

একই বছরে শানসী-হোপেই-শাণ্টুং হোনান অঞ্চলে এক হাজারেরও বেশী শত্রু-দুর্গ অধিকার করা হয়, আটটি কাউন্টি শহর এবং পঞ্চাশ লক্ষ লোকসহ ২০০০,০০০ এর ও বেশী বর্গ কি. মি. অঞ্চল মুক্ত করা হয়।

শানসী-চাহার-হোপেই অঞ্চলে ১৫০০ শত্রু-দুর্গ, চব্বিশটি কাউন্টি শহর সাময়িক-ভাবে উদ্ধার করা হয়। শীহেচিয়াচুয়াঙ এবং পাওতিঙ অত্যল্পকালের মধ্যে দুবার মুক্ত করা হয়। মধ্য হোপেই বিস্তীর্ণ সমতল ভূ-খণ্ড সহ, পেইয়ুয়া অঞ্চলে প্রথম সারির কাঠ দিয়ে তৈরী অবরোধকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

শানসী-সুইউয়ান অঞ্চলে ৯৭,০০০ বর্গ কি.মি. পরিমাণ ভূ-খণ্ড সহ, ৩,৭০,০০০ লোককে মুক্ত করা হয় এবং এভাবে পীত নদী বরাবর আত্ম-রক্ষামূলক-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হয়।

আংশিক প্রতি-আক্রমণের ফলে মধ্য চীনে মুক্তাঞ্চলের আয়তন বেড়ে যায়। উত্তর এবং মধ্য কিয়াংসু এলাকায় ইয়াংসী নদী বরাবর সিনশেঙ, চাঙহুয়াঙ, সিঙখেঙ বন্দর এবং পীত-সাগর উপকুলস্থ চেঙচিয়া পোতাশ্রয় অধিকৃত হয়। ফুনিং অধিকারের সঙ্গে

সঙ্গে উত্তর ও মধ্য কিয়াংসু এলাকা এক হয়ে যায়। দক্ষিণ কিয়াংসু এলাকা, চাঙসিঙ, লিইয়াঙ এবং লিশুই একের পর এক অধিকৃত হয় এবং বিচ্ছিন্ন গেরিলা ঘাঁটি এলাকাগুলি একত্র হয়ে বড় ঘাঁটি এলাকায় পরিণত হয়। মধ্য আনহোয়েই এলাকা পূর্বে কিয়াংসু সীমান্ত এবং পশ্চিমে হুপে সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হুপে-হোনান-হুনান-কিয়াংসী সীমান্ত অঞ্চলের অধীনে ৯,০০০,০০০ জনসংখ্যা সহ তিন লক্ষ বর্গ কি. মি. পরিমাণ এলাকা চলে আসে।

দক্ষিণ চীন মুক্তাঞ্চলও বিস্তৃত হয়। তুঙ কিয়াঙ নদী এলাকা পূর্বে হুইইয়াঙ, এবং পশ্চিমে শানসুই ও সিনহুই পর্যন্ত, উত্তরে সেঙচেঙ এবং দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ক্যান্টন এবং হংকংয়ে অবস্থিত শত্রু এর ফলে প্রত্যক্ষভাবে বিপদগ্রস্ত হয়। হাইনানে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী অদম্য গেরিলা তৎপরতা চালায় এবং দ্বীপের গ্রামীণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

১৯৪৪ সালে অষ্টম রুট আর্মি এবং নয়া চতুর্থ বাহিনী এবং দক্ষিণ চীন জাপ-বিরোধী সৈন্যকলাম শত্রু ও তার তাঁবেদার বাহিনীকে বিশ হাজারেরও বেশী খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে, দুলাখ ষাট হাজারেরও বেশী সৈন্য হতাহত করে এবং ষাট হাজারেরও উপর সৈন্য বন্দী করে, ত্রিশ হাজার তাঁবেদার বাহিনীর সৈন্যকে স্বপক্ষে নিয়ে আসে, ষোলটি কাউন্টি শহরসহ পাঁচ হাজার শত্রু-দুর্গ অধিকার করে, আশি হাজার বর্গ কি.মি. ভূ-ভাগ পুনরুদ্ধার করে এবং এক কোটি বার লক্ষ লোক শত্রুকবল মুক্ত হয়।

২। চীনা আমলাতান্ত্রিক (Bureaucrat) পুঁজিবাদের কলুষ প্রতিক্রিয়াশীল শাসন। তৃতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভ্যুত্থান ব্যহত। সমগ্র দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার। চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ।

এদিকে যখন মুক্তাঞ্চলগুলিতে পুনর্বাসন ও বিকাশের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু কুয়োমিন্টাং অধিকৃত অঞ্চলে গভীর সঙ্কট দেখা যাচ্ছে।

আধা-ঔপনিবেশিক চীন আর্থিক দিক থেকে ছিল অনগ্রসর। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলির চেয়ে অনেক বেশী অনগ্রসর ছিল। প্রতিরোধ যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপকূলস্থ প্রদেশগুলির শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি একের পর এক যুদ্ধাঞ্চল থেকে আরও অভ্যন্তরে সরিয়ে আনা হয়। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এইভাবে চলে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সরিয়ে আনা ছাড়াও যুদ্ধাঞ্চল হতে দূরে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে বহু নতুন ফ্যাক্টরী গঠন করা হয়। অধিকাংশ ফ্যাক্টরীই হয়ে ছিল ছেচুয়ানে এবং বাকীগুলি ছিল হোনান, শেনসী, কোয়াঙসী, ইয়েনান ও অন্যান্য প্রদেশে। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম চীনের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ জনসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে ছিল সমৃদ্ধ। আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে এই সম্পদগুলির পরিপূর্ণ ব্যবহারের পরিবর্তে কুয়োমিন্টাংয়ের কট্টোর প্রতিক্রিয়াশীলরা সেই সম্পদ যেমন খুশী লুণ্ঠন করে এবং চীনের "চারটি বৃহৎ পরিবার" তাদের নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সঙ্কটের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।

চীনা আমলাতান্ত্রিক (Bureaucrat) পুঁজিবাদের প্রতিনিধিত্বকারী "চারটি বৃহৎ পরিবার" প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় অতি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। জাপ-প্রতিরোধের অছিলায় আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীরা বাধ্য-বাধকভাবে অতিরিক্ত আর্থিক মাসুল

আদায় যারা বর্বর শোষণ মারফৎ নিজেদের জন্য বিরাট সম্পদ সঞ্চয় করে এবং সমগ্র দেশে সবরকম আর্থিক ক্রিয়াকলাপকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণাধিকারে নিয়ে আসে।

চারটি সরকারী ব্যাঙ্কের যুক্ত বোর্ড কুয়োমিন্টাং সরকারের রাজস্ব আদায়ের একচেটিয়া যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। জোরপূর্বক আদায় ও একচেটিয়াকরণের মাধ্যম হিসাবে এই বোর্ড তথাকথিত "জাতীয় মুদ্রা" ব্যবহার করে। প্রতিরোধ-যুদ্ধের আমলে কুয়োমিন্টাং সরকার যে পরিমাণ জাতীয় মুদ্রা বাজারে ছাড়ে তার মোট পরিমাণ ছিল সি. এন. ১০,৩১৮,০০০ মিলিয়ন ডলার। জনসাধারণকে বিষয়সম্পত্তির বিনিময়ে অর্থহীন মুদ্রারূপী কাগজ নিতে বাধ্য করা হত। "জাতীয় মুদ্রার" মাধ্যমে চীনের "চারটি বৃহৎ পরিবার চীনা জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে ও চীনের রাজস্বের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

যুদ্ধের সময় "চারটি বৃহৎ পরিবার" রাজস্বের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণকে একচেটিয়া ব্যবসা-নিয়ন্ত্রণে রূপ দেয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চারটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের প্রধান ব্যবসাই ছিল ফাটকা খেলা। ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত মোট ঋণের পরিমাণ থেকে, সিংহভাগ চলে যেত ব্যবসার ফাটকা বাজারে অথচ শিল্প বা খনি অঞ্চলে মঞ্জুরীকৃত অর্থের (ঋণের) পরিমাণ অতি সামান্যই হত। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ফ্যাক্টরী এবং খনিজ-উৎপাদনে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯.৭ শতাংশ এবং বাকী ৮০.৩ শতাংশ ঋণ দেওয়া হত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। ব্যবসা একচেটিয়াকরণের সরকারী যন্ত্র হিসাবে "চারটি বৃহৎ পরিবার" "ট্রেড কমিটি" নামে একটি সংস্থা সংগঠিত করে। এ ছাড়া, বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাও তারা অর্জন করে। তুলা, তুলাজাত সুতা, বস্ত্র, নুন, চিনি, সিগারেট, দেশলাই প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার এবং কাঁচা রেশম, চা, তুঙ অয়েল, শুয়ারের লোম, খনিজ প্রভৃতি রপ্তানী যোগ্য দ্রব্যাদি কেনা বেচার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত এই "চারটি বৃহৎ পরিবার"। কম দামে কিনে বেশী দামে বেচে তারা কৃষক, হস্ত-চালিত শিল্প-মালিক ও শিল্পপতিদের শোষণ করত এবং সমগ্র দেশের ক্রেতাদের নিষ্পেষণ করত।

শিল্প এবং খনি নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে এই "চারটি বৃহৎ পরিবার" শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এই কমিশনের কাজের পদ্ধতি ছিল সরকারী কর্মচারীদের পরিচালনার আওতায় এনে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়মিত সরকারী আর্থিক সাহায্য দেওয়া এবং সাধারণ নাগরিকের মালিকানায় যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সেগুলিকে সরকারী পরিচালন ব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণ। যে সমস্ত শিল্প নাম মাত্র জাতীয় সম্পদ কমিশন এবং সামরিক উপকরণের প্রশাসন অফিসের প্রশাসনের আওতায় আসত, সে সব শিল্পের প্রকৃত মালিক ছিল "চারটি বৃহৎ পরিবার"। কুয়োমিন্টাং অঞ্চলে মোট আর্থিক তুলনায় জাতীয় সম্পদ কমিশন নিয়ন্ত্রিত গুরু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৫ সালে উৎপাদনের আনুপাতিক হার : কয়লা, ১১.৯ শতাংশ ; বিদ্যুৎ, ৩৫.৯ শতাংশ ; ঢালাই না করা লৌহপিণ্ড, ৪৬.৫ শতাংশ ; ইস্পাত, ৫৬ শতাংশ ; এবং পেট্রোল, কেরোসিন, লৌহখনি, অ্যাণ্টিমনি ও টিন প্রতি ১০০ শতাংশ। আমলাতান্ত্রিক পুঁজির লগ্নি ছিল ৭০ শতাংশ "চারটি বহিৎ পরিবারের" শিল্প-মালিকানার (একচেটিয়া) ফলে দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের কণ্ঠ রোধ হয়েছিল।

কৃষির ক্ষেত্রে "চারটি বৃহৎ পরিবার ছিল" দেশের সবচেয়ে বড় জমিদার।

শোষণের বর্বরতম পদ্ধতি ছিল ফসল নিয়ে জমির কর আদায় করা। এক ছেচুয়ানেই কৃষি-উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী জমির কর বাবদ দিতে হত। এ করের সম্পূর্ণ বোঝা কৃষকদের কাঁধেই ন্যস্ত ছিল। "চারটি বৃহৎ পরিবার" নিয়ন্ত্রিত ফার্মার্স ব্যাঙ্ক অফ চায়না প্রাচীনকালের কুশীদজীবীদের স্থান নিয়েছিল। কৃষকদের এক বছরের মেয়াদে টাকা ধার দেওয়া হত এবং কৃষকদের নিষ্ফলার সময়ে ও খাদ্যশস্য চড়া দামে বিক্রয়ের মরসুমে ঋণের টাকা নিতে বাধ্য করা হত এবং খাদ্যশস্য ফলনের পর, যখন তার দাম পড়ে যেত, তখন ঐ ঋণের টাকা কৃষকদের শোধ করতে হত। এভাবে কৃষকরা দুরকম উপায়ে শোষিত হত। এ ছাড়া, ঐ ঋণ কুশীদজীবীদের মাধ্যমে কৃষকদের দেওয়া হত এবং তাতে কৃষকদের উপর শোষণ জনিত তীব্রতার মাত্রা বেড়ে যেত। এই ভাবে ফার্মার্স ব্যাঙ্ক দুটি অপরাধমূলক কাজ করত: সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে লালন করা ও কৃষকদের রক্ত মোক্ষণ করা।

আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিরা যুদ্ধের সময় জাতীয় অর্থনীতির একচেটিয়া অধিকার লাভ ও বিরাট সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টা মারফৎ চীনের উৎপাদনের উদ্যোগ নষ্ট করে দেয়। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পচন ধরে। এই কারণেই কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের একনায়কত্ব কায়েম রাখা ও জাপানের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করার কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ কর্মপন্থা চালু রাখার জন্য কুয়োমিন্টাং ফ্যাসিস্ত শাসন তীব্র আকার ধারণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটি (C. C. Clique) চক্র এবং জাতীয় পুনরভ্যুদয় সমিতি (Soceity National Revival) ছিল ফ্যাসিস্ত একনায়ক শাসনের স্তম্ভস্বরূপ এবং এদের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারার প্রচেষ্টা চলে। কমিউনিস্ট পার্টি, পার্টি নেতৃত্বে পরিচালিত জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী, দেশভক্ত গণতন্ত্র সমর্থক, এবং কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত চিয়াঙ কাই-শেক চক্র বিরোধী দলের বিরুদ্ধে দমন-নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটি চক্র ও জাতীয় পুনরভ্যুদয় সমিতি বিশেষ শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করে। এদের প্রথম কাজ ছিল কুয়োমিন্টাং অঞ্চলে গোপনে কমিউনিস্ট এবং প্রগতিবাদীদের হত্যা করা ও কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয় কাজ ছিল, শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে এবং ঘাঁটি এলাকায় সকলের অলক্ষে ভিতরে প্রবেশ করে শত্রুসৈন্যের পিছনে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে হয় ও গুপ্তচরবৃত্তি করতে হয়, সে সম্বন্ধে বৃহৎ সংখ্যায় গুপ্তচরদের শিক্ষা দেওয়া। তৃতীয় কাজ, জাপানী ও তাদের তাঁবেদার বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সংগঠন ও জাপ-বিরোধী বাহিনীকে খতম করা।

১৯৪৩ সালে, ফ্যাসী-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত জয়লাভের দিকে অগ্রসর তখন কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা গণবাহিনী দমন-প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাপ-আক্রমণ-কারীদের পরাজয় বরণ করার ফসল তুলতে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান সুরু করে। অভিযানের পূর্বে চিয়াঙ কাই-শেক জনমত সংগ্রহের জন্য আদর্শের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করে।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে চিয়াঙ কাই-শেক কর্তৃক প্রকাশিত "চীনের ভাগ্য" (China's Destiny) নামক এক কুখ্যাত গ্রন্থে তিনি দুই বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট

পার্টি ও সমস্ত বিপ্লবী শক্তি ধ্বংস করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, কমিণ্টার্নের ভেঙ্গে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে চিয়াঙ কাই-শেক কুয়োমিন্টাং অধিকৃত অঞ্চলের গুপ্তচরদের "গণ সংগঠনের" আবরণে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী তুলতে হুকুম দেন।

১৯৪৩ সালের জুনমাসে চিয়াঙ কাই-শেক পীত নদীর উপকূলস্থ কুয়োমিন্টাং দুর্গবাহিনীর সৈন্যদের শেনসী কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ জারী করেন। সেনাবাহিনী ৭ই জুলাই তারিখে ঐ অঞ্চলে গোলাবর্ষণ সুরু করে এবং নয়টি বিভিন্ন রুটে বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করে ইয়েনান অধিকার করার পরিকল্পনা করে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যথা সময়ে পীত নদীর উপ-কূলস্থ দুর্গবাহিনীর সেনাদের সরিয়ে নেওয়া, এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে ভেঙ্গে দেওয়ার চিয়াঙ পরিকল্পনার মুখোস খুলে দেয় এবং সমগ্র দেশকে শান্তি রক্ষা ও গৃহ-যুদ্ধ বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে একটি সার্কুলার টেলিগ্রাম প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে সেনাদল, সীমান্ত এলাকা ও মুক্তাঞ্চলের লোকজন সভা ও প্রতিবাদ মিছিল করে ও প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি সুরু করে দেয়। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি কুয়ো-মিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপের মুখোস খুলে দিয়ে তাদের পরিকল্পনা ব্যাহত করে এবং তাদের প্রতি-বিপ্লবী কর্মপন্থার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম সুরু করে এবং যেহেতু সমগ্র দেশের জনসাধারণ তাদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করে, সেহেতু কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা কমিউনিস্ট-বিরোধী তৃতীয় অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

ইয়োরোপীয় রণাঙ্গনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনীর বিজয়ের ফলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণক্ষেত্রে আংশিক সেনাবাহিনী সরিয়ে এনে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সুরু করে। সাফল্যজনক প্রতি-আক্রমণের ফলে আক্রমণকারীদের অসুবিধা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায়, চীনা জনগণ মুক্তাঞ্চল থেকে আক্রমণ আরম্ভ করে। সুতরাং জাপানীরা পিকিং থেকে ক্যাণ্টন ও নানকিং পর্যন্ত স্থলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা করার এক পরিকল্পনা করে এবং এই পরিকল্পনার ফলে চীনের প্রধান ভূ-খণ্ডস্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়া সেনাবাহিনীর সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। এর ফলে চীনে তাদের সামরিক তৎপরতা চালানোও সুগম হয়। ১৯৪৪ সালে জাপানীরা কুয়োমিন্টাং অঞ্চলে আক্রমণাত্মক অভিযান চালায় এবং এই অভিযান হোনান-হুনান-কোয়াংসী অভিযান নামে খ্যাত হয়।

১৯৪৪ সালের মার্চ-মাসে জাপ-বাহিনী হোনানে কুয়োমিন্টাং সেনাদলকে আক্রমণ করে। মে মাসে জাপ-বাহিনী উত্তর হোনানের দিকে এবং আগস্ট মাসে দক্ষিণ হোনানে অগ্রসর হয়ে ২রা ডিসেম্বর কোয়েইচাও প্রদেশস্থ তুশাপ কাউন্টি অধিকার করে। আট মাসের মধ্যে জাপ-আক্রমণকারীরা, হোনান, হুনান, কোয়াংসী, কোয়াংটুং এবং ফুকিয়েন প্রদেশের বহুলাংশ এবং কোয়েইচাওয়ের খানিক অংশ দখল করে, এবং এইভাবে উত্তর-পূর্ব চীন থেকে ইন্দোচীন পর্যন্ত স্থলভাগের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। কুয়োমিন্টাং বাহিনীর পাঁচ লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হয়, ছোট বড় ১৪৬ টি শহর জাপ-অধিকৃত হয় এবং ছয় কোটির মত জনসংখ্যা শত্রুর কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ে চীনের জনগণের দুর্দশার আর অন্ত রইল না। কুয়োমিণ্টাং

প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত কর্মপন্থার অবশ্যাম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে সর্বপ্রকার আবিলতা ও ব্যর্থতা।

সমগ্র দেশের জনগণ কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের অর্থনৈতিক লুণ্ঠন, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং সামরিক পরাজয় বরদাস্ত করতে অপারগ হল; এটা তাদের নিকট পরিষ্কার হল যে প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি ও যুদ্ধাবসানের একমাত্র পথ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং সরকারের আমূলসংস্কার সাধন।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি, লিন পিয়াও, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করার ও দুইদলের মধ্যে অমীমাংসিত প্রশ্নগুলির মীমাংসা করার দাবী জানালেন কুয়োমিন্টাংয়ের নিকট। অমীমাংসিত প্রশ্নগুলি ছিল জাপ-বিরোধী সেনাবাহিনী ও জাপ-বিরোধী ঘাঁটিগুলির বৈধ মর্যাদার স্বীকৃতি। কুয়োমিন্টাং রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা করতে অস্বীকার করে শুধু তাই নয়, তারা অষ্টম রুট আর্মি এবং নয়া ৪র্থ সেনাবাহিনীর তিন চতুর্থাংশ ভেঙ্গে দেওয়া এবং শত্রুবাহিনীর পশ্চাতে অবস্থিত জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার উচ্ছেদ সাধনের প্রয়াস করে। কট্টোর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যতার ফলে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কুয়োমিন্টাং কর্তৃক চুঙকিংয়ে আহূত জাতীয় রাজনৈতিক পরিষদে লিন পো-চু সমস্ত জাপ-বিরোধী দল এবং উপদল, জাপ-বিরোধী সেনাদল, স্থানীয় সরকার এবং গণসংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্র বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি জরুরী সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব করেন; তিনি কুয়োমিন্টাংয়ের একদলীয় একনায়কত্বের অবসান এবং গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠনের দাবী জানান। এই প্রস্তাব দুটি সমগ্র দেশের জনগণের মনে গভীর সাড়া জাগায় এবং লীগ অব দি ডেমোক্রাটিক পলিটিক্যাল গ্রুপ নামক সংস্থার উত্তরাধিকারী, ডেমোক্রাটিক লীগ এবং কুয়োমিন্টাংয়ের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সদস্যদের সমর্থন লাভ করে।

১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গণতান্ত্রিক লীগ তার রাজনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করে। এ সংস্থা অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্মেলন আহ্বান এবং, রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধে সঙ্কট কাটানোর জন্য, সম্মিলিত সরকার গঠনের সপক্ষে দাঁড়ায়। কুয়োমিন্টাংয়ের অন্তর্গত বেশ কিছু গণতন্ত্রের সমর্থক, কট্টোর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের একনায়ক-শাসনে বিক্ষুব্ধ হয়ে, সরকার এবং কুয়োমিন্টাংয়ের গণতন্ত্রীকরণ দাবী করে। তারা নিজেদের অ্যাসোসিয়েশন ফর দি আপহোল্ডারস অব দি থ্রি প্রিন্সিপলস অব দি পিপল নামে একটি সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত হয়।

কুয়োমিণ্টাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আলাপ-আলোচনা শুরু হওয়ার পর, চুংকিং, চেঙতু, কুনমিঙ, এবং অন্যান্য জায়গার স্বদেশভক্ত গণতন্ত্রবাদীরা সর্বসম্মতভাবে গণতন্ত্র, রাজনৈতিক সংস্কার এবং ফ্যাসীবাদের অবসান দাবী করে। ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠনের ডাক কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে দলীয় একনায়কত্ব অবসানকামী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল, জাতীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র এবং সাংবাদিক কতৃক সর্বসম্মতিতে সমর্থিত হয়।

শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত এলাকার এবং শত্রুর অবস্থানের পিছনে ঘাঁটি অঞ্চলের সর্বস্তরের লোক সমস্বরে কুয়োমিন্টাং সরকার ও সেনা বাহিনীর নেতৃত্বের পুনর্গঠন দাবী করে। চুংকিং, চেঙতু এবং কুনমিঙের গণতন্ত্রের সমর্থকরা গণতন্ত্র উন্নয়ন সমিতি নামে এক সংগঠন তৈরী করে, এবং সমাবেশ ও মিছিল সংগঠিত করে। তারা কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকারের আহ্বানকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভ্যুত্থান পর্যায়ে নিয়ে যায়।

চীনা জনগণের এই আন্দোলনে আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন এক বৈদেশিক শক্তি হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জাপান হতে অধিক শক্তিশালী হওয়ায় চীনের বাজারে জাপানের একচেটিয়া অধিকার ব্যাহত করা ও চীনকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করার জন্য চীনে তার আক্রমণাত্মক প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাণ্ড লীজ অ্যাক্টের মাধ্যমে এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অছিলায়, কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। মার্কিন "বিশেষজ্ঞরা" বেশ কিছু সংখ্যায় কুয়োমিন্টাং সরকারে অনুপ্রবেশ করে ; মার্কিন সামরিক অফিসাররা কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান করতে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত সমর উপকরণ সরবরাহ করে ও সামরিক পরিবহণের রাস্তা খুলে দেয়।

চীনা জনগণ গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠনের জন্য আন্দোলন সুরু করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতার ভান করে কুয়োমিন্টাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সালিশী করতে প্রস্তাব দেয় "তৃতীয় পক্ষ" হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে প্যাট্রিক জেঃ হার্লে ইয়েনানে উড়ে যায় ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন ও যুক্ত সুপ্রীম কম্যাণ্ড সম্পর্কে একটি চুক্তি হয়।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মার্কিন সরকার চিয়াঙ-কাই-শেকের পক্ষাবলম্বন করছে। চুংকিং পেঁাছেই হার্লে, ইয়েনানে যে চুক্তি হয়েছে, সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং চিয়াঙ কাই-শেককে জোরাল করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে বলা হল যে হয় সে কুয়োমিন্টাং সামরিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীনে তার সেনাবাহিনীকে রাখবে, নয়ত সে কুয়োমিন্টাং এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তিন জনের এক কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে তার সেনাবাহিনী রাখবে, এবং সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রাধান্য থাকবে। এরই পরিবর্তে চিয়াঙ কাই-শেক কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ সংগঠন হিসাবে স্বীকার করবে এবং কয়েকজন কমিউনিস্টকে কুয়োমিন্টাং সরকারের একজিকিউটিভ ইউয়ানের সভ্য করে নেবে।

এই বিশ্বাসঘাতক পরিকল্পনা সহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিয়াঙ কাই-শেক, অষ্টম রুট আর্মি ও নয়া ৪র্থ বাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া এবং মুক্তাঞ্চলগুলি অধিকার করার মতলবে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত সরকার গঠনের দাবীকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়। কমিউনিস্ট পার্টি এই চুক্তিশর্ত অস্বীকার করলে হার্লে কমিউনিস্ট পার্টিকে ভয় দেখায় এই বলে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিয়াঙ কাই-শেকের সঙ্গেই কেবলমাত্র সহযোগিতা করবে এবং মার্কিন সরকার চীনকে শক্তিপ্রয়োগ করে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে চিয়াঙ কাই-শেককে মদত দেবে। মার্কিন সেনাদলের অধিনায়ক, এ্যালবার্ট সি. ওয়েডমেয়ার তার অধীনস্থ সেনাদলকে কুয়োমিন্টাং সরকারের বাইরে কোন ব্যক্তি বা দলকে

সাহায্য না করার জন্য আদেশ জারী করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কুয়োমিন্টাং সরকারকে বৃহৎ পরিমাণে যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করতে ও কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে থাকে এবং এইভাবে চীনা জনগণকে তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের বিজয়ের ফল থেকে বঞ্চিত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে।

কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের প্রতি মার্কিন নীতি ও কর্মপন্থার পিছনে অসদভিপ্রায়ের কথা সঠিকভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে এই নীতি ও কর্মপন্থা "বর্তমানে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে এবং ভবিষ্যতে বিশ্ব-শান্তির পক্ষে[১] বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াবে"। তিনি এই বলে সতর্ক করেন যে এই নীতি ও কর্মপন্থা কার্যকরী করলে এটা মার্কিন সরকারের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কারণ সেক্ষেত্রে "মার্কিন সরকার লক্ষ লক্ষ জাগ্রত চীনা জনগণ অথবা যে চীনা জনগণ জাগছে তাদের বিরোধিতা করবে।"[২] তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতিও সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে তাদের সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি "তাদের নিজেদেরকে সীমাহীন দুঃখদুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত করবে[৩]," কারণ বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণকারী সরকার তাদের দেশের জনগণকেও নিশ্চয়ই কঠোরভাবে দাবিয়ে রাখার পন্থা গ্রহণ করবে।

৩। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মৌলিক কর্মপন্থা ও যুদ্ধের পরবর্তীকালে করণীয় মৌলিক কাজ সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত নীতি।

১৯৪৫ সালে ২৩শে এপ্রিল ইয়েনানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হয় এবং সেখানে ১,২১০,০০০ পার্টি সভ্যের ৫৪৪ জন প্রতিনিধি ও ২০৮ জন বিকল্প প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। ঐ কংগ্রেস অধিবেশনে কমরেড মাও সে-তুঙ "সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (On Coalition Government) এক রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন।

কমরেড মাও সে-তুঙ বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা করে রিপোর্ট সুরু করেন। তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও, ফ্যাসী-বিরোধী জনগণ এবং অবশিষ্ট ফ্যাসীবাদী শক্তির মধ্যে, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় শোষণের মধ্যে আরও সংগ্রাম হবে। দুটি লাইনের মধ্যে এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে দুটি সম্ভাবনার যে লড়াই চলছে, সে সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পার্টির সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচী নিম্নরূপ স্থির করে: "...জাপ-আক্রমণকারীদের পরাস্ত করার জন্য সাহসের সঙ্গে জনগণকে কাজে উদ্দীপিত এবং গণ-বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে, সমগ্র জনগণকে মুক্ত করতে হবে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নতুন গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তুলতে হবে।"[৪] চীন দেশ চীনা জনগণের, প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। চীনা জনগণই চীনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে। কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তব্যের উপসংহারে কমরেড মাও সে-তুঙ নির্ভীকভাবে ও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে নির্দেশ করেন যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদ, এ দুটি পর্বত চীনা জনগণের উপর অনড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চীনা সমাজের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে, কিন্তু এই

পর্বতপ্রমাণ বোঝা নিশ্চয়ই দূর করা যায় যদি চীনের ব্যাপক জনগণ কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলিত ভাবে চেষ্টা করে।

প্রথম, অগ্রগামী অংশের নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত সাধন করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে সুসজ্জিত হয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনাজনগণের মধ্যে কাজ করার এক নতুন রীতি নিয়ে এসেছে এবং সে কার্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তত্ত্ব ও কর্মের সমন্বয় সাধন, ব্যাপক জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং আত্ম-সমালোচনার প্রচলন। এই রীতির উপর নির্ভর করেই পার্টি বেড়ে উঠেছে, এগিয়েছে এবং বিরাট রাজনৈতিক সংগ্রামে ঐক্য অর্জন করেছে। এই রীতিই হচ্ছে বড় রকমের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য দলগুলি থেকে কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার দলীয় ঐক্য এবং সমগ্র দেশের জনগণের সঙ্গে তার সংহতি এবং অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা যেখানে বিরাজ করছে সেখানে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিশ্চয়ই সম্ভব। কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে বলেছেন :

> এটা প্রত্যেক কমরেডের নিকট পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত যে কোন শত্রু আমাদের উৎসাদন করতে পারে না কিন্তু আমরা শত্রুকে নির্মূল করতে পারি এবং, যতদিন আমরা জনগণের অফুরান সৃষ্টিশীল ক্ষমতার উপর আস্থা রাখব তাদের ওপর বিশ্বাস রাখব এবং তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাব ততদিন যে কোন অসুবিধা আমরা অতিক্রম করতে পারব[৫]।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সফলতা লাভ করার জন্য দেশের আপামর জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার সাধারণ ও নির্দিষ্ট পার্টি কর্মসূচীকে রিপোর্টে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা আছে। সাধারণ কর্মসূচী হল জাপ-আক্রমণকারীদের পরাজয়ের পর নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করা। এই সমাজে, প্রলেতারিয়েত নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এবং সমবায় সহ প্রলেতারীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব হবে সমাজতন্ত্রের উপাদান। ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য গতি চীনে সমাজতন্ত্র কায়েম করার দিকে নিয়ে যাবে।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কর্মসূচীতে বলা হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অন্তর্গত রয়েছে জাপ-আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজিত করা, গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন ; জনগণের নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করা ; জাতীয় ঐক্য কার্যে পরিণত করা। গণফৌজ গঠন করা ; কৃষি-সংস্কার সাধন ; আধুনিক শিল্পের বিকাশ সাধন ; জনগণের সংস্কৃতির উন্নতিসাধন ; চীনের সমস্ত জাতিগুলির সমতা অর্জন ; এবং স্বাধীন শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ।

কিন্তু, কুয়োমিন্টাংয়ের একদলীয় একনায়কত্বের উচ্ছেদসাধন ও গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন ব্যতিরেকে, এসব কর্মপন্থা কার্যকরী করা যেতে পারে না।

কুয়োমিন্টাংয়ের একদলীয় একনায়কত্ব হচ্ছে বড় জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব। এই একনায়কত্বের ফলে চীনের জাতীয় ঐক্যে বিভেদ ঘটেছে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধে কুয়োমিন্টাং-এর পরাজয় ঘটেছে এবং গৃহযুদ্ধের এটাই মূল কারণ। সুতরাং পুরোপুরি এটারও উচ্ছেদসাধন চীনা জনগণের দাবী হয়ে উঠেছিল। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র, জনসাধারণের এই দাবী প্রতিরোধার্থে তথাকথিত "জাতীয় সভা" ডেকে, "জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার" অছিলায় নতুন "সংবিধান" গঠন

করার চেষ্টায় আছে, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কায়েম রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নিকট "ফিরিয়ে" নেওয়ার ফিকিরই খুঁজছে। এই কর্মপন্থা হচ্ছে অনৈক্যের পথ, গৃহযুদ্ধের পথ, এটা ফাঁসের দড়ি যা দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা পরিশেষে নিজেদের গলায় ফাঁস দেবে। মাও সে-তুঙের কথায়, "তারা নিজেদের গলায় ফাঁসের দড়ি পরছে, এ দড়ি আর কখনও আলগা হবে না এবং এই ফাঁসের দড়িকেই "জাতীয় সভা" বলা হচ্ছে।"[৬]

"মুক্তাঞ্চলের রণাঙ্গন" এই শিরোনামা দিয়ে কমরেড চু তে কংগ্রেসে সামরিক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে সবিস্তারে প্রকাশ করা হয়েছে গণ-বাহিনীর সাফল্যজনক সামরিক কর্মপন্থা, জনযুদ্ধ এবং, বিপ্লবী যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পার্টি ১৭ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও কমরেড মাও সে-তুঙের সামরিক তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী যুদ্ধ। এই কর্মপন্থা কার্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এই রিপোর্টে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সৈন্যবাহিনী গঠনের নীতি; সৈন্যসংগ্রহ; তত্ত্বাবধান সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব ও শিক্ষাদান; যুদ্ধ চালানো; সেনাবাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম; সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ ও তার সাজসজ্জা; স্থানীয় সেনাদল অথবা মিলিশিয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংযোগরক্ষা; এবং তাঁবেদার বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া। জনযুদ্ধের সামরিক কর্মপন্থা কার্যে পরিণত করার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি বিশাল মুক্ত এলাকা বরাবর রণাঙ্গন খুলতে সমর্থ হয়েছে, জাপ-বিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করেছে, জাপানের আক্রমণাত্মক রণকৌশলকে রুখতে পেরেছে, শত্রুর প্রধান বাহিনী ও তার তাঁবেদার সৈন্যদলের আক্রমণের চাপ সহ্য করেছে, এবং জাপ-বিরোধী যুদ্ধে মুক্ত এলাকাগুলিকে প্রতিরোধ যুদ্ধের ভার কেন্দ্র হিসাবে তৈরী করেছে।

এই কংগ্রেসে লিউ শাও-চি পার্টি সংবিধান সংশোধনের উপর রিপোর্ট পেশ করেন এবং পরবর্তীকালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়।

নতুন সংবিধানে গণ কর্মপন্থাকে পার্টির মৌলিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মপন্থা হিসাবে জোর-দেওয়া হয়। এতে বলা হয়, পার্টির সংগঠন ও কাজকে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করতেই হবে। গণ-কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করতে নতুন সংবিধান কতগুলি মৌলিক নীতির উপর জোর দেয়, যেমন, জনগণের সপক্ষে প্রতিটি কাজ করা উচিত, তাদের উপর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করা উচিত, তাদের স্ব-মুক্তির উপর আস্থা থাকা উচিত এবং তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী অংশের এইগুলি মৌলিক নীতি। এই নীতিগুলি পার্টিকে মতান্ধতা জনিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী যা অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করতে বাধ্য করে।

শেষ পর্যন্ত, কমরেড মাও সে-তুঙকে প্রধান করে সপ্তম কংগ্রেস নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত করে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পর, গণমুক্তি ফৌজ প্রতি-আক্রমণ দ্বারা জাপ-অধিকৃত সহরাঞ্চলে এবং তাদের ক্ষীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বরাবর জাপ-আক্রমণকারীকে সংযত রাখতে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে।

৪। প্রতি-আক্রমণের প্রধান শক্তি হিসাবে জনগণের মুক্ত এলাকাগুলি। চীন-সোভিয়েত বন্ধুত্বপূর্ণ ও মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর।

আংশিক প্রতি-আক্রমণের সময়, মুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ হয়, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল হ্রাস পায় এবং গণ-বাহিনী শক্তিশালী হয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলে গণ-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৯,১০,০০০ দাঁড়ায়, মিলিশিয়ার সংখ্যা বাইশ লক্ষে পৌঁছায় এবং আত্ম-রক্ষা বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হয় এক কোটি। মুক্তাঞ্চল স্থাপিত হয় উনিশটি—৯,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমাণ জায়গা, এবং জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৯৫,৫০০,০০০।

১৯টি মুক্তাঞ্চল ঃ শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া অঞ্চল, শানসী-চাহার-হোপেই অঞ্চল, শানসী-হোপেই-হোনান অঞ্চল, হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চল, শানসী-সুইয়ুয়ান অঞ্চল, হোপেই-জেহল লিয়াওনিঙ অঞ্চল, শাণ্টুং অঞ্চল, উত্তর কিয়াংসু অঞ্চল, মধ্য কিয়াংসু অঞ্চল, কিয়াংসু-চেকিয়াঙ-আনহোয়েই অঞ্চল, পূর্ব চেকিয়াঙ অঞ্চল, হুয়াইপেই অঞ্চল (হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চল), হুয়াইনান অঞ্চল (হুয়াই নদীর দক্ষিণাঞ্চল), মধ্য আনহোয়েই অঞ্চল, হোনান অঞ্চল, হুপে হোনান আনহোয়েই অঞ্চল, হুনান-হুপে অঞ্চল। তুঙ কিয়াঙ নদী অঞ্চল এবং হাইনান দ্বীপ অঞ্চল। মুক্তাঞ্চলগুলি রণকৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অধিকার করে। জাপানী অধিকৃত বড় বড় শহরের অধিকাংশ যোগাযোগ লাইন এবং উপকূলবর্তী লাইনগুলি গণ-বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

সারা প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সামরিক কমিশনের আবাসস্থল। এ অঞ্চলটি এবং রাজধানী ইয়েনান ছিল চীনা জনগণের জাপ-বিরোধী সেনাদলের সাধারণ পশ্চাদংশীয় অবস্থানভূমি, আর শত্রুর পশ্চদ্ভাগের ঘাঁটিগুলির ও সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের রাজনৈতিক কেন্দ্র। এই ইয়েনান থেকেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমরেড মাও সে-তুঙ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে নির্দেশ রচনা করতেন এবং ঐ নির্দেশই চীনা জনগণকে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে পরিচালিত করত।

উত্তর চীনে রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল শানসী-চাহার-হোপেই, শানসী-হোপেই-হোনান, হোপেই-শাণ্টুং-হোনান, শানসী-সুইয়ুয়ান, হোপেই-জেহল-লিয়াওনিঙ, এবং শাণ্টুং। পূর্বে পো হাই-উপসাগর এবং পীতসাগর, পশ্চিমে পীতনদী, দক্ষিণে লুঙহাই রেলপথ, এবং উত্তরে পাও তাও, তলুন ও চিনচাও শহর পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। পিকিং সুইয়ুয়ান, পিকিং-হ্যাঙ্কাও, তাতুঙ-পুচাও, চেঙতিঙ-তাইউয়ান, পিকিং-লিয়াওনিঙ রেলপথগুলিকে এই অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হত এবং পিকিং, তিয়েনসিন শিচিয়াচুয়াঙ, পাওতিঙ, তাতুঙ, তাইউয়ান, চ্যাঙচিয়াকো, এবং চেঙতে প্রভৃতি শত্রুর সুদৃঢ় অবস্থানগুলির বিপদ স্বরূপ ছিল।

মধ্য চীনে মুক্তাঞ্চলগুলির অন্তর্গত রণকৌশলগত দশটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল ঃ উত্তর কিয়াংসু, মধ্য কিয়াংসু, কিয়াংসু-চেকিয়াঙ-আনহোয়েই, পূর্ব চেকিয়াঙ, হুয়াপেই, হুয়াইনান, মধ্য আনহোয়েই, হোনান, হুপে-হোনান-আনহোয়েই, এবং হুনান-হুপে। এ অঞ্চলগুলির উপর দিয়ে চলে গিয়েছে ইয়াংসী, হুয়াই, হান, এবং পীত প্রভৃতি নদী,

সামনে ছিল পূর্বের সাগর, পশ্চিমে উতাও পর্বতমালা এ অঞ্চলগুলির সীমানা বরাবর চলে গেছে, দক্ষিণে চেকিয়াঙ ও কিয়াংসী পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং উত্তরে লুঙহাই রেলপথ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এই অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিয়াংসুর অধিকাংশ জায়গা, আনহোয়েই এবং হুপের বৃহৎ অংশ, হোনান এবং চেকিয়াঙের খানিকটা অংশ, এবং হুনানের সামান্য অংশ। নানকিং, শাংহাই, য়ুহান, সুচাও এবং হ্যাঙচাও প্রভৃতি শত্রু অধিকৃত সুরক্ষিত জায়গাগুলি এর ফলে বিপদের সম্মুখীন ছিল। এবং উপরিউক্ত অঞ্চলগুলি তিয়েনসিন-পুকাও রেলপথ, পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং হোয়াইনান রেলপথ এবং এই অঞ্চলগুলির অন্তর্ভুক্ত স্থলপথ ও জলপথের পরিবহণকে নিয়ন্ত্রণ করত।

দক্ষিণ চীনে মুক্তাঞ্চলগুলির মধ্যে ছিল তুঙকিয়াঙ নদী এবং হাইনান দ্বীপ অঞ্চল। তুঙকিয়াঙ নদী অঞ্চল শত্রু অধিকৃত ক্যাণ্টন, হংকং, ক্যাণ্টন-কাউলুন রেলপথ এবং ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কাও রেলপথের দক্ষিণ অংশের বিপদের কারণ হয়েছিল। হাইনান দ্বীপ অঞ্চল ভিয়েতনাম, মালয়, ডাচ বোর্নিও এবং ফিলিপিন অঞ্চলে যাওয়ার শত্রুর প্রধান যোগাযোগ রাস্তাকে বিপন্ন করেছিল।

"সম্মিলিত সরকার প্রসঙ্গে" তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ বলেন ঃ

> মুক্তাঞ্চলগুলিতে জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মপন্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয়েছে, এবং কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী দলগুলির ও কোন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক হীন এমন ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত সরকার অর্থাৎ স্থানীয় সম্মিলিত সরকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে বা হচ্চে। মুক্তাঞ্চলগুলিতে সমস্ত জনগণকে সামিল করানো হয়েছে। এ সব কারণে, ভয়ঙ্কর শত্রুর চাপ, কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদলের অবরোধ ও আক্রমণ সত্ত্বেও এবং বাইরের কোনরূপ সাহায্য ব্যতিরেকে, চীনের মুক্তাঞ্চলগুলি অনড়ভাবে দাঁড়াতে, শত্রু অধিকৃত এলাকা হ্রাস করে দিয়ে নিজেদের বিকাশ ও বিস্তৃতি সাধন করতে এবং গণতান্ত্রিক চীনের আদর্শ ও অন্যান্য মিত্রদেশের সঙ্গে যুক্তকার্যক্রমের সাহায্যে জাপানী আক্রমণকারীদের বিতাড়িত এবং চীনের জনগণের মুক্তি সাধন করতে, প্রধান শক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।[৭]

১৯৪৪ সালের শেষ দিকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী জার্মান ফ্যাসিস্তদের প্রধান আশ্রয়স্থল, পূর্ব প্রুশিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে যেখান থেকে জার্মানরা বিগত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করে এবং ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে, শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালায় বাল্টিক সাগর থেকে সুরু করে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা পর্যন্ত বরাবর বিস্তৃত রণাঙ্গনে। দু মাসের মধ্যে সোভিয়েত সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার বৃহত্তর অংশকে মুক্ত করে, ইয়োরোপে জার্মানীর শেষ মিত্রশক্তি হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে বুদাপেস্ত দখল করে, হাঙ্গেরীয়ানদের নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন করতে সাহায্য করে, পূর্ব প্রুশিয়া এবং জার্মান সাইলেশিয়ার বৃহত্তর অংশ অধিকার করে এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গ, পমেরাণিয়া ও বার্লিনের উপকণ্ঠ পর্যন্ত সড়ক সম্পূর্ণরূপে খুলে দেয়।

ইতিমধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালায়, ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়ে এবং রাইন নদী অতিক্রম করে তারা পশ্চিম জার্মানীতে

প্রবেশ করে এবং এল্‌ব নদী অভিমুখে অগ্রসর হয়। জার্মান সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ পূর্ব রণাঙ্গনে তখনও নিযুক্ত থাকায়, বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় না। পূর্বদিক থেকে সোভিয়েত বাহিনী এবং পশ্চিম দিক থেকে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী সম্মিলিত ভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মধ্য জার্মানীর তগো নামক জায়গায় ২৫শে এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী ও বৃটিশ এবং মার্কিন বাহিনীর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং তার ফলে উত্তরদিকের জার্মান বাহিনী ও দক্ষিণদিকের জার্মান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

ফ্যাসিস্ত জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় আসন্ন হয়। সংগ্রামের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জার্মানী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সোভিয়েত-বিরোধী মৈত্রীর জন্য বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন আলোচনা চালায়। কিন্তু সোভিয়েত সেনাবাহিনীর দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসার ফলে গোপন-চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন অধিকারের অভিযান সুরু করে। এই অভিযানের শেষ খণ্ডযুদ্ধে ৪১ হাজার বন্দুক ও ট্রেঞ্চ মর্টার ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে ফ্যাসিস্ত পশুকে তার নিজ গুহায় নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য এবং বার্লিনের উপর বিজয় পতাকা উড়াবার জন্য আহ্বান জানায়। ২রা মে, সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন অধিকার করে এবং হিটলারের রাইখস্টাগে লাল পতাকা উত্তোলন করে। জার্মানী পরাজয় স্বীকার করে এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

৭ই মে রেইমসে জার্মানীর আত্ম-সমর্পণের সন্ধির খসড়া স্বাক্ষরিত হয়। পরের দিন জার্মান সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি বার্লিনে সোভিয়েত সর্বোচ্চ সেনাধিনায়কের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত আত্ম-সমর্পণের খসড়া স্বাক্ষর করেন।

জার্মান ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের পূর্ণ বিজয়ের মহান দিন সমাগত হলো। ৯ই মে তারিখে "জনগণের নিকট ঘোষণায়" স্তালিন ঐ দিবসটিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিজয়-দিবস হিসাবে তখন থেকে পালন করার কথা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের প্রাক্কালে, পশ্চিম দিকে জার্মানী এবং পূর্ব দিকে জাপান ফ্যাসিস্ত দুনিয়ার দুটি বড় ঘাঁটি এবং আগ্রাসনী শক্তি হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলে। তারাই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ করে; তারাই মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছিল।

হিটলারপন্থী জার্মানীর মত সাম্রাজ্যবাদী জাপান চীনা জনগণ, সোভিয়েত জনগণ ও প্রাচ্যজনগণের, বস্তুতঃ পক্ষে, সর্বমানবের প্রচণ্ডতম শত্রু।

তার আগ্রাসনী পরিকল্পনায় জাপান চীন ও সোভিয়েত ভূমি আক্রমণকে প্রধান কাজ বলে ধরে নিয়েছিল। তার চীন-বিজয় চেষ্টা সোভিয়েত আক্রমণের পূর্ব পদক্ষেপ। ১৯৩৮ সালে, জাপান লেক হাসানের নিকটবর্তী ব্লাডিভোস্টকে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের সীমা লঙ্ঘন করে। ১৯৩৯ সালে, জাপ-বাহিনী মঙ্গোলীয়ান গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে জোর করে ঢুকে পড়ে এবং খালখিন-গল নদী পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সোভিয়েত সীমান্ত অতিক্রম করা ও সাইবেরিয়া রেলপথের প্রধান রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী উভয় আক্রমণ প্রচেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে দমন করে। ১৯৪৩

সালের গ্রীষ্মে স্তালিনগ্রাদের পতনের সময় জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। স্বভাবতই তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭ সালে চীনে জাপ-আক্রমণের সুরু থেকে, এবং বিশেষ করে চার বছর ব্যাপী ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধ চলাকালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের নিকট থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় সুদূর প্রাচ্যে শক্তিশালী রক্ষণাত্মক বাহিনী মোতায়েন রাখে।

হিটলারপন্থী জার্মানীর পরাভবের পর, আগ্রাসনের পূর্ব ঘাঁটির উৎসাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং চীনা জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে সাহায্য করা অবশ্য-কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মানীর পরাভব ও আত্ম-সমর্পণের পর জাপান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু জাপান উত্তর-পূর্ব দিক থেকে চীনের ভূ-খণ্ডকে যুদ্ধের ঘাঁটি করে এবং উত্তর-পূর্ব চীনে অবস্থিত কোয়ান্টুং আর্মির দশ লক্ষ সৈন্যকে প্রধান শক্তি করে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ তাদের ভাগ্যকে মেনে দিতে অস্বীকার করে এবং আক্রমণ চালানোর স্বপ্ন দেখতে থাকে।

১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে, বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানকে প্রশান্ত মহাসাগরে পরাস্ত করার অসুবিধা উপলব্ধি করে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামিল করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েতের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এক চুক্তি হয়। প্রাচ্য থেকে যুদ্ধের জড়কে উৎখাত করতে বিশ্বকে আরও ধ্বংস ও ত্যাগ স্বীকার থেকে মুক্ত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানী পরাজিত হওয়ার তিনমাস পর জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত করে।

ইয়াল্টা সম্মেলনে স্থির হয় যে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নকে শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং কুরাইল দ্বীপ যা রুশ জাপান যুদ্ধে জাপান দখল করেছিল তা প্রত্যর্পণ করবে এবং এটাও স্থির হয় যে জাপ-আক্রমণকারী শক্তির পুনরভ্যুদয় ব্যাহত করার জন্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুক্ত পরিচালনা ব্যবস্থার আওতায় চাঙচুন রেলপথকে নিয়ে আসা হবে এবং লুশুন বন্দর (পোর্ট আর্থার) তাদের উভয়ের মত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, তালিয়েন (দাইরেণ) বন্দরকে মুক্ত বন্দরে পরিণত করা হবে। সন্ধিপত্রে এসব চুক্তি সন্নিবিষ্ট করা হয়।

১৪ই আগস্ট তারিখে চীন সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও মিত্রতাসূচক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিপত্রে বলা হয়েছে উভয় স্বাক্ষরকারী অপরাপর মিত্রদেশের সঙ্গে জাপান চূড়ান্তভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াইয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করবে; কোনপক্ষই এককভাবে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি বা শান্তি সন্ধি করতে পারবে না ; জাপ-বিরোধী যুদ্ধ অবসানের পর, জাপানের পক্ষে নতুন করে লড়াইয়ের উদ্যোগ ব্যাহত করার জন্য তারা যুক্তভাবে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও, চীনা চাঙচুন রেলপথ, তালিয়েন এবং পোর্ট লুশুন সম্পর্কিত ব্যাপারে চীন-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদিত হয়।

যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ গ্রহণের দরুন, জাপানের শেষ রক্ষণাত্মক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

৫। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ ঘোষণা। মুক্তাঞ্চলগুলি থেকে চীনা সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাত সুরু। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের বিজয়ী অবসান।

১৯৪৫ সালে ৮ই আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সোভিয়েত বীর লাল ফৌজ বিশ্বের ফ্যাসী-বিরোধী প্রধান শক্তি চারটি কলামে উত্তর-পূর্ব চীনে জোর করে ঢুকে পড়ে এবং শত্রুবাহিনী তাদের নতুন আত্ম-রক্ষামূলক অবস্থানকে আরও গভীরে পাকাপোক্ত করার আগেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে সমস্ত ঘাঁটি থেকে জাপ-সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রতিবোধ চালাতে চেষ্টা করে সে সমস্ত যুদ্ধ ঘাঁটি এক আঘাতেই চুরমার হয়ে যায়। এবং সমগ্র জাপ কোয়ান্টুং দুর্ধর্ষ বাহিনী অকেজো হয়ে যায়। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানে চীনা প্রতিরোধ সংগ্রামকে শেষ পর্যায়ে প্রতি-আক্রমণের স্তরে নিয়ে যায়।

সোভিয়েত যুদ্ধ ঘোষণার দিন, ৯ই আগস্ট, কমরেড মাও সে-তুঙ "জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে শেষ পর্যায় শিরোনামায় এক বিবৃতিতে চীনে সমস্ত জাপ-বিরোধী বাহিনীকে দেশব্যাপী প্রতি-আক্রমণ সুরু করতে, মুক্তাঞ্চল সম্প্রসারণ করতে, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল হ্রাস করতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্রদেশগুলির সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকরী সংযোগ রক্ষা করে শত্রুকে আক্রমণ করার আহ্বান জানান। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের পশ্চাৎ দিকে গভীরে প্রবেশ করে জনগণকে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে সামিল করানোর জন্য এবং নিয়মিত সেনা-বাহিনীর সামরিক কার্যকলাপ সমর্থনের জন্য তিনি জাপ-বিরোধীদের সশস্ত্র স্কোয়াড গঠন করতে আহ্বান জানান। তিনি শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে অবিলম্বে গোপন বাহিনী সংগঠিত করার, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করার, এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে হাতের কাছে যা পাবে তা নিয়েই শত্রুকে আক্রমণ করে তার উৎসাদন করার আহ্বান দেন। একই সঙ্গে ঐ বিবৃতিতে চীনা জনগণকে গৃহযুদ্ধের বিপদ প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

১০ই আগস্ট, চুতে (সেনাধিনায়ক) মুক্তাঞ্চলগুলির সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে জাপানের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। রণাঙ্গন থেকে জাপ-বিরোধী সেনা-বাহিনী, পটাসডাম ঘোষণা অনুযায়ী, দাবী জানায় যে সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত জাপানী ও তাদের তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী তাদের অস্ত্র নামিয়ে আত্ম-সমর্পণ করুক এবং শত্রু-অধিকৃত সমস্ত শহর ছোট শহর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা তাদের হাতে তুলে নিতে প্রস্তুত হয়। প্রচণ্ড শক্তিশালী সোভিয়েত বাহিনী দ্রুত অগ্রগতিতে কোয়ান্টুং দুর্ধর্ষ বাহিনীকে যা জাপানের সেরা বাহিনী হিসাবে পরিগণিত ছিল তাকে অকেজো করে দেওয়ার ফলে ১৪ই আগস্ট জাপান নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ করে।

জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর, চিয়াঙ কাই-শেক অতঃপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে জাপানী ও তাঁবেদার বাহিনীকে নিজ নিজ জায়গায় থেকে স্থানীয়ভাবে "শৃংখলা বজায়" রাখতে এবং পরিবেষ্টনকারী চীনা গণমুক্তি ফৌজের* বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চীনা জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে হুকুম দেন। সুতরাং গণ-মুক্তি ফৌজ শত্রু অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা এবং এককভাবে শত্রু সেনাবাহিনীর

আত্ম-সমর্পণ গ্রহণ করতে এবং যারা আত্ম-সমর্পণ করতে অস্বীকার করে তাদের নির্মূল করা কর্তব্য বলে মনে করে। তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চীনা জনগণকে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করতে হয়।

হোপেই-জেহল-লিয়াওনিঙ অঞ্চলের গণমুক্তি বাহিনী পিকিং-শেনইয়াঙ রেলপথ বরাবর অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এবং উত্তর-পূর্ব জাপ-বিরোধী মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় উত্তর-পূর্ব অঞ্চল মুক্ত করে। শানসী-চাহার-হোপেই এলাকার মুক্তি ফৌজ চাহার মুক্ত করে ও পিকিং, তিয়েনসিন ও পাওতিঙ পরিবেষ্টন করে। শানসী-সুইয়ুয়ান অঞ্চলে মুক্তি ফৌজ সুইয়ুয়ান ও শানসীর প্রভূত অংশ মুক্ত করে। শানসী-হোপেই-শান্টুং-হোনান এলাকার মুক্তি ফৌজ পীত নদী বরাবর বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করে। শান্টুং মুক্তি ফৌজ ঐ প্রদেশের ১০০টি কাউণ্টি মুক্ত করে। মধ্য চীন মুক্তি ফৌজ শাংহাই-হ্যাঙচাও-নিঙপো, নানকিং-উহু, চেকিয়াঙ-কিয়াঙসী এবং হুয়াইনান রেলপথ এবং লুঙহাই রেলপথের পূর্ব অংশ বরাবর শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ চীন জাপ-বিরোধী কলাম ক্যান্টন-কাউলুন এবং চাওচাও সোয়াতাও রেলপথ বরাবর শত্রুকে আক্রমণ করে।

১১ই আগস্ট থেকে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত দুইমাসে গণমুক্তি ফৌজ ১৮,৭৩৭,০০০ জনসংখ্যাসহ ৩,১৫,২০০ বর্গ কিলোমিটার ভূ-ভাগ মুক্ত করে, ১৯০টি শহর পুনরুদ্ধার করে এবং ২৩০,০০০-রও বেশী শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্য হতাহত করে। এভাবে মুক্তাঞ্চলগুলি প্রভূত পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। বড় বড় শহরগুলি গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে এবং কুয়োমিন্টাংয়ের বিরোধিতার দরুন সমস্ত শহরগুলির মুক্তিসাধন সম্ভব হয় না। এ ধরনের অদ্ভুত অবস্থায় জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অবসান ঘটে।

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপ-আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাপ-প্রতিরোধ যুদ্ধের সংক্ষিপ্তসার

চীন-জাপান যুদ্ধ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চীন ও বিংশ শতাব্দীর[৯] ত্রিশ দশকের সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মধ্যে জীবন-মরণ লড়াই। এ যুদ্ধে চীনের জনগণের জয় ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়ে তার পরিসমাপ্তি। অনেক বাধা-বিপত্তি এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও চীন জনগণের জাপ-বিরোধী শক্তি প্রতিরোধ যুদ্ধের যুগেই জন্ম নেয়। তিনটি স্তর তাকে পার হতে হয় "উত্থান, পতন, ও পুনরুত্থান।" এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, পেতি বুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং কিছু অংশ জমিদার ও মুৎসুদ্দী ধনিক শ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শেষ জয় অর্জিত হয়। পরিস্থিতির জটিলতা মনে রেখেই চীনে কমরেড মাও সে-তুঙ প্রণীত সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে সমস্ত পার্টি, সেনা-বাহিনী এবং মুক্তাঞ্চলের জনগণ পরিচালিত হয়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের জয় যে জনগণেরই জয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রলেতারীয় আদর্শের ভিত্তিতে তাকে নেতৃত্ব দিতে যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তা ও উদ্যোগকে বজায় রেখে যুক্ত ভাবে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিকাশ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও মধ্যপন্থী শক্তিগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করার পলিসি ঠিক ক'রে তাকে কার্যে প্রয়োগ

করা হয়। শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের সীমা রেখার পশ্চাতে গভীরে গেরিলা যুদ্ধ স্বাধীন ও মুক্ত ভাবে বিকাশ লাভ করে, কাজেই জাপ-বিরোধী সশস্ত্র শক্তি জন্ম নিয়েছে এবং জাপ-বিরোধী ঘাঁটি এলাকার ও সৃষ্টি হয়েছে, যে সব অঞ্চলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালিত হচ্ছিল সে সব অঞ্চলে জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, এবং সংস্কৃতিগত সংস্কার কার্যকরী হয়।

এই লাইন কার্যকরী হওয়ার ফলস্বরূপে পার্টি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে মুক্তাঞ্চল হতে যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। এইভাবে সঙ্কটকে গণ-অভ্যুত্থানের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে, ভিত্তিকে দৃঢ় ক'রে, সেই অতি সঙ্কটময় বছরে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সাল যখন জাপানী বাহিনী, তাঁবেদার বাহিনী, এবং কুয়োমিন্টাং বাহিনী এই তিন সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে শত্রু ত্রি-মুখী আক্রমণ সুরু করে। ১৯৪৩ সাল হতে আংশিক প্রতি-আক্রমণ সুরু হয়, শত্রু অধিকৃত এলাকার আরও কিছু অংশ অধিকার করে এবং মুক্তাঞ্চল-গুলিকে মিলিয়ে রণনৈতিক ঘাঁটিতে পরিণত করে শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিরোধ-যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চীনের জনগণ বিজয়লাভ করে। নিঃসন্দেহে এটা দেখিয়ে দেয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত লেনিনবাদী পার্টি নেতৃত্ব থাকবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশের সংগ্রামে সমপূর্ণ বিজয় লাভ সম্ভব।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির বিরাট অবদান ও চীনা জনগণের এই বিজয় অর্জনের অন্যতম কারণ।

চীনা জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধের যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট সমর্থন ও সাহায্য এবং সোভিয়েত লালফৌজের দ্বারা জাপানের কোয়ান্টুং বাহিনীকে ধ্বংস করা চীনা-জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার আর একটা দিক।

চীনের সেই দুর্যোগের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ ও সরকারের এই বিরাট বন্ধুত্ব চীন জনগণের বিপ্লবে জয়যুক্ত হওয়ার পক্ষে কার্যকরী শক্তি।

চীনা জনগণ এবং সোভিয়েত জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রী এবং পরস্পর কার্যকরী সহযোগিতা গড়ে উঠায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

একাদশ অধ্যায়

জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর আভ্যন্তরীণ শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য চীনা জনগণের সংগ্রাম

(সেপ্টেম্বর ১৯৪৫—জুন ১৯৪৬)

১। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক অবস্থা

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণ জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ সংগ্রামের এবং ২য় বিশ্ব-যুদ্ধের অবসান ঘটায় এবং চীন ও অবশিষ্ট বিশ্বের সপক্ষে নতুন যুগের সূচনা করে।

পৃথিবীর অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। একদিকে জার্মানী, ইতালী এবং জাপানের পরাজয় ঘটে, বৃটেন ও ফ্রান্স দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব লাভ করে। অপরদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধে বিরাট জয়লাভ করে আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়; ইয়োরোপে কয়েকটি জনগণতন্ত্রের অভ্যুদয় হয় এবং সেই জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠন করে; ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন দুর্বার হয়। সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয় এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবিরের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যতার ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুকূলে, বিরাট পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধোত্তর পর্বে পুঁজিবাদী বিশ্ব আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র অবস্থা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিকূল এবং বিশ্বের জনগণের অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২৯ সালে সমগ্র বিশ্বে দেশগুলির শিল্পজাত উৎপাদন ১০০ ধরলে ১৯৪৬ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলির গড় উৎপাদন হচ্ছে ১০৭ এবং ১৯৪৯ সালে গড় উৎপাদন ১৩০; ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন ১৫৩; বৃটেনের, ১১৮; ফ্রান্সের, ৬৩; ইতালীর, ৭২; পশ্চিম জার্মানীর, ৩৫; এবং জাপানের, ৫১। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ১৭ বছরে পুঁজিবাদী দেশ গুলিতে শিল্পোৎপাদন, দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের পূর্বের মতই, কমবেশী একমাত্রায়ই ছিল। যুদ্ধের সময় বিরাটাকারে সামরিক শিল্পোৎপাদনের বিস্তারের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু উৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যায়। বৃটেনে উৎপাদনের হার সামান্যমাত্র বাড়ে, ফ্রান্সে উৎপাদনের হার ৩৭ শতাংশের মত নেমে যায়। পরাজিত তিনটি দেশের উৎপাদন সাধারণভাবে কমে যায়। ইতালীতে এই হার ২৮ শতাংশের মত, পশ্চিম জার্মানীতে ৬৫ শতাংশের মত, এবং জাপানে ৪৯ শতাংশের মত নেমে যায়। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে যুদ্ধজনিত প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, ১৯৪৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের হার ৪৬৬ শতাংশে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং তার পরে প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজের

অর্থনৈতিক অবস্থা সংহত করতে অন্য দেশের ঘাড়ে পা দিয়ে সংকট কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ চেষ্টা করে।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে যুদ্ধের ফল বিভিন্ন রকম হওয়ায় তাদের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্সের অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হয়; বৃটেন ও ফ্রান্সের অর্থনীতি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়। যুদ্ধের পর বিশ্বের বাজারে তাদের প্রভাব খাটানোর জন্য, একচেটিয়া মার্কিন পুঁজিপতিরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হতমান অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নেয় এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বাজার এবং পুঁজিবাদী দেশের বাজার তথাকথিত "মার্শাল পরিকল্পনার" মাধ্যমে দখল করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপক দেশগলি সাহায্য বাবদ মাত্র ১৬ শতাংশ শিল্পযন্ত্র পেয়েছে এবং সাহায্যের বেশী পরিমাণ অংশ হচ্ছে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, ময়দা, তূলাজাত বস্ত্র। ১৯৪৯ সাল থেকে পশ্চিম ইয়োরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য অপেক্ষা সামরিক সাহায্য পেয়েছে বেশী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী বিশ্বের বাজার তছনছ করে দিয়ে নিজের দ্রব্য রপ্তানীর মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং নিজের বাজারে বিদেশী দ্রব্য আসতে বাধা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলিকে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের বিনিময়ে পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশে শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করতে বাধা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের কর্তৃত্ব মূলক নীতির ফলে বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী এবং জাপানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা আসে এবং প্রাক্‌যুদ্ধকালীন একটা অস্থায়ী ভাব দেখা দেয়।

যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্পজাত পণ্যোৎপাদনের মাত্রা কিছুটা বেড়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি তাঁদের অর্থনীতি যুদ্ধ-কালীন অর্থনীতির পর্যায়ে নিয়ে আসে। রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমরাস্ত্র নির্মাণের ব্যয়-বরাদ্দের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। সামরিক দ্রব্যের ফরমাশের পরিমাণ এতই বেড়ে যায় যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশগুলিতে সে সব দ্রব্যের উৎপাদন একটা বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করে। সামরিক ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে কর বৃদ্ধি ও মুদ্রামানের হ্রাস দেখা দেয়। যুদ্ধ-প্রস্তুতির উন্মাদনাহেতু অর্থনীতিতে একটা অস্থায়ী তেজী ভাব দেখা দেয় এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন কমে যায়, কারণ বেশীর ভাগ শিল্পজাত পণ্যোৎপাদন সামরিক সরবরাহ অথবা সামরিক উপকরণ উৎপাদনে পরিবর্তিত হয়। সামরিক পণ্যোৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধি গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পথ তৈরী করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট খুবই হতাশাব্যঞ্জক হয়। সুতরাং যুদ্ধ শেষ হলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতি সুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র ভালভাবেই জানতেন যে শান্তি পূর্ণ উপায়ে দুনিয়ার কর্তৃত্ব লাভ করা যাবে না এবং তাদের বিবেচনায় আর একটি যুদ্ধ বাধান ছাড়া দুনিয়ার উপর খবরদারী করা ও অন্যান্য দেশ জয় করা সম্ভব নয়। সেজন্য তারা নতুন একটি যুদ্ধের জন্য উন্মাদ হয়ে ওঠে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ বিরোধী এবং শান্তির অতন্দ্র প্রহরী, সেহেতু মার্কিন শাসকচক্র স্বভাবতঃই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য শান্তি প্রিয় দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণের বর্শামুখ পরিচালনা

করিতে বদ্ধপরিকর হয়। সেহেতু, যুদ্ধোত্তর কালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাটো সংগঠিত করে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে, পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকে পুনরায় সশস্ত্র করে, নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের মাত্রা বৃদ্ধি করে, এবং শান্তি চুক্তির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

"কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" আড়ালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিম জার্মানী, জাপান, এবং এমন কি বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি অন্যান্য দেশগুলির ভূ-খন্ড ও তাদের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার ভিত্তিতে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করে। মার্কিন শাসকচক্র নাটোব্লকের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিজিত দেশগুলির জন্য যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পর্কিত ব্যাপারে কিছু বিধিনিয়ম রচনা করে এবং মার্কিন শাসকচক্র ঐ সমস্ত দেশগুলিকে তাদের নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল কর্মপন্থা কার্যকরী করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

এভাবে বৃটেন ও ফ্রান্সকে নির্ভরশীল দেশ বানিয়ে এবং তাদের নিজস্ব উপনিবেশ-গুলি ছিনিয়ে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করা এবং তাদের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে দখলদারী স্বত্বের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ঐ সব দেশের জনগণের মনে তীব্র মার্কিন-বিরোধী সংগ্রাম জাগিয়ে তোলে।

নতুনভাবে যুদ্ধের আশঙ্কা সমস্ত দেশের মানুষকে শান্তি-আন্দোলনের পথে নামতে অনুপ্রাণিত করে। যুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি বজায় রাখা ও নতুন যুদ্ধ এড়ানোর জন্য সমস্ত মানুষকে যুদ্ধ-বিরোধী করে তোলা, শান্তি-রক্ষকদের সংগঠন শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধে উস্কানীদাতাদের গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়া যাতে নতুন যুদ্ধ আর না বাধে, শান্তিরক্ষা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জার্মান, ইতালী, এবং জাপানের পরাজয়ের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের মত উপনিবেশবাদী দেশগুলি সমরমুখী অর্থনীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রসারণ নীতি থেকে উদ্ভূত বোঝা উপনিবেশগুলির কাঁধে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা, উপনিবেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এবং বহু উপনিবেশে তার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, শতাব্দী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার ও শোষণের ফলে উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি—এসব মিলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় এক সঙ্কটের সৃষ্টি করে এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। উপনিবেশের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বেশী বেশী দৃঢ়তা স্থাপনে বিরোধিতা করতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম তাদের মুক্তি অর্জন করে; ভারতবর্ষ বার্মা ও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধোত্তর পর্বে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করায়, পিছন দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়।

অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তি-নীতি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর পথ অনুসরণ করে শান্তিরক্ষায় অবিরাম চেষ্টা করে ও আগ্রাসনী যুদ্ধের এবং অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপে বিরোধিতা করে। যুদ্ধোত্তর কালে সে তার বাজেট-বরাদ্দে সামরিক খাতে ব্যয় অনেক কমিয়ে দেয়, চীন, কোরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া থেকে লাল-ফৌজ অত্যল্পকালের মধ্যে ফিরিয়ে আনে, শান্তি রক্ষা আইন (Peace Defence Act)

অনুমোদন করে এবং বরাবর আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তি-পূর্ণ মীমাংসার প্রস্তাব দেয়। শান্তি-রক্ষাকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানী, ইতালী ও জাপানের জনগণের উপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধিতা করে। সোভিয়েত ইউ-নিয়নের নীতি ছিল যে-সমস্ত দেশ নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছে সে সমস্ত দেশ যাতে শান্তি ও গণতন্ত্র ভোগ করতে পারে, নাগরিকদের জন্য আভ্যন্তরীণ শিল্প ও কৃষি বিস্তার করতে পারে, বিদেশী বাজারে তাদের পণ্য কেনাবেচা করতে পারে, জাতীয় সত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে পারে, সে সবের ব্যবস্থা করে দেওয়া। একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তির শত্রুদের গোপন কার্যাবলীর উপর নজর রাখে এবং সুযোগ পেলেই তা ফাঁস করে দেয়। সে তার জাতীয় রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং যে কোন আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে নিজেকে সদাই প্রস্তুত রাখে।

যুদ্ধাবসানের পর কতকগুলি জনগণতান্ত্রিক দেশের উদ্ভব হয়। তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠন করে। সমাজতন্ত্র এভাবে দেশ ও জাতির সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে যায় এবং এক বিশ্ব-ব্যবস্থায় পরিণতি লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধে জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট জয়, ফ্যাসিস্ত জার্মানী, ইতালী ও জাপানের পরাজয়, বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস, মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদীদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, পূর্ব ইয়োরোপে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব, উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং সমগ্র বিশ্বের দেশগুলিতে শান্তি-আন্দোলনের প্রসার চীন জনগণের বিপ্লবের সাফল্যে—এ সবেরও যথেষ্ট অবদান আছে। মার্কিন হস্তক্ষেপ-কারী ও চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামে এভাবে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক অবস্থা চীনা জনগণের অনুকূলে যায়।

২। নতুন গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা

১৯৪৫ সালে ১৪ই আগস্ট জাপান সরকার নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের সংবাদ ঘোষণা করার পর ইয়েনানে গণমুক্তি ফৌজের সদর কার্যালয় থেকে অবিলম্বে শত্রু ও তার তাঁবেদার বাহিনীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করার দাবী জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এবং মধ্য চীনে গণমুক্তি ফৌজকে দ্রুত এগিয়ে শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনীকে নিরস্ত্র করা এবং তাদের আত্ম-সমর্পণ কার্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেহেতু গণমুক্তি ফৌজ প্রধান জাপ-বিরোধী শক্তি এবং জনগণ প্রকৃত বিজয়ী হয়েছে, সেহেতু এরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল।

কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনী তখন অনেক দূরে দক্ষিণ পশ্চিম চীনে অবস্থান করছিল। একমাত্র গণমুক্তি বাহিনীর সৈন্যদল উত্তর, মধ্য, এবং উত্তর-পূর্ব চীনে শত্রুদের পরি-বেষ্টন করে আক্রমণ করছিল। জনগণের হাত থেকে বিজয়ের ফল ছিনিয়ে নেওয়ার মানসে চিয়াঙ কাই-শেক গণমুক্তি ফৌজের বিভিন্ন ইউনিটকে "নিজের নিজের জায়গায় থেকে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার জন্য" "হুকুম" জারী করেন ও নির্লজ্জভাবে ইয়েনান সদর দপ্তর কর্তৃক শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনীকে আত্ম-সমর্পণের নির্দেশদানকে "হঠকারী

এবং অবৈধ কাজ" বলে অপবাদ দেন। তিনি এমন কি গণমুক্তি ফৌজকে "জনগণের শত্রু" বলে অভিহিত করলেন, এবং "সামরিক ব্যবস্থা কার্যকরী" করবেন বলে ভয় দেখান। খোলাখুলি গৃহযুদ্ধ সুরু করার কুয়োমিন্টাং অভিপ্রায় সম্পর্কে আর কোন ভ্রান্তির অবকাশ রইল না।

চিয়াঙ কাই-শেক তার ব্যক্তিগত সেনাদলকে "সামরিক কার্যকলাপ দ্রুত করার জন্য এবং "প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে যাবার" নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু কুয়োমিন্টাং বাহিনী তখনও বহুদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম চীনে থাকায়, তিনি শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনীকে স্থানীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও জনগণকে রক্ষা করতে" হুকুম দেন। যেটা চিয়াঙ প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা করলেন সেটা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক, মুৎসুদ্দী ও ফ্যাসিস্ত শাসনের "শৃঙ্খলা" রক্ষা করা এবং বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু-সহযোগীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা।

১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাপ প্রধান সেনাধ্যক্ষ, ওকামুরা নেইজি, চিয়াঙ কাই-শেককে এই বলে টেলিগ্রাম করেন যে জাপ-সেনাবাহিনী তাঁর আসার পূর্ব পর্যন্ত "জাপ-বাহিনীর একটা 'মূল অংশ'কে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্বে রেখে নানকিং ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একইভাবে নানকিংয়ে তাঁবেদার বাহিনী একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলে যে, নানকিংয়ে কুয়োমিন্টাং সরকারের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, তারা "স্থানীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।" পিকিংয়ে বিশ্বাসঘাতকরা "শান্তি রক্ষার্থে কমিটি" সংগঠিত করে, উদ্দেশ্য চিয়াঙ কাই-শেকের হুকুম কার্যে পরিণত করা।

গণফৌজ অধিকৃত অঞ্চল সম্বন্ধে চিয়াঙ কাই-শেক শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনীকে "ঐ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে তাদের (চিয়াঙের) সেনাদলকে প্রত্যর্পণ করতে" আদেশ দেন। অবিলম্বে আত্ম-সমর্পণকারী জাপ-সেনাদলকে নিরস্ত্র করার পরিবর্তে চিয়াঙ তাদের চীনা জনগণকে ও মুক্তাঞ্চলের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার আদেশ দেন যখন শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনী মুক্তাঞ্চল আক্রমণ করে তখন তারা দাবী করে যে "প্রাপ্ত হুকুম অনুযায়ী তারা কাজ করছে," সে কথার অর্থ হল চিয়াঙ কাই-শেকের হুকুম তারা তামিল করছে।

কুয়োমিন্টাং সেনাদল অধিকৃত অঞ্চলে কেবলমাত্র ৬ শতাংশ জাপানী সেনাদের নিরস্ত্র করা হয়। তাঁবেদার বাহিনী সম্পর্কে বলতে গেলে, তাদের সকলকে যে শুধু অস্ত্র রাখতে বলা হয় তাই নয়, তাদের "জাতীয় বাহিনীর" ইউনিট বলে আখ্যা দেওয়া হয়! এভাবে জাপ-বাহিনী ও তাঁবেদার বাহিনী কুয়োমিটাং সৈন্যদলে রূপান্তরিত হল।

গৃহযুদ্ধের জন্য কুয়োমিন্টাংকে সমরসম্ভার সরবরাহ করা ছাড়াও, চীনকে করতলগত করার উদ্দেশ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপ-অধিকৃত বড় বড় শহরে ও মুক্ত এলাকার চারদিকের রণাঙ্গনে কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলকে পরিবহণ করতে সাহায্য করে। জাপ-সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে "সাহায্য" করার অছিলায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিঙতাও, তিয়েনসিন, এবং অন্যান্য শহরে সৈন্যদল মোতায়েন করে। চিনওয়াঙতাও, শান্টুং উপদ্বীপ এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদল খোলাখুলি চীনা মুক্তাঞ্চলসমূহ আক্রমণ করে ও চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা শত্রু ও তার তাঁবেদার বাহিনীর "নিয়মশৃঙ্খলা" অব্যাহত রাখে এবং কোনরূপ পরিবর্তন না ঘটিয়ে তাদের

সমস্ত ফ্যাসিস্ত সামরিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি হাতে নেয়। ফলে, শত্রু ও তার তাঁবেদারদের ফ্যাসিস্ত বাহিনীকে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, সংরক্ষণ করা হয় এবং চীনা জনগণের বিরোধিতা করার প্রয়াসে এবং সুদূর-প্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধ করার মানসে, তাদের কুয়োমিন্টাংয়ের যন্ত্রে পরিবর্তিত করা হয়।

এভাবে সুদূর-প্রাচ্যে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ অবসান হওয়ার পূর্বেই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী, কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিশ্বাসঘাতকের দল এবং জাপ-ফ্যাসিস্তরা সহযোগিতা ও অংশীদারত্বের মাধ্যমে নতুন যুদ্ধের বীজ বপন করে।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের অবসানে চীনে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। চীন ও জাপানের বিরোধ, একদিকে আপামর জনসাধারণের প্রতিভূ কমিউনিস্ট পার্টির এবং অপরদিকে বড় বড় জমিদারশ্রেণী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি চীনে প্রাধান্য-প্রয়াসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমর্থনপুষ্ট কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মধ্যে বিরোধ রূপান্তরিত হয়। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা জাতীয় স্বাধীনতা, জন-গণতন্ত্র, এবং সামাজিক মুক্তির জন্য চীনা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা যে কেবলমাত্র বাধা দেয় শুধু তাই নয়, তারা জনগণকে গৃহযুদ্ধ ও দুর্দশার গভীর অতলে ডুবিয়ে দেয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়াশীলদের গৃহ-যুদ্ধ সুরু করার চক্রান্তকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করার ও বাধা দেওয়ার সুস্পষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এ প্রকার আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টি সম্পূর্ণ অবহিত ছিল। কিন্তু কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা বিজয়ের ফলকে চীনা জনগণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হওয়ায়, চীনা জনগণ নতুন অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের শর্ত লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধ-পরিকর। যদি একান্তই প্রতিক্রিয়াশীলরা জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। সেহেতু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিন্টাং আক্রমণ চূর্ণ করে দেওয়ার সর্বপ্রকার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াকে তার প্রধান করণীয় কাজ বলে বিবেচনা করে। এটা হচ্ছে আত্ম-রক্ষার প্রশ্ন।

এ সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তাঞ্চল এলাকায় কৃষি-সংস্কার অভিযান সুরু করে। জাপ-আত্মসমর্পণের পর, বিভিন্ন মুক্ত এলাকায় বিশ্বাসঘাতকদের চূর্ণ করার মাধ্যমে, কৃষকরা জমিদারদের নিকট থেকে জমি লাভ করে, এবং সমস্ত রকম হিসাবনিকাশ রফা করে এবং খাজনা ও সুদের হার হ্রাস করা হয়। বিশ্বাসঘাতকদের দল স্থানীয় উৎপীড়ক ও জমিদাররা কৃষকদের সংগ্রামকে অভিশাপ দিতে দিতে শহরে পালিয়ে যায়। মধ্যপন্থীরা সন্দেহের জালে আটকে পড়ে। কিছু কিছু পার্টি সভ্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়। ১৯৪৬ সালে ৪ঠা মে প্রকাশিত নির্দেশে পার্টি দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষকদের সর্বপ্রকার ন্যায্য দাবী ও কার্যকলাপ সমর্থন করে, কৃষকরা যে জমি পেয়েছে বা যা পেতে যাচ্ছে তার মালিকানা অনুমোদন করে, এবং, খাজনা ও সুদের হার হ্রাস করার কর্মপন্থার বদলে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে, কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করার কর্মপন্থা ঘোষণা করে। বিশ্বাসঘাতক, স্থানীয় উৎপীড়ক ও জমিদারদের দাবী অস্বীকার করা হয়; মধ্যপন্থীদের সন্দেহ নিরসন হয়; এবং পার্টির মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হয়। কৃষকরা উৎ-সাহের সঙ্গে কৃষি-সংস্কার সমর্থন করে, মুক্তাঞ্চল রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এইভাবে তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পার্টির মৌল শক্তিতে পরিণত হয়।

৩। শান্তি, গণতন্ত্র, সংহতি, এবং ঐক্যের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা। কুয়োমিন্টাং ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলাপ-আলোচনা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি এবং রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলন।

সমগ্র দেশের জনগণ যারা দীর্ঘ বছর ধরে যুদ্ধচলাকালীন সময়ে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা সহ্য করেছে আবার নতুন করে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় নিজেদের বিপন্ন বোধ করছে এবং শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং সামাজিক মুক্তির জন্য তাদের পক্ষে উদগ্রীব হওয়া স্বাভাবিক। জাপ-সমরবাদের পুনরভ্যুদয়কে ব্যাহত করার জন্য, যুদ্ধের ক্ষতকে সারিয়ে তোলার জন্য, চীনের সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য, তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, এবং সুদূর প্রাচ্যে ও তথা বিশ্বে শান্তি সংহত করার জন্য, একমাত্র উপায় হিসাবে চীনা জনগণ শান্তিপূর্ণ জাতীয় পুনর্গঠন দাবী করে। মধ্যবর্তী শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কুয়োমিন্টাং সম্পর্কে তখনও কিছু মোহগ্রস্ত। তারা "মার্কিন গণতন্ত্রের" প্রশংসায় মুখর এবং তথাকথিত মার্কিন সরকারের "নিরপেক্ষতা" ও "মধ্যস্থতায়" প্রতারিত এবং কুয়োমিন্টাং শাসনের "বৈধতায়" ভ্রান্তভাবে বিশ্বাসী।

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, দৃঢ়তার সঙ্গে শান্তি ও গণতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে এবং গৃহযুদ্ধ এড়াতে এবং শান্তি অর্জনের পন্থা অনুসন্ধানে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে সচেষ্ট থাকে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৫ সালের ২৫শে আগস্ট "বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত ঘোষণা" প্রকাশ করে শান্তি, গণতন্ত্র ও সংহতির ভিত্তিতে সমগ্র দেশের ঐক্য গড়তে জনগণকে আহ্বান জানায় এবং এ ঘোষণায় শান্তি, গণতন্ত্র, সংহতি ও ঐক্য অর্জনকে পার্টির প্রধান কর্তব্য এবং সংগ্রামের প্রথম লক্ষ্য হিসাবে অভিহিত করে এবং গৃহযুদ্ধ এড়ানোর অবশ্য-করণীয় ব্যবস্থাপনাকে সামনে তুলে ধরে।

এই উদ্দেশ্যে কমরেড মাও সে-তুঙ কুয়োমিন্টাংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য ২৮শে আগস্ট চুংকিং যান। ৪০ দিনের উপর আলাপ-আলোচনা স্থায়ী হয়। অবশেষে ১৯৪৫ সালে ১০ই অক্টোবর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টাংয়ের প্রতিনিধিবর্গ "কুয়োমিন্টাং এবং কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার লিপিতে" স্বাক্ষর দান করেন এবং এই আলাপ-আলোচনা ১০ই অক্টোবর চুক্তি হিসাবে খ্যাত হয়। দুদিন পরে প্রকাশিত ঐ চুক্তিতে শর্ত আরোপ করা হয় যে দু পক্ষই দৃঢ়ভাবে গৃহ-যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করবে এবং শান্তি, গণতন্ত্র, সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তিতে স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গঠন করবে। ঐ চুক্তিতে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল, আর ছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশ পুনর্গঠনের বিষয় আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলন আহ্বান করা।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধ বিজয়ের পর জনগণের জোরদার জনপ্রিয় দাবির মোকাবিলায় জনগণের একান্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত শান্তি, সংহতি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের পলিসিই হলো দেশের শান্তিপূর্ণ গঠন কার্যের পলিসি—এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আলাপ-আলোচনার সময়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কতগুলি বিশেষ সুবিধা দিতে

রাজী হয় যেমন কোয়াংটুং, চেকিয়াঙ, দক্ষিণ কিয়াংসু, দক্ষিণ ও মধ্য আনহোয়েই, হুনান, হোপেই এবং হোনান মুক্তাঞ্চল এলাকা থেকে মুক্তি ফৌজ অপসারণ করা, বিশ থেকে চব্বিশ ডিভিসন ১,৩০০,০০০ সৈন্য সম্বলিত মুক্তি ফৌজকে পুনর্গঠিত করা। আলোচনা চলাকালীন ও তার অনতিকাল পরেই ইয়াংসী নদী বরাবর কয়েকটি জেলা থেকে নয়া ৪র্থ বাহিনী সরে আসে এবং তারা লুঙহাই রেলপথের উত্তরে এবং উত্তর কিয়াঙসু ও উত্তর আনহোয়েইয়ের মুক্তাঞ্চল এলাকায় এসে জড়ো হয়।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে চুক্তিশর্ত পালন করে। সমগ্র দেশবাসীর নিকট দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি তাদের সীমাহীন অনুরাগ এবং শান্তি ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে তাদের নিরলস কর্মপ্রয়াস স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা ঐ চুক্তিকে গৃহযুদ্ধ সুরু করার আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে। ১৯৪৫ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর, আলোচনা চলাকালীন সময়েই, চিয়াঙ কাই-শেক গোপনে "দস্যুদমন সম্পর্কে ইতিকর্তব্য" হিসাবে একটি পুস্তিকা তার একান্ত বশংবদদের মধ্যে বিলি করেন। ১৩ই এবং ১৫ই অক্টোবর চুক্তিপত্র প্রকাশের পরই তিনি কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলকে গণমুক্তি বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। ১৯৪৫ এর নভেম্বরে তিনি চুংকিংয়ে একটি সামরিক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ঐ সম্মেলনে মুক্তাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচিত হয়।

কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা গৃহযুদ্ধ বাধানোর জন্য নিজেদের ১,২৭০,০০০ সৈন্য এবং জাপ ও তাঁবেদার বাহিনীর ৫০০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে। হোপেই, শানসী, শান্টুং সুইয়ুয়ান, চাহার, কিয়াংসু, চেকিয়াঙ, হোনান, হুপে, আনহোয়েই এবং কোয়াংটুং প্রভৃতি ১১টি প্রদেশের মুক্তাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণ সুরু হয়। যখন নয়া ৪র্থ বাহিনী উত্তরে সরে আসার আদেশ কার্যকরী করছিল, তখন কুয়োমিন্টাং সৈন্যদল বারবার নয়া ৪র্থ বাহিনীকে সশস্ত্র বাধা দেয় ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণমুক্তি বাহিনী চ্যাঙচিয়াকাউয়ের বিরুদ্ধে কুয়োমিন্টাং আক্রমণকে প্রতিহত করতে সফল হয় এবং সেই মাসের শেষ দিকে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে। ১৯৪৫ সালে অক্টোবরের মাঝামাঝি, সিয়াঙইয়ান, চ্যাঙচি ও তুনলিউ এবং শানসী প্রদেশের অন্যান্য কাউন্টির নিকট খণ্ডযুদ্ধে ৩০,০০০ আক্রমণকারী সৈন্যকে অকেজো করে দেয়। ঐ মাসের শেষে ৭০ হাজারেরও বেশী কুয়োমিন্টাং সৈন্যবাহিনী পিকিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথ বরাবর চাঙতে থেকে অগ্রসর হওয়া কালীন একই ভাগ্য বরণ করে। ১১০,০০০ শত্রুসৈন্য অথবা আক্রমণকারী কুয়োমিন্টাং বাহিনীর এক-দশমাংশই নিশ্চিহ্ন হয়। কুয়োমিন্টাং আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল কারণ শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষা করার প্রয়াসের মধ্যে এবং আক্রমণকারী শত্রুদের পরিণাম সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সজাগ দৃষ্টি ও কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলের রণক্লান্তি।

কুয়োমিন্টাংয়ের গৃহযুদ্ধের নীতি সমগ্র দেশের জনগণ বিরোধিতা করে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে সর্বস্তরের জনগণকে গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়ে চুংকিংয়ে গৃহযুদ্ধ বিরোধী সমিতি গঠিত হয়। ঐ বছরের ১লা ডিসেম্বর কুনমিঙের ছাত্ররা গৃহযুদ্ধের বিরোধিতায় এক বিরাট মিছিল বার করে।

সৈন্যদলকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সময় হাতে পাওয়ার চেষ্টায় ও জনগণের বিরাট চাপে পড়ে কুয়োমিন্টাং ও মার্কিন সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণ-

তান্ত্রিক দলের দাবীর নিকট নতিস্বীকার করার ভাব প্রকাশের জন্য ১৯৪৬ সালে ১০ই জানুয়ারী সামরিক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় এবং একইদিনই কুয়োমিন্টাং ও কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে ১৩ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রিতে যুদ্ধ-বিরতি কার্যকরী করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঐ চুক্তি অনুসারে কুয়োমিন্টাং, কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কিন সরকারের প্রত্যেকের একজন করে তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে সামরিক মধ্যস্থতার জন্য পিকিংয়ে কার্যকরী দপ্তর গঠন করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রতিনিধি জর্জ সি. মার্শাল কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিন্টায়ের মধ্যে লোক দেখানো মধ্যস্থতা করার জন্য চীনে আসেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাজ ছিল "মধ্যস্থতার" আড়ালে যুদ্ধ-প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করা।

সামরিক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার সময়েই রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন চুংকিংয়ে সুরু হয় এবং ঐ সম্মেলনে কুয়োমিন্টাং, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক চীন, যুব পার্টি প্রতিনিধিরা ও দল বহির্ভূত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষ দেশের বিভিন্ন বাম, দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী দল উপদল যোগদান করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও, শান্তি, সংহতি, গণতন্ত্র এবং ঐক্যকে শক্তিশালী করে এমন পাঁচটি প্রস্তাব সম্মেলন গ্রহণ করে, যেমন সরকার পুনর্গঠন, জাতীয় এসেম্ব্লি, শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশগঠনের কর্মসূচী, খসড়া সংবিধান এবং সামরিক প্রশ্ন। জনগণের চাপে, এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের ফলে প্রস্তাবগুলি পাশ করা হয়, অবশ্যই সামরিক ও সংবিধানের প্রশ্নে তিক্ত মতবিরোধ ও বাকবিতণ্ডার পরেই ঐ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

সামরিক প্রশ্নে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা ও যুব পার্টি "সশস্ত্র ফৌজকে জাতীয়করণ করার" প্রস্তাব আনে। কুয়োমিন্টাংয়ের পোঁধারী, যুবদলের এক প্রতিনিধি, চেন চি-তিয়েন যুক্তি দেখান যে "সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণ করার প্রশ্ন রাজনৈতিক গণতন্ত্রীকরণের প্রশ্নের" পূর্বেই আলোচিত হওয়া দরকার এবং "অস্ত্র পরিত্যাগের পূর্বে গণতন্ত্র বা সংবিধান-সম্মত সরকার প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা চলতে পারেনা।" এর অর্থ হল গণতন্ত্র চালু করার নামে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা সশস্ত্র গণফৌজকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পেতে চায়।

জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। তারা শান্তি ও গণতন্ত্রের সপক্ষে থাকে এবং গৃহযুদ্ধ ও একনায়কত্বের বিরোধিতা করে। কিন্তু যে সম্মিলিত সরকারের প্রস্তাব তারা দেয় তা হল পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বা মার্কিনী গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টের অনুরূপ। এবং "সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণ" করার প্রশ্নে, কি ধরনের রাষ্ট্রের অধীন ফৌজ থাকবে, গণতন্ত্র না একনায়কত্ব, সে সম্পর্কে বাস্তব পর্যালোচনায় তারা না এসে অবাস্তব মতামত প্রকাশ করে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে মৌলিক নীতি এবং সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণের প্রশ্নে মৌলিক পরিকল্পনা পেশ করে। পৃথিবীতে কোন বিমূর্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট পার্টি বলে যে দুই বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রে সাধারণতঃ সশস্ত্র ফৌজ থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণের পর, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়। একনায়ক রাষ্ট্রে, সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণ হলে, একনায়ক রাষ্ট্রের যন্ত্রে পরিণত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমোক্তটির পক্ষে রায় দেয়।

প্রথমতঃ সশস্ত্র ফৌজ জাতীয়করণের পূর্বে রাষ্ট্র গণতন্ত্রীকরণ আশু আবশ্যক, তার অর্থ কুয়োমিণ্টাংয়ের একদলীয় একনায়কত্বের বিলোপসাধন করতে হবে এবং তার জায়গায় গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন করতে হবে এবং সশস্ত্র ফৌজকেও সেনাবাহিনী ও জনগণের এবং সামরিক অফিসারবর্গ ও সাধারণ সেনাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিতে গণতন্ত্রীকরণ করতে হবে। রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী গণতন্ত্রীকরণ—সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে জাতীয়করণ করার পূর্বে দুটি অতি-অবশ্যকরণীয় কাজ বলে বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার এবং সর্বোচ্চ যুক্ত কম্যাণ্ড গঠনের পর কমিউনিস্ট পার্টি তৎক্ষণাৎ গণমুক্তি ফৌজ প্রত্যর্পণ করবে কিন্তু তার শর্ত হল যে কুয়োমিণ্টাংকেও তার সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কিত প্রশ্নের সমাধান কল্পে মৌলিক পরিকল্পনা এই যে গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকারের নিকট কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিস্ট পার্টি, উভয়ই যুগপৎ কুয়োমিণ্টাং অঞ্চল ও মুক্তাঞ্চল প্রত্যপর্ণ করতে হবে।

সামরিক প্রশ্নের উপর প্রস্তাবে কতগুলি নীতি উপস্থাপিত করা হল। "সশস্ত্র বাহিনী ও পার্টি পৃথকীকরণের" প্রথম নীতি হল কোন পার্টি বা ব্যক্তিবিশেষ রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারবে না। সামরিক এবং বে-সামরিক সরকার পৃথকীকরণের দ্বিতীয় নীতি হল যে কোন কার্যরত সামরিক অফিসার একই সঙ্গে বে-সামরিক অফিসারের পদে থাকতে পারবে না। তৃতীয়তঃ "রাজনীতির অধীনে সৈন্য বাহিনীর শর্ত হল কুয়োমিণ্টাং সামরিক পরিষদকে জাতীয় রক্ষার মন্ত্রণালয়ে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং এই মন্ত্রণালয় জাতীয় কার্যকরী ইউয়ানের অধীনে আসবে এবং দেশের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। "সারা দেশের সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠনে সুষ্ঠু ও সম-ভিত্তির" অর্থ হলো পুনর্গঠনের পর সারা দেশের সৈন্যবাহিনী জাতীয় রক্ষী বাহিনী হিসাবে গণ্য হবে।

কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা ও তাদের একান্ত দাসানুদাসরা সংবিধানের খসড়ায় তাদেরই মনোমত বিধানকেই কার্যকরী বলে মনে করে। তারা কুয়োমিণ্টাং-এর একাধিপত্যাধীন এমন একটি "জাতীয় পরিষদ" চেয়েছিল—এবং সেখানে তারা কুয়োমিটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের ফ্যাসিস্ত রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব থেকে "ফ্যাসীবাদী সংবিধান-সম্মত সরকার"[২] গঠন করার জন্য কুয়োমিণ্টাংয়ের বানানো "৫ই মে খসড়া সংবিধান"[১] পাশ করিয়ে নিতে চাইল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালালো।

সংবিধান খসড়ার উপর এক প্রস্তাবে বলা হল যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্লামেণ্টের অনুরূপ এবং জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে গঠিত আইন সভা থাকবে এবং সেই আইন সভাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠন হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্যাবিনেটের অনুরূপ সংস্থার হাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসন ক্ষমতা অর্পিত হবে, ঐ ক্যাবিনেট আইন সভার নিকট তার কাজের জন্য দায়ী থাকবে এবং আইন সভার ক্যাবিনেটের যে কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা, (ভেটো প্রদান করা) নাকচ করা বা অনাস্থাসূচক ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে। প্রাদেশিক আইন-সভাসমূহ এবং জাতীয় স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চলগুলির দ্বারা নির্বাচিত ক্যাবিনেটের কাজ অনুমোদন করা, বাতিল করা বা তদারক

করার ক্ষমতাসহ সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হবে। বিচার-বিভাগ হবে সর্বোচ্চ আদালত। এর অধীনে থাকবে সরকারী চাকুরিয়া এবং বৃত্তিধারীদের পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা। আরেকটি প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে, যার বলে প্রাদেশিক আইন-সভাসমূহের জাতীয় সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাদেশিক সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা থাকবে। পার্লামেন্ট ব্যবস্থা, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারাই কেবল খসড়া সংবিধানের প্রশ্নের সমাধান সম্ভব। আরও তিনটি প্রস্তাবে বলা হয় যে সরকারে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল অংশ গ্রহণ করবে এবং কুয়োমিন্টাংয়ের দলীয় একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে হবে; গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করার জন্য জাতীয় গণ-পরিষদ আহ্বান করতে হবে; এবং গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকারকে কয়েকটি নীতিকে কার্যে রূপ দিতে হবে।

এই পাঁচটি প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে কুয়োমিন্টাংয়ের একনায়কত্ব এবং গৃহ-যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতি ও কর্মপন্থা এবং সামন্ততান্ত্রিক, মুৎসুদ্দী ও ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক অভিভাবকত্বে সরকারী ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সামিল। বর্তমান অবস্থায় মূলতঃ এই প্রস্তাবগুলি সমগ্রদেশের জনসাধারণের শান্তি, এবং গণতন্ত্রের জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষার উপযোগী। এগুলির দ্বারা জনসাধারণের রাজনৈতিক জয় ও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক পরাজয় বলে সূচিত হয়। এবং সেহেতু প্রতিক্রিয়াশীলরা এসব প্রস্তাব গ্রহণে ভয়ানক রুষ্ট হয় এবং জনসাধারণ রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের সাফল্যকে সোৎসাহে স্বাগত জানায়।

৪। মার্কিন সরকারের সমর্থনে কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধের জন্য কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রস্তুতি।

কমিউনিস্ট পার্টি তার ওয়াদা মাফিক ১৯৪৬ সালে ১০ই জানুয়ারী গণমুক্তি বাহিনীর প্রত্যেকটি ইউনিটকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দিয়ে এক আদেশ-নামা জারী করে এবং সমগ্র জনগণের সঙ্গে একযোগে রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব-গুলিকে কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়।

কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ চালানোর জন্য রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই দেখে। চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে নিজেদের নিরাপদ মনে করে কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি ফৌজকে তাদের পরিকল্পনা কার্যকরী করার অন্তরায় হিসাবে বিবেচনা করে। কেবলমাত্র প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা জনগণের শান্তির দাবী মেনে নেওয়ার ভান করে।

রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন চলাকালীন সময়ে, কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশেষ দালালরা রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের সমর্থনে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের দ্বারা সংগঠিত চুংকিং অধিবাসী সমিতির সাঙপাই হলঘরে এক জমায়েতের উপর আক্রমণ চালায়; তারা সম্মেলনের কয়েকজন প্রতিনিধিদের বাসভবনও তল্লাশী করে। ১০ই ফেব্রুয়ারী সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্তির পর, চুংকিংয়ে চিয়াওচ্যাঙকাউ নামক স্থানে রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের সাফল্যজক সমাপ্তির উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক

সভার উপর কুয়োমিন্টাংয়ের দালালরা আক্রমণ করে। কুয়ো মো-জো, লি কুঙ-পো সহ কয়েকজন বক্তা আহত হন। এটাই চিয়াওচ্যাঙকাউ ঘটনা হিসাবে খ্যাত। এরপর, কুয়োমিন্টাং চীনের বহুজায়গায় সোভিয়েত বিরোধী, কমিউনিস্ট বিরোধী এবং গণতন্ত্র বিরোধী মিছিল সংগঠিত করে। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে কুয়োমিন্টাংয়ের দালালরা পিকিংয়ে সামরিক মধ্যস্থতা চালানোর একসিকিউটিভ সদর কার্যালয় ধ্বংস করে। রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত দৌরাত্মপূর্ণ কার্যকলাপে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে এসব দালালরা তৎপর হয়।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সাংবিধানিক খসড়া সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনে মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পার্লামেন্ট পদ্ধতি, ক্যাবিনেট-পদ্ধতি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের উপর গৃহীত প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন অনুসৃত মতবাদের অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য এই নীতিগুলিতে তুলে ধরা হয়েছিল। তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রচলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। চীনকে একনায়কত্ব থেকে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নিয়ে আসার মূল্যবান চাবিকাঠিই ছিল এই নীতিগুলি। সুতরাং চীনের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি এবং ক্রোধন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মধ্যেকার সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দুই ছিল এই নীতিগুলি। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে দাবী করে যে সংবিধানের ভিত্তি হবে রাষ্ট্র গঠনের জন্য নীতির খসড়া এবং "পাঁচ ক্ষমতা[৩] বিশিষ্ট সংবিধান"। খসড়া সংবিধান সম্পর্কে রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন কতৃক গৃহীত নীতির উৎসাদনের জন্য এটিকে তারা ছুতা হিসাবে ব্যবহার করে। তারা "ক্ষমতা এবং যোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য কি হবে" সে সম্পর্কে এবং পাঁচটি ক্ষমতার পৃথকীকরণ" সম্বন্ধে সোর গোল তোলে এবং যুক্তি দেখায় যে প্রশাসনিক ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকা উচিত "যাদের যোগ্যতা আছে", এবং অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত "যারা ক্ষমতাসম্পন্ন।" তারা জনগণকে এই বলে নিন্দাবাদ করে যে তাদের কোন "যোগ্যতা" নেই এবং সেহেতু তারা দেশ শাসনের অনুপযুক্ত। তাদের দম্ভোক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা। বাস্তবিক পক্ষে, রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুটা বাস্তব ব্যাপার ; সরকারী সংগঠন, আদালত, সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগ হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার নির্দিষ্ট রূপ। যারা এসবগুলি নিয়ন্ত্রণ করে তাদের হাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক উভয় ক্ষমতা থাকে ; দুটি বস্তুই এক এবং অভিন্ন। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের ক্ষমতাই হচ্ছে সরকারের ক্ষমতা। যদি জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিরা প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে কিছু থাকে না। যোগ্যতা থেকে ক্ষমতাকে স্বতন্ত্র করা সম্বন্ধে ডঃ সান ইয়াৎ-সেনের ধারণাকে মিথ্যা ওজর হিসাবে উপস্থিত করে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে এবং সমস্ত জাতিকে ফ্যাসীবাদের জুতোর নালের তলায় রাখতে চাইছে।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের এক সভায়, চিয়াঙ কাই-শেক আরেকবার তথাকথিত "বৈধ সরকার ব্যবস্থা" বাতিলের অনুমোদন করা উচিত নয় এই কথা বলে ঐ প্রশ্নটিকে তোলেন। "বৈধ সরকার ব্যবস্থা", বস্তুতঃ

"রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের অবস্থায় থাকাকালীন সময়ের জন্য অস্থায়ী সরকার" ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এই ব্যবস্থা ১৯৩১ সালে জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল, এবং তারই ভিত্তিতে, জাতীয় সরকার গঠিত হওয়ার কথা চিয়াঙ কাই-শেক বললেন কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৭ সালে ১২ই এপ্রিল থেকে জাতীয় সরকারের বৈধ অস্তিত্ব শেষ হয় এবং সেটা ঘটে যখন চিয়াঙ কাই-শেক ও তার চক্র কুয়োমিন্টাং কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির বিরোধী হয়ে পড়ে। ১৯৩১ সালের জাতীয় সম্মেলন কেবলমাত্র চিয়াঙ চক্রের সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে কুয়োমিন্টাংয়ের অন্যান্য উপদলের প্রতিনিধিরা যোগ দেয় নাই। সেই সম্মেলন আহ্বান করে চিয়াঙ কাই-শেক ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাকে আইনানুগ করার চেষ্টা করেন এবং ফ্যাসীবাদী একনায়কত্বের ভিত্তিতে তিনি জনসাধারণকে ধ্বংস করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্ত হওয়ার জন্য গৃহযুদ্ধ বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছেন।

১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র দেশে গণমুক্তি ফৌজের সমস্ত ইউনিটগুলিকে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেয়। কিন্তু তখনও বিপুল সংখ্যায় বর্তমান জাপ-বাহিনী ও তাঁবেদার সৈন্যদল যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করতে মুক্তি ফৌজকে উত্তেজনার ইন্ধন জোগাচ্ছে। বিরোধ অবসানকল্পে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি তিন ব্যক্তি কমিটি ও পিকিং কার্যকরী সদর কার্যালয়ের নিকট প্রস্তাব রাখে যে জাপানী সৈন্যদল ও তাদের তাঁবেদারদের নিরস্ত্র করার জন্য কুয়োমিন্টাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সত্বর যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে নিশ্চয়ই দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ফিরে আসত। কিন্তু এ ব্যবস্থা একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড কর্তৃক অবলম্বন করতে পারে। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি, কুয়োমিন্টাং সরকার এবং সামরিক পরিষদের দ্রুত পুনর্গঠন দাবী করে।

এদিকে কিন্তু চিয়াঙ কাই-শেক ও কুয়োমিন্টাং ক্রমাগতই যুদ্ধ বিরতির শর্ত লঙ্ঘন করতে থাকে। ৭ই জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে চিয়াঙ কাই-শেক যুদ্ধ বিরতি আদেশ জারী করার পূর্বেই তার সৈন্যদলকে "সুবিধাজনক অবস্থানগুলি" অধিকার করার হুকুম দেন; এবং যুদ্ধ বিরতি আদেশ কার্যকরী হওয়ার ঠিক আগের দিন তিনি রণনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করার জন্য তার সৈন্যদলকে আদেশ দেন। প্রকাশ্যে তিনি সামরিক যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন কিন্তু তিনি গোপনে যুদ্ধ জারী রাখেন।

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিতে ছিল যে অবিলম্বে দেশে সর্বপ্রকার হানাহানি বন্ধ করা হবে, এবং সেদিক থেকে উত্তর-পূর্ব চীনে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু উত্তর-পূর্ব চীনে কুয়োমিন্টাং সৈন্যদল যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে গণতান্ত্রিক মিত্রবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। এই রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার ফলে এবং সমগ্র জাতির চাপে পড়ে কুয়োমিন্টাং সেই অঞ্চলে বিশেষ যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হয়। কিন্তু চিয়াঙ কাই-শেক তখনও যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কার্যকর করতে অস্বীকার করেন, কারণ উত্তর-পূর্বে চীনের জনগণ কর্তৃক গঠিত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সরকার এবং গণতান্ত্রিক মিত্রবাহিনীকে আক্রমণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাই তিনি সেখানে কোনভাবেই যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

শান্তির জন্য গণমুক্তি ফৌজ স্বেচ্ছায় চ্যাঙচুন ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু কুয়োমিন্টাং সেনাদল আক্রমণ চালাতে থাকে। জেপিঙচিয়ের খণ্ডযুদ্ধে তারা বহুসংখ্যায় নিহত হয়।

১৯৪৬ সালের ৬ই জুন কুয়োমিন্টাং যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এরপর কুয়োমিণ্টাং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর-পূর্ব চীনে রেলপথ বরাবর বড় বড় শহর অঞ্চল থেকে গণমুক্তি ফৌজের অপসারণ দাবী করে।

বৃহৎ প্রাচীরের দক্ষিণে, কুয়োমিন্টাং সুদীর্ঘকালব্যাপী পরিবেষ্টিত ৬০,০০০ জনের শক্তিশালী মধ্য চীনের গণমুক্তি ফৌজকে "বেষ্টন করে নির্মূল করার" অভিপ্রায়ে তিনলক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কুয়োমিন্টাংকে এই বলে সতর্ক করে যে, এ ধরনের কার্য বন্ধ না হলে, দেশব্যাপী গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং সর্বাত্মক গৃহ-যুদ্ধের রূপ নেবে। কিন্তু কুয়োমিন্টাং, নানকিংয়ে আলোচনা চলার সময়েও, ২৬শে জুন তার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করে এবং গণমুক্তি ফৌজও জোর করে বেষ্টনী ভেঙ্গে দেয়।

যুদ্ধ-বিরতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল সৈন্যবাহিনীর চলাচল বন্ধ করা কিণ্তু যুদ্ধ বিরতি চুক্তি কার্যকরী করার দিন থেকে ১৯৪৬ সালের মে পর্যন্ত কুয়োমিণ্টাং গৃহযুদ্ধের জন্য তের লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনীকে আক্রমণমূলক ব্যবস্থার প্রস্তুতি হিসাবে অনুকূল অবস্থানগুলিতে মোতায়েন করে এবং, মুক্তাঞ্চলগুলি বেষ্টন ও অবরোধ করার উদ্দেশ্যে, পশ্চিম হোপেই, দক্ষিণ শানসী, দক্ষিণ হোনান এবং উত্তর হুপে অঞ্চল-সমূহে অবরোধমূলক দুর্গ তৈরী করে।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনী মুক্তাঞ্চলে ৪,১৫৮ টি স্থানে ৪,৩৬৫ বার আক্রমণ চালায়, ৪০টি শহর ও ২,৫৭৭ টি গ্রাম অধিকার করে। এই আক্রমণে নিয়োজিত সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ২,৭৭০,০০০।

১৭ই জুন চিয়াঙ কাই-শেক খামখেয়ালীভাবে দাবী করে যে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক আলোচনা সুরুর পূর্বে অসঙ্গত শর্ত মেনে নিক। তিনি উত্তর পূর্ব চীনের প্রায় সম্পূর্ণ নয়টি প্রদেশ, কিয়াংসু আনহোয়েই অঞ্চল, জেহল এবং হোপেই প্রদেশ, লুঙ্ঘাই, তিয়েনসিন পুকাও রেলপথ এবং ওয়েইহাই ও ইয়েনতাই বন্দর নেওয়ার জন্য জিদ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যস্থতা এই সময়ে ও তার পরবর্তীকালে কুয়োমিন্টাংকে তার যুদ্ধ প্রস্তুতি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান যুদ্ধোত্তর কর্মপন্থা ও নীতি হিসাবে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, চীনের এই সুবৃহৎ ঔপনিবেশিক বাজারটির একান্ত নিয়ন্ত্রণ করবে ও চীনকে তার উপনিবেশে পরিণত করার মানসে, গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে চীনা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যবহার করে। বস্তুতঃ পক্ষে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে কুয়োমিন্টাং কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত হতে সক্ষম হয়। এবং এর ভিত্তিতেই কুয়োমিন্টাং এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে জর্জ সি. মার্শাল চীনে আসেন। তিনি নামেই চীনা গৃহ-যুদ্ধের মধ্যস্থ ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি কুয়োমিন্টাংকে গৃহ-যুদ্ধের প্রস্তুতি বৃদ্ধিতে সাহায্যই করেন। রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন চলাকালে তিনি চীন সরকারে চিয়াঙ কাই-শেকের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৪৬ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি

সোভিয়েত বিরোধী নোট কুয়োমিণ্টাংয়ের নিকট পেশ করে এবং এই নোট চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মার্কিন সরকার এ্যালবার্ট সি. ওয়েডমেয়ারকে উত্তর-পূর্ব চীনের বন্দরগুলিতে কুয়োমিণ্টাং সরকার কর্তৃক তার ফৌজ পরিবহণের ব্যাপারে এবং খুব বেশী পরিমাণে সমরোপকরণ সরবরাহ করার জন্য সাহায্য করতে নির্দেশ দেন। ১৯৪৬ সালের ১৪ই জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র সচিব, জেমস বার্নস দশবছর এর বেশী সময় পর্যন্ত চিয়াঙ কাই-শেককে সামরিক সাহায্যদানের জন্য কংগ্রেসে একটি বিল আনয়ন করেন এবং ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে তার সৈন্য অপসারণ করবে না। চিনওয়াঙতাও এবং সিঙতাওয়েতে মার্কিন সেনাবাহিনী চীনা গণমুক্তি ফৌজকে উত্তেজনার ইন্ধন যোগায় এবং কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর পক্ষে অগ্রগামী প্রতিরক্ষা হিসাবে যুদ্ধও করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেত পত্র (১৯৪৯), 'চীনের সঙ্গে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক', সম্বলিত পত্রে, মার্কিন সরকার ২য় যুদ্ধোত্তরপর্বে চীনে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির কথা স্বীকার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধোত্তরকালে চীনে তিনটি সম্ভাব্য কর্মপন্থার সম্মুখীন হয় প্রথমটি তাহার সৈন্য, জিনিসপত্র এবং রণসম্ভার নিয়ে চলে যাওয়া। মার্কিন সরকার এটা করবে না কারণ সে মনে করে যে তার অর্থ হচ্ছে "আন্তর্জাতিক দায়িত্ব" (বিশ্ব কর্তৃত্ব) পরিত্যাগ করা এবং চীনের প্রতি "চিরাচরিত" (আক্রমণাত্মক) নীতি বর্জন করার সামিল। দ্বিতীয় কর্মপন্থা হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের, কমিউনিস্ট নিধনে, বৃহৎ আকারে সামরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা সাহায্যদান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিদিত যে দেশভক্ত চীনা জনগণ চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ যে কোন প্রচেষ্টাকে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখবে। উপরন্তু চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কার্যক্রমকে আমেরিকার জনসাধারণ অনুমোদন করবে না। সুতরাং প্রথম এবং দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণে সাহস না পেয়ে কর্মপন্থা অনুসরণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয়পন্থা অর্থাৎ চীনের যত বেশী অঞ্চলে সম্ভব কুয়োমিণ্টাং কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে তাকে সাহায্য করে। এই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নিয়ে জর্জ সি, মার্শাল চীনে মধ্যস্থ করতে আসেন। চীনের প্রতি তার এই কর্মপন্থা অনুসারে মার্কিন সরকার কুয়োমিন্টাংকে চীনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে সাময়িক চুক্তি সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে "জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রভাব সংরক্ষিত করা ও বৃদ্ধি করা। মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতার লক্ষ্য কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ সুরু করা এবং কুয়োমিন্টাংকে চীনে তার অপশাসন অব্যাহত রাখা ও চীনা জনগণকে দাসত্বের বন্ধনে রাখায় কুয়োমিন্টাংকে ব্যবহার করা প্রভৃতি কাজের জন্য কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি করা।

কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের মার্কিন সরকার কর্তৃক সামরিক সাহায্যদান এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে চীনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ ও বিরাট আকার ধারণ করে যা বন্ধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই চীনকে গৃহযুদ্ধ, অনৈক্য, ত্রাস, এবং দারিদ্র্যের আবর্তে নিক্ষেপ করে। চীনে প্রতিক্রিয়াশীলরা একঘরে হয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য ব্যতীত তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গৃহ যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। মার্কিন সরকারের

সাহায্যপুষ্ট হয়ে চিয়াঙ কাই-শেকের মতিগতি বিকৃত হয়। চিয়াঙ কাই-শেককে সাহায্য করার জন্য মার্কিন মধ্যস্থতার নীতি চীনে গৃহ-যুদ্ধ সুরু হওয়ার মৌলিক কারণ।

জাপ-বিরোধী যুদ্ধের অবসানে কুয়োমিন্টাংয়ের কমিউনিস্ট-বিরোধী, গণ-বিরোধী গৃহ-যুদ্ধ চালানোর প্রয়াস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যতদিন চীনে সাম্রাজ্যবাদী সমর্থিত প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার শ্রেণী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীরা থাকবে, ততদিন গৃহ-যুদ্ধের অর্থনৈতিক ভিত্তির অস্তিত্ব থাকবে। তা সত্ত্বেও, গৃহ-যুদ্ধ হবে কি হবে না সেটা নির্ধারণ করার ব্যাপারে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, শ্রেণীগুলির আপেক্ষিক শক্তি ও বিপ্লবী বাহিনীর সংগ্রাম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধোত্তর পর্বে, সমগ্র দেশের জনগণ শান্তি ও গণতন্ত্র দাবী করে এবং তারা গৃহ-যুদ্ধ ও একনায়কত্বের বিরোধী। জনগণ কুয়োমিন্টাংকে শান্তির দাবী গ্রহণ করাতে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে কার্যে পরিণত করানোর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রাক্কালে, জনগণ শান্তি বজায় রাখার সব সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করে। চীনা জনগণের সৎ উদ্দেশ্য ও তাদের দাবীগুলি পূরণ করার জন্য এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শান্তি রক্ষা করতে ও জনসমক্ষে কুয়োমিন্টাংয়ের যুদ্ধবাদী উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ-পরিহার এবং শান্তি অর্জনের সংগ্রামে সমগ্র দেশের জনগণকে পরিচালিত করার ব্যাপারে সর্বপ্রকার প্রয়াস চালায় এবং অসম্ভব ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

যদিও এই সংগ্রাম যুদ্ধ ঠেকাতে ব্যর্থ হয় কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে বিস্তৃত ও কার্যকরী শিক্ষা দান করে। ১০ই অক্টোবর চুক্তি এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি জনসমক্ষে তার কর্মপন্থা প্রচার করে এবং জনগণকে অবহিত করে যে সে অক্লান্তভাবে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে। যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রতি কুয়োমিন্টাংয়ের বিরোধিতা এবং মার্কিন সরকার কর্তৃক মধ্যস্থতার আড়ালে গৃহ-যুদ্ধ বাধানোর ষড়যন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে দেশের গণ মানসে চেতনার সঞ্চার করে যাতে জনগণ, বুঝতে পারে কুয়োমিন্টাংকে উৎখাত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেশ থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত শান্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, এবং বেচে থাকার অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। শান্তি সম্বন্ধে, কুয়োমিন্টাং সম্পর্কে এবং মার্কিন সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে ক্রমাগত মোহমুক্ত হতে পারে এবং কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করা ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ কার্যকলাপ, চীনাজনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। জনগণের শান্তির দাবীর প্রতি প্রতিক্রিয়াশীলরা যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করতে থাকে ততই তারা রাজনীতিগত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বহুদিন থেকেই গৃহ-যুদ্ধ সুরু করার ব্যাপারে কুয়োমিন্টাংকে সমর্থন করার মার্কিন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল এবং সেজন্য পার্টি যথাসম্ভব আদর্শগত ও সংগঠনগত প্রস্তুতি করেছে। কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে যেমন কুয়োমিন্টাং কর্তৃক গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরছে, অপরদিকে সে তেমনি গণবাহিনী ও জনগণকে মুক্ত অঞ্চল সম্প্রসারণ করে ও পৃথক পৃথক অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার পথে পরিচালিত করে। পার্টি

মুক্তাঞ্চলের জনগণকে সংগ্রামের মাধ্যমে কুয়োমিন্টাং দালালদের বিরোধিতা করার জন্য, খাজনা ও সুদ কমানোর জন্য, কৃষি-সংস্কারকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এবং উৎপাদন বাড়ানো ও ব্যয়-সঙ্কোচনের জন্য নেতৃত্ব দেয়। এই সব ব্যবস্থাবলী ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে যদি প্রতিক্রিয়াশীলরা দেশব্যাপী গৃহ-যুদ্ধ সুরু করে দেয়, তাহলে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা যাবে এবং যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের নিজ কর্মফলে নিজেরাই সমুচিত শিক্ষা পাবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে আত্ম-রক্ষামূলক রণকৌশল। গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক কুয়োমিণ্টাংয়ের সামরিক আক্রমণ প্রতিহত।

(জুলাই ১৯৪৬-জুন ১৯৪৭)

১। বিপ্লবী যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি

১৯৪৬ সালে, চিয়াঙ কাই-শেক চক্র বিশ্বের পয়লা নম্বর বিশ্বাসঘাতক চক্র, বিশ্বের সর্ব বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে জনগণের মুক্তাঞ্চলের উপর দেশব্যাপী যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়।

যুদ্ধের প্রারম্ভে, শক্তির দিক থেকে শত্রু ছিল অধিক শক্তিধর, তার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ এবং জনসংখ্যা ছিল ৩০ কোটি এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল দেশের বড় বড় শহর, অধিকসংখ্যক রেলপথ ও প্রচুর সম্পদ। এর উপর, কুয়োমিন্টাং দশলক্ষ জাপ-বাহিনীর সমর-সম্ভার নিয়ে নেয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের সক্রিয় সমর্থন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই কুয়োমিন্টাং বাহিনীকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে মুক্তাঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য বহন করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে কুয়োমিন্টাংদের সপক্ষে বড় বড় শহরগুলি রক্ষা করার জন্য চীনের ভূমিতে অবতরণ করানো হয়, এবং মুক্তাঞ্চলে কুয়োমিন্টাং সেনাদলকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সাহায্য করার জন্য পাঠানো হয়। মার্কিন সরকার কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের গৃহ-যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহের বন্দোবস্ত করে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি অনেক দিন ধরেই চালানো হচ্ছিল এবং এটি একটা ঘটনা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ সমর্থনের জন্যই কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা পূর্ণাঙ্গ গৃহ-যুদ্ধ করতে সাহসী হয় এই আশায় যে কয়েক মাসের মধ্যেই তারা মুক্তাঞ্চলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে।

চিত্রের অন্যদিকটা হচ্ছে যে চীনা গণমুক্তি ফৌজের সর্বসমেত সৈন্যসংখ্যা হল ১২ লক্ষ। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা গণমুক্তি ফৌজের সংখ্যার সাড়ে তিনগুণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও শত্রু অনেক শ্রেষ্ঠ। মুক্তাঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি, কুয়োমিন্টাং এলাকার জনসংখ্যা মুক্তাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ। এ ছাড়া, মুক্তাঞ্চলে

কৃষি-সংস্কার এখনও অসম্পূর্ণ এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখনও সম্পূর্ণ উৎখাত হয়নি। ফলে গণমুক্তি ফৌজের পশ্চাদিক তখনও সম্পূর্ণ সুদৃঢ় নয়।

রাজনীতি ও জনসম্পর্কের কথা বাদ দিলে, কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনী সব রকম সামরিক শক্তির দিক থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চিয়াঙ কাই-শেক মুক্তাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও জনগণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সর্বাত্মক সংগ্রামে একই আঘাতে তাদের চূর্ণ করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় ১৬ লক্ষ সৈন্যদলের নিয়মিত বাহিনী নিয়োগ করেন। চতুর্দিক থেকে মুক্তাঞ্চলে শত্রুসৈন্য আক্রমণ সুরু করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুক্তাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও জনগণ ঠিক করল রক্ষণাত্মক রণকৌশল গ্রহণ করবে।

চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের মার্কিন প্রভুরা নিজেদের শক্তিকে অত্যন্ত বড় করে দেখে এবং মুক্তাঞ্চলের গণ-বাহিনী ও জনগণের শক্তি ছোট করে দেখে। তারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে যে জাপ-বিরোধী যুদ্ধোত্তরকালে শান্তি ও গণতন্ত্র সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বপ্রকার প্রয়াস তাদের দুর্বলতা, ভীতি ও অকর্মণ্যতার চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাধান্যই তারা দেখেছে। সেই হেতুই তারা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর সাহায্যের উপর নির্ভর করে জনগণের শান্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে, সামরিক যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি ছিন্ন করে, এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে গৃহ-যুদ্ধ চালাতে সাহসী হয়। কিন্তু তারা তাদের হিসাবে ভুল করেছিল।

(ইয়ুথ পার্টি) যুবদলের সেঙ চি এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টির চ্যাঙ চুন-মাইয়ের মত কিছু সংখ্যক কালের গোলাম ও বেহায়া রাজনৈতিক ফাটকাবাজ কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে চলে যায়। তাছাড়া এমন কি কিছু কিছু রাজনৈতিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও, যারা বিপ্লবের মিত্র, তারাও কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করার মত গণমুক্তি ফৌজের সামর্থ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সাফল্যের সঙ্গে এ ধরনের নৈরাশ্যবাদ ও সন্দেহ নিরসন করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমরেড মাও সে-তুঙ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যালোচনা করে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে তারা অবশ্যই শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন কারণ যে যুদ্ধ কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা সুরু করেছে সে যুদ্ধ চীনের জাতীয় স্বাধীনতা এবং জনগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত। যদি তারা বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধকে না ঠেকায় তবে তারা অচিরেই মার্কিন ও চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়বে। জনগণ চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাভব ঘটাতে সমর্থ কারণ সামরিক প্রাধান্য ও মার্কিন সাহায্যের প্রভাব সাময়িক এবং অপরদিকে, যুদ্ধের ন্যায্যতা অথবা অন্যায্যতা এবং যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন অথবা তাদের বিরূপতা, এর প্রভাব চিরস্থায়ী ও সুদূর প্রসারী।

চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা যে গৃহ-যুদ্ধ সুরু করেছে সে যুদ্ধ প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধ এবং তার মধ্যে রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, এবং জন-বিরোধিতা। কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ চালাতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের পূর্বের চেয়েও আরও কঠোরভাবে জনগণের উপর অত্যাচার ও শোষণ চাপাতে হবে। সুতরাং নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার

নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে তাদের আর এক যুদ্ধ চালাতে হবে। সাধারণ নাগরিকদের জোর করে সামরিক কাজে লাগানো, এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সৈন্যবাহিনীর নৈতিক মনোবলের অবনতি প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধের অনিবার্য ফল এবং এ ধরনের যুদ্ধে সৈনিকরা সর্বদাই তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করতে উন্মুখ। এই দুর্বলতাই কুয়োমিণ্টাং প্রতি-ক্রিয়াশীলদের পক্ষে মারাত্মক। ফলস্বরূপ, কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলের মনোভাব ও কর্মশক্তির উপর রণক্লান্তি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়াও, কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্ত-র্গত বিভিন্ন উপদল ও চক্রের মধ্যে গুরুতর দ্বন্দ্ব-বিরোধ এবং কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে প্রতিকূল মনোভাব বর্তমান থাকে। জাতীয় অর্থ-নীতির নিয়ন্ত্রণকারী ব্যুরোক্র্যাট-পুঁজিবাদের বনিয়াদের উপর আশ্রয় করে আছে কুয়ো-মিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসন। এই ব্যুরোক্র্যাট-পুঁজিবাদ কেবলমাত্র যে শ্রমিক, কৃষক এবং পেতি-বুর্জোয়াদের উপর অত্যাচার চালায় তাই নয়, এর দ্বারা মাঝারী বুর্জোয়াদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান দাবী কেবল শ্রমিক, কৃষক, এবং পেতি-বুর্জোয়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। কুয়ো-মিণ্টাংয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাঝারী বুর্জোয়াদের যোগদান করা বা নিরপেক্ষ থাকাও সম্ভব। অপরপক্ষে, মুক্তি যুদ্ধ হচ্ছে ন্যায়যুদ্ধ এবং এতে সমগ্র জনগণের সায় রয়েছে। এর মধ্যেই নিহিত আছে মুক্তাঞ্চলের সেনাবাহিনী ও জনগণের সবচেয়ে বড় সুবিধা। ইতিমধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামীণ অঞ্চলে জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানাস্বত্বকে কৃষি-মালিকানাস্বত্বে রূপান্তরকরণের নীতি এবং শহরাঞ্চলে ব্যুরোক্র্যাট পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করা এবং জাতীয় শিল্প এবং বাণিজ্যরক্ষার নীতি অনুসরণ করছে। বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা হ্রাসের জন্য, পার্টি কৃষি-সংস্কারের ক্ষেত্রে গরীব কৃষক এবং খামারের শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল, মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যে আবদ্ধ, এবং সাধারণ ধরনের ধনী কৃষক, মাঝারী অথবা ছোট জমিদার বর্গ একদিকে এবং অপরদিকে শত্রুর সহযোগী, অসৎ ভদ্র-সম্প্রদায় এবং স্থানীয় নিপীড়ণকারীদের মধ্যে সীমারেখা টেনে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, শহরে পার্টি শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল, পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ এবং মধ্যপন্থীদের সপক্ষে আনতে যত্নশীল ও সচেষ্ট। এ সব কর্মপন্থার ফলে সমগ্র জন-সমর্থন লাভ করা, গণমুক্তিফৌজের পশ্চাদ্ভাগ সুদৃঢ় করা, এবং বিপ্লবী যুদ্ধের দেশব্যাপী সাফল্যের রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মার্কিন সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। এটা তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, ভীতি এবং আত্ম-বিশ্বাসের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। মার্কিন সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের নিকট আর কোন পথ নেই।

আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বিস্তৃত বনিয়াদের উপর চীনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট চীনা বিপ্লবে সাফল্যের অতিবড় প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রতিক্রিয়া-শীলদের মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে। যতই তাদের বাহিনী দুর্বার হোক না কেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণবিরোধী রাজনীতির পথ ধরে চললে, প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কুয়োমিণ্টাংয়ের

আক্রমণ পরাস্ত করার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক পরিকল্পিত রণকৌশলের লক্ষ্য কোন বিশেষ শহর বা অঞ্চল রক্ষা করার চেয়ে বরং শত্রুর জনবল নির্মূল করা। এইজন্য, কোন অভিযানে কুয়োমিণ্টাং বিরাট আকারে আক্রমণ করলে এবং চতুর্দিক থেকে সমবেত আক্রমণ প্রচেষ্টায় গণমুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে, গণমুক্তি ফৌজের কাজ হবে শত্রু সৈন্যদলের কোন অংশের উপর সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য বিস্তার করার জন্য তার বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা এবং যথাসময়ে শত্রুকে বিনষ্ট করা। আঘাত হানার জন্য শত্রুবাহিনীর যে অংশটি বেছে নেওয়া উচিত হবে, সে অংশ দুর্বল অথবা সাহায্যে যথেষ্ট শক্তিশালী নয় অথবা ভূ-খণ্ড এবং জনসমর্থনের দিক থেকে বেকায়দায় পড়েছে। সেই সময়ে গণমুক্তি ফৌজের ছোট ছোট খণ্ড দল অন্য শত্রু ইউনিটগুলিকে আটকে রাখবে যাতে তারা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে অবরুদ্ধ অংশের উদ্ধারে আসতে না পারে। শত্রুবাহিনীর অন্যান্য অংশ নির্মূল করার কাজ চালানো হবে কিংবা নতুন উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে হবে, সে সম্বন্ধে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থার দ্বারা চালিত হয়ে দ্বিতীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। কৌশলগত ভাবে শত্রুসৈন্যবাহিনীর বিশেষ অংশকে পরিবেষ্টন করে উৎখাত করার জন্য সংখ্যায় বেশী পরিমাণে সেনাবাহিনী কেন্দ্রীভূত হলে, আক্রমণে অংশ-গ্রহণকারী গণমুক্তি ফৌজের বিভিন্ন ইউনিট এক আঘাতে গোটা শত্রুবাহিনী নির্মূল করার প্রচেষ্টায় নিজেদের বাহিনীকে সমস্ত জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ছড়িয়ে দেবে না। এই প্রচেষ্টা আক্রমণকারী বিভিন্ন ইউনিটগুলির শক্তিকে অনিবার্যভাবে কমিয়ে দেয় এবং শত্রুসৈন্য উৎপাদনকে বিলম্বিত করে এমন কি উদ্দেশ্যসাধন কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবর্তে, কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী বাহিনী শত্রুর বাহিনীর দুর্বলতম অংশ খুঁজে বার করে, জয়লাভকে সুনিশ্চিত করার জন্য, তার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে। সাফল্য লাভের পর, তৎক্ষণাৎ আক্রমণের এলাকা সম্প্রসারিত করা এবং একের পর এক ইউনিটকে পরাস্ত করা অবশ্যই প্রয়োজন।

এ ধরনের পরিকল্পিত রণকৌশলের দুরকমের সুবিধা আছে ঃ সম্পূর্ণ উৎখাত ও ক্ষিপ্র সিদ্ধান্ত। কেবল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেই গণমুক্তি ফৌজ শত্রুকে কঠিন আঘাত হানতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে শত্রুর জনবলকে হ্রাস করতে পারে। গণমুক্তি ফৌজকে পূর্ণমাত্রায় শক্তিশালী করা, জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্যার সমাধান করা এবং সক্রিয়ভাবে শত্রুসেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া ও অপরদিকে গণমুক্তিফৌজের মনোবল উন্নীত করার এই একমাত্র পথ।

বিপ্লবী-যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে এবং ঘন ঘন খণ্ডযুদ্ধ ঘটবে এটা দৃষ্টিপথে রেখে সেনাবাহিনীর শিক্ষাদান কার্যের উপর সর্বদা নজর দিতে হবে। খণ্ড যুদ্ধগুলির মধ্যবর্তী সময়টি সামরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষায় ব্যয় করতে হবে এবং প্রত্যেক খণ্ড-যুদ্ধের পর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সমস্ত ইউনিটের সামনে তুলে ধরতে হবে। সমরাস্ত্রে অধিকতর সুসজ্জিত শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করার ব্যাপারে, নৈশযুদ্ধে, হাতাহাতি লড়াইতে, এবং অবিচ্ছেদ্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুবাহিনীর অংশবিশেষের উপর আঘাত হেনে তাকে নির্মূল করা এবং তারপর একে একে বিভিন্ন শত্রুসৈন্যের ইউনিটগুলি ধ্বংস করার নীতি গণ মুক্তি ফৌজ গঠনের দিন থেকেই পালিত হয়ে আসছে। অধিকন্তু, তৃতীয় বিপ্লবী গৃহ-

যুদ্ধের আমলে, গণমুক্তি ফৌজের বিরাট শক্তি তার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসহ ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধ পরিচালিত করতে এবং শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই চালানোর উদ্দেশ্যে গেরিলা বাহিনী বিক্ষিপ্ত সম্পূরক বাহিনী হিসাবে ব্যবহার সম্ভব করে তুলতে পেরেছে।

সামগ্রিক যুদ্ধাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে গণমুক্তি ফৌজের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম বলে মনে হলেও, এভাবে প্রত্যেকটি খণ্ড যুদ্ধে গণমুক্তি ফৌজ সংখ্যায় পরিপূর্ণ প্রাধান্য সহ শত্রুকে আক্রমণ করে তার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে সমর্থ হয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যুদ্ধের প্রতিটি দিক থেকে প্রাধান্য গণমুক্তি ফৌজের করতলগত হয়, এবং গণমুক্তি ফৌজ বন্দী শত্রু সৈন্যের দ্বারা জনবল ও শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রবলে নব বলীয়ান হয়।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামে এই বিশেষ ধরনের রণকৌশল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক ব্যবহার করা হয়। চিয়াঙ কাই-শেকেরও এসব নীতি অবিদিত নয়। এ সবগুলি তিনিও খতিয়ে দেখেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ অতি সহজ। গণমুক্তি ফৌজের রণনীতি ও রণকৌশল জনযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত; কোন প্রতি-বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে সে সব রণকৌশল ও রণনীতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়।

সামরিক শক্তির প্রাধান্য হেতু কুয়োমিণ্টাং মুক্তাঞ্চল সমূহের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহযুদ্ধ সুরু করতে সাহসী হয়েছে। কিন্তু সামরিক দিক থেকেও, কুয়োমিণ্টাংয়ের কতগুলি প্রতিকারহীন দুর্বলতা ছিল। সমগ্র দেশব্যাপী যুদ্ধ চালানোর তাগিদে, কুয়োমিণ্টাংকে কিয়াংসু প্রদেশের মধ্য সমতলভূমি, চেঙতে, আনতুঙ এবং হার্বিন অধিকার করা, সিঙতাও-সিনান রেলপথ এবং তাতুঙ-পুচাও রেলপথ নিয়ন্ত্রণ করা, এবং দক্ষিণে নানকিং থেকে উত্তর পূর্বে চ্যাঙচুন পর্যন্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে গিয়ে রেলপথ খোলার নীতি গ্রহণ করতে হয়। এই যোগাযোগের পথ বহুদূর বিস্তৃত, এবং পথের দু ধারে পর্বতশ্রেণী ও উঁচু দুরারোহ পাহাড়। ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সরবরাহ পথের শেষ প্রান্তে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। মাত্র ১৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুয়োমিণ্টাং কর্তৃক বহু অঞ্চল ও যোগাযোগ পথের উপর অবস্থিত সমস্ত শহরসহ দীর্ঘ-পথ আয়ত্তে রাখার প্রচেষ্টা করার দরুন তাকে বিভিন্ন দুর্গে তার সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে রাখতে হয়। সুতরাং কুয়োমিণ্টাংকে জনবলের ঘাটতি সহ্য করতে হয়। তার সৈন্যদল বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে, কোন অঞ্চলের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে কুয়োমিণ্টাং অগ্রসর হওয়া মাত্র, কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় আঘাত হানার মত বহু জায়গা অনাবৃত হয়ে পড়ে, এবং সেগুলি প্রতি-আক্রমণের পক্ষে আদর্শস্থানীয় হয়।

নিজের ব্যক্তিগত সৈন্যদল ছাড়া সমস্ত কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে চিয়াঙ কর্তৃক বিরোধীদের পরিহার করার নীতি তাকে ক্রমাগত বাছাই করার পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করে। ফলে কুয়োমিণ্টাং শিবিরে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় বাহিনীর বিরোধ দেখা দেয়। যাদের তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করতেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে নিযুক্ত করা হত, অপরদিকে সৈন্যদল সম্পর্কে বিলিব্যবস্থায় তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকত এবং সেই কর্তৃত্ব অপদার্থ চিফ্ অফ স্টাফের মাধ্যমে কার্যকরী করা হত। এর ফলে

দুটি মৌলিক দুর্বলতা মাথা চাড়া দেয়ঃ আভ্যন্তরীণ কলহ এবং ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অভাব।

মার্কিন নির্মিত সমরাস্ত্র কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদলের পক্ষে সম্পদ বিশেষ, কিন্তু অন্য অর্থে এটা হচ্ছে এক ধরনের দায় বিশেষ। যান্ত্রিক বাহিনীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক ভাল যোগাযোগ সড়ক, যেটি চীনে নিতান্তই অপ্রতুল। যখন এ ধরনের যান্ত্রিক বাহিনী মুক্তাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করে, তখন তাদের যানবাহনের কোন উপযোগিতা থাকে না। সুতরাং তাদের সম্পূর্ণ কার্যকরীভাবে কাজ করান অসম্ভব হয়।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সেনাবাহিনী ও জনগণের সংগ্রাম দৃঢ়তা ও আত্ম-বিশ্বাসকে দৃঢ় করে এবং সাফল্যে বিশ্বাসী করে। সমগ্র জনগণ, পার্টিকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘিরে, বিপ্লবী যুদ্ধকে বাস্তব ও নৈতিক সমর্থন জানায়।

২। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সক্রিয় আত্মরক্ষামূলক রণনীতি গ্রহণ। গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক কুয়োমিণ্টাংয়ের সর্বাত্মক ও কেন্দ্রীভূত আক্রমণ সম্পূর্ণ প্রতিহত।

যুদ্ধের প্রথম দিকে কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনী মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় জোর করে প্রবেশ করা মাত্র গণমুক্তি ফৌজ অনেকগুলি শহর ও এলাকা ছেড়ে চলে আসে। বৃহৎ প্রাচীরের দক্ষিণাঞ্চলে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে আক্রমণ সুরু করে, এই অঞ্চলে মধ্য সমতলভূমিতে গণমুক্তি ফৌজ পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত হয়। এর পরেই দক্ষিণ শানসী, উত্তর কিয়াঙসু, দক্ষিণ-পূর্ব শাণ্টুং, শাণ্টুং উপদ্বীপ, পূর্ব হোপেই, পূর্ব সুইউয়ান, দক্ষিণ চাহার, জেহোল এবং লিয়াওনিঙ প্রভৃতি অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হয়। গণমুক্তি ফৌজ সক্রিয় আত্ম-রক্ষামূলক রণনীতি গ্রহণ করে এবং, শত্রুকে আরও গভীরে প্রবেশ করার জন্য প্রলুব্ধ করতে স্বেচ্ছায় বহু শহর ও এলাকা থেকে সরে আসে। তারপর গণমুক্তি ফৌজ শত্রু সৈন্যসংখ্যার বহুগুণ বেশী সৈন্য কেন্দ্রীভূত করে, এবং দুর্বল অথবা বিচ্ছিন্ন শত্রু ইউনিটকে এককভাবে বেছে নিয়ে ক্ষিপ্র যুদ্ধে তাদের নির্মূল করে।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধ চালানোর পর শত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ বন্ধ হয় এবং যুদ্ধকালীন সময়ে গণমুক্তি ফৌজ শত্রুর প্রচুর লোক হতাহত করে। লি সিয়েন-নিয়েনের অধিনায়কত্বে মধ্য সমতল ভূমিতে অবস্থিত গণমুক্তি ফৌজ প্রথম চারমাসে সুয়ানহুয়াতিয়েন নামক স্থানে শত্রু পরিবেষ্টনী ভেঙ্গে বলপূর্বক বেরিয়ে আসে। তারপর গণমুক্তি ফৌজ দক্ষিণ শেনসী এবং পশ্চিম হোনান অঞ্চল এবং ছেচুয়ান ও শেনসীর মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয় এবং পূর্ব হুপে ও পশ্চিম আনহোয়েই এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। ওয়াঙ চেনের অধিনায়কত্বে গণমুক্তি ফৌজের আরেকটি ইউনিট, হুপে, হোনান, শেনসী ও কানসু প্রদেশ-সমূহের মধ্য দিয়ে-অগ্রসর হয়ে এবং বারবার শত্রু-বেষ্টনী ভেঙ্গে দিয়ে, সেপ্টেম্বর মাসে শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে পরিবেষ্টনের মাধ্যমে ধ্বংস করার কুয়োমিণ্টাং পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পূর্ব চীনে গণমুক্তি ফৌজের উত্তর-কিয়াংসু ইউনিট আত্মরক্ষামূলক ক্ষিপ্র যুদ্ধে কয়েকটি সাফল্য-

জনক খণ্ডযুদ্ধ চালায়, প্রথম ইয়াংসী নদীর উত্তরাঞ্চলে এবং গ্রাণ্ড ক্যানালের পূর্বাঞ্চলে, এবং তারপর হুয়াঙ্গিন, হুয়াইয়ান, লিয়েনসুই এবং সুইনিঙ অঞ্চলে। শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান মুক্তাঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজ প্রথমে লুঙখাই রেলপথের কাইফেঙ-সুচাউ অংশ বরাবর এবং তারপর দক্ষিণ-পশ্চিম শাণ্টুংয়ে তিঙতাও অঞ্চলে বিরাট আকারে খণ্ড যুদ্ধ চালায়। উত্তর শানসীতে সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত শানসী সুইউয়ান আঞ্চলিক গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে তাইয়ুয়ে পার্বত্য ইউনিট-গুলি দক্ষিণ শানসীতে লড়াই চালায়। শাণ্টুং প্রদেশের গণমুক্তি ফৌজ সিঙতাও-সিনান রেলপথ বরাবর শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। শানসী-চাহার হোপেই মুক্তাঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজ পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে চ্যাঙচিয়াকাউয়ের উপর শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করে। উত্তর-পূর্ব চীনে গণতান্ত্রিক মিত্র বাহিনী দক্ষিণ লিয়াওনিংয়ে অবস্থিত কুয়ানতিয়েন অঞ্চলে শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে।

দ্বিতীয় চারমাসে, পূর্ব চীনে গণমুক্তি ফৌজ কিয়াঙসুর অন্তর্গত সুচিয়েন, দক্ষিণ শাণ্টুংয়ের অন্তর্গত সাওচুয়াঙ এবং ঈসিয়েন, এবং মধ্য শাণ্টুংয়ের অন্তর্গত লাইয়ু প্রভৃতি অঞ্চলে শত্রু অভিযানের বিরুদ্ধে বিরাট আকারে ধ্বংসলীলা চালায় এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সাঁড়াশী আক্রমণের জালে ফেলে শাণ্টং গ্রাস করার কুয়োমিণ্টাং পরিকল্পনা ব্যর্থ করে। শানসী-হোপেই-শান্টুং-হোনান অঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজ উত্তর হোনান, দক্ষিণ-পশ্চিম শাণ্টুং, পূর্ব হোনান এবং উত্তর পশ্চিম আনহোয়েই অঞ্চলে ধারাবাহিক খণ্ডযুদ্ধে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে। দক্ষিণ-পশ্চিম শানসী অভিযানে শানসী সুইউয়ান অঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজ এবং শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চল ভুক্ত গণমুক্তি ফৌজের তাইউয়ে পার্বত্য ইউনিটগুলি শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে শত্রুর পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পীত নদী অতিক্রম-প্রয়াস চূর্ণ করে দেয়। শানসী-চাহার-হোপেই অঞ্চলভুক্ত গণমুক্তি ফৌজ পিকিং হ্যাঙ্কাও রেলপথ বরাবর পাও-তিঙের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আক্রমণ চালায়। উত্তর-পূর্বে উত্তর এবং দক্ষিণ রণাঙ্গনে উত্তর-পূর্ব গণতান্ত্রিক মিত্রবাহিনী সংযুক্ত হয়ে লড়াই চালায়। উত্তরাঞ্চলে গণতান্ত্রিক মিত্রবাহিনীর ইউনিটগুলি সুঙ্গারী এলাকায় তিনবার দুর্বারগতিতে অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলে ঐ বাহিনীর ইউনিটগুলি লিঙকিয়াঙের উপর চারবার শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করে। এভাবে দক্ষিণে শত্রুর আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা এবং উত্তরে শত্রুর আত্মরক্ষা-মূলক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং উত্তর-পূর্ব চীনে শত্রুর আক্রমণেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

গণমুক্তি ফৌজ শত্রুর নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করে নিয়ে নিজেরা অস্ত্রবলে বলীয়ান হয় এবং বন্দী সেনাদের পুনরায় রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজেদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে জনবলেও বলীয়ান হয়। শত্রু মুক্তাঞ্চলের বেশ কিছু শহর ও এলাকা অনেক মূল্য দিয়ে অধিকার করে। কতগুলি শহর ও এলাকা, সক্রিয় আত্মরক্ষামূলক পূর্ব-পরিকল্পিত সমরকৌশল অনুসারে, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া হয় এবং কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদলকে প্রতিটি শহর রক্ষা করার জন্য সৈন্যের ঘাঁটি করতে হয়। ফলে মুক্তাঞ্চল আক্রমণের জন্য নিযুক্ত কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদলের সংখ্যায় বেশী বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও না বেড়ে কমে যায়, তাদের যুদ্ধার্থ ক্ষিপ্রবাহিনী খুব বেশী কমে যেতে থাকে এবং প্রথম সারির আক্রমণ শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। সুতরাং যুদ্ধ চলা-

কালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং কুয়োমিণ্টাং বাহিনী উত্তরোত্তর ক্ষুদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

১৯৪৭ সালের মার্চের পর থেকেই, কেন্দ্রীভূত আক্রমণের সপক্ষে সর্বাত্মক আক্রমণ কৌশল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই কেন্দ্রীভূত আক্রমণ এর ফলে (see saw) করাতী যুদ্ধের ন্যায় একবার শত্রু আংশিক আক্রমণে এগিয়ে যেত আবার আংশিক প্রতি-আক্রমণে পিছুতে বাধ্য হত এইভাবে সমতা রক্ষা করা হয়। শত্রুর প্রধান লক্ষ্যস্থান ছিল শাণ্টুং এবং উত্তর শেনসী।

শত্রু নতুন রণকৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং সে রণকৌশল ছিল পীত নদীর দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত গণমুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে দুটি কলাম প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হল গণফৌজকে তাদের অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত করা এবং ইউনিটগুলিকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে নিয়ে প্রতিটি ইউনিটকে চূর্ণ করা। কু চু-তুঙের অধিনায়কত্বে কুয়োমিণ্টাংয়ের সমগ্র আক্রমণ-কারী বাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশের মত ৪৫০,০০০ সৈন্যের বাহিনীকে শাণ্টুং মুক্তাঞ্চলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, এবং হু সুঙ-নানের অধিনায়কত্বে ২৩০,০০০ সৈন্য (স্থানীয় গণমুক্তি ফৌজী ইউনিটের দশ গুণ বেশী) উত্তর-শেনসী মুক্তাঞ্চলের উপর আঘাত হানে। কঠিন যুদ্ধের পর, গণমুক্তি ফৌজ শেষ পর্যন্ত শাণ্টুং এবং উত্তর-শেনসীর বিরুদ্ধে শত্রুর কেন্দ্রীভূত আক্রমণকে চূর্ণ করে দিতে সফলকাম হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ই এপ্রিল শাণ্টুংয়ের বিরুদ্ধে বৃহৎ আকারে শত্রু-আক্রমণ সুরু হয়। ঈমেঙ, মেঙ্গীন এবং লাইমেঙের অভিযানে শত্রুর প্রধান বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়। মেঙ্গীন অভিযানের বৈশিষ্ট্য হল যে এই রণাঙ্গনে কুয়োমিণ্টাং আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রভাগকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা হয় এবং কুয়োমিণ্টাং দুর্ধর্ষ ইউনিটগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পূর্ব চীন রণাঙ্গনে শক্তিগত ভারসাম্যের পরিবর্তন সূচিত হয় এবং অন্যান্য রণাঙ্গনে বিজয়লাভ গণমুক্তি ফৌজের দেশব্যাপী প্রতি-আক্রমণের রাস্তা তৈরী করে।

উত্তর-শেনসীর বিরুদ্ধে বড় রকমের শত্রু-আক্রমণ সুরু হয় ১৯৪৭ এর ১৩ই মার্চ থেকে। ইয়েনান, ওয়াইয়াওপাও, ইয়ুলিন এবং অন্যান্য স্থানে ধারাবাহিক খণ্ড-যুদ্ধের পর এই কেন্দ্রীভূত আক্রমণকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে গণমুক্তি ফৌজ উত্তর-পূর্ব চীনে, শানসী-চাহার-হোপেই অঞ্চলে, এবং শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলে শত্রু সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ সুরু করে এবং শত্রুবাহিনী রক্ষণাত্মক যুদ্ধকৌশল গ্রহণ করে। এর ফলে যুদ্ধাবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়।

১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে, উত্তর-পূর্ব গণতান্ত্রিক মিত্রবাহিনী উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, জেহোল, পূর্ব হোপেই প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুকে আক্রমণ করে। চ্যাঙচুন রেলপথ এবং পিকিং-শেনইয়াঙ রেলপথ বরাবর সঙ্কীর্ণ করিডোরের মধ্যে শত্রুকে আটকে ফেলা হয় এবং শত্রুকে কেন্দ্রীভূত আত্ম-রক্ষামূলক রণকৌশল গ্রহণ করতে বাধ্য করান হয়।

শানসী-চাহার-হোপেই অঞ্চলে গণমুক্তি ফৌজ, ভিয়েনসিন-পুকাউ রেলপথের

উত্তরাংশ বরাবর এবং পাওতিঙের উত্তরাঞ্চলে, শিচিয়া-চুয়াঙের বহিসীমানায় আক্রমণাত্মক সামরিক তৎপরতা চালায়।

এক বছরের মধ্যেই গণমুক্তি ফৌজ নিয়মিত এবং অনিয়মিত ১,১২০,০০০ শত্রু-সেনাদলকে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং গণমুক্তি ফৌজের নিজস্ব সৈন্যসংখ্যা বার লক্ষ থেকে বিশলক্ষে দাঁড়ায়। শত্রুর রণনীতিগত উদ্যোগকে এইভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

প্রতিটি রণাঙ্গনে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদের পরাজয় ঘটে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ঔদ্ধত্য হ্রাস পায়। প্রতিক্রিয়াশীলরা গণমুক্তি ফৌজের ক্ষমতা ও রণকৌশলকে বুঝে উঠতে পারে নি। তাদের বিবেচনায় গণমুক্তি ফৌজের কৌশলগত অপসরণ হচ্ছে ত্রাসের সঙ্কেত, এবং তাদের সাময়িকভাবে শহরাঞ্চল ও এলাকা পরিত্যাগ হল বিপর্যয় বিশেষ। বিচারে ভুলের মাশুল দিতে হল তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় বরণের মধ্য দিয়ে। প্রচুর লোকক্ষয়ের পর কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণাত্মক রণনীতি থেকে সরে এসে রক্ষণাত্মক রণনীতি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকল না। তারপর থেকেই সমগ্র দেশে যুদ্ধের গতি ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং শত্রুর আংশিক আক্রমণ ও গণমুক্তি ফৌজের আংশিক প্রতি-আক্রমণ পরিবর্তিত হয়ে শত্রুর সর্বাত্মক রক্ষণমূলক সংগ্রাম এবং গণমুক্তি ফৌজের সর্বাত্মক আক্রমণমূলক সংগ্রামের রূপ নেয়। অন্য কথায় বলতে গেলে গণমুক্তি ফৌজ দৃঢ়তার সঙ্গে, সঠিকভাবে এবং সম্পূর্ণ রূপে কুয়োমিণ্টাং আগ্রাসী বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে প্রস্তুত।

৩। কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল আরও বেশীমাত্রায় উপনিবেশে পরিণত হয়। কুয়োমিণ্টাং রাজনৈতিক শঠতার দেউলিয়া পরিণতি।

কুয়োমিণ্টাংয়ের সামরিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অর্থনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হয়। কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল উপনিবেশে পরিণত হওয়ার দরুন ও কমিউনিস্ট-বিরোধী গৃহ-যুদ্ধের ফলে এই অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়।

জাপ আত্ম-সমর্পণের পর কুয়োমিণ্টাং সরকার বহু সংখ্যক অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী হস্তগত করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর ত্রাণ সাহায্য ও ঋণ পাওয়া যায়, তা ছাড়া জাপান ও তাঁর তাঁবেদারদের নিকট থেকে বিরাট সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে নেয়। একেই কুয়োমিণ্টাং সরকারের স্বর্ণ যুগ ছিল বলা হয়।

জাপানের আত্মসমর্পণের সময় থেকে ১৯৪৭ সালের জুলাই পর্যন্ত কুয়োমিণ্টাংকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্য সমরাস্ত্র ও পণ্য-দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। জাপানীও তাদের তাঁবেদারদের নিকট থেকে, সোনা, রূপা এবং চীনাজনগণের নিকট থেকে পাশবিক শক্তিপ্রয়োগ ও বর্বরসুলভ অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সাহায্যে সংগৃহীত দেশী মুদ্রা সহ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি অধিকার করে। অধিকন্তু, কুয়োমিণ্টাং সরকার, চীনা জনগণের নিকট থেকে জাপানীরা যে সমস্ত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্য সংস্থা জোর করে কেড়ে নিয়েছিল, এবং, চীনে বাধ্যতামূলক শ্রম ও সংযোজন মারফৎ বহু সময় নিয়ে যে সমস্ত বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, সবগুলি হস্তগত করে। এ সমস্ত সম্পদের পরিমাণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবানুযায়ী, ১৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কুয়োমিণ্টাং এই "অধিগ্রহণের" ফলে ১৯৪৭ সালে দেশে সামগ্রিক উৎপাদনে আমলাতান্ত্রিক মূলধন বিনিয়োজিত শিল্প-

প্রতিষ্ঠানগুলিতে আনুপাতিক উৎপাদনের হার নিম্নরূপ হয়ঃ কয়লা ৩৮'৮ শতাংশ ; বৈদ্যুতিক শক্তি ৮৩'৩ শতাংশ ; ইস্পাত ৯০ শতাংশ ; সুতাকাটার টাকু, ৩৭'৬ শতাংশ ; তাঁত, ৬০'১ শতাংশ ; তেল, লোহা এবং অন্যান্য ধাতু, ১০০ শতাংশ। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, "চার বৃহৎ পরিবার" কর্তৃক লগ্নীকৃত মূলধনের পরিমাণ সমগ্র দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। তাছাড়া, কুয়োমিণ্টাং জাপানী অধিকৃত কৃষি-প্রতিষ্ঠান এবং চীনা জনগণের নিকট হতে ক্রোক করা জমি ও ছিনিয়ে নেওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগত যাবতীয় সম্পদ গ্রাস করে। যে সব সম্পদ চীনাগণ তাদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়ে তৈরী করেছিল, তা জাপানীদের হাত থেকে "চার বৃহৎ পরিবারের" করতলগত হয়। চীনা আমলাতান্ত্রিক মূলধন মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সহযোগিতা কুয়োমিন্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলির অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করে। এবং তাহাই তাদের ধ্বংসকে এগিয়ে আনে।

চীনকে মার্কিন উপনিবেশে পরিণত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মূলগত লক্ষ্য। এই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্কিন সরকার কুয়োমিণ্টাংকে গৃহ-যুদ্ধ পরিচালনায় সমর্থন করে, অপরদিকে কুয়োমিণ্টাং মার্কিন সাহায্যের বিনিময়ে জাতীয় সার্বভৌমত্বকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বিকিয়ে দেয়।

জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসানের সময় থেকেই কুয়োমিণ্টাং সরকার প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে মার্কিন সরকারের সঙ্গে বহু বিশ্বাসঘাতকতামূলক সন্ধি ও চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং এ সব সন্ধি ও চুক্তির মধ্যে ১৯৪৬ সালে ৪ঠা নভেম্বরে স্বাক্ষরিত "চীন-মার্কিন মৈত্রী, ব্যবসা এবং নৌচলাচল সম্পর্কিত সন্ধি" হচ্ছে সবচেয়ে কুখ্যাত। এই সন্ধির বলে, চীনাভূমিতে বাসভূমি, ভ্রমণ, ব্যবসা এবং সমস্ত রকম বাণিজ্য পরিচালন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কিনদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে অর্থনীতিতে অশেষ সুবিধা লাভ করে।

জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর, মার্কিন যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মার্কিন পুঁজিবাদী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের যুক্ত পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং "চারটি বৃহৎ পরিবার" পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমদানী করা প্রচুর পরিমাণে মার্কিন পণ্যে চীনকে মার্কিন-একচেটিয়া বাজারে পরিণত করে। চীনে সমগ্র আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে (এর মধ্যে চোরাচালানী পণ্য বাদ) মার্কিন পণ্যের পরিমাণ ১৯৪৬ সালে ৫১'২ শতাংশ, যেখানে ১৯৩৬ সালে ছিল ২২'৬ শতাংশ। চীনের রপ্তানী পণ্যের মধ্যে মার্কিন দেশেই চালান যায় ১৯৩৭ সালে ছিল ১৯'৭ শতাংশ এবং ১৯৪৬ সালে তা দাঁড়ায় ৫৭'২ শতাংশ।

চীনের "চার বৃহৎ পরিবার" জাপানী ও তাদের তাঁবেদার গোষ্ঠীর শিল্প প্রতিষ্ঠান যা অধিগ্রহণ করে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সেবায় সমর্পণ করে। সমস্ত মূলধন, প্রযুক্তি-শিল্প, পরিচালন ব্যবস্থা এবং এসব প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদান ব্যাপার মার্কিন নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অধিকন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে ফ্যাক্টরী স্থাপন করে অপরদিকে কুয়োমিণ্টাং সরকার কর্তৃক গৃহীত "সংশোধিত কোম্পানী আইন" মার্কিন পুঁজিকে সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদান করে। মার্কিন পুঁজি ও আমলাতন্ত্র পরিচালিত পুঁজি কর ফাঁকি, ক্ষমতা ও কাঁচামাল একচেটিয়া অধিকারে আনয়ন প্রভৃতির

জন্য কুয়োমিণ্টাং সরকারী যন্ত্রের ব্যবহার করে এবং বাজার ও পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এভাবে চীনের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের কণ্ঠরোধ করে।

কুয়োমিণ্টাং কর্তৃক জোর করে অধিকৃত সম্পদ অতি দ্রুত যুদ্ধে নিঃশেষিত হতে থাকে। যুদ্ধ চালানোর জন্য কুয়োমিণ্টাং সরকার অতি নির্মমভাবে জনগণকে শস্য দিতে, কর দিতে ও সামরিক বিভাগে ভর্তি হতে বাধ্য করে। কুয়োমিণ্টাং সরকার কর্তৃক সীমাহীন নোট ছাপানো এবং পণ্যের আকাশ-ছোঁয়া দাম বাড়ানোর ফলে কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অভূত-পূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। প্রাক-যুদ্ধ জিনিসের মূল্য মানের সঙ্গে তুলনা করলে, জিনিসপত্রের দাম জাপ-আত্ম-সমপর্ণের পূর্বে ১৮০০ গুণ মূল্য বেড়ে গিয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে ৬০,০০০ গুণ বেড়ে যায়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রাক্কালে কুয়োমিণ্টাং সরকার প্রচলিত "জাতীয় মুদ্রার" মোট পরিমাণ ছিল সি. এন. ১,৪০০ মিলিয়ন ডলার ; জাপানের আত্ম-সমর্পণের প্রাকালে, সি. এন. ৫০০,০০০ মিলিয়ন ডলার ; এবং ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে, সি এন. ১৬,০০০,০০০ মিলিয়ন ডলারের উপর।

যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার সঙ্গে তুলনায়, ১৯৪৮ সালে, শাংহাইতে দ্রব্যমূল্য ত্রিশ লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। "জাতীয় মুদ্রা", বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি কাগজের মুদ্রার বিনিময়ে ব্যবসার লেনদেন চলে। কুয়োমিণ্টাং সরকার "জাতীয় মুদ্রার" বদলে "গোল্ড-উয়ানে" প্রবর্তন করে এবং "গোল্ড-উয়ান" এর বিনিময়ের হার প্রতি "গোল্ড উয়ানে" এর দাম সি. এন. ৩০ লক্ষ ডলার অথবা মার্কিন ০·২৫ ডলার এবং কুয়োমিণ্টাং ঘোষণা করে যে ৫০০ মিলিয়ন পর্যন্ত গোল্ড-উয়ান ছাড়া হবে। নতুন মুদ্রা প্রচলনের দিন থেকেই যুদ্ধ বাবদ ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে নতুন মুদ্রা বাজারে ছাড়া হয়। জনগণকে নতুন মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হয়। প্রচণ্ড মুদ্রা স্ফীতি দেখা দেয়। ১লা অক্টোবর নাগাদ বাজারে ছাড়ার গোল্ড-উয়ান মুদ্রার পরিমাণ দুগুণ বেড়ে যায়। নতুন মুদ্রা অবাধভাবে বাজারে ছাড়ার দরুন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হওয়ার ফলে "গোল্ড উয়ান" কে শেষ পর্যন্ত বাতিল[১] করা হল।

গৃহ-যুদ্ধ সুরু করার পর থেকেই কুয়োমিণ্টাং জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পূর্বে, শাংহাইয়ে ৫,৪০০ ফ্যাক্টরী ছিল এবং ১৯৪৭ সালে মাত্র ৫৮২ টি ফ্যাক্টরী চালু থাকে। ১৯৪৯ সালের প্রারম্ভে, ৮০ শতাংশেরও বেশী যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বন্ধ করে। ১৯৪০ সালে তিয়েনসিনে প্রায় ৭০ শতাংশ ফ্যাক্টরী এবং সিঙতাওয়ে ৫০ শতাংশের মত ফ্যাক্টরী উৎপাদন বন্ধ রাখে।

কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে গ্রামীণ শ্রমিক, খামারের যন্ত্রপাতি, গাড়ী টানা পশু এত কমে যায় যে কৃষি-উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি ধ্বংস হওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সর্বত্র ক্ষুধায় প্রপীড়িত ব্যক্তিদের দেখা যায়। ১৯৪৬ সালে, হোনানে কর্ষণযোগ্য জমির ৩০ শতাংশ, হুনানে এবং কোয়াঙটুংয়ে ৪০ শতাংশ কর্ষণযোগ্য ভূমি অনাবাদী থাকে। এ সময় কুয়োমিণ্টাংয়ের রাজনৈতিক শঠতা দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে, কুয়োমিণ্টাং কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে

চিয়াঙ কাই-শেক রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রস্তাব সমূহ বাতিল করার ধারাবাহিক পরিকল্পনা রচনা করার জন্য তার প্রতিক্রিয়াশীল বশংবদদের সমাবেশ করে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল "জাতীয় পরিষদ" আহ্বান করা এবং জনগণকে প্রতারিত করার জন্য মেকী সংবিধান রচনা করা। ১১ই অক্টোবর, গণমুক্তি ফৌজ রণনীতির অঙ্গ হিসাবে চ্যাঙচিয়াকাউ ছেড়ে চলে আসে। চিয়াঙ কাই-শেক, "বিজয়ে" আত্মহারা হয়ে, সেদিনই "জাতীয় পরিষদ" আহ্বান করার হুকুম দেন।

এককভাবে কুয়োমিণ্টাং কর্তৃক আহূত তথাকথিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১৯৪৬ সালে ১৫ই নভেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের নীতিকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরিষদ কুয়োমিণ্টাং সংবিধান গ্রহণ করে। জনগণের ঘৃণা উপশম করার জন্য চিয়াঙ কাই-শেক তার অনুচরদের প্রকাশ্যে তাদের পূর্ব-রচিত "৫ই খসড়া সংবিধান" গ্রহণ না করতে এবং আবরণ যুক্ত ফ্যাসীবাদী সংবিধান গ্রহণ করতে রাজী করান। এবং সেটাই হল "চীনা প্রজাতন্ত্র সংবিধান"।

এই মেকী সংবিধানে জনগণকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সমস্ত ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়; এবং সে ক্ষমতাও স্থানীয় সরকারকে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে অর্পণ করা হয়; আইন সভার উপর ক্ষমতা ন্যস্ত করার পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্থা সমূহের উপর অর্পিত হয়। মেকী সংবিধানে জনগণের "অধিকার" স্বীকৃত হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শর্ত থাকে যে জরুরী অবস্থায় এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে ঐ সমস্ত অধিকার আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সুতরাং জনগণের অধিকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক ব্যবস্থা সাবানের বুদ্‌বুদ্‌ সমতূল্য, যেকোন সময় যে কোন প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী ঘোষণায় হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে।

মেকী সংবিধানে বলা হয়, প্রতি ছ বছর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হবেন। এবং পুনরায় নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর স্বপদে বহাল থাকবেন ও সমগ্র দেশের সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করবেন, তার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকবে এবং আইন-সভায় গৃহীত প্রস্তাবকে নাকচ করতে পারবেন। এভাবে কুয়োমিণ্টাং-এর একনায়কত্বের অধিকারী হয়ে প্রেসিডেণ্ট সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করবেন। এ সব ছাড়াও, এই মেকী সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন নীতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, সংখ্যালঘুদের স্বয়ং শাসনের অধিকারও অস্বীকৃত এবং অস্বীকৃত হয় আইনসভার অনুমোদন করার ও ভেটো প্রদানের অধিকার।

এমন কি কুয়োমিণ্টাংয়ের রাজনৈতিক বিজ্ঞান শাখার পত্রিকা, তা কুও পাও, এই সংবিধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বীকার না করে পারে নি যে "সংবিধানের সমস্ত ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করেছে এবং সমস্ত চিন্তাভাবনা একজনের মস্তিস্কে ভরে দিয়েছে।"

চীন মুক্ত হওয়ার ৪০ বছর বা তার ও পূর্বে কোন ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সংবিধান তৈরীতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু ধ্বংসাবস্থার মুখে প্রত্যেকেই মেকী সংবিধানের সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কুয়োমিণ্টাং সরকারও ছিল সেই পথেরই পথিক। বিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণের চাপে টলায়মান হয়ে, কুয়োমিণ্টাং বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার উপায় হিসাবে এবং জনগণকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে মেকী সংবিধান

রচনা করে। প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব পচাগলা অবস্থায় এসে পড়েছে কারণ তার ভিত্তিই ছিল প্রতিক্রিয়াশীল এ তথ্য ঢাকা দিতে কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলরা বুর্জোয়া সংবিধানকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে। এই সংবিধান রচনাকারী কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের অলীক আশার প্রমাণ মাত্র। এই সংবিধান প্রকাশিত হবার তিন বৎসরের মধ্যেই লেখক এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসন দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৮ই এপ্রিল কুয়োমিংটাং তার সরকারের "পুনর্গঠন" ঘোষণা করে।

পুনর্গঠনের পর, চিয়াঙ কাই-শেক নির্লজ্জভাবে নতুন সরকারকে "উদার" এবং "বহু পার্টি বিশিষ্ট" সরকার বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব থেকে সাংবিধানিক সরকারে পরিবর্তনের সূচনা করছে। এই প্রহসনের অভিনেতারা হলেন চ্যাঙ চুন, সেঙ চি, চ্যাঙ চুন-মাই, এবং ওয়াঙ ইয়ুন-য়ু। চ্যাঙ চুন রাজনীতি বিজ্ঞান শাখার প্রধান এবং আমলাতান্ত্রিক-মুৎসুদ্দীদের স্বার্থ-রক্ষক ও জাপ-পক্ষীয় চক্রের পুরানো সদস্য। সেঙ চি একজন পরজীবী, পরাশ্রয়ী ব্যক্তি এবং বিশ্বাসঘাতক ওয়াঙ চিঙ-ওয়েইয়ের দাসানুদাস। চ্যাঙ চুন-মাই উত্তরাঞ্চল-চক্রে ভুক্ত রাজভক্ত আমলাদের উত্তরাধিকারী এবং গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্ব-বাগীশ। ওয়াঙ ইয়ুন-য়ু একজন নীতিশূন্য রাজনীতিবিদ। এরা সব কট্টোর বিশ্বাসঘাতক সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাধারী, নির্লজ্জ রাজনীতিবিদের দল প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিংটাং রাজত্বের সমর্থক, রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রস্তাব ও সাময়িক যুদ্ধ বিরতি আদেশ যথাক্রমে বর্জন ও অগ্রাহ্যের সহচর এবং মার্কিন শাসকদের প্রিয়পাত্র। হঠাৎ তারা ("লিবারল") "উদার" এবং এ যুগের মানুষ হয়ে উঠল। চিয়াঙ কাই-শেকের "বহুদল" বিশিষ্ট সরকারে কুয়োমিংটাং ব্যতীত দুটি অন্য "দল"-এর অস্তিত্ব দেখা যায়ঃ একটি (ইউথ পার্টি) যুবদল এবং অপরটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টি, চীনা গণতান্ত্রিক লীগ ভাঙ্গনের ফলে এদের অভ্যুদয় এবং এরা আত্ম-বিক্রয়ে সদাই প্রস্তুত। কুয়োমিংটাং সরকারের পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। কুয়োমিংটাং সমর-নায়ক, পার্টি বস, এবং টাকার কুমীর যারা তারাই কুয়োমিংটাং সরকারের মূল অংশ, আর ইউথ পার্টি ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টি রাজনৈতিক বেতন-ভুক উপদল মাত্র, যাদের দেখিয়ে চিয়াঙ একনায়কত্বে থাকতে চেয়েছিল। "পুনর্গঠনের" পর, ইয়ুথ পার্টি ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী পার্টি-ভুক্ত ব্যক্তি ও বিভিন্ন "ব্যক্তিবর্গ" জাতীয় সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে, এক্সিকিউটিভ ইউয়ানের প্রশাসক কর্মচারী হিসাবে অথবা মন্ত্রী হিসাবে পদ অলঙ্কৃত করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি, কুয়োমিংটাং সরকারে পদের জন্য কলহের ফলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দল আবার দুটি উপদলে ভাগ হয়ে যায়, এবং পরস্পরের প্রতি কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে। এদের মত সব ব্যক্তি, দল এবং উপদল নিয়ে কুয়োমিংটাং সরকার পুনর্গঠিত। চিয়াঙ কাই-শেক তবুও তার সরকারকে "উদারনীতিক" ও "বহুদল" বিশিষ্ট সরকার বলবার ধৃষ্টতা রাখে। কেন কুয়োমিংটাং সরকার নিজেকে আবার পুনর্গঠন করল ? উত্তর খুবই সহজ— উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট থেকে বেশী সংখ্যক ঋণ আদায় করা যার সাহায্যে গৃহযুদ্ধ চালানো এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম রাখা।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে চ্যাঙ চুন মার্কিন সরকারকে চার বছরের মেয়াদে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করে। মার্কিন সরকারের এই সাহায্যের বিনিময়ে কুয়ো-

মিণ্টাং সরকার স্বেচ্ছামূলক মার্কিন সরকারের একজন পরামর্শদাতাকে গ্রহণ করবে যার কাজ হবে আর্থনীতিকে ও অর্থনীতিক বিষয়ক সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা। মার্কিন কংগ্রেস ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কুয়োমিণ্টাং সরকারকে সাহায্য দেওয়ার জন্য মোট ৫৭০ মিলিয়ন ডলারের একটি বিল গ্রহণ করে।

৪। দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্ভব।

কুয়োমিণ্টাংয়ের সামরিক আক্রমণ পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের অর্থনীতি ধ্বসে পড়ে এবং কুয়োমিণ্টাং রাজনীতি দেউলিয়া হয়। কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের চির-শত্রু, জনগণ আন্দোলনে তৎপর হয় এবং কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে। কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে দেশপ্রেমিক আন্দোলন এবং মুক্তাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে দুটি বিপ্লবী ফ্রণ্ট তৈরী হয়।

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর, প্রগতিবাদী মার্কিন সংস্থাগুলি কর্তৃক "জি. আই. রা, চীন ছাড়," সপ্তাহ পালন করার আন্দোলনের ডাক সমস্ত চীনে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরাট গণ আন্দোলমে পরিণতি লাভ করে এবং তাদের সমর্থকরা ঘোষণা করে যে তারা সমগ্র চীন থেকে মার্কিন সৈন্যদল অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তারা আরও দাবী করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কুয়োমিণ্টাংকে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করুক। সারা দেশব্যাপী বড় বড় শহরে এই অভিযান সুরু হয় এবং বিশেষভাবে শাংহাই ও চুঙকিঙে অভূতপূর্ব আকার ধারণ করে।

১লা ডিসেম্বর। "জাতীয় পরিষদের" অধিবেশন চলাকালে শাংহাইতে ছোট ছোট দোকানদারদের (stall keepers) আন্দোলন গড়ে ওঠে। যেহেতু শাংহাইয়ের সাধারণ মানুষদের তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পথের ধারে সাজান ছোট ছোট দোকানের উপর নির্ভর করতে হত, সেহেতু শহরে বহু স্টল ছিল। বাজার একচেটিয়া করার প্রয়াসে, কুয়োমিণ্টাং সরকার রাস্তা থেকে স্টল উঠিয়ে দেওয়ার হুকুম দেয় এবং ফলে ঐ সব ছোটখাট দোকানদারদের রুজিরোজগার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংগ্রামে ছোট দোকানদাররা শাংহাইয়ের সরকারী কতৃপক্ষের নিকট আবেদন করে কিন্তু নির্মম হত্যার বন্যায় সে আবেদনপত্র ভেসে যায়। যাই হোক, তাদের সংগ্রাম শাংহাইয়ের নাগরিকবৃন্দ এবং দেশের অন্যান্য অংশের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করে। এই শাংহাই নগরীতে চীন-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কেন্দ্র। সুতরাং এ সংগ্রাম দৈবাৎ নয় এটা প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং শাসনের গভীর সঙ্কটের প্রতীক বলা যায়।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষে, সমগ্র দেশের ছাত্রসম্প্রদায় মার্কিন সৈন্যদের বর্বরোচিত কাজের বিরুদ্ধে (পিকিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী এই বর্বরোচিত আক্রমণের শিকার হয়) প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছল বাহির করে। এই সংগ্রামে সমস্ত বড় এবং মাঝারী আকারের শহরগুলিতে পাঁচ লক্ষেরও বেশী ছাত্র অংশ গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালের মে মাসে কুয়োমিণ্টাং কর্তৃক সরকার "পুনর্গঠন" করার সময়, ছাত্রদের আরও বড় আকারে আরও সুদূর প্রভাব বিস্তারকারী দেশপ্রেমিক আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলনে শ্লোগান ছিল, অনাহারের বিরুদ্ধে, গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে,

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। বিস্তার ও দৃঢ়তার দিক থেকে এই ছাত্র-আন্দোলন এক বিশিষ্ট তাৎপর্য বহন করে। এই সংগ্রামে দেশের সমস্ত অংশ থেকে ছাত্রদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, এবং ছাত্ররা প্রতিটি ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাত্রদের হরতাল করতে নিষেধ করে; তার উত্তরে, ছাত্ররা আরও বিরাট আকারে হরতাল সংগঠিত করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাত্রদের আবেদনের জন্য নানকিংয়ে যেতে নিষেধাজ্ঞা দাবী করে, কিন্তু ছাত্ররা নিজেরা ট্রেন চালিয়ে নানকিং আসে। কুয়োমিংটাং সেনাবাহিনী, সরকারী এবং সামরিক পুলিশ এবং গুপ্ত গোয়েন্দারা ছাত্রদের আক্রমণ করে কিন্তু ছাত্ররা তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়।

এ সময়, শহরে শ্রমিকদের হরতালের ঢেউ ক্রমশঃ বেড়েই চলে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর এক শাংহাইতেই ফ্যাক্টরী বন্ধ, পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক-ছাটাই, এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির বিরুদ্ধে হরতালের সংখ্যা ১,৯২০। এ সংগ্রামে হরতালে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১,৯৮৫,০০০, রিক্সা-ওয়ালা সংগ্রামীদের সংখ্যা এতে ধরা হয়নি। ১৯২৫ সালের ৩০শে মের ঘটনা উপলক্ষে যে হরতাল তার চেয়ে শাংহাইয়ের হরতাল আকারে অনেক বড়। চুংকিং, তিয়েনসিন, তাঙশান এবং চিনওয়াঙতাওয়ে শ্রমিকরা এ ধরনের হরতাল করে।

কৃষকরাও খাজনা, কর ও বিভিন্ন ধরনের লেভির বিরুদ্ধে শত্রুর সহযোগী এবং স্থানীয় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিস্তৃত আকারে সংগ্রাম সংগঠিত করে এবং কুয়োমিংটাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে চালের জন্য দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। কিয়াংসু, চেকিয়াঙ, দক্ষিণ আন-হোয়েই এবং হুনানের বিস্তৃত অঞ্চলে কয়েক লক্ষ কৃষক সশস্ত্র হয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কুয়োমিংটাং সেনাদলের মোকাবিলা করে। ছেচুয়ানের ১৩০টির বেশী কাউণ্টি প্রত্যেকটি কাউণ্টিতে কোন না কোন সময়ে কৃষক-অভ্যুত্থান ঘটেছে। সিকাঙে কৃষক বাহিনী সংখ্যায় ছিল ৫০০,০০০। শ্রমিকরা, হস্তশিল্পীরা, শহরের ভিক্ষুকরা ও দলত্যাগী সৈন্যরা এইসব সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে।

তাইওয়ানের গণ সংগ্রাম এ সময় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাইওয়ান চীনের একটি অন্যতম সমৃদ্ধিশালী এলাকা। পঞ্চাশ বছর ধরে তাইওয়ানের জনসাধারণ জাপানী শাসনে ছিল এবং স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ ছিল। জাপ-আত্মসমর্পণের পর, কুয়োমিংটাং সমস্ত জাপানী অধিকৃত প্রতিষ্ঠান ও তাইওয়ানের সম্পদ অধিগ্রহণ করে এবং জনগণের নিকট থেকে বলপ্রয়োগ করে অর্থ আদায় করে কুয়োমিংটাং তাইওয়ানকে তার উপনিবেশ এবং তাইওয়ানের জনগণকে ক্রীতদাস হিসাবে দেখতে সুরু করে। অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলিতে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে তাইওয়ানের জনগণকে নিয়োগ করা হয় না, তাইওয়ান এক অত্যাচারীর হাত থেকে আরেক অত্যাচারীর হাতে এসেছে তাইওয়ানের এরকম ধারণা হয়। তারা স্বায়ত্ত-শাসন এবং প্রাদেশিক অর্থনীতি সম্পর্কিত ব্যাপার পরিচালনা করার অধিকার দাবী করে। এ ছাড়া, কুয়োমিংটাং কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ পণ্য বিক্রী করার একচেটিয়া অধিকারের অবসান তাইওয়ান অধিবাসীরা দাবী করে. তারা আরও দাবী করে যে স্থানীয় অধিবাসীদের তাইওয়ানে প্রশাসকের পদে নিয়োগ করা হোক। তাদের দাবী সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও ন্যায্য ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তাইওয়ানের জনগণ স্বায়ত্ত-শাসনের জোরাল আন্দোলন

সুরু করে। অস্থায়ী স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্য গঠন করা হয় এবং তাইওয়ানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

চীনের মূল ভূ-খণ্ডে, কুয়োমিণ্টাং গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক আন্দোলন দমনের জন্য সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে, কুয়োমিণ্টাং সরকার "সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে অস্থায়ী ব্যবস্থা" নাম দিয়ে এক হুকুম জারী করে এবং অস্থায়ী ব্যবস্থার শর্ত ছিল যে ছাত্রদের হরতাল, শ্রমিকদের হরতাল ও ছোট ব্যবসাদারদের হরতাল এবং সমস্ত প্যারেড ও দশজনের বেশী লোকের সমাবেশ এবং ভারপ্রাপ্ত সরকারী উর্ধ্বতন কর্মচারী অথবা উচ্চতর সংস্থার উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবেদন মোকাবিলা করার জন্য "জরুরী এবং সক্রিয় অবস্থা" গ্রহণ করা হবে।

একদিকে কুয়োমিণ্টাং সৈন্যদল, সরকারী ও সামরিক পুলিশবাহিনী এবং গুপ্ত গোয়েন্দার দল এবং অপরদিকে ছাত্র ও নাগরিক, এই উভয়দলের মধ্যে সর্বত্র সংঘর্ষ ঘটে। নিরস্ত্র ছাত্র এবং নাগরিকদের সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সর্বরকম নৃশংসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যেমন গ্রেপ্তার, আটক রাখা, প্রহার ও নির্বিচারে হত্যা। কিন্তু এ সব দমনমূলক ব্যবস্থা নিরর্থক হয়। ছাত্রদের দেশ প্রেমিক আন্দোলন কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে গণ-সংগ্রামের অগ্রগামী অংশে পরিণত হয় এবং দেশের প্রতিটি মানুষের সমর্থন লাভ করে।

বৃহদাকারে "পিটুনি পুলিশ" অভিযান সংগঠিত করে কুয়োমিণ্টাং সমস্ত প্রদেশগুলিতে কৃষক-অভ্যুত্থান দমন করার নিষ্ফল প্রয়াস করে। কিন্তু বহু জায়গায় কুয়োমিণ্টাং নিরাপত্তা বাহিনী, এমন কি নিয়মিত বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে, প্রতি অভিযানে, কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং সংখ্যায় অপেক্ষাকৃতভাবে বেড়ে যায়।

তাইওয়ানের স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুয়োমিণ্টাং সামরিক সন্ত্রাসের নীতি গ্রহণ করে। দশ হাজারেরও বেশী তাইওয়ানের অধিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। যদিও আন্দোলন দমন করা হয়, তথাপি তাইওয়ানের জনগণের কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বৈরীভাব গভীরতর ও তীব্রতর হয়।

গণ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা সমগ্র জনগণের দ্বারা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়। রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সব ব্যাপারটাই অশুভ হয়ে দাঁড়ায়।

নিজেদের শাসন বজায় রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল কর্তৃক ব্যবহৃত দুটি প্রধান খুঁটি ছিল, একটি সামরিক আক্রমণ অপরটি রাজনৈতিক জুয়াচুরি। ১৯৪৬ সালের জুন থেকে ১৯৪৭ সালের জুন পর্যন্ত, সামরিক আক্রমণের মত তাদের রাজনৈতিক প্রতারণা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে আক্রমণাত্মক রণনীতি। গণ-বিপ্লবের দেশব্যাপী বিজয়লাভ।

(জুলাই ১৯৪৭-অক্টোবর ১৯৪৯)

১। দেশব্যাপী রণনীতিগত আক্রমণ সুরু। মুক্তাঞ্চলে কৃষি-সংস্কার। জনগণের গণতান্ত্রিক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন। সমগ্র দেশব্যাপী জনগণকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করার জন্য পার্টির কর্মসূচী।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদলের মোট সংখ্যা ৪,৩০০,০০০ থেকে কমে গিয়ে ৩,৭০০,০০০ দাঁড়ায়, অপরদিকে গণমুক্তি ফৌজ সংখ্যায় বার লক্ষ থেকে প্রায় বিশলক্ষে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের প্রথম বছরে, সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য সত্ত্বেও, ধারাবাহিকভাবে শত্রুর সামরিক বিপর্যয় ঘটে এবং তার সঙ্গে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ধরা পড়ে, এর ফলে লড়াই করার ক্ষমতা দুর্বল হয় ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। শত্রুর পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার বিপদ দেখা দেয় এবং জনগণ শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করে। অপরদিকে, গণমুক্তি ফৌজ পুনঃ পুনঃ জয়লাভের ফলে শক্তি অর্জন করে। তার-নৈতিক মান বৃদ্ধি পায় ; গণমুক্তি ফৌজের পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে এবং উত্তরোত্তর পশ্চাৎ সুদৃঢ় হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে গণমুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধাবিপত্তি থাকলেও, পরে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। গণমুক্তি ফৌজের রণনীতিগত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তিত হয় এবং কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর ক্ষেত্রে এর বৈপরীত্যই ঘটে।

এটা যুদ্ধাবস্থায় একটা মৌলিক পরিবর্তন। রণনীতিগত দিক থেকে, জনগণের বিপ্লবী বাহিনী বিশ বছরেরও বেশী আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধ আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তন কুয়োমিণ্টাং কুশাসনের অবসান সূচনা করে।

গণমুক্তি ফৌজ বিরাটাকারে আক্রমণে লিপ্ত হয় এবং কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে প্রবেশ করে ও যুদ্ধকে ইয়াংসী অঞ্চলে নিয়ে যায়। এই নীতি কুয়োমিণ্টাংয়ের মুক্ত এলাকা ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়, বিস্তৃত মুক্ত এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করে এবং এই সব এলাকার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব আনয়ন করে। একই সময়ে, এই নীতি বিপ্লবী যুদ্ধকে বিস্তৃত করে এবং শত্রু-রাজ্যের অন্তঃপ্রদেশে পরিচালিত করে এবং বিপ্লবের বিস্তৃতি ও প্রভাব বাড়ায়, এবং এইভাবে সমগ্র দেশব্যাপী সাফল্যের ভিত্তি রচনা করে। গণমুক্তি ফৌজ পীত নদী অতিক্রম করা ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে দেশব্যাপী আক্রমণ সুরু করে।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজ লিউ পো-চেঙ এবং তেঙ সিয়াও-পিঙের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকের অগ্রগতির জন্য পীত

নদী ও লুংঘাই রেলপথ অতিক্রম করে, তাইপে পর্বতে উপস্থিত হয় ও মধ্য সমতলভূমি মুক্ত এলাকা গঠন করে। এভাবে কুয়োমিংটাং অঞ্চল উহান এবং নানকিংয়ের মধ্যে একটি ছোরা প্রবেশ করিয়ে দেয়। আগস্ট মাসে শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান অঞ্চলের আরেকটি গণমুক্তি ফৌজের ইউনিট দক্ষিণ শানসী থেকে পীত নদী অতিক্রম করে এবং পশ্চিম হোনান এবং হোনান ও শেনসীর সীমান্ত অঞ্চল সহ বিরাট এলাকা মুক্ত করে এবং এভাবে পশ্চিম হোনানে শত্রুর প্রধান শহর লোইয়াঙকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তুঙকুয়ানকে আক্রমণের মুখে আনে।

আগস্ট মাসে পূর্ব চীনে চেন ঈ এবং সু ইউয়ের অধিনায়কত্বে গণমুক্তি ফৌজ মধ্য শাণ্টুং থেকে সে প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে আক্রমণ পরিচালিত করে এবং লুংঘাই রেলপথ অতিক্রম করে দক্ষিণে হুয়াই নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়, শত্রুর দুটি প্রধান জায়গা, কাইফেঙ এবং চেঙচাও বিচ্ছিন্ন করে। তার পরবর্তী সময় থেকে গণমুক্তি ফৌজ, উত্তরে পীত নদী, দক্ষিণে ইয়াংসী নদী, পশ্চিমে হান নদী এবং পূর্বে সাগর পরিবেষ্টিত বিরাট অঞ্চলে, শত্রুর বিরুদ্ধে বিরাটাকারে আক্রমণ সুরু করে।

ইতিমধ্যে গণমুক্তি ফৌজ উত্তর-পশ্চিমে ইয়েনান এবং শেনসী-কানসু-নিঙসিয়া মুক্তাঞ্চলের এক বিরাট অংশ পুনরুদ্ধার করে এবং শেষোক্ত অঞ্চলের সঙ্গে পীত নদীর পূর্ব দিকে অবস্থিত এলাকাকে যুক্ত করে। পূর্ব চীনে গণমুক্তি ফৌজ শাণ্টুংয়ের বড় একটা অংশ পুনরধিকার করে এবং হোপেই-শাণ্টুং-হোনান মুক্ত এলাকার সঙ্গে ঐ অংশ যুক্ত করে। অধিকন্তু, গণমুক্তি ফৌজ পূর্ব আনহোইয়েতে মুক্ত এলাকা পুনর্গঠিত করে। গণমুক্তি ফৌজ, উত্তর-পূর্বে, এক বছর যুদ্ধের পর, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৯৯ শতাংশ মুক্ত করে এবং শুধু কয়েকটি শত্রু অধিকৃত প্রধান কেন্দ্র বাকী থাকে। উত্তর-চীন মুক্ত এলাকায় শত্রু-অধিকৃত প্রধান কেন্দ্রগুলিতে, একমাত্র তাইওয়ান ছাড়া, পুনরধিকার করা হয়। এতদ্বারা শানসী-চাহার-হোপেই মুক্তাঞ্চলকে শানসী-হোপেই-শাণ্টুং-হোনান মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয় এবং এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে আবার শাণ্টুং মুক্ত এলাকা এবং শানসী-সুইউয়ান মুক্ত এলাকা যুক্ত করে।

মুক্ত এলাকার অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে আক্রমণ চালিয়ে কুয়োমিংটাং বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। যুদ্ধের প্রথম বছরে শত্রুকে সর্বাত্মক আক্রমণমূলক যুদ্ধ থেকে কেন্দ্রীভূত আক্রমণমূলক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাতে বাধ্য করা হয়। এবং যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে শত্রু সর্বাত্মক আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধ থেকে কেন্দ্রীভূত আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষচ্ছায়ায় কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের সামরিক আক্রমণ চূড়ান্ত পরাভবের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক কুয়োমিংটাং আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণমূলক রণকৌশলে দ্রুত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে কৃষি-সংস্কার এবং মুক্তাঞ্চলগুলিতে এই কৃষি-সংস্কারকে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছিল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি "কৃষি আইনের খসড়া" প্রণয়ন করে এবং "শ্রেণী-বিশ্লেষণ কিভাবে করতে হয়" এবং "কৃষি-সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কিত প্রস্তাব" প্রকাশ করে। কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক প্রণীত "শানসী ও সুইউয়ান থেকে আগত ক্যাডারদের সঙ্গে মতের আদান-প্রদান প্রসঙ্গে আলোচনা," এবং কমরেড জেন পি-শি প্রণীত "কৃষি-সংস্কারের কয়েকটি সমস্যা" এবং অন্যান্য রচনায় পার্টির কৃষি নীতি ও কর্মপন্থা

স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। "কৃষি আইনের খসড়াতে" সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি প্রথার অবলুপ্তি এবং ভূমি-কর্ষকদের জমি প্রদান নীতি পালনীয় শর্ত হিসাবে উল্লেখ থাকে।

কৃষি সংস্কারের ব্যাপারে, দৃঢ়তার সঙ্গে গরীব কৃষক এবং ক্ষেত-খামারের শ্রমিকদের উপর নির্ভর করা এবং তাদের সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করাই ছিল তখন প্রাথমিক ও প্রধান প্রয়োজন, যাতে তারা আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়। মাঝারী কৃষকের সঙ্গেও ঐক্যবন্ধন প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল গরীব কৃষক ও ক্ষেতি-শ্রমিকদের সমর্থনের জন্য তাদের চারপাশে জড়ো হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যাতে শ্রমিক-কৃষকদের সুদৃঢ় মৈত্রী গঠিত হয়। কৃষক সাধারণকে একত্রিত করার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে তাদের মধ্যে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুঙখানুপুঙখভাবে আদর্শগত ও শিক্ষাগত কাজ চালিয়ে যাওয়া; গরীব কৃষক এবং ক্ষেত মজুরদের মধ্য থেকে কর্মী বেছে নিয়ে তাদের মধ্যে যাওয়া এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা, এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণ কৃষকদের সক্রিয় করা; কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির প্রসারের ব্যাপারে ক্রমবিস্তার তীব্র করার নীতি গ্রহণ করা। মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবশ্যই পালনীয়। কৃষক শ্রেণী নির্ধারণের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ও খুব হুঁশিয়ার হতে হবে, মাঝারী কৃষককে ধনী কৃষকের পর্যায়ে ফেলে ভুল করা যাতে না হয়। জমির সমবণ্টনে মাঝারী কৃষকদের মতামতকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে হবে, এবং যদি কোন বন্দোবস্তে তাদের আপত্তি থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের সুযোগসুবিধা দিতে হবে। গরীব কৃষকদের নিকট বণ্টিত জমির গড় অংশের চেয়ে বেশী জমি তাদের রাখতে দিতে পারা যাবে। মাঝারী কৃষকদের কার্যে রত কর্মীদের কৃষক সমিতিগুলিতে এবং স্বায়ত্ত-শাসনমূলক সরকারী পদে কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে; ভূমি-কর ধার্য করার ব্যাপারে এবং যুদ্ধের জন্য ও জনসেবামূলক কার্যের জন্য কর নির্ধারণের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ধনী কৃষকদের সম্পর্কে, তাদের উদ্বৃত্ত জমি ও বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। কারণ পুরানো ধরনের ধনী কৃষকরা সাধারণভাবে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দ্বারা নিজেদের খুব বেশী মাত্রায় কলঙ্কিত করেছে, এবং, তাদের শ্রমিকরা যে অবস্থার মধ্যে কাজ করছে, সে অবস্থাও ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তাদের অধিকারভুক্ত জমি ছিল বেশ বিস্তৃত এবং গড় জমি ছিল উৎকৃষ্টতর। অধিকন্তু, বিপ্লবী যুদ্ধের ফল যখন অনিশ্চিত, তখন ধনী কৃষকদের সহানুভূতি ছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি, অথচ সে সময় জন-যুদ্ধের সাফল্য-জনক পরিণতি ঘটাবার জন্য প্রয়োজন ছিল কৃষকদের নিকট বড় রকমের সাহায্য প্রাপ্তি এবং সে সাহায্য তারা সামরিক কাজের মারফৎ, শস্য সরবরাহের মারফৎ এবং স্বেচ্ছা-মূলক শ্রমের মারফৎ অবদান হিসেবে পাওয়া গেলে তাহলেই বিজয়ীর সিদ্ধান্তে পেঁছা যায়।

কৃষি-সংস্কারের লক্ষ্য শ্রেণী হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক জমিদারদের বিলোপ-সাধন, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত উচ্ছেদসাধন নয়। শ্রেণী হিসাবে তাদের বিলোপ-সাধন করতে হলে, ধাপে ধাপে এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগোতে হবে। স্থানীয় শোষকদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনে, হিসাব নিকাশের নিষ্পত্তি দ্বারা এবং খাজনা ও সুদের পরিমাণ কমানো নিয়ে আন্দোলন সুরু করতে হবে এবং, যখন পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা, জন-

সাধারণ ও কর্মীরা পরিপক্ক হবে, তখন কৃষি-সংস্কারকে কার্যে পরিণত করতে হবে। জমিদার এবং ধনী কৃষক, বড় জমিদার এবং মাঝারী ও খুদে জমিদার, এবং সাধারণ জমিদার এবং স্থানীয় শোষক জমিদার, এভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য টানতে হবে। ভূমি-সংস্কারের কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিম্নলিখিত ভাবে জমি বণ্টন করতে হবে ঃ স্থানীয় অবশিষ্ট জমি সহ বে-সরকারী জমি এবং জমিদার অধিকৃত ভূমিকে স্থানীয় কৃষক সমিতি কর্তৃক অধিগ্রহণ করতে হবে এবং সমভাবে মাথাপিছু বণ্টন করতে হবে। পরিমাণগত এবং গুণগত দিক থেকে সামগ্রিকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে যাতে স্থানীয় প্রত্যেক লোক মোটামুটি সম পরিমাণ জমি পায়।

"খসড়া কৃষি-আইন" জারী হওয়ার এক বছরের মধ্যে, মুক্ত এলাকায় ১০ কোটি কৃষক জমি লাভ করে। কৃষি-সংস্কারের পর, স্বেচ্ছামূলক পারস্পরিক সাহায্য ও সহ-যোগীতার ভিত্তিতে কৃষি-উৎপাদন পুনরুজ্জীবিত ও বাড়ানোর জন্য পার্টি কৃষকদের আন্দোলনের পথে পরিচালিত করে। কৃষি-সংস্কার শুধু কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর ভিত্তি রচনা করে তাই নয়, মুক্ত এলাকায় শিল্পোৎপাদনের অবস্থাও সৃষ্টি করে। ভূমিস্বত্বের অধিকার পেয়ে কৃষকরা সোৎসাহে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং মুক্তিযুদ্ধ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। ফলে, কৃষি-সংস্কার গণমুক্তি ফৌজের পশ্চাদ্ভাগ আরও সুদৃঢ় করে এবং আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তন করার পথ পরিষ্কার করে। একইভাবে কৃষি-সংস্কার বিপ্লবী যুদ্ধের দেশব্যাপী সাফল্যের রাজ-নৈতিক ভিত্তি রচনা করে।

কৃষি-সংস্কারের সঙ্গে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধন অভিযানে নিম্নপর্যায়ে সংগঠনগুলি থেকে জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য তার সভ্যদের পরিচালিত করে, গ্রামীণ অঞ্চলে পার্টি-সভ্যদের কাজে রীতির উন্নতিসাধন করে এবং শত্রু-ভাবাপন্ন লোকদের বিতাড়িত করে। কৃষি-সমস্যা সমাধান গণমুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে এটি ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ। কেবলমাত্র পার্টির বিশুদ্ধতা রক্ষা করে, শত্রু-ভাবাপন্ন লোকদের বিতাড়িত করে, কাজের বদ রীতি পাল্টে দিয়ে পার্টি ব্যাপক মেহনতি মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে যাওয়ার পথে পরিচালিত করে। এইভাবে কৃষি সংস্কারের কাজকে দৃঢ় ও সঠিক ভাবে কার্যকরী করে মুক্তি ফৌজের পশ্চাদ্ভাগ সুদৃঢ় ভাবে সংগঠিত করে।

কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত এবং সংগঠিত গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক ছাত্র-আন্দোলনকে সামনে রেখে গণ-বিপ্লবের জন্য দ্বিতীয় ফ্রন্টের দরজা খুলে দেয় এবং সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের জোয়ারের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

গণমুক্তি বাহিনীর আক্রমণের প্রথম বছরে দেশপ্রেমিক আন্দোলন কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে জাপ-আগ্রাসনী বাহিনীর পুনরুত্থানের সপক্ষে মার্কিন সমর্থনের বিরুদ্ধে অভিযান সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলনের রূপ নেয়। হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং এই আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের গভীর সহানুভূতি ও উষ্ণ সমর্থন লাভ করে। সমগ্র দেশের মানুষ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে।

১০ই অক্টোবর ১৯৪৭ সালে চীনা গণমুক্তি ফৌজ ধ্বনি তোলে, "চিয়াঙ কাই-শেক

নিপাত যাক। সমগ্র দেশকে মুক্ত কর!" শ্লোগানের উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং রাষ্ট্র-যন্ত্র ও তার সমগ্র ভিত্তি ধ্বংস করা। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তি ফৌজ সমগ্র দেশের জনগণকে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাফল্যজনক পর্যায়ে কার্যে পরিণত করতে আহ্বান জানায়। প্রথম, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ফ্যাসীবাদী সামন্ত-মুৎসুদ্দী শাসনব্যবস্থা পাল্টে জনগণের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং রাজত্বের সমগ্র ভিত্তিকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-করে দিতে হবে, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করতে হবে।

তখনও কি ঐ বিপদের দিনে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গৃহীত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মপন্থা ও নীতি সম্বন্ধে বহুলোক সন্দেহ পোষণ করত? হা, তা ছিল। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর, কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় জাতীয় বুর্জোয়ার একাংশ এবং বুদ্ধিজীবী অংশের উপরের স্তর, তাদের প্রতিনিধি চ্যাঙ পো-চুন ও লো লুঙ-চি পার্টি পরিচালিত নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল তারা পার্টি কর্মপন্থার বিরোধিতা করে এবং কুয়োমিণ্টাং ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে মোহ পোষণ করত।

এরা "নিরপেক্ষ", "স্বাধীন এবং তৃতীয় পক্ষের" ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মাঝামাঝি সংস্কারপন্থী মধ্যপথ খুঁজেছিল এই আশা করে যে মধ্য-পন্থীরা একটা পরিপূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় আসবে এবং দু পক্ষই তাদের শরণাপন্ন হবে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ সমর্থনে কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অধীনেই সংস্কারবাদী রাজনৈতিক কর্মপন্থার মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জিত হবে। অর্থাৎ তারা কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র-যন্ত্র ও তার ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার আশা করত।

গণমুক্তি ফৌজ তার সর্বাত্মক আক্রমণ সুরু করলে এবং কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যুদ্ধ সম্প্রসারিত করলে, কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির বৈধ অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে। তার ফলে, তৃতীয় পক্ষের দেউলিয়াপনা ধরা পড়ে। ১৯৪৭ সালে ২৭শে অক্টোবর কুয়োমিণ্টাং সরকার হুকুম জারী করে চীনা গণতান্ত্রিক লীগ ভেঙ্গে দেয় এবং তৃতীয় পন্থার মৃত্যু-ঘণ্টা বাজায়।

চীনা গণতান্ত্রিক লীগ ভেঙ্গে দেওয়ার পর, মধ্যপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলি নিজেদের পুনর্বিন্যাস করে। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গণতান্ত্রিক সংগঠন কুয়োমিণ্টাংয়ের বিপ্লবী কমিটি গঠন করতে ঐক্যবদ্ধ হয়। হংকংয়ে গণতান্ত্রিক লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক লীগের সদর কার্যালয় স্থাপন করে, তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার সপক্ষে এবং কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ও কর্মপন্থা এবং চীনের প্রতি মার্কিন আগ্রাসনী কর্মপন্থা ও নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। একই সময়ে, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলি অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। কিন্তু চ্যাঙ পো-চুন, লো লুঙ-চি এবং তাদের জ্ঞাতিভাইরা প্রতিক্রিয়াশীল তৃতীয় পন্থার কর্মনীতি আঁকড়ে থাকে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল এবং উপদলগুলির জাতীয় বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রণ্টের সপক্ষে অবস্থা ক্রমশঃই এগোতে থাকে।

১৯৪৮ সালের ১লা মে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মে দিবসের শ্লোগানগুলিতে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনকল্পে নয়া গণরাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করে, ঐ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাবে বলা হয় যে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না, এবং তাতে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার কথাও আলোচনা হয়। পার্টির প্রস্তাব সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন লাভ করে। সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ঐ সম্মেলন আহ্বানের সপক্ষে বার্তা প্রেরণ করে। এভাবে চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন ১৯৪৯ সালে সেপ্টেম্বরে আহূত হয়। এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সম্মিলিত ফ্রণ্টের সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করে।

চীনের গণ-বিপ্লব এক নতুন স্তরে পেঁছায়। রাজনৈতিক ও সামরিক ভাবে সময় বেশ পরিপক্ক হয়ে ওঠে দেশব্যাপী বৃহত্তর জয়লাভের জন্য, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৭ সালে ২৫ শে ডিসেম্বর উত্তর শেনসীতে একটি সভা সংগঠিত করে এবং ঐ সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ "বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের করণীয় কাজ" নাম দিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এ রিপোর্টে তিনি বিপ্লবী যুদ্ধের বর্তমান অবস্থার যথাযথ পর্যালোচনা করেন এবং বিপ্লবী যুদ্ধে আরও বৃহত্তর জয়লাভের সপক্ষে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান করণীয় সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজের প্রস্তাব করেন।

কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন যে, যেদিন গণমুক্তি ফৌজ আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধের স্তর থেকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেদিনই চীনা জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়। গণমুক্তি ফৌজের প্রধান বাহিনী ইতিমধ্যেই কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং কার্যতঃ সেখানেই যুদ্ধ চলছে। চীনা গণমুক্তি ফৌজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং গণবিপ্লবকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ বছর ব্যাপী চিয়াঙ কাই-শেকের প্রতি-বিপ্লবী শাসন এবং চীনে একশ বছরের উপর স্থায়ী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে এই পরিবর্তনই হচ্ছে সন্ধিক্ষণ। এই পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু চীনা বিপ্লবের প্রধান রূপ সশস্ত্র সংগ্রাম, সেহেতু গণফৌজ কর্তৃক রক্ষণাত্মক যুদ্ধ থেকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পরিবর্তনই হচ্ছে বড় প্রমাণ যে চীনা বিপ্লব অতি সত্বর সারা দেশব্যাপী যুদ্ধে অনিবার্যভাবে জয়লাভ করবে। এই জয়লাভে সমগ্র বিশ্বের জনগণ বিশেষভাবে প্রাচ্যের জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে ও সমর্থন জোগাবে।

দ্বিতীয়তঃ, গণমুক্তি ফৌজ কুয়োমিণ্টাংকে পরাজিত করতে যে যে প্রধান উপায় অবলম্বন করেছে, কমরেড মাও সে-তুঙ তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলেন প্রত্যেক অভিযানে, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহ শক্তিকে বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীভূত করে এবং সুনিশ্চিতভাবে, ত্বরিতঘটিত যুদ্ধে শত্রুর জনবল ধাপে ধাপে, বিপর্যয়কর ভাবে ধ্বংস করার প্রয়োজন। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে, গণমুক্তি ফৌজ ছোট ও মাঝারী ধরনের শহর অধিকার করে, যেমন শিচিয়াচুয়াঙ, জেপিঙ, লইয়াঙ, কাইফেঙ ইত্যাদি, প্রচণ্ড বেগে দুর্গ আক্রমণ করে তাকে বিধ্বস্ত করার কৌশল আয়ত্ত করে এবং নিজস্ব গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট গঠন করে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, কমরেড মাও সে-তুঙ জোরের সঙ্গে এবং ঠিক

সময়ে উল্লেখ করেন যে গণমুক্তি ফৌজ ভবিষ্যতে অবস্থানমূলক যুদ্ধের উপর জোর দিয়ে আরও শহর অধিকারের প্রস্তুতিতে প্রচণ্ডগতিতে দুর্গ অধিকার করবে। ধাপে ধাপে বিচার করে শহরগুলি অধিকার করতে হবে—প্রথম ছোট ও মাঝারী ধরনের শহর, তারপর বড় শহর ; সে সমস্ত শহর পূর্বে অধিকার করতে হবে যেখানে শত্রুর রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা দুর্বল তারপর, সুবিধাজনক মুহূর্তে, যে সমস্ত শহর যেখানে শত্রুর রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা মোটামুটি সবল, এবং শেষে যখন অবস্থা পরিপক্ক হবে, তখন সে সমস্ত শহর অধিকার করতে হবে যেখানে শত্রুর রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী।

তৃতীয়তঃ, কমরেড মাও সে-তুঙ কৃষি-সংস্কার এবং পার্টির সংশোধন অভিযান সম্বন্ধে জরুরী নির্দেশ দেন। কৃষি-সংস্কারের মূল নীতি গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের দাবী পূরণ করতে হবে এবং মাঝারী-কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এই দুটি মৌলিক নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেই কেবল কৃষি-সংস্কার সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং মাঝারী কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণকারী ভুল পথের প্রমাণ মিলে থাকলে সময় থাকতে তা দূর করতে হবে।

পার্টি সংগঠনগুলি সুদৃঢ় করা, শত্রু মনোভাবাপন্ন লোকদের খুঁজে বার করে দেওয়া এবং পার্টির মধ্যে কাজের ক্ষতিকর রীতি সংশোধন করা যাতে মেহনতি জনসাধারণের সপক্ষে দাঁড়াতে পার্টি সমর্থ হয় এবং তাদের অগ্রগতিকে পরিচালনা করতে পারে কৃষি-সংস্কার সমাধানের ও বিপ্লবী যুদ্ধের স্বার্থে জন জমায়েতের এটাই হল মূল্যবান বিষয়।

চতুর্থতঃ, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, আরও শহর মুক্ত হবে।

বৃহত্তর জয়লাভ করতে, সঠিক কৃষি নীতি গ্রহণ করা ছাড়াও, পার্টির শহর সম্পর্কিত সঠিক নীতি ঠিক করতে হবে। রিপোর্টে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচী পরিষ্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণীর নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত জমি কৃষকদের দিয়ে দিতে হবে ; "চার বৃহৎ পরিবারের" অধিকারভুক্ত আমলাতান্ত্রিক পুঁজি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করতে হবে ; জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে—নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আর্থিক কর্মসূচীর এই তিনটি প্রধান দফা।

"চার বৃহৎ পরিবারের" প্রতিনিধিত্বে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিই প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আমলে এবং জাপ আত্মসমর্পণের পর, আমলাতান্ত্রিক পুঁজি তুঙ্গী-অবস্থায় পেঁাছে এবং নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে অনুকূল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি করে। এ জন্যই পার্টির অনুসৃত কর্মপন্থা ছিল আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা এবং গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের হাতে ঐ অর্থ হস্তান্তর করা এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করা। নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ উৎখাত করা, কিন্তু সাধারণভাবে পুঁজিবাদের অবসান নয়। চীনের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুন, সমগ্রদেশে এমনকি বিপ্লব জয়-লাভ করার পরও, ছোট এবং মাঝারী পুঁজিবাদী শিল্প-প্রতিষ্ঠান বেশ কিছুদিনের জন্য টিকিয়ে রাখার এবং, জাতীয় অর্থনীতিতে কর্মবিভাগের নিয়মানুসারে, জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে এবং জনগণের জীবিকা-অর্জনের পক্ষে উপযোগী অংশের প্রসার করার প্রয়োজন আছে। ছোট এবং মাঝারী আকারের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা ও বিকাশ সাধনে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই, কারণ আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে জনগণের

রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের উপযোগী বড় রকমের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সুযোগ করায়ত্ত করবে এবং এর ফলে সমস্ত দেশের আর্থিক রক্ত চলার ধমনি তার নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে।

কুয়োমিংটাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেতি-বুর্জোয়াদের উপর স্তরের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিগত ঝোঁকের কথা, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এ সব শ্রেণীভুক্ত লোকদের সম্বন্ধে পার্টি কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা ও নীতির কথা রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এইসব শ্রেণীকে রক্ষা করার নীতি পার্টির ছিল। তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ঝোঁকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মানে তাদের অর্থনৈতিক ভাবে উৎখাত করা নয়—একথা কোনমতেই ভোলা উচিত নয়। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধীন সমস্ত এলাকায় এ সব শ্রেণীকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে হবে। পার্টিভুক্ত বেশ কিছু সংখ্যক ক্যাডারদের ছোট এবং মাঝারী ধরনের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি অত্যধিক "বামমার্গী" কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রচন্ডভাবে সমালোচনা করা হয়।

পঞ্চমতঃ, কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন যে কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনা জনগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট জয়লাভ করেছে এই অর্থে যে বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রণ্ট আরও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং পূর্বের চেয়ে সুদৃঢ়তর হয়েছে। যেহেতু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বরূপ চীনা জনগণের চোখের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যেহেতু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কৃষি-সংস্কার সম্পর্কিত নীতি ও কর্মপন্থা এবং শহর সম্পর্কিত সঠিক কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করছে, এবং যেহেতু গণমুক্তি ফৌজ বিরাট জয়লাভ করেছে, সেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র দেশে জনগণের আস্থা লাভ করেছে। এটাই হচ্ছে বিপ্লবী সম্মিলিত ফ্রণ্টের সম্প্রসারিত ও সংহত হওয়ার ভিত্তি। সমগ্র জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগুরুর ভিত্তিতে রচিত বিস্তৃত সম্মিলিত ফ্রণ্ট ব্যতিরেকে চীনে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হত না। আবার চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সুদৃঢ় ও শক্তিশালী নেতৃত্ব ছাড়া ও যুদ্ধও সম্ভবতঃ জেতা যেত না। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পার্টিকে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯২৭ সালে যখন বিপ্লব তুঙ্গে, পার্টির অন্তর্ভুক্ত সর্বোচ্চ সংস্থার নেতৃস্থানীয় আত্ম-সমর্পণকারীরা বিপ্লবের নেতৃত্ব বর্জন করে পরাভবের পথ সুগম করে দেয়। অপর পক্ষে, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের আমলে, যেহেতু পার্টির অভ্যন্তরে আত্ম-সমর্পণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো হয়েছে, এবং যেহেতু প্রলেতারিয়েতরা জাপ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্টে নিজস্ব স্বাধীন সত্ত্বা এবং উদ্যোগ অক্ষুন্ন রেখেছে, সেহেতু প্রতিরোধ যুদ্ধে বিরাট জয় সম্ভব হয়েছে।

নতুন বিপ্লবী অবস্থায় সমগ্র দেশে জয় সুনিশ্চিত করতে জনগণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে এই রিপোর্টটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটি বড় রকমের প্রস্তুতিপর্ব। আত্ম-রক্ষামূলক স্তর থেকে আক্রমণাত্মক স্তরে উন্নীত হওয়ার পর পার্টি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মৌলিক নীতি এই রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : সামরিক বিষয়, কৃষি-বিষয়ক, পার্টি সংহতি বিষয়ক, অর্থনীতি বিষয়ক এবং সম্মিলিত ফ্রণ্ট বিষয়ক বিভিন্ন কর্মপন্থা ও নীতি।

২। নতুন মুক্তাঞ্চল ও মুক্ত শহরগুলি সম্পর্কিত পার্টি নীতি। পার্টির শৃংখলা দৃঢ়করা এবং সঠিক ভিত্তিতে পার্টি কমিটি পদ্ধতি চালু করা।

আক্রমণাত্মক কৌশল অনুসরণ করে দ্রুত সাফল্যের সঙ্গে পর পর বিরাট এলাকা এবং বহু শহর মুক্ত করে গণমুক্তি ফৌজ তিন কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত মধ্য সমভূমি মুক্ত এলাকা গঠন করে। সে সময় মুক্তাঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা ছিল মোট ১৬ কোটি। গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক বহু মাঝারী শহর পুনরাধিকৃত বা মুক্ত হয়, সে সব মুক্ত শহরের মধ্যে ছিল আনশান, উত্তর-পূর্বে জেপিঙ, শাণ্টুংয়ের অন্তর্গত ওয়েনসিয়েন, হোপেইয়ের অন্তর্গত শিচিয়াচুয়াঙ, শানসীর অন্তর্গত ইয়ুনচেঙ ও লিনফেন, শেনসীর অন্তর্গত পাওচি, হোনানের অন্তর্গত কাইফেঙ ও লইয়াঙ, এবং হুপের অন্তর্গত সিয়াঙইয়াঙ। এই শহরগুলি বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত ছিল।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নবমুক্ত এলাকা ও শহরগুলির অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে এবং সঠিকভাবে পার্টি নীতি কার্যকরী করার জন্য সমস্ত পার্টিকে মনোযোগ দিতে আহ্বান জানায়। সঠিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকরী করা সম্বন্ধে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমগ্র পার্টির অনুসরণীয় নিম্নলিখিত কতগুলি মৌলিক কার্যকরী ব্যবস্থা নির্ধারণ করেঃ বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিশেষ বিশেষ অবস্থা বাস্তবসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা যাতে করে ঐ সব অবস্থার উপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। শহর এবং গ্রামের মধ্যে, পুরানো এবং আধা-পুরানো মুক্তাঞ্চল, গেরিলা অঞ্চল এবং নবমুক্ত এলাকাগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে হবে।

নতুন অধিকৃত মুক্তাঞ্চল ও শহরগুলি সম্বন্ধে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে সে এলাকাগুলি দৃঢ়ভাবে আয়ত্তে রাখা যাবে কিনা। উত্তর ইতিবাচক হলে, নিম্নলিখিত প্রশ্নের বিচার করতে হবে। একদিকে, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে, সবরকম সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে দৃঢ়তার সাথে উৎখাত করতে হবে, সমস্ত প্রতি-বিপ্লবী সশস্ত্র শক্তি ও সংগঠনগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে বে-আইনী ঘোষণা করতে হবে, এবং তাদের দলসমূহের প্রধানদের গ্রেপ্তার করতে হবে, এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজি এবং প্রধান প্রধান প্রতি-বিপ্লবীদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে ; অপর পক্ষে, আইন মেনে চলতে ইচ্ছুক সব জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করতে হবে এবং যে সব সরকারী, বে-সরকারী ও ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তিকে যাহা বাজেয়াপ্তকরণের তালিকা-ভুক্ত নয়, তাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে ও বিশৃংখলা এড়াতে কুয়োমিণ্টাং সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগ, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিভাগে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীদের, সম্ভাব্য বেশী সংখ্যক তাদের, রেখে দিতে হবে। জনগণের রাজনৈতিক চেতনার মাত্রা ও সংগঠন-বোধ অনুযায়ী, ধাপে ধাপে, প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারকে কার্যকরী করতে হবে।

শহরাঞ্চলে সামাজিক সংস্কারের কাজ ও পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলে কৃষি-সংস্কার সম্পর্কিত কাজ ও পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিত। নতুন মুক্ত শহরসমূহে সামাজিক সংস্কারকে কার্যে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রধান কাজ হবে আমলাতান্ত্রিক মূলধনকে বাজেয়াপ্ত করা। কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা আমলাতান্ত্রিক মূলধনের উদ্যোগে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে না ভেঙ্গে অবিকৃতভাবে রাখতে হবে এবং ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চালাতে হবে। শহরে উৎপাদন ঠিক রাখা ও

তার বিকাশ সাধন করার চাবিকাঠি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর আস্থা স্থাপন। তা করতে হলে সরকারী এবং বে-সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করতে হবে, শ্রমিকদের যথাযথভাবে মর্যাদা বাড়াতে হবে এবং তাদের জীবিকা সুনিশ্চিত করতে হবে।

নবগঠিত মুক্ত এলাকায় কৃষি-সংস্কারকে রূপ দিতে তিনটি শর্ত পালন করতে হবে। (১) সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিঃশেষ করতে হবে এবং সন্নিহিত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে হবে। (২) জনসাধারণের মূল অংশের বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ভূমি-বণ্টনের দাবী ওঠা উচিত হবে। (৩) সঠিকভাবে স্থানীয় কৃষি-সংস্কার পরিচালনা করতে সক্ষম যথেষ্ট সংখ্যক পার্টি-ক্যাডার থাকতে হবে। কৃষি-সংস্কার সম্পূর্ণ হওয়ার পর, জমি মালিকানার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে এবং জনগণের উপর চাপানো বোঝা নতুন ভাবে ধার্য ও হালকা করতে হবে। যেখানে সম্ভব, কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সাহায্য দিতে হবে। যে সব এলাকায় কৃষি-সংস্কারের অবস্থা পরিপক্ক হয়নি সেখানে খাজনা ও সুদ কমানোর সামাজিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে, ফসল-বীজ সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে, এবং ন্যায়-সঙ্গত কর গ্রহণের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে যার ফলে সর্বপ্রকার সামাজিক শক্তিকে সপক্ষে টানা অথবা নিরপেক্ষ করা যায়। কুয়োমিণ্টাং সশস্ত্র বাহিনীকে উৎখাত করতে এবং শাসক জমিদারদের খতম করতে এটা প্রয়োজন।

বিপ্লবী যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভের পর, পার্টি বহু এলাকায় তার শাসন প্রতিষ্ঠা করে, সেই এলাকাগুলির লোকসংখ্যা মোট ১৬ কোটির উপর এবং বহু অঞ্চলের সঙ্গে যোগা-যোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। যখন পার্টি শীঘ্রই সারাদেশে প্রধান পার্টি এবং গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান অংশীদার হতে যাচ্ছে সুতরাং পার্টি অধিকৃত এলাকা টিকিয়ে রাখতে এবং সমগ্র দেশে জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে প্রথম প্রয়োজন ছিল পার্টিশৃঙ্খলা দৃঢ় করা। সমগ্র দেশের বিপ্লবী অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী রাজনীতি, সামরিক এবং অর্থনীতি বিষয় সম্বন্ধে পার্টি কর্তৃক অনুসরণীয় নীতি ও কর্মপন্থার ঐক্য সাধন করা। সেই অনুসারে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৮ সালে জানুয়ারী মাসে নির্দেশ জারী করে যে সমগ্র পার্টি শৃঙ্খলাবোধকে শক্তিশালী করবে এবং প্রত্যেকটি স্থানীয় সংগঠন নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট রিপোর্ট পাঠাবে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি আরও নির্দেশ দেয় যে প্রতিটি পর্যায়ে পার্টি কমিটিগুলি যৌথ-নেতৃত্ব রপ্ত করবে এবং, পার্টির কোন উচ্চতর সংগঠনে কয়েকজন ব্যক্তি সমস্ত ক্ষমতা হাতে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের খুসীমত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করার মত ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করলে, সে ভ্রান্ত-পথ থেকে নিবৃত্ত হতে হবে। পার্টি কমিটি পদ্ধতি যৌথ নেতৃত্ব সুনিশ্চিত করবে এবং ব্যক্তি-বিশেষদের তাদের নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রয়াস ব্যাহত করবে। পার্টি কমিটিতে জরুরী সমস্যাগুলি সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করতে হবে এবং প্রতিটি সমস্যা সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছানোর পর স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে। যৌথ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত দায়িত্বকে বাদ দিয়ে কাজ চলতে পারে না।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এসব নির্দেশ সত্বর কার্যকরী করা হয়। ফলে সমগ্র পার্টি বিশেষভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, পার্টি-নেতৃত্ব আরও বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয় এবং জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্র আরও দৃঢ় হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলন এবং পরবর্তী কালে পার্টি কর্তৃক সম্পাদিত কাজকর্ম পার্টির সপক্ষে জনগণকে সমগ্রদেশে জয়লাভের জন্য নেতৃত্ব দিতে পারার মত অবস্থা সৃষ্টি করে।

৩। তিনটি বিরাট অভিযান : লিয়াওসি-শেনইয়াঙ, হুয়াই-হাই, এবং পিকিং-তিয়েনসিন। সমগ্র দেশে জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধের মৌলিক জয়। পার্টির নেতৃত্বের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসা। জনগণের বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নীতি ও কর্মপন্থা।

যুদ্ধের তৃতীয় বছরে যুদ্ধাবস্থায় আরেকটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক পরিচালিত তিনটি বিরাট অভিযানের ফলে চীনা জনগণের বিপ্লব সমগ্র দেশে জয়যুক্ত হওয়া একটি সুনিশ্চিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই তিনটি অভিযানে প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাংয়ের প্রধান বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হয়। এ তিনটি হল লিয়াওসি-শেনইয়াঙ অভিযান, হুয়াই-হাই অভিযান, এবং পিকিং-তিয়েনসিন অভিযান।

প্রথম, পূর্ব-চীনে গণমুক্তি ফৌজ ১৯৪৮ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর শাণ্টুং প্রদেশের রাজধানী, সিনানের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। যুদ্ধগত কৌশলের দিক থেকে সিনান একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, তার জনসংখ্যা ছিল সাত লক্ষ, আর ছিল এক লক্ষ কুয়োমিণ্টাং-এর দুর্গবাহিনী এবং বহু আধুনিক আত্ম-রক্ষামূলক ব্যবস্থা। এই তরাই অঞ্চল আত্ম-রক্ষার পক্ষে অনুকূল কিন্তু আক্রমণের পক্ষে প্রতিকূল। গণফৌজ কর্তৃক আট দিন ব্যাপী ক্রমাগত আক্রমণের পর শহরটি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। বৃহৎ আকারে পরিবেষ্টন এবং শত্রুর প্রধান বাহিনীর ধ্বংস ও বড় বড় শহরগুলির মুক্তি এভাবে সুরু হয়। সিনানের মুক্তি সঠিকভাবে দেখালো যে গণমুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে কোনরকম আত্ম-রক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী নয়।

উত্তর-পূর্ব চীনে গণমুক্তি ফৌজ ১৯৪৮ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা নভেম্বর বিরাট আকারে লিয়াওসি-শেনইয়াঙ অভিযান সুরু করে। প্রথমে চিনচাউ মুক্ত করে গণমুক্তি ফৌজ উত্তর-পূর্বে শত্রু ইউনিটগুলি এবং বৃহৎ প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত শত্রু-ইউনিটগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে এবং স্থলগামী শত্রুসৈন্যর পশ্চাদ-পসরণ বন্ধ করে। তারপর চ্যাঙচুন মুক্ত হয়। শেনইয়াঙ অঞ্চলে শত্রুসৈন্য পশ্চিম লিয়াওনিঙের দিকে পলায়ন করে এবং তাহু ও কৃষ্ণ পার্বত্যাঞ্চলে তারা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়। এভাবে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমগ্র ভূ-ভাগ মুক্ত হয়। উত্তর-পূর্ব চীনেই ছিল বড় বড় শিল্প-নগরী এবং সমস্ত দেশের মধ্যে এই অঞ্চল উৎপাদনে সমৃদ্ধ এলাকা, এই এলাকা চিরস্থায়ীভাবে জনগণের অধীনে আসে। লিয়াওসি-শেনইয়াঙ অভিযানে চার লক্ষ সত্তর হাজারেরও বেশী কুয়োমিণ্টাং বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়। জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধে এটি ছিল চূড়ান্ত বিজয়, কারণ এই বিজয় গণমুক্তি ফৌজের শত্রু-সৈন্য থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক দিয়ে প্রাধান্য সূচিত হয়। শত্রু সৈন্যের মোট সামরিক শক্তি সংখ্যায় ২,৯০০,০০০ লক্ষে হ্রাস পায় এবং অপরদিকে গণমুক্তি ফৌজের সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষ।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম চীন, মধ্য সমভূমি, পূর্ব চীন এবং উত্তর-পূর্ব চীনে গণমুক্তি ফৌজের ফিল্ড আর্মি ইউনিটগুলিকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ফিল্ড আর্মিতে পুনর্গঠিত করা হয়। গণমুক্তি ফৌজের সাধারণ সদর কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ অধীনে উত্তর চীনের তিনটি সৈন্যদলসহ এই ইউনিটগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত করা হয়।

১৯৪৮ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারী, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফিল্ড আর্মি যুক্তভাবে বিরাট হুয়াই-হাই অভিযান সুরু করে। কিয়াংসুর অন্তর্গত সুচাউয়ের পূর্বে নিয়েনচুয়াঙ অঞ্চলে গণমুক্তি ফৌজ হুয়াঙ পো-তাওয়ের অধীন ১৭০,০০০ শত্রুসৈন্য সম্পূর্ণ নির্মূল করে। যুদ্ধ চলাকালে হুয়াঙ নিহত হন। উত্তর কিয়াংসুতে সুসিয়েনের দক্ষিণ পশ্চিমে সুয়াঙতুইচির সন্নিহিত অঞ্চলে, হয়াঙ ওয়েইয়ের অধীন সেনাদলের ১২০,০০০-এরও বেশী সৈন্য মধ্য চীন থেকে সাহায্যার্থে অতি দ্রুত এসে এখানে পরিবেষ্টিত হয় এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং হুয়াঙ ওয়েই স্বয়ং বন্দী হন। তু ইউ-মিঙের অধীন আড়াইলক্ষ সৈন্যেরও বেশী সৈন্য নিয়ে গঠিত তিনটি বাহিনী সুচাউ পরিত্যাগ করে পূর্ব হোনানে ইউঙচেঙ অভিমুখে পালিয়ে যায়। ইউঙচিঙের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তাদের ধ্বংস করা হয়, এবং তু ইউ-মিঙ ধৃত হন। দুই মাস পাঁচ দিন ব্যাপী এই অভিযান চলে। গণমুক্তি ফৌজ সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশী সৈন্যদলকে নিষ্ক্রিয় করে, হুয়াই নদীর উত্তরে সমস্ত এলাকাগুলিকে মুক্ত করে এবং হুয়াই দক্ষিণ অঞ্চলের বেশীর ভাগ এলাকাকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধে এটি আর এক বড় ধরনের জয়। পূর্ব চীন এবং ইয়াংসীর উত্তরে মধ্য সমভূমিতে অবশিষ্ট শত্রু সৈন্য তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে নদীর দক্ষিণ দিকে পলায়ন করে। এভাবে কুয়োমিংটাংয়ের শাসনকেন্দ্র-নানকিং এবং শাংহাই—আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত চতুর্থ ফিল্ড আর্মি এবং উত্তর চীনে দ্বিতীয় আর্মি কোর বৃহৎ পিকিং-তিয়েনসিন অভিযান সুরু করে। এই আক্রমণের প্রাক্কালে, গণমুক্তি ফৌজ তিয়েনসিন, পিকিং এবং চ্যাঙচিয়াকাউ প্রভৃতি কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শহরগুলিতে শত্রু-সৈন্যদের পরিবেষ্টন করে প্রথম চ্যাঙচিয়াকাউ দখল করে। তারপর গণমুক্তি ফৌজ নগর রক্ষাকারী শত্রু সৈন্যদলের অধিনায়ক, চেন চ্যাঙ-চিয়ে কর্তৃক শান্তিপূর্ণভাবে শহরমুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, তিয়েনসিনের বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণ সুরু করে। উত্তর চীনের পয়লা নম্বরের শিল্প ও বাণিজ্যনগরী তিয়েনসিন মুক্ত করতে গণফৌজের দু'দিনের বেশী সময় লাগেনি। ১৫ই জানুয়ারী তিয়েনসিন মুক্ত হয়। এক লক্ষ ত্রিশ হাজারেরও বেশী প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং সৈন্যদলকে নির্মূল করা হয় এবং চেন চ্যাঙ-চিয়ে বন্দী হয়। অপরদিকে, ফু সো-ঈএর অধীনস্থ পিকিং রক্ষাকারী দু'লক্ষ, সৈন্য গণমুক্তিফৌজের শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হয়। ১৯৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী, চীনের প্রাচীন রাজধানী, পিকিংয়ের মুক্তি ঘোষিত হয়। পিকিং-তিয়েনসিন অভিযানে পাচ লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক পিকিং নগরী অবরোধের পরই পিকিংয়ের শান্তিপূর্ণ মুক্তির প্রস্তাব আলোচনা সুরু হয়। কিন্তু তিয়েনসিন মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত পিকিংয়ের শত্রু সৈন্যদল শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের শর্ত মানতে বারবার অস্বীকার করে। গণমুক্তি ফৌজের

বিরাট শক্তি, তিয়েনসিনের দ্রুত মুক্তি সাধন, শত্রুবাহিনীর অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং পিকিংয়ের সাধারণ মানুষের শান্তি প্রস্তাবে জোরাল সমর্থন, ইত্যাদির জন্য পিকিংয়ের শান্তিপূর্ণ মুক্তি সম্ভব হয়। যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার যে বক্তব্য পার্টির ছিল তা পিকিংয়ের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্তির ফলস্বরূপ এই পলিসীর বিরাট জয় সম্ভব হয়। এই জয় ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ অঞ্চলের মুক্তির পথ দেখায় এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলিও এপথই অবলম্বন করে।

তিনটি বিরাট অভিযানের শেষে গণমুক্তি ফৌজ কুয়োমিন্টাংয়ের ১৫ লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্য ধ্বংস করে এবং উত্তর পূর্বের সমগ্র অঞ্চল, উত্তর চীনের বৃহত্তর অংশ, এবং নিম্ন ইয়াংসীর উত্তরে বিরাট এলাকা মুক্ত করে ; এইভাবে চূড়ান্ত সামরিক জয় অর্জিত হয়। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে কুয়োমিন্টাং তখন বিভক্ত, ছিন্নভিন্ন এবং সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এরূপ অনুকূল অবস্থায় গণমুক্তি ফৌজের পক্ষে সমগ্র দেশমুক্তির জন্য ইয়াংসী নদী অতিক্রম করে দক্ষিণমুখী অভিযান চালানো সম্ভব হয়। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অবশিষ্ট কুয়োমিন্টাং সেনাদলকে কয়েকটি বিরাট আকারে আক্রমণ করে সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হবে।

কুয়োমিন্টাং শাসনের সঙ্কট প্রতিক্রিয়াশীলদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে তুলল। চিয়াঙ কাই-শেক দেখল যে তার পক্ষে শাসন চালানো কঠিন। হোপেই, চাহার, শান্টুং, কোয়ান্টুং, কিয়াঙসি, কোয়াঙসি এবং হুনানের সামরিক অধিনায়করা আত্ম-রক্ষার্থে আশা করেছিল যে তারা তাদের অঞ্চলসমূহে আধা-স্বাধীনতা বজায় রাখতে এবং আধা-স্বাধীনতার দরুন মার্কিন সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হবে। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে আহূত মেকী জাতীয় পরিষদে হু শী এবং অন্যান্য মার্কিন সমর্থক বুদ্ধিজীবী এবং বেশ কয়েকজন বৃহৎ কুয়োমিন্টাং-পন্থীদের সমর্থনে লি সুঙ-জেন "ভাইস-প্রেসিডেন্ট" নির্বাচিত হয়। কিন্তু মার্কিন সরকার উপলব্ধি করে যে চিয়াঙ কাই-শেকের বলপূর্বক "অপসারণ" কেবল কুয়োমিন্টাংকে অতি দ্রুত টুকুরো টুকরো করে ফেলবে। চিয়াঙ কাই-শেক ব্যতীত আর কাকে তারা সমর্থন করবে ? এই প্রশ্নে মার্কিন সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছিল না। এটাও মার্কিন সরকার ভেবে উঠতে পারছিল না যে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, না শান্তি-আলোচনার জন্য আবেদন করবে। এভাবে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ভাঙ্গনের মুখে যাওয়ায় মার্কিন সরকারের চীন নীতি দেউলিয়া প্রমাণিত হয়।

এরকম জটিল অবস্থায় চিয়াঙ কাই-শেক ১৯৪৯ সালের নববর্ষের দিনে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় এক বার্তা প্রকাশ করেন। শান্তি-আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনের জনসাধারণের নিকট নিম্নলিখিত শর্তের প্রস্তাব করেন : বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র-ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে ; কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের মেকী রাজত্ব এবং মেকি সংবিধানের বৈধতা স্বীকার করতে হবে ; প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং সেনাবাহিনীকে সংরক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি।

কিছুটা সময় নেওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ঐ প্রস্তাবগুলি করা হয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সুযোগে চিয়াঙ কাই-শেক বিপ্লবী সেনাবাহিনীকে নির্মূল করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ করার প্রস্তুতি করবেন। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ১৪ই জানুয়ারীর এক বিবৃতিতে কমরেড মাও সে-তুঙ বলেন যে চিয়াঙ কাই-শেকের শর্তাদির

লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, এবং সেহেতু এগুলি আদৌ শান্তি-শর্ত নয়। তিনি আরও বললেন যে যদিও চীনা গণমুক্তি ফৌজ অত্যল্প কালের মধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিন্টাং সরকারের অবশিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সমর্থ, তথাপি যুদ্ধাবসানকে ত্বরান্বিত করার জন্য, যথার্থ শান্তি আনয়নের জন্য এবং জনগণের দুঃখদুর্দশা নিরসনকল্পে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নানকিংয়ে কুয়োমিন্টাং সরকারের সঙ্গে এবং স্থানীয় কুয়োমিণ্টাং সরকার ও সামরিক দলের সঙ্গে নিম্নলিখিত আটটি শর্তের ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা করতে রাজী ঃ (১) যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদান ; (২) মেকী শাসনের রাজত্বের বৈধতা বর্জন ; (৩) মেকী সংবিধানের বিলোপসাধন ; (৪) গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্য দলগুলির পুনর্গঠন ; (৫) আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ ঃ (৬) কৃষি সংস্কারকে কার্যকরীকরণ ; (৭) জাতীয় স্বার্থবিরোধী সমস্ত সন্ধিচুক্তি বাতিল ; (৮) রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান, প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, এবং এখনই গণতান্ত্রিক সম্মিলিত সরকার গঠন করতে হবে এবং সম্মিলিত সরকারের হাতে কুয়োমিন্টাং নানকিং সরকার এবং তার সমস্ত স্তরের অধীনস্থ সরকারী ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে এই আটটি শর্ত পালনের মধ্য দিয়ে শান্তি আসতে পারে। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি এই শর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করে তবে এটা প্রমাণিত হবে যে তারা যে শান্তি চাইছেন সেটা প্রতারণার নামান্তর মাত্র।

২১শে জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে, চিয়াঙ কাই-শেক "কতগুলি নির্দিষ্ট কারণ বশতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মনোযোগ দিতে অক্ষম হওয়ার দরুন" তার "অবসর" ঘোষণা করেন, এবং তাঁর হয়ে কাজ চালানোর জন্য "ভাইস প্রেসিডেন্ট", লি সুঙ-জেনের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বস্তুতঃ এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পিত "শ্রম-বিভাজন"। শান্তি-দূতের ভূমিকায় লি সুঙ-জেনকে সামনে রেখে চিয়াঙ কাই-শেক পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধপ্রস্তুতি চালাতে থাকেন। তাঁর "পদত্যাগের" পূর্বে চিয়াঙ কাই-শেক প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চালানোর জন্য নতুন বন্দোবস্ত করলেন এবং তিনি তাইওয়ান, ফুকিয়েন, কিয়াংসী, কোয়ান্টুং এবং ছেচুয়ান প্রভৃতি জায়গায় তার তাঁবেদারদের বসিয়ে গেলেন। ওয়েই তাও-মিঙের বদলে চেন চেঙকে তাইওয়ান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কুয়োমিণ্টাং সরকারের হস্তগত সোনার বার ও রুপার বাটের বেশ কিছু তাইওয়ান ও অ্যাময়ে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। তাইওয়ানে রাষ্ট্রীয় অর্থ ভাণ্ডার এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাণ্ডার চিয়াঙের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ ছাড়া, তিনি চ্যাঙ চুনকে প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করার হুকুম দেন। তার জন্মভূমি চেকিয়াঙের অন্তর্গত ফেঙঘয়ায় "অবসর" যাপনের সময়, চিয়াঙ কাই-শেক তার ভেঙ্গে পড়া সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করার জন্য ২৫ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করার জন্য মতলব আটলেন, উপলক্ষ যুদ্ধপ্রস্তুতি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, চিয়াঙ কাই-শেক তখনও কুয়োমিন্টাং সরকার সরকারী রাজস্ব এবং সেনাবাহিনীর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

অপরপক্ষে, লি সুঙ-জেন কমরেড মাও সে-তুঙ প্রস্তাবিত আট দফা শর্ত শান্তি-আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ভান করেন। তাতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১লা

এপ্রিলে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা চালানোর জন্য কমরেড চৌ এন-লাইয়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার প্রতি বিপ্লবী গৃহ-যুদ্ধ সুরু করার জন্য প্রধানতঃ দায়ী থাকায়, বহুদিন পূর্বেই ঐ সরকার চীনা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল ; তবু নানকিং সরকারকে শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়, কারণ তখনও ঐ সরকারের অধীনে কিছু সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনী ছিল। যদি তারা এটা অনুভব করত যে ঐ সৈন্য বাহিনীর এই ধ্বংসাবশেষ আর প্রতিরোধ করতে এগুবে না এবং তার ফল হিসাবে আট দফা শর্তের ভিত্তিতে মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনায় যদি তারা বসত, তাহলে জনসাধারণের দুঃখকষ্ট কম হত এবং জনতার বৈপ্লবিক অবস্থা লাভবান হত।

পনের দিন ধরে আলাপ-আলোচনার পর, চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আট-দফা শর্তের উপর ভিত্তি করে আভ্যন্তরীণ শান্তির উপর শেষ সংশোধিত চুক্তি উপস্থিত করেন। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দান প্রসঙ্গে চুক্তির প্রথম ধারায় ছিল যে "যে সব যুদ্ধাপরাধী ঠিক এবং ভ্রান্ত উভয়ের মধ্যে সঠিক পথ বাছাই করে নিজেদের যথার্থই অনুতপ্ত বলে প্রমাণিত করবেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হিতকর কাজগুলি করবেন ও আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধানে সাহায্য করবেন, তাদের নাম যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে এবং তাদের সঙ্গে ক্ষমাশীল আচরণ করা হবে।" চীনা জনগণ কর্তৃক চিয়াঙ ও তাঁর পার্শ্বচরদের ছাড়া আর সব প্রতিক্রিয়াশীলদের নতুন করে ইতিহাস রচনার জন্য শেষবারের মত সুযোগ দেওয়া হয়। যাহোক, ২১শে এপ্রিল ঐ চুক্তি প্রস্তাব নানকিং সরকার নকচ করে দেয়। এই প্রত্যাখানে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীলরা শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এভাবে কুয়োমিংটাংয়ের শান্তি-ষড়যন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

২১শে এপ্রিল ১৯৪৯ সালে চীনা গণবাহিনী ইয়াংসী পেরিয়ে সমস্ত দেশকে মুক্ত করার জন্য উত্তর চীনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যে সব স্থানীয় কুয়োমিংটাং সরকার এবং সামরিক চক্র যুদ্ধ থামাতে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসায় আসতে ইচ্ছুক তাদের সঙ্গে চীনা গণমুক্তি ফৌজ স্থানীয়ভাবে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজী হয়। ইয়াংসী অতিক্রম করতে এবং বাইশ বছর ব্যাপী কুয়োমিংটাং প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কেন্দ্র, নানকিং মুক্ত করতে অজেয় গণমুক্তি ফৌজের তিন দিনের বেশী লড়াই করতে হয়নি। নানকিং-মুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিংটাং শাসনের অবসান সূচিত করে। তারপর গণমুক্তি ফৌজ বীরত্বের সঙ্গে দুটি রণাঙ্গন (ইয়াংসীর-দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিম) বরাবর এগিয়ে চলতে থাকে এবং অবশিষ্ট শত্রুসৈন্যকে খুঁজে বার করে। তাইউয়ান, হ্যাঙচাও, য়ুহান, সিয়ান, শাংহাই, ল্যাণ্চাও, ক্যান্টন, কোয়েইয়াঙ, কোয়েইলিন, চুংকিং এবং চেঙতু প্রভৃতিকে পরপর মুক্ত করা হয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে হুনান, সুইউয়ান,-সিঙকিয়াঙ, সিকাঙ, এবং ইয়েনানকে মুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের শেষে একমাত্র তিব্বতছাড়া চীনের সমগ্র ভূ-ভাগ মুক্ত করা হয়।

লিয়াওসি-শেনইয়াঙ, হুয়াই হাই, এবং পিকিং-তিয়েনসিন অভিযানের পর কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের দিন ফুরিয়ে আসতে থাকে। নতুন বিজয় পর্বের পর, পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে

অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেই সমগ্র দেশব্যাপী জয়লাভের জন্য এবং যুদ্ধের পরবর্তী-কালে কি করতে হবে সে বিষয়ে মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐ অধিবেশনে উল্লেখ করা হয় যে সমগ্র দেশ ব্যাপী জয়লাভের পর পার্টির কাজ-কর্মের কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে পরিবর্তন করা হবে। ১৯২৭ সালে প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে ব্যর্থতার পর, কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে সাময়িকভাবে পার্টির কাজকর্মের কেন্দ্র শহর থেকে গ্রামে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গঠন করা হয় এবং শহর ঘিরে ফেলে অধিকার করার জন্য বিপ্লবী বাহিনী জড়ো করা হয়। বিশ বছরের উপর কঠোর সংগ্রামের পর এ কাজ সম্পন্ন হয়। এখন থেকে পার্টির কাজকর্মের কেন্দ্র হবে শহর এবং শহরই গ্রামকে নেতৃত্ব দেবে।

এই পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেবে এবং সেগুলির মোকাবিলা করতে হবে। পার্টির প্রশাসন ব্যাপারে অনেক কিছু শেখার আছে এবং শহর গড়ে তোলার কাজ হাতে নিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বহুদিন বসবাসের ফলে শহর পুনরুদ্ধার ও শিল্প গড়ে তোলার প্রধান কাজ সম্পর্কে পার্টি অবহিত ছিল না। পার্টিকে উৎপাদন কৌশল ও পরিচালনা ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে হবে এবং উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে। কেবলমাত্র শহরে শিল্পোৎপাদন বাড়িয়ে গণ-শাসন সুদৃঢ় করা যায়। প্রশাসন ও গঠনমূলক ব্যাপারে শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি নির্ভরশীলতাই হচ্ছে প্রধান চাবিকাঠি। বহুদিন যাবৎ পার্টির কর্মকেন্দ্র গ্রামে থাকায় পার্টি ভৌগোলিক দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শহরের কাজকর্ম ঠিক ভাবে করতে হলে পার্টির নিজের শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং শহরের অন্যান্য মেহনতি মানুষ, বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে, শত্রুকে পরাজিত করতে ও জনসাধারণের জন্য শহর গড়তে, ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক; শিল্প নিম্নলিখিত উপায়ে বাড়াতে হবে: প্রথম, রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান; দ্বিতীয়, ব্যক্তি মালিকানার দ্বারা পরিচালিত পুঁজিবাদী শিল্প-প্রতিষ্ঠান; এবং তৃতীয়, হস্তচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

ঐ অধিবেশনে আরও বলা হয় যে সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর করণীয় কাজ হবে উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা, বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চীনকে ধাপে ধাপে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে পরিবর্তন করা, এবং নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপায়ণ করা। সেই অনুসারে ঐ অধিবেশনে এসব কাজ নিষ্পন্ন করার জন্য পার্টির অনুসরণীয় সঠিক অর্থনৈতিক কর্মপন্থা ও নীতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়।

বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ: সামগ্রিক-ভাবে চীনের জাতীয় অর্থনীতির প্রায় দশ শতাংশের মত শিল্পোদ্যোগ, অপরদিকে কৃষি-জাত উৎপাদন নব্বই শতাংশ। আধা-ঔপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতির এই ছিল চেহারা। এইটাই মূল আরম্ভস্থল যেখান থেকে পার্টির, চীন-বিপ্লবে বিজয়োত্তর পর্বের পর, বেশ কিছু দিন সময় নিয়ে সমস্ত সমস্যা বিবেচনা করে, অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পজাত উৎপাদন মাত্র প্রায় দশ শতাংশের মত থাকলেও, চীনের আধুনিক শিল্প অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ছিল, কারণ প্রধান এবং বেশীর ভাগ পুঁজি চীনা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের হাতে ছিল। বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর,

এই পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রলেতারীয় নেতৃত্বে গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের অধিকারে আনা হবে এবং সামগ্রিক-ভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রগত প্রধান অর্থনীতির অংশ হিসাবে গঠন করতে হবে। এই বিষয়টি যিনি অগ্রাহ্য করবেন তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করবেন।

দ্বিতীয়তঃ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষি-উৎপাদন ও হস্তশিল্প ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই জাতীয় অর্থনীতির নব্বই শতাংশ এবং এই বৈশিষ্ট্য বেশ কিছু দিন ধরে থাকবে। এ বিষয়ে যারা আমল দেবেন না তাদের "বাম মার্গী" সুবিধাবাদী ভুল করার সম্ভাবনা আছে। অপরদিকে, আবার এভাবে চলতে দেওয়া ভুল হবে ; কারণ ব্যক্তিমালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষি ও হস্তশিল্পীকে, অত্যন্ত সতর্ক-তার সঙ্গে, ক্রমশঃ সক্রিয়ভাবে আধুনিকীকরণ ও যৌথ সমবায়ের পথে বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারটি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। ক্রমশঃ ব্যক্তি-মালিকানাশ্রয়ী অর্থ-নীতিকে যৌথ অর্থনীতিতে পরিবর্তন করার ব্যাপারে, মেহনতি মানুষকে পরিচালনা করার মাধ্যমে সমবায়াশ্রয়ী অর্থনীতিকে সংগঠিত করা, উন্নত করা ও তার বিকাশ-সাধন করার জন্য বড় রকমের প্রচেষ্টা চালানো নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কেবলমাত্র এইভাবেই সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের দিকে ক্রমপরিবর্তন এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রলেতারীয় নেতৃত্ব সম্ভব করা যাবে। যারা এটি অমান্য করবেন তারা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভ্রান্তপথে চলে যাবেন।

তৃতীয়তঃ, চীনের ব্যক্তিগত পুঁজিবাদও এক ধরনের আরেক শক্তি যাকে বিচারের মধ্যে আনতে হবে। চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা ও তাদের প্রতিনিধিবর্গ জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করার ফলে এবং অনগ্রসর চৈনিক অর্থনীতির দরুন, বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর শহরের এবং গ্রামীণ বুর্জোয়াদের সক্রিয় ও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ-সাধনে নিয়োজিত করতে হবে। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় যাতে তারা বাড়তে না পারে তার জন্য পুঁজিবাদ, অবাধ প্রতিযোগিতা, এবং অবাধ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এই নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে বুর্জোয়াদের নিকট থেকে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন মাত্রায় বিরোধিতা আসবে। ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়ক রাষ্ট্রে দেশের অভ্যন্তরে নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ এই দুয়ের সংগ্রামই শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান রূপ নেবে। তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই বলে মনে করা ভুল হবে। এটা হবে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির দৃষ্টিভঙ্গি। আবার ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ দ্রুত উচ্ছেদ করার কথা ভাবাও ঠিক হবে না।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নেতৃত্বে সমবায়ের মাধ্যমে ব্যক্তিতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তন সাধন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পুঁজিবাদের মাধ্যমে বে-সরকারী অর্থনীতির পরিবর্তন সাধন—গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পাঁচটি অর্থনৈতিক অংশগুলির মধ্যে এই হবে সম্পর্ক।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শ্রমিক শ্রেণী এবং জাতীয় অর্থ-নীতিতে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রাধান্য সমাজতন্ত্রের পথে চীনের পরিবর্তনকে নিশ্চিত করে তুলবে। পরবর্তীকালে সাধারণ কর্মসূচীতে গ্রথিত অর্থনৈতিক কর্মপন্থার ভিত্তি হচ্ছে এ সব নীতি।

সর্বশেষে, এই অধিবেশনে বলা হল যে দেশব্যাপী জয়লাভ দীর্ঘ দশহাজার লী

পথ পরিক্রমার প্রথম পদক্ষেপ এবং পথ আরও দীর্ঘতর, এবং কর্মও বৃহত্তর ও কঠিনতর। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পরও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনা জনগণ ও সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ, এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ—এই দুই মৌলিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ—চলতে থাকবে। সুতরাং সমস্ত পার্টি সভ্যদের রাজনৈতিক সতর্ক দৃষ্টি রাখতে, মাথাকে ঠাণ্ডা রাখতে, নিজেকে জাহির না করার মত দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলন করতে, এবং সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করার মত কর্মরীতি সনির্বন্ধভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়। সশস্ত্র শত্রু নিধন করার পরও নিরস্ত্র শত্রু থাকবে এবং তারা গোপনে ও অনিবার্যভাবে বে-পরোয়া সংগ্রাম চালাবে। সুতরাং এসব শত্রুদের কোন মতেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। পার্টি সভ্যদের সদাসর্বদা বুর্জোয়াদের "চিনি প্রলেপযুক্ত বুলেটের" বিরুদ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, নচেৎ তারা বুর্জোয়াদের নীতি-বর্জিত স্তাবকতায় দুর্বল হবে অথবা বিকৃত হয়ে পড়বে।

এই অধিবেশনে, বিপ্লবে সাফল্যলাভের পর উপস্থিত অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতির প্রাধান্যের উপর জোর দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন অংশের প্রতি পার্টি কি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করবে সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। এরই ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের পথে চীনে পরিবর্তন সাধন করার মৌলিক নীতিগুলি প্রণয়ন করা হয়।

৪। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অধীন রাষ্ট্র সম্পর্কিত পার্টির তত্ত্ব। চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান এবং সাধারণ কর্মসূচী প্রণয়ন। গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা। চীনা বিপ্লবের জয়লাভের বিশ্ব-তাৎপর্য।

১৯৪৯ সালে গণমুক্তি ফৌজ কর্তৃক কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের অবশিষ্ট সামরিক শক্তি শরৎকালীন ঝড়ে ঝোড়া পাতা উড়িয়ে নেওয়ার মত দুর্নিবার গতিতে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর সমগ্র দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। বিপ্লবের মাধ্যমে সমস্ত দেশে মৌলিক জয় অর্জিত হয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত চীনা গণতান্ত্রিক পার্টি এবং জীবনের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বের কাজকর্মে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি-পর্বের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে। এ সময় কতগুলি প্রশ্নের উদ্ভব হয় এবং সেগুলির যথাযথ উত্তর চীনা পার্টিকে দিতে হয়। গণ-প্রজাতান্ত্রিক চীন কি ধরনের রাষ্ট্র হবে? রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কি অবস্থা হবে ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে? এবং সর্বশেষে, এ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কি? ১৯৪৯ সালে ১লা জুলাইয়ে প্রকাশিত "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" নামক পুস্তিকায় কমরেড মাও সে-তুঙ এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন প্রকৃতিগত দিক থেকে, কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং শ্রমিক ও কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রূপ পরিগ্রহ করবে। সীমাহীন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে চীনের জনগণ এই পথ আবিষ্কার

করেছে। ১৮40 সালে অহিফেন যুদ্ধে চীনের পরাভবের পর, চীনা জনগণের প্রগতি-বাদী অংশকে পশ্চিমী গণতন্ত্রী দেশগুলির হাত থেকে জাতীয় মুক্তির পথ নির্ধারণ করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে সময় থেকে সুরু করে ১৯১১ সালের বিপ্লবোত্তর যুগেরও কিছু সময় পর্যন্ত তাদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধাঁচ অনুযায়ী এবং পুঁজিবাদের পথে চীনের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে হয়েছে। কিন্তু চীনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী সমাজগঠন অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, কারণ চীনা বুর্জোয়ারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং আভ্যন্তরীণ সামন্ততন্ত্রবাদ নির্মূল করে চীনা জনগণকে জয়লাভের পথে পরিচালিত করতে অসমর্থ। ফলশ্রুতি হিসাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী চীনা জনগণের দৃষ্টিতে দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হয়।

অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনের প্রগতিবাদীরা পুঁজিবাদের অবক্ষয় ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে। তারা তখন নিশ্চিত হন যে সমাজতন্ত্রই চীনের মুক্তির পথ, ধনতন্ত্রবাদ নয়। ১৯২১ সাল থেকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্থাৎ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করার দায়িত্ব পার্টি কাঁধে তুলে নেয়। চার চারটি বিপ্লবী যুদ্ধের পর, ১৯৪৯ সালে গণ-বিপ্লব সাফল্য লাভ করে। এই বিপ্লব স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় যে নয়া গণতন্ত্রের পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণই চীনের একমাত্র মুক্তির পথ এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রজা-তান্ত্রিক রাষ্ট্রই হবে চৈনিক রাষ্ট্রের চেহারা। ইতিহাস প্রমাণ করল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের গণতন্ত্র, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের বদলে গণ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই জন্ম দিয়েছে। এই কারণে, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রকৃতিও হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জন-গণতান্ত্রিক একনায়ক রাষ্ট্রের চেহারা।

জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব একটি নির্দিষ্ট ধরনের শ্রেণী মৈত্রী। শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীই এই একনায়কত্বের ভিত্তি। কৃষক সাধারণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে, এবং কৃষিই সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে শিল্প-বিকাশের ভিত্তি রচনা করবে। সুতরাং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বে এই ধরনের মৈত্রীর উপর নির্ভর করা আবশ্যক হবে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ অসম্ভব।

জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণ মেহনতি মানুষ ও অ-শ্রমজীবী মানুষের মৈত্রী অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়ারা। গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে বৈপ্লবিক অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া ও তাদের দলগুলির অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি সরকারে যোগদান করবে এবং শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনে রাজ-নৈতিক মিত্রতা বজায় রেখে চলবে। জাতীয় বুর্জোয়ারা অতীতে আধুনিক শিল্প গড়ে তুলেছে, পুরানো ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করেছে, এবং কতক পরিমাণে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছে। দেশ জোড়া সাফল্যের পর, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে চলতে সম্মত হয়। অধিকন্তু, এই শ্রেণী সমাজতন্ত্রে উত্তরণ পর্বেও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ এই শ্রেণীভুক্ত মানুষ আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞানসম্পন্ন এবং এদের মধ্যে

যথেষ্ট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ বর্তমান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মৈত্রী বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত লোকদের শিক্ষাদান ও নতুন করে গঠন করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে না এবং এই শ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতায় উচ্চ আসন দেওয়া উচিত নয়।

জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণ করবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের উপর একনায়কের আচরণ করবে। এই রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করবে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যবস্থা করবে। একমাত্র নিজস্ব রাষ্ট্রের মাধ্যমেই জনগণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে ও নতুন করে গঠন করতে পারে এবং বিদেশী ও চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবমুক্ত হতে পারবে, এবং প্রাচীন সমাজলব্ধ দুষ্ট ভাবধারা ও অভ্যাসগুলি সংশোধন করতে সমর্থ হবে ও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। কৃষকশ্রেণীকে শিক্ষাদান করা এক গুরুতর সমস্যা। কৃষকরা হচ্ছে খুদে মালিক। তাদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে বহু সময়, ধৈর্য সহ কাজের প্রয়োজন হবে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মানুষদেরও শিক্ষাদান করা ও নতুন করে গঠন করার প্রয়োজন আছে যাতে তারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। পরবর্তীকালে, ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করার সময় যখন আসবে, আবার তাদের শিক্ষিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে চিরতরে ধনতন্ত্রবাদ উচ্ছেদের জন্য।

চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদাররা অর্থাৎ জমিদারশ্রেণী, আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া গোষ্ঠী, এবং এই দুই শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রাষ্ট্রে তাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যদি এ সব শ্রেণীভুক্ত লোকেরা বিদ্রোহাত্মক অথবা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত থাকে, তবে তাদের জমি দেওয়া হবে অথবা কাজকর্ম করে জীবনধারণ করতে ও পরিশ্রমের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর শ্রমিক হিসাবে নিজেদের পুনর্গঠিত করতে পারে তার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।

যেহেতু সাম্রাজ্যবাদীরা ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা এখনও বর্তমান, এবং যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, সেহেতু গণ-রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ গণ-সেনাবাহিনী, গণ-পুলিশ ও গণ-আদালতের শক্তি বৃদ্ধি করা জরুরী প্রয়োজন, জাতীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে, জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে এবং এরই ভিত্তিতে চীনকে ধাপে ধাপে একটি সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা-সম্পন্ন দেশে পরিণত করা সম্ভব। সেদিন সমাগত হলে, শ্রেণীবিভাগ অদৃশ্য হবে এবং রাষ্ট্রও ক্রমশঃ আর থাকবে না, তখন আর প্রয়োজনই থাকবে না।

আন্তর্জাতিক দিক থেকে, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জন-গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, এবং সমস্ত দেশের জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগদান করবে। এই শিবিরভুক্ত দেশগুলি থেকে যথার্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য নিতে হবে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নিকট চীন সাহায্য চাইবে না। দুই শিবির নিরপেক্ষ হয়ে থাকার প্রশ্ন অসম্ভব।

গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের জন্য চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক কর্মসূচীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান করা হয়, চীনা

জনগণের অস্থায়ী সনদ—সাধারণ কর্মসূচী প্রণীত হয় এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৪৮ সালের ১লা মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিক্রিয়াশীলদের বাদ দিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন আহ্বান করে। এই আহ্বান দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও দলগুলির মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও সাড়া জাগায়। ঐ বছরে ২৫শে নভেম্বর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন দলগুলির প্রতিনিধিবর্গ এই ধরনের সম্মেলন আহ্বানের আলোচনার জন্য সমবেত হন। প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে নয়া গণতন্ত্র নতুন চীন গঠনের রাজনৈতিক ভিত্তি হবে এবং নতুন রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরোধী হতে হবে। এহেতু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সম্মেলনে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিনিধিরা অবশ্যই নিম্নলিখিত বিভাগগুলি থেকে আসবেন: শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, পেতিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি থেকে ভেঙ্গে আসা দেশপ্রেমিক গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। পর্যায়ক্রমে পিকিং, তিয়েনসিন, নানকিং, শাংহাই ও য়ুহান মুক্ত হওয়ার পর, ১৯৪৯ সালে ২১শে সেপ্টেম্বর, অবশিষ্ট কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করার জন্য, জনগণের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পুনর্বাসন ও বিকাশের জন্য, জাতীয় রক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য, এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন গঠনের জন্য জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন পিকিংয়ে আহ্বান করা হয়। জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন চরিত্রগতভাবে ব্যাপক প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল, এই সম্মেলন ছিল সমগ্র দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং এই সম্মেলন, জাতীয় গণ-কংগ্রেস আহ্বান সাপেক্ষ, জাতীয় গণ-কংগ্রেসের কাজ ও ক্ষমতা পরিচালনা করবে।

এই সম্মেলন কর্তৃক চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের সাধারণ কর্মসূচী ও তার সাংগঠনিক আইন এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের সাংগঠনিক আইন গৃহীত হয়।

সাধারণ কর্মসূচীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও সমস্ত জাতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্র। জাতীয় অর্থনীতির পাঁচটি সেক্টরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে বিষয়-কর্মসূচীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থায় অর্থনীতির পাঁচটি সেক্টর শ্রম-বিভাজন ও শ্রম-সংযোগের কাজ চালাবে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক অর্থনীতির বিকাশ সাধনে যথোপযোগী ভূমিকা পালন করবে। এভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনৈতিক পরিচালনা ব্যবস্থা আইনের শর্ত হিসাবে গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থায় গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এই কথা পাকাপাকিভাবে বলা হল।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের সাংগঠনিক আইনে বলা হয়েছে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তার রূপ পরিগ্রহ করবে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করে গণ-কংগ্রেস পদ্ধতিতে গঠিত হবে। এ পদ্ধতিতে জনগণের সপক্ষে গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির উপর কার্যকরী

একনায়কত্ব সুনিশ্চিত হবে এবং এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে সর্বতোভাবে বুর্জোয়া সংসদীয় পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

চীনা জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের সাংগঠনিক আইনে বলা হয় যে রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন সমগ্র জনগণের গণতান্ত্রিক সম্মিলিত ফ্রন্টের সাংগঠনিক রূপ নেবে এবং এই ধরনের সম্মেলনের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও দেশের বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল ও গণ-সংগঠনের মাধ্যমে, জন-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের অধীনে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে, ঐক্যবদ্ধ করা। জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন মাও সে-তুঙকে কেন্দ্রীয় গণ-সরকারের চেয়ারম্যান এবং চু তে, লিউ শাও-চি, সুঙ চিঙ-লিন এবং অন্যান্যদের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করে। ১৯৪৯ সালে ১লা অক্টোবর আনুষ্ঠানিক-ভাবে নব রাষ্ট্রের উদ্বোধন হয়। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ কর্তৃক সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রকাশিত এক বার্তায় গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন ও কেন্দ্রীয় গণ-সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকেই চীনের ইতিহাস নতুন যুগে পদার্পণ করে।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চীনা বিপ্লবের প্রথম স্তরের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যবনিকাপাত হয়, এবং দ্বিতীয় স্তর সমাজতান্ত্রিক স্তরের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়।

চীনা গণ-বিপ্লবের জয়লাভ এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার ফলে চীনের ইতিহাসে এক মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর চীন বিপ্লব এবং ১৯৪৫ সালে ফ্যাসী-বিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ বিশ্বে সব চেয়ে বড় ঘটনা। চীনা জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য হচ্ছে যে সমগ্র মানব জাতির উপর অক্টোবর বিপ্লব যে প্রভাব বিস্তার করেছে, চীনা জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সেই প্রভাবকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করেছে।

প্রথমতঃ, চীনা জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর, সর্বাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিরাট দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জন-গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পরেই বিশ্ব-ধনতন্ত্রবাদের নিগড় ভেঙ্গেছে ও তার মুক্তি অর্জন করেছে। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এবং সম্পদশালী চীন, পূর্বে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিযোগিতার স্থল হিসাবে গণ্য ছিল। চীনা বিপ্লবের জয়লাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদী দেশের আক্রমণাত্মক কর্মপন্থার অসারতা এবং চীনকে ক্রীতদাস করে রাখার পরি-কল্পনার ব্যর্থতা ঘোষণা করে। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় সাম্রাজ্যবাদীদের উপর মোক্ষম আঘাত হানে এবং তাদের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, ধনতন্ত্রবাদের সাধারণ সঙ্কটকে তীব্র করে, বুর্জোয়া শাসনের অন্তিমকাল উপস্থিত এইটাই দেখিয়ে দেয় এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের চূড়ান্ত জয়কে ত্বরান্বিত করে। অধিকন্তু, জয়যুক্ত হওয়ার পর, চীনা জনগণ শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের সপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় এবং সাম্রাজবাদীদের প্রচণ্ড বিরোধী শক্তি হিসাবে সপ্রমাণ করে এবং তাতে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের পাল্লা আগ্রাসনী সাম্রাজ্যবাদী শিবির অপেক্ষা অধিক ভারী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচ্যে ৬০ কোটি মানুষের সাম্রাজ্যবাদী নিষ্পেষণ চক্রের তলায় নিষ্পেষিত বৃহৎ আধা-ঔপনিবেশিক চীন দেশে এই বিপ্লব ঘটেছে। এই বিপ্লব প্রাচ্যের অত্যা-

চারিত জাতিসমূহকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত না করে পারে না এবং এ জয়ের ফলে তাদের জয়ের উপর আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সব জায়গা থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে মুনাফার পাহাড় তৈরী করেছে, সেই সব জায়গাই সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী বিপ্লবী ঝড়ের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয়তঃ, চীনের গণ-বিপ্লব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আর এক নতুন জয়। এই বিপ্লব সপ্রমাণ করেছে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই চীনা জনগণের এবং অত্যাচারিত অপরাপর জাতিসমূহের মুক্তিরপথ নির্দেশক। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতি গ্রহণ করে চীনা-বিপ্লবের সমস্যা সমাধান করেছে। এই বিপ্লব অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আরেকটি মহান বিপ্লব, কিন্তু ভিন্ন ধরনের বিপ্লব, কারণ সাম্রাজ্যবাদ-প্রপীড়িত দেশে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এই গতিশীল শক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশেই শুধু সফল পথ-নির্দেশক নয়, ঔপনিবেশিক অথবা আধা-ঔপনিবেশিক দেশকেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনায় সক্ষম।

চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয় এশিয়া এবং অবশিষ্ট বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণী ও অত্যাচারিত, শোষিত দেশের জনসাধারণকে দৃঢ় পদক্ষেপে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে এবং, জয়যুক্ত হওয়ার পর, তাকে সমাজতন্ত্রের পথে আরও অগ্রসর হতে সহায়তা করছে।

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সংক্ষিপ্তসার

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তর বিশ্বাসঘাতক চক্র চিয়াঙ কাই-শেক চক্র—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বমুখী সহযোগিতা পেয়ে চীনের জনগণের শান্তির দাবী, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা, পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক জনগণের বিরোধিতা এ সমস্তকেই অগ্রাহ্য করে অভূতপূর্ব আকারে চীনে প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ সুরু করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে, চীনের জনগণের চার বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর সাম্রাজ্যবাদ এবং কুয়োমিণ্টাংয়ের অন্ধকারময় প্রতিক্রিয়াশীল শাসন উৎখাত করে (পূর্বে এইরূপ রাজত্ব চলে ১০০ বছরের বেশী, পরে আরও ২২ বছর), এবং জন-গণতান্ত্রিক এক-নায়কত্বের নেতৃত্বে জনপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে চীনের জনগণই তাদের রাজ্যের সর্বেসর্বা।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ-প্রদত্ত অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাংয়ের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের জয়লাভে অনেক কিছুরই অবদান আছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুদ্ধ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন শান্তির শিবির, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র বিকাশ লাভের মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন করে এবং তখন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ আরও পতন্মুখ। যুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক অবস্থা চীন জনগণের পক্ষে ছিল এবং চীন ও আমেরিকার প্রতি-ক্রিয়াশীলদের বিপক্ষে ছিল। আট বছর জাপ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের ভিতর দিয়ে চীনা জনগণ ইস্পাত সমতুল্য দৃঢ় হয়, রাজনৈতিক চেতনায় উন্নত হয় ও সাংগঠনিক ক্ষমতা, শক্তিশালী মুক্তাঞ্চল এবং মুক্তিকামী গণবাহিনীর জন্ম হয় যার

সাহায্যে ভিতর এবং বাহিরের শত্রুকে চীনাজনগণের পক্ষে পরাস্ত করার শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী হয়। সমস্তের ঊর্ধ্বে হলো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ—কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করার জন্য সঠিক রাজনৈতিক ও সামরিক নীতিকে সূত্রাকারে পরিণত করেন এবং শহর ও গ্রামের সমস্ত জনগণকে মুক্ত করার পলিসী ঠিক করেন। তার ফলে গণমুক্তি বাহিনীর দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে আত্মরক্ষামূলক অবস্থা থেকে আক্রমণমূলক অবস্থায় চলে আসা সম্ভব হয়, এ ভাবেই নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তে আসে এবং এপথেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে আসা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়োত্তর পর্বে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও রূপান্তর।

(অক্টোবর ১৯৪৯-১৯৫২)

১। চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান শক্তি। দুটি বিশ্ববাজারের উদ্ভব।

চীনের গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চীনা বিপ্লবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্তরের সমাপ্তি এবং বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তর, সমাজতান্ত্রিক স্তরের প্রারম্ভ সূচিত করে। এই স্তরের করণীয় কাজ হচ্ছে চীনে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা।

গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর চীনে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণকাল সুরু হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জন্য, এ সময় প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, কৃষি, হস্তশিল্প, পুঁজিবাদী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চীনে গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দুটি প্রধান করণীয় কাজ এখনই সুরু করতে হবে। এই সময়ের প্রথম কয়েক বছর, সর্বপ্রথম প্রয়োজনানুগ করণীয় কাজ হল দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সে ক্ষত নিরাময় করা ও সামাজিক সংস্কারগুলিকে কার্যে পরিণত করা, তার অর্থ, বিশাল গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং গণতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী উদ্যোগসমূহকে বাজেয়াপ্ত করা এবং সেগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে পরিণত করা, ক্রমাগত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্র বাড়ানো ও শহরে ব্যক্তিগত পুঁজির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সুরু করা।

জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও রূপান্তরের জন্য দেশে ও বিদেশে অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টিও হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীর মানুষ চীনের গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাল। চীনা জনগণের সর্বপ্রধান অকৃত্রিম সুহৃদ সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয় এবং নবজাত রাষ্ট্রের জন্মের পরদিন থেকেই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ—বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, কোরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, মঙ্গোলিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আলবেনিয়া, ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র—অবিলম্বে একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এসব দেশ ছাড়াও, ভারতবর্ষ, সুইডেন, দেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড এবং পাকিস্থানও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।[১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও অন্যান্য জনগণতন্ত্রী দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গঠন করে। এই শিবিরের গঠন এবং, সর্বোপরি, সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব চীনের অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সাধন ও সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের পক্ষে এক অনুকূল পরিস্থিতি।

চীনের গণ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনকে সুদৃঢ় করার প্রতিটি প্রয়াসকে কার্যকরী করেছে। ১৯৪৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। দুইটি দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ ও মার্শাল স্তালিনের আলাপ-আলোচনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ, চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা; চীনের চ্যাঙচুন রেলপথ, লুশুন (পোর্ট আর্থার) এবং তালিয়েন (দাইরেন) সম্পর্কিত ব্যাপারে চীন-সোভিয়েত চুক্তি; চীনকে ঋণদান সম্পর্কিত চীন-সোভিয়েত চুক্তি; বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ তিনটি চুক্তিই. চীন সরকারের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী, চৌ এন-লাই ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী, এ. ওয়াই, ভিশিনিস্কি কর্তৃক ১৯৫০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মস্কোতে স্বাক্ষরিত হয়। এ সব চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও বিশ্বের স্থায়ী শান্তি রক্ষার জন্য এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত হয় এবং অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুটি জাতির বন্ধুত্বসূচক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হয়। ১৯৫০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী চিয়ারম্যান মাও সে-তুঙ মস্কো রেলস্টেশনে তাঁর বিদায় বাণীতে উল্লেখ করেন:

> এটা প্রত্যেকের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে সন্ধিবলে বলীয়ান হয়ে সোভিয়েত ও চীনা জনগণের সংহতি চিরস্থায়ী, অজেয় ও অটুট হবে। চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, এদুটি দেশের সমৃদ্ধির উপরই যে এর অনিবার্য প্রভাব পড়বে তাই নয়, মানুষ জাতির ভবিষ্যৎ বিশ্ব-শান্তি ও ন্যায়ের সাফল্যের উপরও প্রভাব ফেলবে।

আগ্রাসন বিরোধিতায় ও শান্তি রক্ষায় চীন-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও অন্যান্য চুক্তির শর্ত ছিল যে জাপ-সমরবাদের পুনরুজ্জীবন এবং জাপান ও আক্রমণকারী কার্যকলাপে জাপানের সহযোগী রাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসন সুরু হলে এবং শান্তি বিঘ্নিত হলে, তাকে ব্যাহত করা হবে: শর্তটি নিম্নরূপ:

> জাপান বা জাপ-সহযোগী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের যে কোন একটি আক্রান্ত হলে এবং এইভাবে যুদ্ধের অবস্থায় জড়িয়ে পড়লে, অন্য স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র অবিলম্বে সর্বপ্রকারে সাধ্যানুযায়ী সামরিক ও অন্যবিধ সাহায্য করবে।

এর অর্থ দাঁড়ায় যে যদি জাপ সমরবাদীরা বা তাদের মিত্রশক্তি চীন আক্রমণে সাহসী হয় তবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ দুটি দেশের নিকট থেকে চরম আঘাত পাবে। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রীবন্ধন, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা সুদূর প্রাচ্যে শান্তির প্রাকার স্বরূপ ও বিশ্ব-শান্তি নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চীনে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কার্যকলাপের সপক্ষে এই সন্ধি ও চুক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। চীনে ঋণদানের চুক্তি অনুযায়ী, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে পাঁচ বছরের মধ্যে ত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার (বার্ষিক শতকরা এক ডলার হার সুদে) ঋণ দেবে। ভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য, যেমন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানা, খনি সংক্রান্ত ও রেলপথ পরিবহণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, রেল ইত্যাদি দেবে। চীন সরকারের আমন্ত্রণে বহু সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের চীনে আগমন ঘটে। আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে এবং চীনের কাছে কোন রকম গোপনতা না রেখে চীনের শিল্পোদ্যগে, পরিবহণ ব্যবস্থায়, কৃষি ব্যাপারে, নদী প্রভৃতি তত্বাবধানে ও ঔষধপত্রাদি বিষয়ে তাদের উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমাগত আক্রমণ এবং জাপ-প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহযোগে জাপ-সমরবাদের পুনরুজ্জীবন দ্রুততর করার জন্য ও নতুন যুদ্ধ বাধানোর জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচেষ্টা গুরুতরভাবে চীনের নিরাপত্তা বিপজ্জনক করে তোলে এবং এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করে।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীন ও সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিরা মস্কোতে দুটি দেশ সম্পর্কিত জরুরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা বৈঠকে বসেন। এই আলাপ-আলোচনার সময় চীনের চ্যাঙচুন রেলপথ, লুশুন (পোর্ট আর্থার), এবং তালিয়েন (দাইরেন) সম্পর্কিত ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্বাক্ষরিত চুক্তিরও আলোচনা হয়। এটা মেনে নেওয়া হয় যে সোভিয়েত সরকার চুক্তির আদি শর্তানুযায়ী স্থিরীকৃত দিনে বিনা ক্ষতিপূরণে চীনকে চীনা চ্যাঙচুন রেলপথ যুক্তভাবে শাসন করার অধিকার প্রত্যর্পণ করবেন। একই সময়ে, যুক্তভাবে ব্যবহৃত চীনের নৌ-ঘাঁটি লুশুন থেকে সন্ধির পূর্ব শর্তানুযায়ী সোভিয়েত সৈন্যদল অপসারণ করার প্রশ্ন মুলতুবি[২] রাখার জন্য চৈনিক সরকার যে প্রস্তাব দেন তাতে সোভিয়েত সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করে। চীনের জাতীয় রক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এবং জাপ-আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য লুশুন অঞ্চলের বিরাট রণনৈতিক গুরুত্ব থাকায়, এই নতুন চুক্তি ব্যবস্থায় উত্তর চীনের উপকূলভাগের নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ-সমরবাদী ও তাদের মিত্রশক্তির আক্রমণ পরিকল্পনার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি বিপরীত শিবিরের অস্তিত্বজনিত আর্থনীতিক ফল একক বিশ্ব-বাজারের বিভাজন এবং দুটি সমান্তরাল এবং বিপরীত বিশ্ব-বাজারের উদ্ভব হয় অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি নিয়ে গঠিত সমাজতন্ত্রী শিবিরের বাজার এবং অপরটি পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং বহু অর্থনৈতিক অনগ্রসর উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশসমূহ নিয়ে গঠিত সাম্রাজ্য-বাদী শিবিরের বাজার।

যুদ্ধোত্তর পর্বে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি আর্থনীতিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে আর্থনীতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা অবরোধ ও জাহাজের আগমন ও প্রস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার নীতি অনুসরণ করে, এবং তদ্বারা চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার আশা রাখে। ফল, কিন্তু উল্টোই হয়। নতুন সমাজতান্ত্রিক বাজার উত্তরোত্তর শক্তিশালী ও সংহত হয়।

সমাজতান্ত্রিক বাজারের দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এক নতুন ধরনের সম্পর্ক। সম্পর্কিত সমস্ত দেশসমূহের সম্পূর্ণ সমতা, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ, পরস্পরের জাতীয় স্বার্থের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে পুনরুদ্ধার ও আরও প্রসারের জন্য সাধারণ প্রয়াস এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির ব্যবসায় এক দ্রুত ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এসব দেশসমূহের সঙ্গে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের (ব্যবসাগত) শতকরা হার ১৯৫০ সালে ২৬ শতাংশ থেকে ১৯৫২ সালে ৭২ শতাংশ বেড়ে যায়। এসব দেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য চীনের অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের সপক্ষে খুবই সহায়ক হয়। শিল্পসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে অথবা বৃহৎ পরিমাণে এসব দেশগুলি থেকে আমদানী করা হয়, অপরদিকে চীনের কৃষিজাত দ্রব্য, জৈব উৎপাদন, খনিজদ্রব্য ও হস্ত শিল্পজাত সমস্ত পণ্য চীন থেকে এসব দেশে রপ্তানী করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মূল্যবান সম্পদ শিবিরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দেশকে তার অর্থনৈতিক প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেতে সক্ষম করে। এ শিবিরের দেশগুলির মধ্যে সম্পাদিত দীর্ঘস্থায়ী আর্থনীতিক চুক্তি তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী আর্থনীতিক চুক্তি সম্পাদনের ফলে এসব দেশগুলি অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের জন্য একের পর এক দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে সেগুলিকে কার্যে পরিণত করে। এ ধরনের চুক্তি এসব দেশগুলির মধ্যে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও পণ্য দ্রব্যাদির অনুক্ষণ যোগানোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে।

যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে, তার বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ (১৯৫২ সালে ৮০ শতাংশ) সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেই হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট সাহায্যের ফলে চীন ও অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে অতিদ্রুত নিজেদের সংহত করে।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সম্পর্কগত ব্যাপারটির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী বাজারের তুলনা করলে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী বাজার থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক চক্র লোভীর মত আগ্রহে কাঁচা মাল লুণ্ঠন করে, পণ্যের বাজার দখল করে এবং অন্যান্য দেশের লোকদের ক্রীতদাসে পরিণত করে। নিজ দেশে আর্থনীতিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক বাজারে বৃহৎ পরিমাণে রপ্তানী বৃদ্ধি এবং বিনিময়ে অতি অল্প পরিমাণে পণ্য ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধ সমাপ্তি থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক রপ্তানীর গড় ছিল ১২,৫০০

মিলিয়ন ডলার, অপরদিকে তার বার্ষিক আমদানীর গড় ছিল কেবল ৭,২০০ মিলিয়ন ডলার। প্রতিবৎসর আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ৫০০০ মিলিয়ন ডলার বেশী হত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অসম ব্যবসা আরও তীব্র হয়। উদাহরণ স্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিলির তামা, বলিভিয়ার টিন, ব্রেজিলের কফি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং অত্যন্ত সস্তাদামে এসব পণ্য ক্রয় করে, অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি চড়া দরে তার পণ্য ঐসব দেশে বিক্রয় করে, এভাবে অপরাপর পুঁজিবাদী দেশগুলি ও অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয় সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দেশগুলির মধ্যে ব্যবসাগত সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশসমূহের মধ্যের ব্যবসাগত সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এর ফলে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী বাজারে ভাঙ্গন ধরে।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরাট শক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বাজারের উদ্ভব ও প্রসার চীনের জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও পরিবর্তনের সপক্ষে অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থা সৃষ্টি করে।

২। মুক্তির পর প্রথম বছরগুলিতে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা। রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যাপারে ও অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজে যুক্ত পরিচালনা ও নেতৃত্বকে কার্যে পরিণতকরণ। রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও আর্থনীতিক ব্যাপারে মৌলিক উৎকর্ষের জন্য মৌলিক নীতি।

চীনের গণ প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র তার জাতীয় অর্থনীতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে ও রূপান্তরমূলক কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে প্রচণ্ড আর্থিক ও অর্থনীতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়। দুটি দিক থেকে এই অসুবিধাগুলি আসে। প্রথমতঃ, কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে সব জিনিস ফেলে রেখে যায়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় দেউলিয়া হবার শেষ সীমানায় উপস্থিত, অধিকাংশ শ্রমিক বেকার, খনিগুলির প্রায় সব খাদ জলপ্লাবিত ও রেলপথ অচল করে দেওয়া হয়েছে। কৃষিরও সমান শোচনীয় অবস্থা। কুয়োমিণ্টাং শাসনে, কৃষি-প্রধান চীন বৃহৎ পরিমাণ খাদ্য ফসল ও তুলার জন্য বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভরশীল ছিল। মুক্তি-পূর্ব বছরগুলিতে সর্বোচ্চ উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের তুলনায়, ১৯৪৯ সালে কয়লার উৎপাদন ৫০ শতাংশে নেমে যায়, লোহা ও ইস্পাত ৮০ শতাংশ, তুলাজাত দ্রব্য ২৫ শতাংশ, খাদ্য ফসল ২৬ শতাংশ এবং তুলা ৪৮ শতাংশ কমে যায়। প্রাকযুদ্ধ সর্বোচ্চ উৎপাদন স্তরের সঙ্গে তুলনায়, ভারবাহী পশুর সংখ্যা ১৬ শতাংশে ও প্রধান কৃষি উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ ৩০ শতাংশে নেমে যায়। ফাটকাবাজদের কৃপার উপর শিল্প ও বাণিজ্য ছেড়ে দেওয়ার ফলে চীনে দশবছর ধরে মুদ্রাস্ফীতির আগুন তার তাণ্ডব লীলা চালায়। কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে ১৯৩৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত ষাট লক্ষ গুণ দাম চড়ে যায়। এবং মুদ্রার মূল্যহ্রাসের বিপজ্জনক ছায়া এবং দ্রব্যের আকাশছোঁয়া দাম সাধারণ জনজীবনের উপর প্রকট হয়।

বিজয়ের পিছে পিছে আর্থনীতিক অসুবিধাগুলির আবির্ভাব দেখা দেয়। ১৯৪৯ সালে মুক্তি-যুদ্ধ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে, এবং বহু অঞ্চল বিনা যুদ্ধে

মুক্তিলাভ করে। প্রতিরোধে বিরত সামরিক ও বে-সামরিক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে নেবার নীতি প্রচণ্ডভাবে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করে। রাজস্বের ব্যাপারে, পুরানো মুক্তাঞ্চল-গুলিকে যুদ্ধের জন্য ও নবমুক্ত শহরগুলি রক্ষার্থে প্রচুর পরিমাণে ফসল দিতে হয়েছে, অপরদিকে নতুন মুক্তাঞ্চলসমূহের অতি অল্প অংশে সরকারী ফসল সংগ্রহের নীতি প্রবর্তিত হয়। নতুন মুক্তাঞ্চলগুলিতে যেহেতু যুদ্ধ সবে অবসান হয়েছে সেজন্য শহর ও গ্রামের মধ্যে পণ্য বিনিময় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কিছু সময় চলে যায়। এহেতু শহরের উপর কর বসিয়ে রাজস্বের পরিমাণ অতি অল্পই উশুল হয়। এর অর্থ সরকারের রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যে বিশেষ তারতম্য ঘটে।

এ সব আর্থিক অসুবিধা নিরসনের জন্য, পার্টি এবং সরকার, রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য, মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্যের দাম স্থিতিশীল করার জন্য প্রথম মনোযোগ দেয়, কারণ এগুলি জাতীয় অর্থনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য অতি প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত।

পার্টি ও সরকার পুঁজিবাদীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু করে। ১৯৪৯ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ফাটকাবাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যে ফাটকাবাজরা ভিন্ন উপলক্ষে দাম চড়িয়ে দেয়, তাদের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে, কেন্দ্রীয় গণ সরকার কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতি ও আর্থনীতিক ব্যাপারে সমন্বয় সাধন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় যার নির্গলিতার্থ হল রাজস্ব ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধন, সমগ্র দেশব্যাপী পণ্যদ্রব্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগানো, এবং মুদ্রার ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ। রাজস্ব ও ব্যয়ের সমন্বয় সাধনের ফলে, জাতীয় রাজস্বের প্রধান অংশ, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় গণসরকারের রাজস্ব (রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত ফসল, কর, গুদামজাত দ্রব্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্জিত মুনাফা এবং তাদের অবক্ষয় রোধে রক্ষিত অর্থের অংশ) জাতীয় রক্ষা এবং বৃহৎ গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্য প্রধান প্রধান রাষ্ট্রীয় ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যয়িত হয়। দেশের প্রধান প্রধান সমস্ত উপকরণ (ফসল, তূলাজাত বস্ত্র, শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি) ঐক্যবদ্ধভাবে কাজে লাগানোর জন্য কেন্দ্রীভূত হয় ও কার্যকর করা হয়। মুদ্রার ঐক্যবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের মোদ্দা কথা হল যে, আশু ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ছাড়া, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারী সংস্থায় ও সৈন্য বাহিনীর ইউনিট-গুলিতে লগ্নীকৃত সমস্ত নগদ অর্থ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাঙ্কগুলিতে জমা রাখতে হবে, চীনের পিপলস্ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে সেই অর্থ ব্যবহারের জন্য আলাদা রাখতে হবে। আর্থিক এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করার জন্য এই সিদ্ধান্ত বিশেষ সহায়ক হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য ও পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল করার জন্য কাজ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে, দেশের আর্থিক সম্পদ ও উপকরণগুলির যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও তাদের অংশগুলি ভাগ করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীভূত হয়, এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে আনুমানিক সমতা ঘটায়। ফলে, মুদ্রা ও পণ্যের দাম ক্রমশঃ স্থিতিশীল হয়।

১৯৫০ সালের জুন মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,

জাতীয় আর্থনীতিক ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে ও বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, পরবর্তী তিন বছরে পার্টি ও জনগণের মৌলিক বিশেষ করণীয় কাজগুলির জন্য বিধি-নিয়ম রচনা করা। আলোচনান্তে এই অধিবেশনে "রাষ্ট্রীয় আর্থিক এবং আর্থনৈতিক অবস্থায় মৌলিক উৎকর্ষের জন্য প্রচেষ্টা" ("Strive for a Fundamental turn for the Better") নাম দিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ যে বিবরণী প্রকাশ করেন, সেটি গৃহীত হয়।

কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেন যে চীনে সে সময় "পরিকল্পিত পথে আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজগুলিকে রূপ দেওয়ার অবস্থা অর্জিত হয় নি।" আর্থিক ব্যাপারে ও অর্থনীতিতে মৌলিক উৎকর্ষ ঘটাতে, অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা অর্জন করার ব্যাপারে তিনটি অবস্থার দরকার ছিল: (১) কৃষি-সংস্কার পরিসমাপ্ত করা; (২) বর্তমান শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলির সঠিক পুনর্বিন্যাস করা; এবং (৩) সরকারী সংস্থাগুলিতে বৃহৎ পরিমাণে ব্যয় সংকোচ করা। তিনি পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করেন:

> আপনাদের মতই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা প্রায় তিনবছরের মধ্যে আমরা এই তিনটি অবস্থা কার্যকর করতে সক্ষম হব। তারপর আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশের আর্থিক ও আর্থনীতিক অবস্থায় মৌলিক উন্নতি দেখব।

তৃতীয় বর্ধিত অধিবেশন কমরেড মাও সে-তুঙের রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং সমস্ত পার্টি ও সমস্ত জনগণকে এই উদ্দেশ্য সফল করার প্রচেষ্টায় আহ্বান জানায়।

৩। আমেরিকাকে প্রতিরোধ ও কোরিয়াকে সাহায্যদানের বিরাট আন্দোলন। জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র সংহতকরণ।

চীনের জাতীয় অর্থনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং রূপান্তরের কাজে রত চীনের জনগণের নিকট, দুনিয়ার অবস্থার সাধারণ নিরাপত্তা ও স্থায়ী শান্তি অপরিহার্য ছিল।

১৯৫০ সালের জুন মাসে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সুরু করে এবং মার্কিন সপ্তম নৌবহর একই সময়ে তাইওয়ান দখল করে। সমগ্র কোরিয়া জয় করে চীন আক্রমণ করা তাদের সমগ্র বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের উন্মত্ত পরিকল্পনারই অংশবিশেষ। কোরিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে, চীনা জনগণ শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জিদ করে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এক গুরুতর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এবং অবিলম্বে কোরিয়ার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ বন্ধ করার এবং তাইওয়ান থেকে সশস্ত্র বাহিনী অপসারণের দাবী জানায়। এই প্রস্তাব ও সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করে মার্কিন আক্রমণকারীরা কোরিয়ার মধ্যে সশস্ত্র প্রবেশ করে চীনের উত্তর-পূর্ব সীমানার দিকে তাদের আক্রমণ পরিচালনা করে, তার নিরাপত্তা বিপজ্জনক করে তোলে। চীনা জনগণ শান্তি রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করে। চীনা জনগণের স্বেচ্ছাবাহিনী সংগঠিত হয়ে আক্রমণের বিরুদ্ধে কোরিয়ার গণবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার জন্য ও সুদূর প্রাচ্যে শান্তি রক্ষার জন্য ২৫শে অক্টোবর সীমান্ত অতিক্রম করে। চীনা জনগণের উৎসাহ উদ্দীপক সমর্থনে চীনাগণস্বেচ্ছাবাহিনী, ১৯৫১ সালের মে মাসে শত্রু-বাহিনীকে ৩৮তম সমান্তরালে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত, একটির পর একটি জয়লাভ করতে থাকে। এই ৩৮তম সমান্তরালের নিকটেই প্রথম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সুরু হয়।

তারপর থেকেই, চীনাগণস্বেচ্ছাবাহিনী এবং কোরিয়ার গণবাহিনী সক্রিয় আত্ম-রক্ষণাত্মক অবস্থানমূলক যুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে এবং সমগ্র কোরিয়ার একপারে অভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে এবং মোটামুটি ৩৮তম সমান্তরাল বরাবর রণাঙ্গন নির্দিষ্ট হয়। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে মার্কিন আক্রমণকারীরা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে ও মানবতা লঙ্ঘন করে বৃহদাকারের রোগবীজাণু ছড়ানোর যুদ্ধ সুরু করে। কিন্তু এই জঘন্য বর্বর নৃশংসতা সামরিক তৎপরতার চেয়ে বেশী কার্যকরী ছিল না।

যেহেতু চীন ও কোরিয়ার জনগণ ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে কোরিয়া প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য পরিস্থিতি সৃষ্টির আশায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হয়েছিল, সেহেতু তারা এবং তাদের সরকার অবিলম্বে ১৯৫১ সালে জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সাড়া দেয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, কোরিয়া ও চীনের সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর বিরাট শক্তি, বিশ্ব-শান্তি আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে পরাজয়ের ফলে উদ্ভূত গুরুতর বিরোধের সামনে যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবে সম্মত হতে বাধ্য হয়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব-প্রাধান্য বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায়, তাদের শান্তি শর্তে প্রকৃত ইচ্ছা ছিল না। তখন এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে কোরিয়ার সন্ধি আলোচনা জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড সামরিক ও কূটনৈতিক সংগ্রামের রূপ নিল। সামরিক সীমারেখা স্থাপন ও বিরোধিতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চলাকালীন সময়ে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সশস্ত্র চাপ ও অন্যান্য উদ্ধত উপায়ে তাদের অনুকূলে আলাপ-আলোচনাকে উল্টিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। যখন চুক্তি প্রায় হয়ে গিয়েছে, তখন তারা নির্লজ্জভাবে যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে বিলম্বিত ও বাধা দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। চীন এবং কোরিয়া বারবার শত্রুর "সামরিক চাপ" এবং ঘৃণ্য পরিকল্পনা ছিন্ন ভিন্ন করে, তাদের ঔদ্ধত্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়. এভাবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধক্ষেত্রে যা অর্জন করতে ব্যর্থকাম হয় তাকে কনফারেন্সের টেবিলে পাওয়ার মার্কিন প্রচেষ্টা চীন ও কোরিয়া অসম্ভব করে তোলে। একই সময়ে চীন ও কোরিয়া শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীততে নিষ্ঠা রেখে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে। শেষ পর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি আলোচনায় একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই যুদ্ধবিরতি দু বছর কাল স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ২৭শে জুলাই কোরিয়ার অন্তর্গত পানমুন্জম নামক স্থানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যান্য কয়েকটি দেশের সামরিক বাহিনী ছাড়াও, কোরিয়ার যুদ্ধে তার সশস্ত্র বাহিনীর ভাল একটা অংশ নিয়োজিত করে, এবং সেই যুদ্ধে তার দশলক্ষেরও বেশী সৈন্য হতাহত হয় ও বিশ হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয়িত হয়, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, অপরদিকে কোরিয়া ও চীনা জনগণের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে ক্রমশ শক্তিশালী হয় ও ধারাবাহিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে এবং সেই সাফল্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। চীন ও কোরিয়ার জনগণের এই সাফল্য, কোরিয়ার গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা ও চীনের জাতীয় আত্ম-রক্ষা দৃঢ় করা ছাড়াও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে নিজস্ব স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামরত এক অপরাজেয় জাগ্রত রাষ্ট্র হলো চীন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রতি এই সাফল্য এক প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ এবং সুদূর প্রাচ্যে ও বিশ্বে এই সাফল্য শান্তিকে সুনিশ্চিত করেছে। চীনে অর্থনৈতিক পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও গঠনমূলক কাজের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতির পক্ষে এটি ছিল অপরিহার্য।

সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের জন্য চীনের প্রয়োজন ছিল স্থায়ী শান্তি; যে কোন ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য ও সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কার্যকলাপ সংরক্ষণের জন্য চীনের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক সামরিক বাহিনীরও প্রয়োজন ছিল। এহেতু, পার্টি মূলগত ভিত্তিতে গণমুক্তি ফৌজকে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে যখন মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধ আন্দোলন ও কোরিয়াকে সাহায্যদান অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ভূমিতে, জলপথে ও বিমানে গণমুক্তি ফৌজ এক বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। গণমুক্তি ফৌজে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক সামরিক বিজ্ঞান পঠনের আন্দোলন কার্যে পরিণত হয়। সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করার দিক থেকে, সংগঠনের দিক থেকে, শিক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে নিয়মিত বাহিনী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট থেকে সম্ভাব্য হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়ার জন্য সরকার জাতীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রয়োজনীয় দুর্গাদি নির্মাণও করে এবং রিজার্ভ বাহিনীর জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করার কাজ ও সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের নিরাপত্তা গণমুক্তি ফৌজের প্রধান করণীয় কাজ বলে গণ্য করা হয়।

দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি, যদিও ক্ষমতাচ্যুত কিন্তু কোনমতেই তারা পরাভব স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয়। মুক্তির পরে প্রথম বছরগুলিতে বিরাট সংখ্যক প্রতি-বিপ্লবীদের দ্বারা নতুন মুক্তাঞ্চলগুলি অধ্যুষিত ছিল। পুরানো মুক্তাঞ্চলগুলিতেও গোপনভাবে বহু প্রতি-বিপ্লবী লুকিয়ে থাকত। তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা সংগঠিত করত। প্রতি-বিপ্লবীদের গোপন কর্মীদল ও "রাজনৈতিক" ডাকাতের দল গঠন করে, নানাবিধ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়, এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে বিপ্লবী ক্যাডারদের ও কর্মিদের হত্যা করে। জনগণের সরকারকে সংহত করতে এবং অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজ নিরাপদ করতে চীনা জনগণ ১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রতি-বিপ্লবীদের দমন করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক রচিত বিধিনিয়ম যেমন "দুর্বৃত্ত দলের জন্য শাস্তি বিধান এবং দুষ্কর্ম করতে বাধ্য করা হয়েছে এমন দুষ্কর্মীদের প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন, যারা অকপটে দোষ স্বীকার করে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া এবং যারা দোষ স্বীকার করতে গররাজী তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, কৃত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং বিশেষ ভাল কাজের জন্য পুরস্কার," এবং কেন্দ্রীয় গণসরকার কর্তৃক প্রতি-বিপ্লবীদের শাস্তিদান সম্পর্কে ঘোষিত বিধিনিষেধ, এ সবের প্রতি সঠিক আনুগত্য দেখিয়ে সমস্ত দস্যু, গুপ্তচর, প্রতিক্রিয়াশীল দল ও গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোপন সংস্থার প্রধানদের—যারা জনগণকে পদদলিত করেছে—ন্যায়বিচার করা হয় এবং দেশও জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে যে সব কুখ্যাত কুকর্মের ধাড়ী তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হয়।

প্রতি-বিপ্লবী দমনে বিরাট সাফল্যের ফলস্বরূপ পার্টি ও গণসরকারের মর্যাদা বেড়ে

যায়, জনগণের সংহতি শক্তিশালী হয়, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সুদৃঢ় হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রসার সুনিশ্চিত হয়।

জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যাপারেও বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়।

সাধারণ কর্মসূচী অনুসারে দেশের মৌল রাজনৈতিক পদ্ধতি হল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রকৃত গণতান্ত্রিক গণকংগ্রেস গঠন পদ্ধতি। চীনের গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের আদি বছরগুলিতে, যখন চীনের প্রধান ভূ-খণ্ডের মুক্তি সাধিত হয়নি, যখন দেশের অধিকাংশ স্থানে কৃষি-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হয়নি এবং যখন আপামর জনসাধারণ সম্পূর্ণ সংগঠিত হয়নি, তখন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ছিল। এই অবস্থায় স্থির করা হয় যে জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলন জাতীয় গণকংগ্রেসের কাজ করবে ও তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে এবং স্থানীয় গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন ধাপে ধাপে স্থানীয় গণকংগ্রেসের কাজ চালিয়ে যাবে ও তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। উত্তরণপর্বে এ ধরনের সাময়িক বিধিনিয়মের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

জাতীয় মুক্তির পরবর্তী তিন বছর সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রদেশে, গ্রাম সমষ্টির পৌরসভাগুলিতে, জেলা ও ছোট শহরে গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনগুলি আহূত হয়। গ্রামসমষ্টির গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলনের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়, জেলা ও পৌরসভাগুলির গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক সম্মেলন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। এ রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যা সমগ্র সংখ্যার ৮০ শতাংশ।

জনগণ ও তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক প্রায় সমস্ত জরুরী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ, যেমন কৃষি সংস্কার, মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং কোরিয়াকে সাহায্যদান আন্দোলন, প্রতি-বিপ্লবীদের দমন, গণতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলন এবং উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দেশপ্রেমিক আন্দোলন, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় গণ-সম্মেলনে আলোচিত হয় এবং এ ধরনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য গণ-সমাবেশ ঘটানো হয়। এভাবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, স্বদেশানুরাগ. বৈপ্লবিক সতর্ক প্রহরা এবং উৎপাদনগত উদ্যোগ বাড়ানো হয়।

গণকংগ্রেসের স্থলাভিষিক্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন সংগঠন সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে, জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সুদৃঢ় করণে, জাতীয় অর্থনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধে, এবং কোরিয়াকে সাহায্যদানে ও অন্যান্য বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

এই সময় শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলিকে কার্যকর করা হয়। জনসাধারণের মধ্যে লুক্কায়িত অবশিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক উপাদান উচ্ছেদ করা হয়, প্রতি-বিপ্লবীদের উৎখাত করা হয়, পুরানো কারিগরদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের পরিবর্তন সাধন করা হয়, সেকেলে ও অযৌক্তিক ক্রিয়াপদ্ধতির বিলোপসাধন করা হয় এবং নতুন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতি মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁদের উৎপাদন সম্পর্কে উদ্যোগ বাড়াতে এসব সংস্কার সাহায্য করে।

এই সময় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আদর্শগত অভিযান সুরু করে দেওয়া হয়। বৃহৎ ও শ্রমসাধ্য সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কার্যাবলীর জন্য যতদূর সম্ভব বুদ্ধিজীবীদের

সাহায্য অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং এহেতু বুদ্ধিজীবীদের নিজেদেরও সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা ও ক্রমশঃ প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করা আবশ্যক হয়। এই অভিযান গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়, বুদ্ধিজীবীদের আত্ম-শিক্ষা ও নিজেদের পরিবর্তনের সপক্ষে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার শিক্ষাপদ্ধতির উপর এই আন্দোলন নির্ভরশীল ছিল। এই অভিযানে, বুদ্ধিজীবীদের উপর সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রভাব সম্পূর্ণরূপে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয় এবং বৃহৎ পরিমাণে সংশোধন করা হয়, বুর্জোয়া ও পেতি বুর্জোয়া আদর্শকে সমালোচনা করা হয়। কাদের হয়ে বুদ্ধিজীবীরা কাজ করবে?—এই প্রশ্নের সঠিক প্রাথমিক উত্তর দেওয়া হয়। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমর্থক হয় এবং সোৎসাহে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পঠনে মনোনিবেশ করে। অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী, কালে কালে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রলেতারীয় ভাবধারার প্রধান ভূমিকা তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে ও আরও বেশী সংহত হয়।

এই সময়ে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কিত কার্যকলাপ একইভাবে বিরাট সাফল্য অর্জন করে।

দেশের সমগ্র জনগণের শতকরা ছয় শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত, কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার পরিমাণ মোটামুটি চীনের সমগ্র ভূ-ভাগের ৬০ শতাংশ এবং এসব এলাকা শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারে জাতিগত প্রশ্ন সমাধানের ভিত্তি পূর্ণ গণতন্ত্রীকরণ। বহুজাতি-বিশিষ্ট দেশে অনুসৃত মৌলিক নীতি হল বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতিগত সাম্যের নীতিতে অবিচলিত থাকা ও বিভিন্ন জাতিগত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসা। প্রথমতঃ, যেহেতু চীন শ্রমিকশ্রেণী পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে চীনের জাতিগত প্রশ্ন সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, জাতিগুলির মধ্যে সাম্যভাবধারা, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য থেকে সুরু করে সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার জাতিগতভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি প্রয়োগ দ্বারা সংরক্ষিত করা হয়েছে। জাতিগত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা দ্বিবিধ। এই নীতির বলে সংখ্যালঘু জাতিসমূহ তাদের নিজেদের বিষয় পরিচালনা করার ও নিজেদের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী উন্নতি বিধান করার অধিকার লাভ করে; এবং এই জাতিগত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি ভ্রাতৃতুল্য সমস্ত জাতিগুলিকে সমমর্যাদা ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে যাতে তারা দেশের যুক্তশাসনে ও উন্নতিবিধানে অংশগ্রহণ করতে পারে। মাতৃভূমির বৃহৎ পরিবারভুক্ত হয়ে একত্রে বসবাস করা প্রত্যেক জাতির সাধারণ অভিলাষ এবং ঐতিহাসিক বিকাশের অনিবার্য ফল। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নততর হান জাতি অন্যান্য জাতিসমূহকে সাহায্যদান করবে এবং অপরাপর জাতিও এই সাহায্যের গরুত্ব উপলব্ধি করবে। হান জাতির অহংভাব এবং স্থানীয় জাতীয়তাবাদ দুইই ভ্রান্ত পথ। প্রথমোক্তটি সংখ্যালঘু জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি এবং দেশের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে তাদের ভূমিকা পালনের ক্ষমতা, তাদের বিকাশ ও প্রগতি, এবং সাম্য ও স্বায়ত্তশাসনে তাদের অধিকার এসব অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। শেষোক্তটির মধ্যে বিভিন্ন জাতিসমূহের সাধারণ,

দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ, সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থ, এবং পারস্পরিক মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও সাহায্য বিনিময়ের দিকটা অবহেলা করার ঝোঁক দেখা যায়। চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক সংস্কার ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর করার প্রণালী ও পদক্ষেপ বিভিন্ন জাতিসমূহের একরকম হতে পারে না, যেহেতু প্রত্যেক জাতিরই ঐতিহাসিক পশ্চাদপট বর্তমান। তাদের বিভিন্নতা, তাদের ইচ্ছা ও রাজনৈতিক চেতনা, এবং এমন কি তাদের মধ্যে অতীত প্রতিবন্ধকতা, সবই বিচার করতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যকর করার ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ উপায়কে অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন, এবং সংখ্যালঘু জাতিসমূহের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার ভার তাদের উপরই অর্পণ করতে হবে। সংখ্যালঘু জাতিদের উপরের স্তরের লোকদের ঐক্যবন্ধ করা ও তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করা ও কাজকর্ম চালানোর জন্য সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন আছে। সংখ্যালঘু জাতিদের মধ্যে স্থির পদক্ষেপে সংস্কার কার্যকরী করার এই নীতি চীনে জাতিগত প্রশ্ন সমাধানে প্রকৃত অবস্থার প্রয়োজনীয়তাকেই প্রতিফলিত করে।

জাতীয় মুক্তির পর, সংখ্যালঘু জাতি-অধ্যুষিত বহু দূরবর্তী দুর্গম জেলাগুলিতে উৎপাদনযন্ত্র ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং সেসব জেলা থেকে বিশেষ স্থানীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা হয় এবং কেনাবেচার একটা যুক্তিসঙ্গত দাম ধার্য করা হয়। সংখ্যালঘু জাতিদের ইচ্ছানুযায়ী তাদের কৃষি-অঞ্চলে কৃষি-সংস্কার এবং গবাদি পশুচারণ ভূমিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয়-সংস্কার সাধিত হয়। তাদের কৃষি ও গবাদি পশুপালনের উন্নতিবিধানের জন্য জন-গণের সরকার তাদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে থাকে। প্রতিটি জেলায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। সংখ্যালঘু জাতি এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় আধুনিক শিল্প-কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও সিনকিয়াঙে লোহা, ইস্পাত, অন্যান্য ধাতু ও তৈল শিল্পের বিরাট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সক্রিয়ভাবে অথচ বিচক্ষণতার সঙ্গে নতুন পার্টি সভ্য সংগ্রহ করা এবং অধিক সংখ্যায় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত ক্যাডারদের শিক্ষা দেবার নীতি অনুসরণের দ্বারা পার্টি সংখ্যালঘু জাতি এলাকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বহু স্থানীয় ক্যাডারদের শিক্ষিত করে তোলে। জনগণের সরকার সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাগত ব্যাপারেও সাহায্য করে থাকে এবং তাদের বহুজনের সহযোগিতায় তাদের নিজস্ব লিখিত ভাষায় উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিয়েছে। তাদের রীতিনীতি, অভ্যাস ও ধর্মকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। এভাবে, সমস্ত জাতি দেশের এক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ঐক্যবন্ধ হয়েছে। এবং তারা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-সম্মত জাতিতত্ত্ব এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতি সম্পর্কিত নীতি চীনের সমস্ত জাতিসমূহের অগ্রগতির পথ আলোকিত করেছে।

১৯৫১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় জনগণের সরকার এবং তিব্বতের স্থানীয় সরকারের মধ্যে তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তির উপায় সম্পর্কিত বিষয়ে একটি চুক্তি সাধিত হয়।

চুক্তিতে শর্ত নির্ধারিত হয় যে তিব্বতের স্থানীয় সরকার দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করবে এবং সক্রিয়ভাবে তিব্বত প্রবেশের ব্যাপারে গণমুক্তি

ফৌজকে সাহায্য করবে; এবং তিব্বতের বহির্বিষয়ক ব্যাপার কেন্দ্রীয় জনগণের সরকারের পরিচালনাধীন হবে—অন্যভাবে বলতে গেলে, তিব্বতের স্থানীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের আবার বৃহৎ পরিবারভুক্ত হবে। তিব্বতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, চুক্তি শর্তে বলা হয় যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও দলাই লামার পদ ও কর্তৃত্ব অপরিবর্তিত থাকবে। এবং তিব্বতের জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হবে। তিব্বতে সামাজিক সংস্কারের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে, কিন্তু সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, বরং তিব্বতের স্থানীয় সরকার তার ইচ্ছানুযায়ী সংস্কারসাধন করবেন বলে আশা প্রকাশ করা হয়। যদি জনসাধারণ সংস্কার দাবী করে, তবে ব্যাপারটি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তি করতে হবে।

এই চুক্তিতে চিরকালের জন্য তিব্বতের জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদী ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের জাতীয় সাম্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ ভোগের অধিকার দেওয়া হয়। জাতীয় মুক্তির পর তিব্বতের জনসাধারণ এবং দেশের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে সম্পর্ক, তিব্বতে পার্টি কর্তৃক দেশপ্রেমী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্ট গঠন সম্পর্কিত কাজের ফলে, শক্তিশালী হয়। জাতীয় গঠনমূলক কাজ ও নতুন তিব্বতের গঠনমূলক কাজের জন্য, প্রান্তন দুর্গম তিব্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে সিকাঙ-তিব্বত ও চিংঘাই-তিব্বত সড়ক নির্মিত হয়। তিব্বতে প্রধান প্রধান শহরের মধ্যেও প্রধান সড়ক নির্মিত হয় ও একটি বিমানপথ খোলা হয়। তিব্বতে সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ ব্যাপকভাবে চালানো হয়। আশা করা হয় যে তিব্বতের শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্তি অর্জনের ফলে, তিব্বতের জনসাধারণ অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসবে এবং তিব্বতের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়বে এবং তার অর্থনীতি ও সংস্কৃতির আরও বিকাশ ঘটবে। এটা হল তিব্বতের জনসাধারণের জয়, সামগ্রিকভাবে চীনা জনগণের জয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জাতিতত্ত্বের জয় এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় নীতির জয়।

জাতীয় কার্যকলাপের সাফল্য চীনের বিভিন্ন জাতিসমূহের বিরাট ঐক্য চীনের জাতীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং চীনের গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংহত করে।

৪। কৃষি-সংস্কারের পরিসমাপ্তি। শিল্প বাণিজ্যের রূপান্তর সাধন। সান ফান ও য়ুফান আন্দোলন। জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

মার্কিন প্রতিরোধ এবং কোরিয়াকে সাহায্যদান আন্দোলনে সাফল্যলাভ ও জনগণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরও সংহত হওয়ার পর, চীনা জনগণ পার্টির পরিচালনায় কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে ব্রতী হয়।

জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম মোটামুটিভাবে শেষ হয়েছে এবং গরীব কৃষকদের ভূমিহীনতা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির স্বল্পতা রাষ্ট্রীয় ঋণদানের সাহায্যে দূর করা হয়েছে, একথা বিবেচনা করে পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করার নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করে। ধনী কৃষকদের অতিরিক্ত জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কর্মপন্থার বদলে, এই অধিবেশন তাদের

অর্থনীতি অক্ষুন্ন রাখার নীতি গ্রহণ করে। ফলে, জমিদাররা আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং গ্রামীণ জেলাসমূহে উৎপাদন পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত হয়।

১৯৫০ সালের ৩০শে জুন জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার চীনের গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কৃষি সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করে, এবং সরকারের নেতৃত্বাধীনে নতুন মুক্তাঞ্চলসমূহের জনগণ কৃষি সংস্কারের জন্য সংগ্রাম সুরু করে। ১৯৫২ সালের শেষে, কৃষি-সংস্কার, সংখ্যালঘু জাতি অধ্যুষিত এলাকা ছাড়া, সমগ্র দেশে মূলত শেষ হয়। সংস্কারের ফলে, ৭০০ মিলিয়ন মৌ জমি ৩০০ মিলিয়ন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়, এবং ৩০ মিলিয়ন টনেরও বেশী ফসল, যা পূর্বে জমিদারদের নিকট বার্ষিক খাজনা হিসাবে চলে যেত, এখন কৃষকরা নিজেদের ভোগে লাগায়। কৃষি-সংস্কার সমাপ্তিপর্বের পর, কৃষকরা, পার্টি নেতৃত্বে, স্বেচ্ছায় ও পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চালায়। কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতা দীর্ঘদিনের চৈনিক ঐতিহ্য, কিন্তু পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা পার্টি নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন হিসাবে চীনে গণ-প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর জন্মলাভ করে। ১৯৫১ সালের শেষে ৩০০টিরও বেশী সমবায় ছিল। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় চার হাজার। কৃষি-সংস্কার, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং পার্টি এবং সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সহায়তায়, কৃষকরা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক দেশপ্রেমী আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করে। তারা নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং জাতীয় গঠনমূলক কাজের জন্য কাজে লেগে যায়। অনেক নতুন খামারের যন্ত্রপাতি ও ভারবাহী পশু কৃষকদের সম্পত্তিতে যুক্ত হয়। কৃষি-সংক্রান্ত প্রয়োগবিদ্যা ক্রমশ উন্নত হয় এবং সামগ্রিক ভাবে কৃষি-উৎপাদন দ্রুত বিকাশ লাভ করে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত সঠিক নীতি রূপায়ণে কৃষি-সংস্কারে বিরাট সাফল্য আনে, যথা—গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নীতি, সেই সঙ্গে মাঝারী কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করা, ধাপে ধাপে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি উচ্ছেদ করা এবং কৃষি-উৎপাদন বাড়ানো। কৃষি-সংস্কার ছিল একটি প্রচণ্ড রকমের শ্রেণী-সংগ্রাম। পরিপূর্ণভাবে কৃষক সমাবেশ ঘটানোর আবশ্যক ছিল যাতে তারা নিজেরাই কাজের উদ্যোগ নিতে পারে। প্রচণ্ডভাবে ও ব্যাপকভাবে গণ-সমাবেশ ঘটাতে গ্রামীণ এলাকায় যাওয়ার জন্য ওয়ার্ক টিম তৈরী করা হয়। ধাপে ধাপে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের কৃষক সমিতি সংগঠিত করতে সাহায্য করার জন্য এই সব কৃষক সমিতিতে পরে মাঝারী কৃষকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পার্টির নীতিই ছিল দৃঢ়ভাবে মাঝারী-কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা। মাঝারী কৃষকদের একটা নির্দিষ্ট অংশ স্থানীয়ভাবে মাথাপিছু গড় জমির বেশীই ভোগ করত সেই জমি তাদের রাখতে দেওয়া হয়। অপ্রতুল জমির অধিকারী আরেকটা অংশকে জমি বিলি করার সময় আরও জমির ভাগ দেওয়া হয়। এই দিক থেকে সামগ্রিকভাবে মাঝারী কৃষকদের গড় জমির পরিমাণ কৃষি-সংস্কারের পূর্বের জমির পরিমাণ থেকে বেড়েই যায়। ধনী কৃষকদের রক্ষা করাও পার্টির কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষি-সংস্কার আইনে নিম্নোক্ত ধারাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়ঃ (১) ধনী কৃষকদের মালিকানাধীন জমি ও তাদের দ্বারা কর্ষিত জমি অথবা তাদের দ্বারা নিযুক্ত মজুরদের দ্বারা কর্ষিত জমি এবং তাদের বিষয়সম্পত্তি দখলের হাত থেকে রক্ষা করা হবে ; (২) ধনী

কৃষক কর্তৃক খাজনায় বিলি করা অল্প জমিতে হাত দেওয়া হবে না, কিন্তু কোন কোন নির্দিষ্ট খাজনায় বিলি করা এলাকায় জমির একটা অংশ অথবা সমস্ত জমিটাই দখল করা যাবে ; (৩) আধা-জমিদার ধরনের ধনী কৃষক কর্তৃক বড় রকমের খাজনায় বিলি করা সব জমির পরিমাণ দখল নেওয়া যাবে। এইভাবে, কৃষি-সংস্কারের পর, প্রত্যেক ধনী কৃষকের অধিকৃত জমির পরিমাণ সাধারণভাবে, মাথাপিছু আঞ্চলিক জমির গড়ের চেয়ে দ্বিগুণ বেশী হয়।

যে প্রক্রিয়ায় কৃষি সংস্কার সাধিত হয়, মোটামুটি সেটা হল ঃ প্রথমতঃ কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানো এবং পার্টির কার্যক্রম ও নীতি উপলব্ধি করানোর জন্য কৃষক সমিতি অথবা কৃষক সম্মেলন কর্তৃক কৃষকদের মধ্যে প্রচার চালানো হয়। পরে, জনসাধারণ নিজেদের উদ্যোগে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম সুরু করে। স্থানীয় শোষকদের বিরুদ্ধে এবং খাজনা হ্রাস ও জমা বাবদ অর্থ ফেরৎ দেওয়ার সংগ্রামের পর, জমিদারদের জমি ও বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অল্প জমি ও স্বল্প উৎপাদনযন্ত্রের মালিক কৃষকদের মধ্যে তাহা বণ্টন করা হয়, কৃষি-সংস্কারকে এই শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়। তখন গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর প্রত্যেকেই মাথাপিছু স্থানীয় জমি যা ছিল তার ৯০ শতাংশ পেল। এ রকম করে মূলগত ভাবে তাদের জরুরী প্রয়োজন মেটানো হল।

২০০০ বছর ধরে যে সামন্ত প্রথা চীনকে শাসন করেছে সেই সামন্ত প্রথা, কৃষি সংস্কারের ফলে, বিলুপ্ত হল, চীনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অবলম্বন জমিদারশ্রেণী উৎখাত হল এবং গ্রামীণ উৎপাদিকা শক্তি মুক্তি পেল, এবং এভাবে দেশে শিল্পায়নের পথ প্রশস্ত হল।

একই সময়ে, পার্টির পরিচালনায় চীনা জনগণ কর্তৃক শিল্প বাণিজ্যের রূপান্তর সাধিত হল।

তিনটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই রূপান্তর ঘটেছে ঃ সরকারী এবং বে-সরকারী স্বার্থের মধ্যে সম্পর্ক, পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সম্পর্ক, এবং উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে সম্পর্ক। প্রত্যেকটি সম্পর্কেরই পুনর্বিন্যাস আবশ্যক হয়ে পড়ে।

সরকারী ও বে-সরকারী স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের অর্থ হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পরিচালনাধীন বে-সরকারী অর্থনীতির বিকাশের সুযোগ থাকা। এ বিষয়ে, সরকারী অনুসৃত নীতি হল যে সব ব্যক্তি-মালিকানাধীন ফ্যাক্টরী নিজেদের পরিচালনা করতে সমর্থ এবং যে সব ফ্যাক্টরী জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে এবং জনগণের জীবিকার জন্য হিতকর, সেগুলিকে সরকারী প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মাল প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়ে, অথবা অন্য কোন উপায়ে সাহায্য করা এবং এভাবে জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করতে উৎসাহ দেওয়া এবং বিধিসম্মতভাবে লাভ করতে দেওয়া। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার অর্ডার দিয়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগগুলির উপর রাষ্ট্রীয় আর্থনীতিক নেতৃত্বকে কায়েম করে এবং উৎপাদন ও বাজারের জন্য পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে এবং ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার জনিত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলির সমাধান করে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে ন্যায্য লাভ করতে

কোন প্রতিবন্ধকতা করা হয় না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে এটাই হল প্রথম পদক্ষেপ।

১৯৫২ সালের জুন মাসে, রাষ্ট্র কর্তৃক দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা ও ক্রয় করার জন্য ব্যক্তিগত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে অর্ডার দেওয়া হয় তার পরিমাণ ছিল শাংহাইয়ে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমগ্র ব্যবসার লেনদেনের শতকরা ৮০ শতাংশ। তিয়েনসিন ও ক্যাণ্টনে, যথাক্রমে আনুপাতিক মাত্রা ছিল ৬০ ও ৫০ শতাংশের বেশী।

মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কে জাতীয় মুক্তির পর প্রথম বছরগুলিতে দুই পক্ষেই গোলমাল হয়। একদিকে কিছু পুঁজিপতি গোয়ার্তমি করে শ্রমিকদের প্রধান গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দিতে অস্বীকার করে; অপরদিকে, শ্রমিকরাও অত্যধিক দাবী করে বসে। দুই তরফকে সংশোধনার্থ, শ্রমিকদের প্রধান গণতান্ত্রিক অধিকার এবং গণ-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনের বিকাশের ফলে যে লাভ আসবে তার ভাগ শ্রমিকদের দেওয়া সারবত্তা মালিকদের মেনে নিতে রাজী করানোর প্রয়োজন হয়। পরামর্শ দ্বারা মালিক ও শ্রমিকদের উত্তেজনা প্রশমন করা হয়, এবং চুক্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ককে স্বাভাবিক করা হয়।

উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটনোর জন্য, সমস্ত বে-সরকারী ও সরকারী অর্থনৈতিক উদ্যোগসমূহের পরিচালকদের তাদের পরিকল্পনা জোরদার করতে এবং উৎপাদনে অন্ধতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে এবং উৎপাদন ও বাজারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আহূত গণ-রাজনৈতিক পরামর্শদাতৃ সম্মেলনের প্রথম জাতীয় কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে স্থির হয় যে বৃহদাকারে অর্থনীতিক গঠনমূলক কাজের জন্য গণ-সরকারের উৎপাদন বাড়াতে এবং ব্যয়সংকোচের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু করার ব্যাপারে তার প্রধান প্রয়াস চালানো উচিত।

এই আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে, উৎকোচ প্রভৃতি, বিকৃতি অপচয় ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল, কারণ নানাবিধ বিকৃতি ও অপচয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচকে আটকে রেখেছিল এবং আমলাতন্ত্র ছিল বিকৃতি ও অপচয়ের প্রকৃষ্ট লালনক্ষেত্র। এ সব দুষ্টগ্রহকে উৎখাত করতে, ১৯৫১ সালের শীতকাল থেকে ১৯৫২ সালের প্রথমার্ধব্যাপী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সান ফান আন্দোলন[৩] চালানো হয়।

বিপ্লবী সরকারের শাসন কালেও উৎকোচ গ্রহণ বিকৃতি ও অন্যাবিধ দোষত্রুটি, অপচয় এবং আমলাতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় ছিল। এর প্রধান দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হচ্ছে যে, বিপ্লব সাফল্যলাভ করার পর, পার্টি কুয়োমিন্টাংয়ের সরকারী যন্ত্রে ও কুয়োমিন্টাং সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সমস্ত লোকজনদের নিয়ে সরকারী যন্ত্র পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি গ্রহণ করে এবং এসব লোকজনদের অনেকেরই আদর্শগতভাবে নিজেদের পরিবর্তন করা সময় অভাবে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বহু সংখ্যক পার্টি ক্যাডার বিপ্লবে জয়লাভ করার পর শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে যে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করতে ও পরিষ্কার ধারণা করতে ব্যর্থ হয় এবং তারা অবক্ষয় ও অধঃপতিত, ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা কর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্ক ছিল না। পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় বর্ধিত, পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সতর্কবাণীকে তারা অবহেলা করে অথবা আমল দেয়নি, এই অধিবেশন এই বলে সতর্ক করে দেয় যে বুর্জোয়াদের "মিষ্টি কথার বিষাক্ত বড়ির" বিরুদ্ধে সজাগ থাকার দরকার।

যেহেতু উৎকোচ প্রভৃতি সামাজিক পাপ, অপচয়, আমলাতন্ত্র ও ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গীরই অভিব্যক্তি, সেহেতু প্রকৃতপক্ষে সান ফান আন্দোলন এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

সান-ফান আন্দোলনেরই আর এক সমান্তরাল আন্দোলন হিসাবে য়ু ফান আন্দোলন[৪] শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চালানো হয়। মুক্তিলাভের পরবর্তী তিন বছর ধরে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের বারংবার প্রচণ্ড আক্রমণের উপর প্রত্যাঘাত হচ্ছে এই আন্দোলন। বহু শিল্পপতি পুঁজিবাদী প্রথায় চালিত শিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার পার্টি পলিসীকে পদাঘাত করে আসছিল। যখন বাজার মন্দা ও কাঁচা মালের সরবরাহ অপ্রতুল তখনই এসব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা পণ্য উৎপাদনের সরকারী অর্ডার নেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু যখন বাজার তেজী ও কাঁচামাল সহজলভ্য, তখন তারা সমস্ত বিধিনিষেধ ছুড়ে ফেলে দিত এবং অবাধ বাজারে বেশী মুনাফার পিছনে ছুটতো। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ অবৈধ উপায়ে অবাধ মুনাফা লুঠত। "পঞ্চপাপকে" তাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তারা সরকারী শাসনযন্ত্র ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্যাডারদের উপর আক্রমণ চালাতো। সরকারী শাসনযন্ত্রের ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বুর্জোয়াদের দালালরা আইন ভঙ্গকারী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগসাজসে বৃহদাকারে পাপকাজ চালাত ও তহবিল তছরুপ করত। ব্যাপারটি শুধু মাত্র অপরাধকারীদের আইন-শৃংখলা ভঙ্গ জনিত অপরাধের প্রশ্ন নয়, এটি বুর্জোয়াদের অধঃপতিত প্রভাবের শেষ পরিণতি ও বিপ্লবী শিবিরের উপর বুর্জোয়াদের প্রচণ্ড আক্রমণও বটে। বুর্জোয়ারা বৃথাই জনগণের হাত থেকে বিপ্লবের ফল ছিনিয়ে নেওয়ার আশা করেছিল। এটি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের উপর সামনাসামনি আক্রমণেরই সমতুল্য। এহেতু সান ফান ও য়ু ফান আন্দোলন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব রক্ষা করা ও সংহত করার সংগ্রাম।

সান ফান আন্দোলন সরকারী শাসনযন্ত্রকে বিশোধন করে, সরকার ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করে, শৃংখলাকে দৃঢ় করে এবং সরকারী কাজে যোগ্যতা বৃদ্ধি করে, এবং বহুল পরিমাণে সরকারী ব্যয় সংকোচ করে। য়ু ফান আন্দোলন পুঁজি-বাদী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অবৈধ কার্যকলাপ কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুঁজিবাদী পথে পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসাকে নিয়ে আসে সরকারী পরিকল্পনার আওতার মধ্যে।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ এই তিন বছরকালের মধ্যে, গণ-সরকার প্রধান প্রধান গঠন-মূলক বহু পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করে। বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণ ও জলপথে জল সঞ্চয় ও সঞ্চালনের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করা হয়।

চীনের মত বিশাল দেশে যোগাযোগ, পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী যদি তার শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রকে একক অর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এজন্য, ১৯৫০ সালের প্রথমার্ধে পুরাতন রেলপথ মেরামত করে যাত্রী ও মাল চলাচলে ব্যবহারের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়ার পর, সরকার নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করে। নির্মিত রেলপথগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ল্যাণ্ডাও পর্যন্ত লুঙঘাই রেলপথের সম্প্রসারণ এবং চেঙতু-চুংকিং রেলপথ নির্মাণের সমাপ্তি। চিঙ রাজবংশের শেষ থেকে জাতীয় মুক্তি পর্যন্ত কয়েকযুগ ধরে ছেচুয়ান-

বাসীদের স্বপ্ন ছিল শেষোক্ত রেলপথ। জাতীয় মুক্তির দু বছর পর এই রেলপথ নির্মাণ শেষ হয়। এই রেলপথগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের আর্থনীতিক বিকাশে প্রভূত সাহায্য করে।

ঐ একই সময়ে সরকার দেশের ৪২ হাজার কিলোমিটার বাধের বেশীর ভাগ জীর্ণ সংস্কারের কাজ সংগঠিত করে। হুয়াই এবং ইয়ুঙ্গতীঙ নদীর মত বন্যাপ্লাবী নদী-গুলির সমস্ত গতিপথ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ সুরু করা হয়। চীনের ইতিহাসে হুয়াই নদী পরিকল্পনা ও চিঙকিয়াং বন্যা প্রতিরোধ পরিকল্পনা পরিধির দিক থেকে ও দ্রুতগতিতে কার্য সমাধা করার ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। পীত-নদী ও ইয়াংসীর মত বড় বড় নদীগুলিকে স্বল্পমেয়াদী তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার দ্বারা বাগ মানানো সম্ভব নয়, তবুও বন্যা প্রতিরোধ কল্পে সাময়িক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সর্বসমেত, এই তিন বছরে নদী সংরক্ষণের ব্যাপারে ১৭০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার মাটিকাটা সম্পন্ন হয় এবং এই মাটিকাটার কাজ ১০টি পানামা খাল বা ২৩টি সুয়েজ খাল কাটার সমতুল্য। প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিণ্টাং শাসনের আমলে নদী সংরক্ষণে অবহেলা করার দরুন যে দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেই দুঃখজনক পরি-স্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে এসব সাফল্য। যে বন্যার আশঙ্কা হাজার হাজার বছর ধরে চীনা জনগণকে বারংবার আতঙ্কিত করেছে, তা বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে এবং কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার ও বিশাল গ্রামীণ এলাকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়েছে।

পার্টির সঠিক নেতৃত্ব, দেশব্যাপী জনসাধারণের, বিশেষভাবে শ্রমিক-কৃষকদের, বিরাট প্রচেষ্টা, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির নিঃস্বার্থ সাহায্য, ইত্যাদির দরুন, জাতীয় মুক্তি সাধনের তিন বছরের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ মূলতঃ সম্পন্ন হয়। চীনের আর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যাপার মৌলিক উন্নত ব্যবস্থার দিকে মোড় নেওয়ার ফলে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনের আহ্বান বিজয়ের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। এই সাফল্য একই সময় অর্জিত হয় যখন চীনা জনগণ মার্কিন আগ্রাসন প্রতিরোধ ও কোরিয়াকে সাহায্যদানের অভিযান কার্যে পরিণত করছিল।

অর্থনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠায়, রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আসা ও পণ্যের দাম স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে চীনের রাজস্ব ও অর্থনীতি মূলগতভাবে উন্নত ব্যবস্থার দিকে কিভাবে মোড় নিয়েছে তা দেখা যাচ্ছে:

(১) অর্থনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ১৯৫২ সালের শেষে শিল্প ও কৃষি উৎপাদন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাক-যুদ্ধ শীর্ষ স্তর অতিক্রম করে। ঐ বছরে তার সমগ্র আর্থিক মূল্য ১৯৪৯ সালের সূচক সংখ্যার তুলনায় ৭৭.৫ শতাংশ উর্ধ্বে চলে যায়, এবং আধুনিক শিল্পজাত মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ২৭৮.৬ শতাংশ উর্ধ্বে উঠে যায়। ১৯৪৯ সালে সমগ্র কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সমগ্র মূল্যের ১৭ শতাংশ ছিল আধুনিক শিল্পজাত পণ্যের সামগ্রিক মূল্য; ১৯৫২ সালে সামগ্রিক মূল্য ২৬.৭ শতাংশে উর্ধ্বে উঠে যায়। ভোগ্য পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা বনিয়াদী পণ্য-এর উৎপাদন দ্রুততর বেড়ে যায় এবং মোট শিল্পোৎপাদনের সমগ্র মূল্যের ক্ষেত্রে বনিয়াদী পণ্য-এর মূল্য ১৯৪৯ সালে ২৯ শতাংশ থেকে ১৯৫২ সালে ৩৯.৭ শতাংশে উর্ধ্বে উঠে যায়। সমাজতান্ত্রিক

শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ ঘটে। শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ও আধা-সমাজতান্ত্রিক সেক্টরের অনুপাত সামগ্রিকভাবে ১৯৪৯ সালে ৩৬'৭ শতাংশ থেকে ১৯৫২ সালে ৬১ শতাংশে উর্ধ্বে উঠে যায়, অপরদিকে বে-সরকারী পুঁজিবাদী সেক্টরের অনুপাত ৬৩'৩ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশে নেমে যায়।

১৯৫২ সালে মোট কৃষি উৎপাদনের সমগ্র মূল্য ১৯৪৯ এর মোট উৎপাদনের সামগ্রিক মূল্য অপেক্ষা ৪৮'৫ শতাংশ পর্যন্ত উঠে, ফসলের দামের ৪৪'৮ শতাংশ বৃদ্ধি, তুলার দামের ১৯৩'৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়। দেশের লোকের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট ফসলের ফলন হয়েছিল শুধু তাই নয়, রপ্তানী উপযোগী অতিরিক্ত ফসলও থেকে যায়। দেশের সাধারণের দাবী মেটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণে তুলার উৎপাদন হয়। কৃষির বাড়তি কাঁচামাল উৎপন্ন করে দ্রুত শিল্প বিকাশের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করে। জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান ফসলের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কৃষি উৎপাদন অব্যাহত থাকে এবং পণ্যদ্রব্যের মোট বেশী উৎপাদনের জন্য বাজার সৃষ্টি করে।

(২) বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা। জাতীয় মুক্তির তিন বছরের মধ্যে রাষ্ট্রের রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে বাড়তে থাকে এবং ১৯৫২ সালের বাজেটে আয়ব্যয়ের সমতা সম্পূর্ণ বজায় থাকে। যদি ১৯৪৯ সালের রাষ্ট্রীয় বাজেটের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরা হয়, তাহলে ১৯৫২ সালে সেটা বেড়ে ২৩৯ এ দাঁড়ায়। উৎপাদনের সম্প্রসারণের ফলে রাজস্বের এই বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণে বলা যায়, ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলি থেকে ও সমবায়গুলি থেকে কর ও লাভের পরিমাণ সরকারের মোট রাজস্বের পরিমাণের ৩৪ শতাংশ ছিল, ১৯৫২ সালে তা ৫৬ শতাংশে দাঁড়ায়। ব্যয়ের ক্ষেত্রে, যদিও জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ও মার্কিনকে প্রতিরোধে, কোরিয়াকে সাহায্য দান আন্দোলনের সমর্থনে বহু অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করার প্রয়োজন হয়, তবুও ১৯৫২ সালের বাজেটে মোট ব্যয়বরাদ্দের অর্ধেকেরও বেশী আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য রাখা হয়।

(৩) পণ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীলকরণ। যদি ১৯৫০ সালের মার্চমাসে সমগ্র দেশে পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরে নেওয়া হয়, যখন অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের সমন্বয় সাধন করা প্রথম কার্যে পরিণত করা হয়, তখন ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে পাইকারী দাম ৮৫'৪ শতাংশ; ১৯৫১ সালের জুন মাসে পাইকারী দাম ৯১ শতাংশ; ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ৯৬'৬ শতাংশ; ১৯৫২ সালের জুন মাসে ৯২'৪ শতাংশ; ১৯৫২ সালে ডিসেম্বর মাসে ৯০'৬ শতাংশ। এই মূল্যমান দেখায় যে কিঞ্চিদধিক আড়াই বছরে পণ্যের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ১৯৫৩ সালে সম্পূর্ণ স্থিতিকরণকে কার্যকরী করা হয়। দশ বছর ব্যাপী আকাশছোঁয়া দামের আশঙ্কা চিরতরে রহিত হল।

অর্থনীতিক পুনর্গঠন, রাজস্বের আয়ব্যয়ের সমতা, এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা বৃহদাকারে অর্থনীতিক গঠনমূলক কাজের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে এবং জাতীয় অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগের অবসান সূচিত করে। ১৯৫৩ সাল নতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা করে এবং এই যুগ হচ্ছে অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের জন্য প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কাল।

৫। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন বিকাশ। পার্টি গঠন ও সংহতকরণ।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দীর্ঘ বছরগুলির মধ্য দিয়ে চীনা জনগণের বিপ্লবে প্রধান শক্তি হিসাবে নিজেকে শুধু প্রমাণিত করেনি, নতুন চীনের গঠনমূলক কাজেও তা প্রমাণ করেছে।

১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস যখন আহূত হয়, তখন গণমুক্তি ফৌজ সক্রিয়ভাবে সমগ্র দেশের মুক্তিসাধনে নিয়োজিত ছিল। এই কথা বিবেচনা করে, মুক্তাঞ্চলে ও কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য পার্টি বিশেষ করণীয় কাজ নির্দ্ধারিত করে। কংগ্রেসের পর, চীনা শ্রমিক শ্রেণী পার্টি কর্তৃক নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে থাকে। মুক্তাঞ্চলে শ্রমিকরা সোৎসাহে বিপ্লবী যুদ্ধের সমর্থনে উৎপাদন অব্যাহত রাখে ; কুয়োমিণ্টাং নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শ্রমিকরা জীবনের প্রতি স্তরের মানুষদের জড়ো করে যুক্তফ্রণ্টকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করে। শহর মুক্তির প্রাক্কালে শ্রমিকরা ফ্যাক্টরী ও শত্রু কর্তৃক জনগণের সম্পত্তিকে ধ্বংস করার হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। মুক্তিপ্রাপ্ত শহরগুলিতে, তারা গণ-সরকারকে আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিগ্রহণে ও তাদের সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে।

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শত্রুর হাত থেকে ফ্যাক্টরী ও খনি অধিগ্রহণের পর, তাদের প্রধান কাজ হল উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা ও তার বিকাশ ঘটানো। উৎপাদন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের সময়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজন হয়। উৎপাদনবৃদ্ধি ও সুপ্ত উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের জন্য পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি সাধন, ব্যবসায়ের হিসাব রক্ষণ ও শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আন্দোলনের পর, গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হয়।

মুক্তির তিন বছরের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আকারে সমকক্ষ হওয়ার বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হয়। ৮০ শতাংশেরও বেশী শ্রমিকরা এই প্রচেষ্টায় সামিল হয় এবং এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে, ২২৩,০০০ আদর্শ শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে এবং ৪৮৯,০০০ যুক্তিযুক্তভাবে পুনর্গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার প্রধানতঃ শ্রমিকদের কাজের সমকক্ষ হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়।

জাতীয় মুক্তির তিন বছরের মধ্যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুঁজিবাদী প্রথায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকরা জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে চলার ব্যাপারে পার্টি নির্দেশিত যুক্তফ্রণ্টের নীতিকে সঠিকভাবে কার্যে পরিণত করে এবং পুঁজিপতিদের অসুবিধাগুলি অতিক্রমণে সাহায্য করে এবং এভাবে জাতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকার পক্ষে সহায়ক এই সব ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনরুদ্ধারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে, যখন বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে "পঞ্চ অশুভ শক্তির" সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করে, পার্টি নেতৃত্বে শ্রমিকরা য়ু ফান আন্দোলন চালিয়ে, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার আওতার মধ্যে ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে আসে।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আর্থনীতিক গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানায়ঃ

উদ্দেশ্য হল, একদিকে, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ সম্পাদন করা, অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলির জন্য অর্থ সঞ্চয় করা এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, এবং অপরপক্ষে, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, শ্রম বীমা প্রবর্তন এবং কাজের ও জীবনের মানোন্নয়ন করা। এভাবে ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে দেশের স্বার্থ একত্রিত হয়ে উৎপাদনের বিকাশে শ্রমিকদের জীবিকার উন্নয়ন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সহিত শ্রমিক আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শের সংযোগ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজ চালানো। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি শ্রমিকদের শিক্ষা দানের সাহায্যে তাদের উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয় যে তাদের আশু আংশিক স্বার্থ দীর্ঘমেয়াদী সার্বিক স্বার্থের অধীন হওয়া উচিত এবং কমিউনিস্ট সমাজের উজ্জ্বল দীপ্তিময় ভবিষ্যতের জন্য তাদের বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করা উচিত।

পার্টিকে সুদৃঢ় করতে ও পার্টি সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে ১৯৫১ সালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত সাংগঠনিক কার্যাবলী বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে স্থির করা হয় যে বছরের শেষার্ধ থেকে সুরু করে, সমস্ত মৌল পার্টি সংগঠনগুলির কাজকর্মের সাধারণভাবে হিসাব নিকাশ করতে হবে। পার্টি সভ্যদের বৃহৎ সংখ্যা, একটি অঞ্চলের মুক্তির পর অপর একটি অঞ্চলের মুক্তির ব্যাপারে বিলম্বের সময়, এবং ক্যাডারদের মধ্যে ক্ষমতার মাত্রাঘটিত বিভিন্নতাকে বিচার করে আশা প্রকাশ করা হয় যে তিন বছর সময়ের মধ্যে পার্টিকে সংহত করার কাজ শেষ করা যাবে। গোড়ায় মূল পার্টি সংগঠনগুলির সভ্যদের কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে এবং এটিকে প্রাথমিক কাজ হিসাবে ধরে প্রত্যেকটি সভ্যকে পুঙখানুপুঙখভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

এই ধরনের পরীক্ষার পর, বিভিন্ন অঞ্চলে পার্টি গঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় এবং পার্টি সভ্যসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে।

পার্টিকে দৃঢ়করণ ও গঠন করার মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি আদর্শগতভাবে, রাজনীতিগতভাবে ও সাংগঠনিক দিক থেকে আরও বিশুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করা হয় এবং পার্টির আরও গুণগত উৎকর্ষ ও সংগ্রামী ক্ষমতা উন্নত হয়, এবং তদ্দ্বারা পার্টি আরও ভালভাবে নেতৃত্ব দিতে ও জাতীয় গঠনমূলক কাজ সংগঠিত করতে সক্ষম হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল জয়

(১৯৫৩—জুন ১৯৫৬)

১। উত্তরণ পর্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা। জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৩-১৯৫৭)। কাও কাঙ ও জাও শু-শীর পার্টি-বিরোধী উপদল পার্টি কতৃক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর, চীনা বিপ্লব বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক স্তর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে চলে যায় অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ পর্বে প্রবেশ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকাল থাকতে বাধ্য। এ ধরনের মধ্যবর্তীকালের অস্তিত্ব বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ সমাজতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হওয়ার সপক্ষে এবং সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী অ-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উপাদানগুলির পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সময়ের দরকার। দেশ অর্থনীতিগত ও সংস্কৃতিগতভাবে যতখানি অনগ্রসর হবে, অন্তর্বর্তীকালও তত দীর্ঘ হবে। সমাজতন্ত্রবাদকে সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত করার জন্য এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে যে বিশাল কৃষি ও হস্তশিল্প গড়ে উঠেছে, সেগুলি এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য চীন প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সৃষ্টি করার পূর্বে তার বেশ কিছু অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের আবশ্যক।

১৯৫২ সালে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অন্তর্বর্তীকালের জন্য একটি সাধারণ নীতি পেশ করে। ১৯৫৪ সালে এই নীতি জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এই নীতিকে অন্তর্বর্তীকালে কার্যকরী করা দেশের মৌলিক কাজ। অন্তর্বর্তীকালে দেশের সাধারণ নীতি ও কর্মপন্থা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় নিয়ে ক্রমশঃ দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং কৃষি, হস্তশিল্প এবং পুঁজিবাদী শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতির সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করা।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা অসম্ভব হত, কারণ চীন ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ অনগ্রসর। অতীতে যে ক্ষুদ্র শিল্প চীনের ছিল তা চীনের জাতীয় অর্থনীতির খুব সামান্যই একটা অংশ। গুরু শিল্পের আনুপাতিক হার আরও কম। এটা সত্য যে পুনর্বাসনের পর চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা আরেক পদক্ষেপ এগিয়ে যায় কিন্তু চীন তবুও দরিদ্র, অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কাজ চালিয়ে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক যাতে চীন শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ হয়ে সমস্ত রকম শিল্পায়নের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে পারে এবং প্রকৃতিগত-ভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে শিল্প-বিকাশের ভিত্তি হচ্ছে গুরু শিল্প এবং গুরু শিল্পের বিকাশই শিল্পোন্নতির সাধারণ হার নির্ধারণ করে। সুতরাং দেশের গুরু শিল্পের বিকাশই

হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের চাবিকাঠি। ষাট কোটি অধ্যুষিত দেশ চীন পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দেশ সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন চালিয়ে যেতে, এবং শিল্প সমৃদ্ধ করে তুলতে, গুরু শিল্প বিকাশকে প্রাধান্য দিতে হবেই।

জাতীয় অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে একটি জটিল সংগঠনবিশেষ এবং এর মধ্যে, গুরু শিল্প ছাড়াও, অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক শাখাপ্রশাখা আছে, যেমন, কৃষি, হালকা শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ ইত্যাদি,—এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়, গঠনমূলক কাজের জন্য অর্থসঞ্চয় করা হয়, অথবা এই ব্যবস্থাকে সমগ্র সমাজের সংগে সংযুক্ত করে পুনর্গঠন বা পুনরুৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। সুতরাং, গুরু শিল্প-বিকাশের উপর প্রধান জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উপরিউক্ত শাখাগুলি এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মেরও, পরিকল্পনা অনুসারে বিকাশ-সাধন প্রয়োজন।

কৃষি ও হস্তশিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রয়োজনানুগ প্রাথমিক করণীয় কাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। কারণ, কৃষি-সংস্কার শেষ হওয়ার পর, ক্ষুদ্র-কৃষকদের ব্যক্তিমালিকানাধীন অর্থনীতি কৃষির ক্ষেত্রে খুব বেশী-রকম স্থান অধিকার করে ছিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং অনগ্রসর হওয়ার দরুন ক্ষুদ্র কৃষকদের মালিকানাধীন অর্থনীতি কৃষি উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ ব্যাহত করছে এবং এই অর্থনীতি কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে ক্ষুদ্র পণ্যোৎপাদন দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এ ছাড়া, ক্ষুদ্র কৃষকদের ব্যক্তি মালিকানাধীন অর্থনীতি অস্থায়ী, কারণ এই অর্থনীতি শ্রেণীবৈষম্যের পথে চালিত হয়।

চীনে কৃষি জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কৃষি শিল্পকে কাঁচামাল ও শস্য যোগায়। কৃষকরা উৎপন্ন পণ্যের বৃহৎ বাজার তৈরী করে। এবং কৃষিজাত দ্রব্য চীন থেকে রপ্তানী করা দ্রব্যের বড় অংশ। এজন্য, কৃষির বিকাশ শিল্পোন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।

রাষ্ট্রের ও জনগণের প্রয়োজন মেটাতে ক্ষুদ্র-কৃষকনির্ভরশীল অর্থনীতি সম্পূর্ণ অক্ষম মার্কসীয় পুনরুৎপাদন তত্ত্ব অনুযায়ী, আধুনিক সমাজব্যবস্থা অগ্রসর হতে পারে না যদি না তার বাৎসরিক ক্রমবর্ধমান সঞ্চয় থাকে আবার তা নির্ভর করে বাৎসরিক ক্রমবর্ধমান পুনরুৎপাদনের উপর। একটি দেশের শিল্প অগ্রসর হয় মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান পুনরুৎপাদনে এবং উৎপাদন প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ক্ষুদ্র মালিকানার জন্য বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি অসম্ভব। এটা বিশেষভাবে জানার কথা যে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প এবং কৃষির মধ্যে সঠিকভাবে আনুপাতিক হার বজায় রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। শিল্প এবং কৃষি উভয়ই সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে, এদুটি অর্থনৈতিক শাখাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে। বিশেষ করে যখন শিল্প এবং কৃষি দুটি পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থাপিত—একদিকে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক শিল্প এবং অপরদিকে ক্ষুদ্র কৃষকনির্ভরশীল অর্থনীতির ভিত্তিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনগ্রসর কৃষি—তখন এই দুয়ের মধ্যে সঠিক মাত্রা ঠিক রাখা বিশেষ প্রয়োজন, তা না হলে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং সমাজতন্ত্র গঠন করার প্রশ্ন তখন অবান্তর।

ক্ষুদ্র কৃষকভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষিকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নিকট দুটি পথ খোলা ছিল—পুঁজিবাদী পথ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ। পুঁজিবাদী পথ কৃষকদের মধ্যে বিপরীত দ্বি-মুখী বিভাজন-প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করত এবং তার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ফাটকাবাজ ও শোষক হিসাবে বুর্জোয়াদের দলে ভিড়ত, আর অপরদিকে বিশাল জন-সমষ্টি শোষিত ও অত্যাচারিতদের দলে আসত। সমাজতান্ত্রিক পথ হচ্ছে নতুন পদ্ধতিতে সমৃদ্ধ এবং সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন সমবায়গুলির মধ্যে প্রতিটি কৃষক-পরিবারকে টেনে এনে ঐক্যবদ্ধ করা, এবং কৃষকসাধারণকে এমন একটি জীবনের পথে পরিচালিত করা যেখানে তারা নিশ্চিতভাবে বস্তুগতভাবে ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারে। যেহেতু চীন ক্ষুদ্র কৃষক-ভিত্তিক অর্থনীতিকে দীর্ঘদিন চলতে দিতে অথবা স্বতস্ফূর্ত-ভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়তে দিতে পারে না, সেহেতু চীনের নিকট একমাত্র পথ হল কৃষির সমাজতান্ত্রিককরণ কার্যকরী করা এবং সমাজতন্ত্রের পথে কৃষিকে পরিচালিত করা।

কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার একটিই মাত্র পথ ছিল—সহযোগিতার পথ অবলম্বনের দ্বারা সে রূপান্তর সম্ভব। প্রথমতঃ, পারস্পরিক সাহায্য দল সংগঠিত করার মধ্যেই সমাজতন্ত্রের অঙ্কুর নিহিত। এগুলি পরে আধা-সমাজতান্ত্রিক সমবায় হিসাবে কাজ করবে এবং পরে পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক যৌথ সমবায়ের রূপ নেবে। এই ধারাবাহিক বিকাশই ক্ষুদ্র কৃষক-ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের একমাত্র পথ।

জাতীয় অর্থনীতিতে হস্তশিল্প অতীতে এক প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল এবং এখনও করছে। হস্তশিল্পীরা বিশাল কৃষক জনসাধারণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তারা সাধারণ উৎপাদনও ভোগ্য দ্রব্য এবং কৃষি উৎপাদনে প্রধান যন্ত্রপাতি সরবরাহ করত। কিন্তু হস্ত শিল্পোৎপাদনকে, উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তি-মালিকানা আশ্রয়ী ব্যক্তিভিত্তিক অর্থনীতি থাকায়, আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের মধ্যে পড়তে হত এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থা আয়তনে খুবই সীমিত ছিল, এবং এই হস্তশিল্পের উৎপাদন অত্যন্ত সংরক্ষণশীলতার সঙ্গে পরিচালিত হত এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর আয়ত্তাধীন ছিল। এইভাবে সীমাবদ্ধ এবং অতি সংরক্ষণশীল পরিচালনা-ব্যবস্থা ও গোষ্ঠী ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদন খুবই কম হত। ব্যক্তিগতভাবে হস্তশিল্পীদের পক্ষে পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদন করার সাধ্য ছিল না অথবা কারিগরী উন্নতি সম্ভবপর ছিল না। স্বভাবতঃই অন্ধভাবে উৎপাদন করা হত, এর ফলে উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি হত, জাতীয় গঠনমূলক পরিকল্পনাও ব্যাহত হত।

ব্যক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতি আশ্রয়ী হস্তশিল্পের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সহযোগিতার মাধ্যমে করতে হবে অর্থাৎ তাদের তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবেঃ প্রথম স্তর, সরবরাহ এবং বিক্রয়কারী দলগঠন করে সহযোগিতা বাড়াতে হবে ; দ্বিতীয় স্তর, সরবরাহ-এবং-বাজার সমবায় গঠন করে কার্যপরিচালনা ; তৃতীয় স্তর, উৎপাদক সমবায় গঠন ; এবং হস্ত শিল্পীদের ব্যক্তি-মালিকানা যৌথ মালিকানায় পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে এই ত্রি-স্তর উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হস্তশিল্প উৎপাদনকে যেতে হবে।

চীনে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্য

সম্পর্কে কর্মপন্থা হল পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যকে ব্যবহার করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং রূপান্তর করা। পুঁজিবাদী শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে কারণ পুঁজিবাদী শিল্প এবং বাণিজ্য উৎপাদন-পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে, দেশের শিল্পায়নের জন্য অর্থ সঞ্চয় করবে, পণ্যের কাট্‌তি সম্প্রসারিত করবে, চাকরির ব্যবস্থা করবে এবং শ্রমিকদের প্রশাসনের জন্য লোকদের শিক্ষিত করে তুলবে। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এই জন্য যে পুঁজিবাদ সর্বদা মুনাফা লোটের ফিকিরে থাকে, এবং তার সহজাত আর্থিক লালসা ফাটকাবাজি ও "পাঁচটি ক্ষতিকারক ব্যবস্থার" দিকে পরিচালিত করে। পরিশেষে, রূপান্তরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব হল যে পুঁজিবাদের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের একটা বিরোধ বর্তমান এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুপরিকল্পিত বিকাশের সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং, ক্রমে ক্রমে সমগ্র জনগণের মালিকানার সাহায্যে পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তন করতে হবে।

পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার রূপান্তর রাষ্ট্র-মালিকানার মাধ্যমেই হবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র মারফৎ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যক্তিগত পুঁজিকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের পথে পরিচালিত করতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীন অর্থনীতিকে এবং এর তত্ত্বাবধান করতে হবে শ্রমিকদের।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ ধনতন্ত্রবাদের এক বিশেষ চেহারা, এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজন মেটানো এবং পুঁজিবাদীদের মুনাফা লোটের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা অনুমোদন না করা। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদে তিনটি রূপ আছে। আদি অবস্থায় রাষ্ট্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সম্পূর্ণ মাল কিনে নিয়ে বাজারে দেবে, দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র তার প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যের জন্য কাঁচা মাল দিয়ে প্রোসেস্‌ করার অর্ডার দিবে; এবং তৃতীয় অবস্থায় রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির যুক্ত মালিকানা ও সহযোগিতায় পণ্যোৎপাদন করা।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির রূপান্তরকে কার্যকরী করতে হয় পুঁজিবাদী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে, তাদের পরিবর্তিত করতে সাহায্য করা। এক দিকে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমে ক্রমে প্রগতিমূলক সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবর্তন করা; অপরদিকে, আদর্শগতভাবে পুঁজিবাদী ও তাদের সহচরদের পরিবর্তন করানো যাতে তারা, যতখানি সম্ভব, দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনে সক্রিয় এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের মধ্যে এক নতুন ধরনের শ্রেণী-সংগ্রাম। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশ এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তি সমাজতন্ত্র গঠন ও শ্রেণীহিসাবে বুর্জোয়াদের বিলুপ্তি সাধনকে দ্রুততর করবে।

জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৩-১৯৫৭) অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত সাধারণ কর্মপন্থা কার্যকরী করার ব্যাপারে একাট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৯৫১ সালের প্রথম দিকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করে এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজ সুরু হয় ১৯৫৩ সালে।

গঠনমূলক কাজের জন্য এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করার ব্যাপারে যদিও অনেক বাধা-বিপত্তি আসে, তথাপি গঠনমূলক কাজে দুবছর অতিবাহিত করার মধ্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ হয়। বহু সংযোজন এবং পরিবর্তনের পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে এই পরিকল্পনার খসড়াটিকে সযত্নে পরীক্ষা করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আবশ্যকমত সংশোধনের পর জাতীয় গণ-কংগ্রেসে বিশেষ বিবেচনা ও দেশের পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০শে জুলাই, ১৯৫৫ সালে প্রথম জাতীয় গণ-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মৌলিক কাজগুলিকে দুটি শিরোনামায় বিভক্ত করা হয়, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং অ-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উপাদানগুলির রূপান্তর। চীনের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের জন্য প্রাথমিক বনিয়াদ গড়ার জন্য দরকার বিদ্যুৎ, কয়লা, তৈল, লোহা এবং ইস্পাত এবং লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতব শিল্প, রসায়ন শিল্প এবং যন্ত্র-উৎপাদন শিল্প, ইত্যাদি। এই পরিকল্পনায় সমগ্র বিনিয়োগের ৪০'৯ শতাংশ অর্থ শিল্পের খাতে বরাদ্দ করা হয় এবং যন্ত্রশিল্প নির্মাণে বিনিয়োজিত মূলধনের ৮৮'৮ শতাংশ মূল যন্ত্রোৎপাদনে খাটান হয়। বস্ত্র-শিল্প ও অন্যান্য হালকা ধরনের শিল্পে, যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্পে এবং কৃষি-সংক্রান্ত মাঝারী এবং ছোট আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে গুরুশিল্পেরও বিকাশ হতে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের এই কর্মপন্থা কার্যে পরিণত করার ফলে, পাঁচ বছরে শিল্পজাত দ্রব্যের বৃদ্ধি বাৎসরিক ১৪'৭ শতাংশে দাঁড়ায় এবং ১৯৫৭ সালে মোট দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এ বিকাশের হার কেবল মাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব এবং পুঁজিবাদী দেশে এটা স্বপ্নেরও অতীত।

কৃষিতে সমবায় আন্দোলনকে উন্নীত করা হয় এবং আধা-সমাজতান্ত্রিক সমবায়গুলিকে ক্ষুদ্র কৃষক-ভিত্তিক অর্থনীতির প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ভিত্তিতে কৃষিতে পদ্ধতিগত সংস্কার সম্পাদিত হয়। এর ফলে প্রতিটি আঞ্চলিক ইউনিটে উৎপাদন বেড়ে যায় এবং আরও কৃষি-উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাপক পরিমাণে পতিত জমি উদ্ধার করা হয়। ইতিমধ্যে কৃষকদের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর দিকেও মনোযোগ দেওয়া হয়। পরিকল্পনা করা হয় যে কৃষি-উৎপন্ন ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের গড় ৪'৩ শতাংশ বৃদ্ধি হবে। পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যে পরিবর্তনের জন্য, সম্ভাব্য প্রয়োজন ও মাত্রা অনুযায়ী, ক্রমে ক্রমে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রযুক্ত উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারণ করা, উৎপাদনকল্পে ব্যক্তি-মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশী মাল সরবরাহের অর্ডার দেওয়া, তাদের জিনিস কেনাবেচার রাষ্ট্রক্ষমতা একান্তভাবে দৃঢ় করা এবং বে-সরকারী মালিকানাধীন বিপণিগুলিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এবং সমবায়গুলির কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, এবং এইভাবে বে-সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিকল্পনা করা হয়েছে যে পাঁচ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশে বে-সরকারী

শিল্প ও বাণিজ্যসমূহকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী করার সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মোট দামের হিসাব করলে, আধুনিক শিল্প-জাত দ্রব্যের মোট দাম ১৯৫২ সালের ২৬.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৭ সালে ৩৬ শতাংশে বেড়ে যায়। শিল্প-জাত মোট পণ্যের দামে বিচার করলে উৎপাদন-উপকরণের দাম ১৯৫২ সালের ৩৯.৭ শতাংশ থেকে ১৯৫৭ সালে ৪৫.৪ শতাংশ বেড়ে যায়। অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, সমবায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এবং ব্যক্তিও রাষ্ট্রের যুক্ত মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম সমগ্র দেশের শিল্প পণ্যের মোট দামের হিসাবে ১৯৫২ সালে ৬১ শতাংশ থেকে ১৯৫৭ সালে ৮৭.৭ শতাংশ বেড়ে যায়। ১৯৫৭ সালে খুচরা ব্যবসায়ের মোট আর্থিক মূল্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সমবায়গুলি এবং ব্যক্তি-রাষ্ট্র উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যে সমস্ত ব্যবসা পরিচালনা করা হয়, তার মোট মূল্যের বিচারে ৭৮.৯ শতাংশ বেড়ে যায়।

অন্তর্বর্তীকালে সাধারণ কর্মপন্থা কার্যকরী করার জন্য চীনা জনগণকে সংগ্রামে পরিচালনা করার ব্যাপারে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ছিল চীনে মহান সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গড়া। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চেয়ে এই সংগ্রাম আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর যেহেতু এর ফলে দেশকে সম্পূর্ণ শোষণ মুক্ত করা যাবে। সুতরাং তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য। সুতরাং পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা শক্তিশালী করা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদতত্ত্বের ভিত্তিতে পার্টি-সংহতি ও ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই অন্তর্বর্তীকালে সাধারণ কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করার মৌলিক গ্যারাণ্টি।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পার্টি সভ্যদের এবং পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের বুর্জোয়া-শ্রেণীভুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা ও অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত তাদের সমর্থকরা, যাদের বিলোপ-সাধন করা হয়েছে কিম্বা হচ্ছে, একযোগে তাদের আয়ত্তাধীন সমস্ত রকম উপায় অবলম্বন করে চীনা বিপ্লবের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাবার চেষ্টা করবে।

অন্তর্ঘাতমূলক কাজে পটু এসব ব্যক্তিরা ভালভাবেই জানে চীনা জনগণকে তাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে সরিয়ে এনে লক্ষ্যের ক্ষতিসাধন করার একমাত্র রাস্তা হল পার্টির অন্তর্ভুক্ত দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্রদের ব্যবহার করে পার্টিকে আক্রমণ করা। পার্টির মধ্যে দলাদলি এবং পার্টির নৈতিক অধঃপতনের উপর এরা সবচেয়ে বেশী আশা রেখেছিল।

পার্টির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন সমস্ত পার্টি-সভ্য বিপ্লবের প্রতি দায়িত্ববোধকে তীব্র করে তোলে এবং তারা যেন শত্রুর চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং পার্টির অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক জীবনে উচ্চ প্রতিষ্ঠাকামীদের সম্ভাব্য আবির্ভাবের বিরুদ্ধে সদা-সতর্কদৃষ্টি রাখেন। পার্টির সংহতি সুদৃঢ় করতে এবং পার্টিকে ধ্বংস করতে অভিলাষী ও পার্টিতে বিভেদকামী শত্রুদের ষড়যন্ত্র বিনষ্ট করতে, পার্টির অভ্যন্তরে আদর্শগত ভ্রান্ত ধারণা বা ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রয়োজন হয় (পার্টির মধ্যে

বিভিন্ন ধরনের আদর্শগত ভ্রান্তি বিদ্যমান ছিল, যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারনীতি, মতান্ধতা, বিভাগীয় মনোভাব, আঞ্চলিকতাবাদ), কারণ এসব ভ্রান্তধারণা পোষণকারী পার্টি-সভ্যদের শত্রুর স্বপক্ষে টেনে আনা বা তাদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল। চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পার্টির মধ্যে পার্টি-বিরোধীদেরও শেষবারের মত সতর্ক করে দেওয়া হয়: যারা-স্বেচ্ছাকৃতভাবে পার্টি-সংহতিনাশ করবে, যারা স্থির-নিশ্চিতভাবে পার্টি-বিরোধিতা করবে, এবং যারা নিজেদের ভ্রান্তমত আঁকড়ে থাকবে, অথবা এমন কি যারা সঙ্কীর্ণতামূলক এবং বিভেদকামী কার্যকলাপ চালাবার হীন-মন্যতা স্বীকার করবে, অথবা যারা পার্টি-স্বার্থবিরোধী অন্যান্য কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে, তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হবে।

কাও কাঙ এবং জাও শু-শী নামক দুই ব্যক্তির পার্টি-বিরোধী চক্রান্ত চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ঠিক পূর্বে ও পরে প্রকাশিত করে দেওয়া হয় এবং ইহা পার্টির অভ্যন্তরে ভয়ানক শ্রেণী-সংগ্রামেরই প্রতিফলন স্বরূপ।

এই পার্টি-বিরোধী উপদলের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে কোন কার্যসূচীর প্রস্তাব না করে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। চক্রান্তকারীরা অবগত ছিল, সমস্ত পার্টি-সভ্য, দেশের সমগ্র জনগণের নিকট কমরেড মাও সে-তুঙয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। যদি তারা কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বকে সরাসরি বিরোধিতা করে, তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র সমস্ত পার্টি-সভ্যদের নিকট, এবং সমগ্র জাতির নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাদের অবমাননাকর পরাজয় ঘটবে।

সুতরাং তারা সরকারীভাবে পার্টির ক্ষতি করতে ও বিভক্ত করতে সাহসী হয় না। পরিবর্তে, তারা দুমুখো আচরণের আশ্রয় নিল, বাহ্যিকভাবে পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তারা চোরাপথে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা হাসিল করার চেষ্টা করে। তারা পার্টির মধ্যে দলাদলি চালাতে থাকে, গুজব ছড়াবার কার্যে লিপ্ত হয় এবং মিথ্যা অভিযোগ করতে থাকে ও জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার, শত্রুতা সৃষ্টি করার, ঘুষ দিয়ে সভ্যদের দলে টানার চেষ্টা করে এবং সুযোগ পেলেই পার্টির মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াতে থাকে। তারা পার্টির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের বিরোধিতা করে এবং নিজেদের নেতৃত্বাধীন অঞ্চল বা বিভাগকে "স্বাধীন রাজ্য" হিসাবে বিবেচনা করে। এ সবই হচ্ছে পার্টি এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অবৈধভাবে অধিকার করার প্রচেষ্টা। জমিদার ও বুর্জোয়া অবলম্বিত ষড়যন্ত্রের পথে গিয়ে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ নীতি-বিহীন চক্রান্তকারী বলে প্রমাণ করে এবং পার্টির অভ্যন্তরে সে সময় বিশেষ ধরনের শ্রেণীসংগ্রামের ফলেই এই ষড়যন্ত্রকারীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। এ ধরনের পার্টি-বিরোধী কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের বাসনার পরিপূরক ছিল। পার্টি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চক্রান্তকারীদের করায়ত্ত হলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের পুনরুদ্ধারের রাস্তা পরিষ্কার হত এবং কার্যত ষড়যন্ত্রকারীরা পার্টির ভিতরে থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের দালালী করে।

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন থেকে সুরু করে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে পার্টির সম্মেলনের অনুষ্ঠান পর্যন্ত, সমগ্র পার্টি কমরেড মাও সে-তুঙ পরিচালিত কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে কাও কাঙ

এবং জাও শ্ব-শী প্রমুখ ব্যক্তিদের পার্টি-বিরোধী উপদলীয় ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে ও সেই চক্রান্ত বিধ্বস্ত করে।

২। চীনের শান্তি নীতি। তাইওয়ান মুক্তি কল্পে চীনা জনগণের সংগ্রাম। প্রথম জাতীয় গণ-কংগ্রেস। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা থেকেই চীন, বিশ্ব-শান্তি রক্ষা ও আগ্রাসনী যুদ্ধ ব্যাহত করার সাধারণ প্রচেষ্টায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জনগণতন্ত্রী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চীন শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার শক্তিবৃদ্ধি করে এবং কয়েকটি পশ্চিমী দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে। চীন জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে এবং ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক গঠন করতে অভিলাষী হয়।

কোরিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা জনগণ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং কোরিয়াকে সাহায্যদানের সপক্ষে আন্দোলন সুরু করে, এবং চীনা গণস্বেচ্ছাসেবী ও কোরিয়ার গণবাহিনীর সংগ্রাম মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্রকে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ-বিরতি মানতে বাধ্য করে। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ জেনেভা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ইন্দোচীনে শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে, চীনের প্রধান মন্ত্রী ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথকভাবে আলাপ-আলোচনা চালান এবং সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, কোন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, অনাক্রমণ, সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্যদান, এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতিকে চীন-ভারত, এবং চীন-ব্রহ্মের পথ-নির্দেশক মৌলিক নীতি হিসাবে অনুমোদন করা হয়। এই পঞ্চশীল নীতি সমগ্র বিশ্বের সমর্থন লাভ করে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ও আগ্রাসনী নীতি অনুসরণ করে এবং আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামরিক ও রাজনৈতিক ব্লক গঠন করে। ইয়োরোপে, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণাত্মক নাটো (NATO) সংস্থা গঠন করে এবং প্যারীতে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং এই চুক্তি জার্মান সমরবাদ পুনরুজ্জীবনের রাস্তা তৈরী করে এবং পশ্চিমী দেশগুলির আগ্রাসনী সামরিক ব্লকে পশ্চিম জার্মানীকে টেনে আনে।

এশিয়া ভূ-খণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ম্যানিলায় আটটি দেশের এক সম্মেলন আহ্বান করে, সেই সম্মেলনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যৌথ আত্ম-রক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়। বস্তুতঃ ঔপনিবেশিক দেশগুলির মধ্যে এই সামরিক মৈত্রীর লক্ষ্য গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে বৈরীভাব ছড়ানো, এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি। সামরিক মৈত্রীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার জনগণের উপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে এবং তাদের মুক্তি-আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হয়।

মার্কিন আক্রমণকারীরা তিনটি ঘাঁটি থেকে চীনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াসী হয়—তাইওয়ান, কোরিয়া ও ইন্দোচীন। কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হওয়ার পর, মার্কিন আক্রমণকারীরা তাদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি তীব্র করে এবং তাইওয়ানে সুরক্ষিত চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের মাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়। ১৯৫৪ সালের ২রা ডিসেম্বর তারা চিয়াঙ কাই-শেক চক্রের সঙ্গে "পারস্পরিক আত্ম-রক্ষা চুক্তি" স্বাক্ষর করে এবং এমন কি তারা জাপানে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলদের চিয়াঙ চক্রের সঙ্গে "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আত্ম-রক্ষামূলক সংস্থা"তে তাদের টেনে এনে চীনে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একত্র করে।

তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ কোন মতেই সহ্য করা হবে না। তাইওয়ান মুক্তকরণ চীনের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত ব্যাপার তা চীনের আভ্যন্তরীণ বিষয়; মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপ কোনমতেই সহ্য করা যায় না। চীনা জনগণ তাইওয়ান মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। তাইওয়ানের মুক্তি না ঘটলে চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ন হবে, তার শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজের সপক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হবে না এবং সুদূর প্রাচ্যে অথবা বিশ্বে শান্তির সপক্ষে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। অন্যদেশের সার্বভৌম অধিকার লঙ্ঘন করা, তাদের রাজ্য অধিকার করা এবং তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অর্থ বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন করা, অপরদিকে তাইওয়ান মুক্তিকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের ন্যায্য সংগ্রাম হচ্ছে বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করার সংগ্রাম। ১৯৫৪ সালের ১১ই আগস্ট চীনের কেন্দ্রীয় গণ সরকার সমগ্র জাতিকে তাইওয়ান মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল এবং চীনের সমস্ত গণসংগঠন ২২শে আগস্ট সমস্ত বিশ্বের নিকট ঘোষণা করে একটি যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশ করে যে তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং চীনের জনগণ তাইওয়ান মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। ৬০ কোটি চীনা জনগণের এই দৃঢ় সঙ্কল্প এর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

তাইওয়ানের মুক্তিসংগ্রাম প্রস্তুতির জন্য এবং শান্তি রক্ষার্থে চীনের গণমুক্তি ফৌজ ১৯৫৪ সালের নভেম্বর থেকে সুরু করে চিয়াঙ কাই-শেক বাহিনীর অবস্থান তাচেন, কুয়েময় এবং ঈকিয়াঙসান দ্বীপগুলির উপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। ১৯৫৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী ঈকিয়াঙশান দ্বীপ মুক্ত হয় এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাচেন মুক্ত হয়। এই জয়লাভ তাইওয়ান মুক্তির সপক্ষে খুবই তাৎপর্যবহ।

চীনা জনগণ সর্বদাই শান্তির কথা বলেছে এবং শান্তি অর্জনের সপক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। চীন সরকার বারবার উল্লেখ করেছেন যে তাইওয়ানকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মুক্ত করা সম্ভব। চীন সরকার তাইওয়ানে কুয়োমিংটাংয়ের দায়িত্বশীল সামরিক ব্যক্তিদের ও প্রশাসকদের স্বদেশভক্তির নিকট আবেদন করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাইওয়ানের মুক্তি ঘটানোর ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে একটা বিষয় সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে তাইওয়ান মুক্ত করা চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তা যে উপায়েই হোক না কেন। তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে না।

চীনের অর্থনৈতিক গঠনমূলক কাজের বিস্তৃতি এবং চীনের জনগণের জীবিকার মানের উন্নতি জনগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সংহতি ও ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে পৃথক করা যায় না।

মুক্তির কয়েক বছরের মধ্যে, যখন বিভিন্ন স্তরে গণকংগ্রেস আহ্বান করার অবস্থা পেকে ওঠেনি, চীন সরকার ধাপে ধাপে, স্থানীয় গণকংগ্রেস হিসাবে কাজ করতে এবং বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় গণসরকার নির্বাচন করতে, বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় গণপ্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করার অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। মৌলিক স্তরে[১] নির্বাচন হওয়ার পর, বিভিন্ন স্তরে গণকংগ্রেস আহূত হয়, সেখানে কংগ্রেসে কাউণ্টি স্তরে এবং কাউণ্টির উচ্চস্তরে ডেপুটি নির্বাচিত হয়। এই ভিত্তিতে জাতীয় গণকংগ্রেসের ডেপুটি নির্বাচিত হয়।

১৯৫৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম জাতীয় গণকংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গঠন করার আইনগত আকার দেওয়া হয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে সেকথা লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্তবর্তী কালীন সময়ে চীনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি হবে, সংবিধান তার পরিষ্কার সংজ্ঞা দিয়েছে, এবং এভাবে সংবিধানে দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজের সম্পূর্ণ সাফল্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে। চীনে যাতে সমাজতন্ত্র রূপায়িত হয়, সংবিধানকে সেদিকে চালিত করা হয়েছে। অন্যকথায় বলতে গেলে, এই সংবিধান চীনে সমাজতন্ত্র রচনার সংবিধান, এই সংবিধানে চীনা জনগণের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আইনগত রূপ দেওয়া হয়েছে।

(১) সংবিধানে সমগ্র দেশকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের সর্বৈব পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা আছে। সংবিধানের ৪নং ধারায় (Article 4) বলা হয়েছে ঃ

> গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সামাজিক শক্তিগুলি নির্ভর করে এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দ্বারা, শোষণ-ব্যবস্থার ক্রমে ক্রমে বিলোপসাধন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন সুনিশ্চিত করছে।

এই ধারায় বর্ণিত কর্মপন্থাকে কার্যে রূপ দিতে গিয়ে, প্রথম অধ্যায়ে অন্যান্য ধারায় বহু শর্ত, আইন ও অনুবিধির উল্লেখ আছে, এবং সেগুলি সংবিধানের প্রধান অংশ।

কৃষি, হস্ত-শিল্প এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে অন্তর্বর্তীকালীন সঠিক কি আকার বা রূপ পরিগ্রহ করবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিভাবে সমাজতন্ত্র হাসিল হবে ইত্যাদি ঘিরে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

প্রথমতঃ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার অর্থ হচ্ছে সমস্ত রকমের অ-সমাজতান্ত্রিক মালিকানার বদলে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা আনতে হবে, এবং শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক মালিকানাই দেশের মালিকানা হবে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জনগণের মালিকানাধীন এবং সমাজতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় অংশভূত অর্থনীতি মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানার মাত্রা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক অথবা আধা-সমাজ-তান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন অর্থনীতির সমবায় অংশ ছাড়াও, দেশে সমস্ত রকমের বে-সরকারী মালিকানার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদী মালিকানার অস্তিত্ব রয়েছে। সাংবিধানিক শর্ত হচ্ছে যে রাষ্ট্র জমিতে এবং উৎপাদনের উপকরণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পত্তিতে মেহনতি জনগণের ব্যক্তিগত অধিকার আইন-মোতাবেক রক্ষার ভার নেবে। একই সময়ে, রাষ্ট্র তাদের ধাপে ধাপে স্বেচ্ছামূলকভাবে সমবায়ের

মধ্যে সংগঠিত হতে উৎসাহ দেবে এবং যৌথ মালিকানা সম্পূর্ণ করার জন্য আংশিক যৌথ মালিকানার মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হবে। রাষ্ট্র আইন মোতাবেক পুঁজিবাদীদের উৎপাদন উপকরণের উপর মালিকানা স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবে। একই সময়ে, রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী বিভিন্ন অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হতে এবং শেষপর্যন্ত জনগণের মালিকানাধীন সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

কৃষি ও হস্তশিল্পের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য, অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান চেহারা হবে মেহনতি জনগণের আংশিক যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে সমবায় সংগঠন, যেমন সমস্ত জমি একত্র করে ঐক্যবদ্ধ পরিচালনা-ব্যবস্থা বিশিষ্ট উৎপাদকমণ্ডলীর সমবায় গঠন। পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের অন্তবর্তীকালীন রূপ হবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ। সংবিধানে সন্নিবিষ্ট অন্তবর্তীকালীন রূপ দেশের সমাজ-তান্ত্রিক পরিবর্তনের উপর গভীর রেখাপাত করবে।

দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের জাতীয় অর্থনীতি সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা হবে। সংবিধানের সাধারণ নীতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে "গণপ্রজাতন্ত্রী চীন শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত এবং শ্রমিক কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে গঠিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।" এর দ্বারা দেশের সামাজিক মৌলিক সম্পর্ক ও শ্রেণী-সম্পর্কের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীনের সমাজ-তন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের সপক্ষে সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পরি-চালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চীনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি দৈনন্দিন বাড়ছে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদকে তার প্রধান আসন থেকে স্থানচ্যুত করছে। তাছাড়া, শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়া-দের মৈত্রী বর্তমান। ধাপে ধাপে দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন রূপায়িত করার ব্যাপারে এ ধরনের রাষ্ট্র-যন্ত্র ও সামাজিক শক্তির উপর নির্ভর করা যায়। পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রণ ও বিলোপসাধনের ব্যাপারে অবশ্যই শ্রেণী-সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে উঠবে, কিন্তু সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতির নেতৃত্ব, এবং শ্রমজীবী সাধারণ কর্তৃক তত্ত্বাবধান শান্তি-পূর্ণ সংগ্রামের লক্ষ্যকে সম্ভব করে তুলবে।

(২) সংবিধানের শর্তে বলা আছে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা জনকংগ্রেস শাসিত ব্যবস্থা। সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "গণপ্রজাতন্ত্রী চীন জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র", "রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত।" যেহেতু শাসন-ক্ষমতা জনগণের হস্তে ন্যস্ত রাষ্ট্র সংগঠন গঠন করতে এবং এই ক্ষমতা পরিচালনা করতে প্রয়োজন সঠিক সাংগঠনিক রূপ ঠিক করা। জনকংগ্রেস হচ্ছে রাষ্ট্র সংগঠনের মৌলিক রূপ।

জাতীয় জনকংগ্রেস রাষ্ট্র-ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংগঠন। রাষ্ট্রের সমস্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি জনকংগ্রেসেরই সৃষ্ট, জনকংগ্রেসই সেগুলির তত্ত্বাবধান করে, এবং প্রয়োজনে সরিয়ে দিতে পারে। জাতীয় জনকংগ্রেস অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঠিক করে, রাষ্ট্রীয় বাজেট এবং রাজস্ব সম্পর্কিত রিপোর্ট পরীক্ষার পর অনুমোদন করে, সাধারণভাবে সমস্ত অপরাধীদের ক্ষমাপ্রদর্শন, যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়। জাতীয় জনকংগ্রেস, রাষ্ট্রের আইনগত ক্ষমতা ও শাসন ক্ষমতা, এই দুই ক্ষমতার ঐক্য সাধন করে এবং সর্বোচ্চ পরিমাণে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে।

জনকংগ্রেস কর্তৃক ক্ষমতা ব্যবহার করার অনুমোদন সরাসরি জনগণের নিকট থেকে আসছে কারণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হচ্ছে। এই কংগ্রেস জনগণের ইচ্ছাকে রূপ দিচ্ছে এবং জনগণের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্থানীয় সরকারগুলির অধীনতা, উচ্চতর স্তরের সরকারের নিকট নিম্নতর পর্যায়ের সরকারগুলির অধীনতামূলক নীতি হচ্ছে সমগ্রদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের গ্যারান্টি। কেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের নীতি অনুসারে, সমস্ত আইন ও অনুশাসন জাতীয় জনকংগ্রেস কর্তৃক বিধিবদ্ধ হচ্ছে এবং জাতীয় গঠনমূলক কাজের জন্য জাতীয় জনকংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা সমস্ত রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির পক্ষে অবশ্যই পালনীয়।

স্থানীয় জনকংগ্রেস এবং বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় জনপরিষদ এবং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের স্বয়ংশাসিত সরকারী সংগঠনগুলির কাজ ও ক্ষমতা প্রসঙ্গে সাংবিধানিক বিধান দেওয়া আছে। সমস্ত জাতি ও দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয় কাজ ও পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি যাতে তাদের উদ্যোগ বিকাশের সুযোগ পায় তার নিশ্চিত ব্যবস্থা সংবিধানে আছে।

যাতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি জনগণের ইচ্ছাকে রূপ দিতে পারে, যাতে সরকারী কর্মচারীরা বিশ্বস্তভাবে জনগণের সেবা করতে পারে এবং যাতে আমলাসুলভ মনোবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে জনকল্যাণে অবহেলা বা সর্দারী না করতে পারে, সে সম্বন্ধে, সাধারণ নীতি প্রসঙ্গে বর্ণিত সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে, তার পূর্ণ গ্যারান্টি আছে।

সাংবিধানিক ব্যবস্থাসম্মত শর্তগুলিই প্রমাণ যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গতর হয়েছে, জনগণের গণতান্ত্রিক জীবনের অপেক্ষাকৃত বিকাশ ঘটেছে। সংবিধানের শর্তাবলী সুনিশ্চিত করছে যে সমাজতন্ত্র গঠনের মহান কাজে দেশ সামাজিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সমাবেশ করতে পারে, জনগণের এবং স্থানীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির সৃজনী শক্তি ও উদ্যমকে কাজে লাগাতে পারে, এবং এই ভিত্তিতে অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানের বহু অনুচ্ছেদে বহু অনুবিধির উল্লেখ আছে। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাধান্য দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রশাসনের কাজে অংশগ্রহণ করা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত থাকাকালীন জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সংবিধানে নিম্নলিখিত বিধান আছে। তারা বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা, সমিতি, সংগঠন ও শোভাযাত্রা করার স্বাধীনতা ভোগ করে। আইনগত বিধি লঙ্ঘন অথবা কর্তব্যে অবহেলার জন্য কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করার অধিকার তাদের আছে। জনগণের ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার

সংবিধানে স্বীকৃত। তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং তাদের আবাস সম্পর্কিত স্বাধীনতা অলঙ্ঘনীয়। উৎপাদন সম্পর্কিত শ্রমের কাজে এবং সংস্কৃতিমূলক কার্য-কলাপে তাদের অংশ গ্রহণের অধিকারের কথা সংবিধানে নির্দিষ্ট আছে। তাদের কাজ করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার অধিকার সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। শ্রমজীবী সাধারণের বিশ্রাম ও অবসর ভোগ করার অধিকার আছে এবং বৃদ্ধ বয়সে এবং পীড়া বা অক্ষমতা জনিত অবস্থায় তারা বাস্তব সাহায্য পাওয়ার অধিকারী। সমস্ত নাগরিক-গণ ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করে।

অপরপক্ষে, প্রত্যেক নাগরিকের নিকট এটা প্রত্যাশা করা হয় যে তারা স্বেচ্ছায় তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবে। এ সব কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে সংবিধান মেনে চলা, শ্রম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকা, সরকারী হুকুম মানা, সামাজিক নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সরকারী সম্পত্তির মর্যাদা দেওয়া ও তাকে রক্ষা করা, এবং আইনানুসারে, কর দেওয়া, সামরিক কাজে যোগ দেওয়া এবং মাতৃ-ভূমি রক্ষা করা।

নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য এক এবং অবিভক্ত। অধিকার ছাড়া কর্তব্য, এবং কর্তব্য ছাড়া অধিকার অচিন্ত্যনীয়। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ভোগ করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকের নিকট বিবেক অনুযায়ী কর্তব্যপালনও বাধ্যতামূলক।

(৩) সংবিধানে উল্লেখ আছে যে সমস্ত জাতিগুলি মিত্রতা এবং সাম্যের ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাহায্য করবে। মাতৃ-ভূমির জাতীয় গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার এবং তাদের নিজের নিজের রাজনৈতিক, আর্থিক, এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকার রক্ষা করা হবে।

সাধারণ নীতি সম্পর্কে উল্লেখিত তৃতীয় অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী সমস্ত জাতিগুলি সমান। কোন জাতির প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ বা তার বিরুদ্ধাচরণ এবং সমস্ত জাতির ঐক্য বিনষ্টকারী কার্যকলাপ আইনবিরুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ।

গণ প্রজাতন্ত্রী চীন গঠিত হওয়ার পর, দেশের সমস্ত জাতিগুলি স্বাধীন এবং সমকক্ষ হিসেবে এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহ-যোগিতার নতুন সম্পর্ক গঠিত হয়। এই ক্ষেত্রে সাফল্য সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে, সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে ঃ

> চীনের জাতিগুলির ঐক্য আরও শক্তিশালী থাকবে যেহেতু নিজেদের মধ্যে ক্রম-বর্ধমান বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে, জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত জনগণের সরকারীভাবে ঘোষিত শত্রুর বিরুদ্ধে এবং, কর্তৃত্বপূর্ণ জাত্যাভিমান ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদ, উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে গঠিত · সংবিধানে সাম্যের ভিত্তিতে জাতিগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব পারস্পরিক সাহায্য এবং সহযোগিতার গ্যারাণ্টি দিয়েছে।

সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম ভাগে সংখ্যালঘু জাতিদের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, অর্থাৎ স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল গঠন এবং স্বায়ত্ত-শাসন-মূলক সরকারী যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা সংবিধান-স্বীকৃত এবং এর ফলে স্বায়ত্ত-শাসিত-

অঞ্চলের মানুষরা সংবিধানগত ও আইনসম্মত সীমার মধ্যে থেকে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং, তাদের গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহায্যে, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে পারবে।

সংবিধানের অনুবন্ধে বলা আছে যে দেশের অভ্যন্তরস্থ জাতিসমূহের সুদৃঢ় ঐক্য অবস্থান্তর ঘটাকালীন সময়ে দেশের মৌলিক কাজ কার্যকরী করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতির মৈত্রীবন্ধন, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে আরও শক্তিশালী করবে ও সমাজতন্ত্রের কাজ ত্বরান্বিত করবে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কাঠামো কিন্তু একবার সমাজের সার্বিক বহিরঙ্গ নির্মাণ হয়ে গেলে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার দরুন আরও বিকাশ ঘটে। একটি দেশের সংবিধান হচ্ছে সেই দেশের (Superstructure) একটি মূল্যবান রূপ—সার্বিক সমাজের বহিরঙ্গ, যে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সক্রিয়ভাবে রক্ষা করে ও বিকাশ ঘটায়। সেই কারণেই গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য, মানুষের সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামের একটি কার্যকরী হাতিয়ার।

জাতীয় গণকংগ্রেসে কমরেড মাও সে-তুঙকে, চীনের জনগণের মহান নেতা, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় এবং কমরেড লিউ শাও-চি, কমরেড চৌ এন-লাই, কমরেড চু তে, কমরেড চেন ইউন এবং বিভিন্ন জাতি, গণতান্ত্রিক শ্রেণী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির নেতৃত্ব স্থানীয় সভ্যদের নির্বাচিত করা হয় অথবা সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়।

৩। দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভ্যুত্থান

১৯৫৫ সালের শীতকালে এবং ১৯৫৬ সালের প্রথমার্ধে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্থান লক্ষ্য করা যায় যাহা গ্রামাঞ্চলে প্রথম সুরু হয়।

অতি দ্রুতগতিতে দেশের শিল্প বিকাশের ফলে কৃষির ক্ষেত্রেও যথাযথ বিকাশ প্রয়োজন হয়। কারণ কৃষির সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন কার্যে পরিণত করা যায় না। যদি ৫০ কোটির ঊর্ধ্বে যে অগণিত কৃষক আছে, তাদের সমাজতান্ত্রিক গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সংযুক্ত করা না হয় তবে ফসল ও শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন পিছিয়ে পড়বে এবং দেশের শিল্পায়ন ব্যাহত হবে।

কৃষি-সহযোগিতার জোয়ার আসার পূর্বেই অধিকাংশ কৃষক সমাজতান্ত্রিক পথে চলার উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রথমতঃ, কৃষি-সংস্কারের পর কৃষক সাধারণের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নত হলেও, কর্ষণ যোগ্য জমির অপ্রতুলতা, ঘনঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও কৃষি পদ্ধতির অনাগ্রসরতা হেতু তখনও বহু কৃষক দরিদ্র রয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই অধিকাংশ কৃষক সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার পরিচালনাধীন দেশের জাতীয় অর্থনীতি দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে। সে ব্যাপারটিও কৃষি-সহযোগিতার

ক্ষেত্রে উৎসাহদান করেছে। তৃতীয়তঃ, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আন্দোলন বেশ কিছু বছর ধরে চলছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহু সমবায় প্রতিষ্ঠান তাদের প্রাধান্য দেখিয়েছিল এবং বৃহৎ সংখ্যক কৃষকের প্রশংসা লাভ করেছিল। দেশব্যাপী পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আন্দোলন সমবায় বিকাশের সাংগঠনিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কৃষকরা সমবায় সংগঠিত করার ব্যাপারে খুবই উদ্দীপনা দেখাল, কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলল। এই সব বাস্তব অবস্থা কৃষি-সমবায়ের উত্থানকে সম্ভব করে তুলল।

যাই হোক, কৃষি-সহযোগিতা প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী সংরক্ষণশীল ভাবধারা দেখা যায় এবং এই দক্ষিণপন্থী সংরক্ষণশীল ভাবধারার বাহকদের কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণে উদ্যোগী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ এবং গ্রামাঞ্চলে পার্টি-নেতৃত্বের শক্তির উপর আস্থা ছিল না। দক্ষিণপন্থী সভ্যদের সংরক্ষণশীল ভাবধারা এত প্রবল ছিল যে জাতির কৃষির ক্ষেত্রে সহযোগিতা সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সংগে সংগতি রক্ষা করে চলবে, পার্টির এই দাবীকে আমল না দিয়ে তারা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মপন্থার প্রতি অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তারা পরিবর্তে দাবী করে যে শিল্প-বিকাশের হার অপেক্ষা কৃষি-সমবায় বিকাশের হার ধীরে হবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সংক্ষণশীল ভাবধারার ধারক ও বাহকরা "চাপ দিয়ে ছোট করার নীতি" ("Compression") গ্রহণ করে এবং বহুসংখ্যক কৃষি-উৎপাদক সমবায় সংগঠন ভেঙ্গে দেয়।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক, পৌরাঞ্চল এবং স্বয়ংশাসিত আঞ্চলিক কমিটিগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে প্রদত্ত রিপোর্টে, "কৃষি-সহযোগিতার প্রশ্ন" সম্পর্কিত বিষয়ে, কমরেড মাও সে-তুঙ এই দক্ষিণপন্থী ভ্রান্ত ভাবধারা ও কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করেন এবং কৃষি-সমবায় আন্দোলনের বিকাশের সপক্ষে সঠিক কর্মপন্থা ও উপায় নির্ধারণ করেন। এই কর্মপন্থা ও পদ্ধতি অক্টোবর মাসে আহূত সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয় এবং পার্টির সিদ্ধান্ত হিসাবে লিখিত হয়।

কৃষিক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন প্রসারের অনুকূল কর্মপন্থা সম্বন্ধে বলা হয় যে উপলব্ধিযোগ্য পরিকল্পনা এবং অধিকতর সক্রিয় নেতৃত্ব থাকার প্রয়োজন আছে। এই সম্ভাব্য পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশকে তিনটি আলাদা অঞ্চলে ভাগ করে। প্রথম অঞ্চল, যেখানে পারস্পরিক সাহায্য এবং সমবায় আন্দোলন অপেক্ষাকৃতভাবে এগিয়ে আছে; দ্বিতীয় অঞ্চল, যেখানে এই আন্দোলন বাড়তে সুরু করেছে; এবং তৃতীয় অঞ্চল, যেখানে এই আন্দোলন দুর্বল। অঞ্চল-গুলির অভ্যন্তরস্থ পার্থক্যগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং সমবায় আন্দোলনের বিকাশের গতি উল্লেখিত আঞ্চলিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সমন্বয় রেখে করতে হবে। পরিকল্পনার কাজ কার্যে পরিণত করার জন্য, ছোট শহর বা গ্রামের উপযোগী পরি-কল্পনার উপর সবিশেষ যত্ন দিতে হবে। কারণ এইগুলিই পরিকল্পনার ভিত্তি।

নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত স্তরের স্থানীয় পার্টি কমিটিগুলিকে কৃষি সমবায় আন্দোলন পরিচালনাকল্পে সর্বপ্রকার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত

করতে নির্দেশ দেয়। গ্রামীণ সমস্যাবলীর গুরুত্ব তাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে ও নিষ্ঠা সহকারে গ্রামীণ কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশল উন্নত করতে হয়েছিল।

কৃষি-সমবায়ের বিকাশ ঘটানোর জন্য পদ্ধতি সম্পর্কিত ব্যাপারে দরিদ্র কৃষক এবং নতুন মধ্যবিত্ত চাষীদের নিম্ন পর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করতে হবে এবং এদের মধ্যে পুরানো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাষীদের[২] নিম্নস্তরের কর্মীরাও থাকবে। নিম্নোক্ত উপায়ে কৃষক জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। প্রথমতঃ ভালভাবে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করা; তারপর তাদের রাজনৈতিক সচেতনার স্তর অনুযায়ী ছোট ছোট দলে ভাগ করা, যারা সমবায় সংস্থা গঠন করবে অথবা যাদের বর্তমান সমবায় সংস্থার মধ্যে গ্রহণ করা হবে। যারা সে সময় সমবায় সংস্থার মধ্যে যোগদান করতে অনিচ্ছুক থাকবে, তাদের সমবায়ের বাইরে থাকার অনুমোদন দেওয়া হবে।

যখন সমবায় সংস্থা সংগঠিত হল তখন কেবলমাত্র যারা প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছায় সমবায় সংস্থায় যোগদান করতে চাইল, তাদের ছাড়া সম্পন্ন মধ্যবিত্ত চাষীদের স্বল্প সময়ের জন্য সমবায় আন্দোলনের মধ্যে নেওয়া হল না। তাদের উপর কোন জোরদবরদস্তি করা হল না। মধ্যবিত্ত কৃষকরা সমবায় আন্দোলনের মধ্যে থাকুক বা না থাকুক, তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা হল এবং তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হল না।

সমবায় সংস্থা সংগঠনের পূর্বে, জনসাধারণের মধ্যে এবং সংগঠন ও ক্যাডারদের ব্যাপারে আদর্শগত ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস চালাতে হল। সমবায় সংস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে, কাজ কতখানি এগোল তারও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা কার্যকরী করা হল। বছরে একবার নয়, দুবার, বা তিনবার সম্পন্ন কাজের পরীক্ষা করা হয় যাতে সমবায় সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। সমবায় সংস্থা সংগঠনকালে অথবা সমবায় সম্পর্কিত কাজের হিসাব মিলিয়ে নেওয়ার সময়, সভ্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (জমি, লাঙল টানা বা ভারবাহী জন্তু, একং কৃষি-যন্ত্রপাতি) সম্পর্কে এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যাতে সমবায় আন্দোলন প্রসার লাভ করে ও সুদৃঢ় হয়।

কৃষি-উৎপাদক সমবায়গুলিকে, কৃষির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য, উৎপাদন পরিকল্পনা, শ্রম-সংগঠন, আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিচালনা ও আদর্শগত কাজ সম্পর্কে ধারাবাহিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। যখনই বৃহৎ পরিমাণে কোন জেলা-ভিত্তিক সহযোগিতা পাওয়া গেল এবং ইতিমধ্যে সমবায় সংস্থা সুদৃঢ় হল, তখনই যারা শোষণ পরিত্যাগ করেছে এবং সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা আহরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, সেসব প্রাক্তন জমিদার ও ধনী কৃষকদের সমবায় সংগঠনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটা করা হল তাদের নিয়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করে এবং সেটাও করা হয় বিভিন্ন সময়ে ও নির্দিষ্ট অবস্থায়।

দক্ষিণপন্থী ভ্রান্ত ধারণা সংশোধিত হওয়ায়, পার্টির সঠিক নীতি ও পদ্ধতি সর্বজন-গ্রাহ্য হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে কৃষি-সমবায় আন্দোলনে জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ৯১'৭ শতাংশ চৈনিক কৃষক পরিবার সমবায় সংগঠনে যোগ-দান করে। সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতির ফলে গরীব কৃষকরাই শুধু সক্রিয়ভাবে সমবায় সংস্থায় যোগ দিয়েছিল তাই নয়, মধ্যবিত্ত চাষীরাও সমবায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ব্যক্তিগত কৃষি পরিবারের মধ্যেই এ দাবী সীমিত ছিল না এবং প্রায়

গোটা গ্রাম ও জেলাগুলি ও সর্বস্তরের গরীব কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত চাষীদের মধ্য থেকেও এ দাবী উঠেছিল। সমবায় আন্দোলন অভূতপূর্ব আকার ধারণ করল।

কৃষি সমবায় আন্দোলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যেও জোয়ার দেখা গেল। দৈনন্দিন ঘটনায় এ সত্যও বুর্জোয়াদের নিকট প্রকট হল যে যখনই তারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মেনে নেবে এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ সংযুক্ত করবে তখনই তারা নিজেদের ভাগ্যের প্রভু হয়ে দাঁড়াবে। অবস্থা যে ভাবে দাঁড়াল তা হচ্ছেঃ (১) ১৯৫৩ সাল থেকে, রাষ্ট্র পরিকল্পনানুযায়ী শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত প্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্রয় ও সরবরাহ হাতে নেয় এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট যুক্তিসংগত দাম বেধে দেয়, এর ফলে এ সব পণ্য দ্রব্যে পুঁজিবাদী ফাটকা বাজার সরগরম হওয়ার অবকাশ রইল না। (২) দেশের শিল্পায়নে প্রচণ্ড অগ্রগতি অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সেক্টরকে দ্রুত প্রসারে সাহায্য করল, অপরদিকে অর্থনীতির পুঁজিবাদী সেক্টর জাতীয় অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে দিনের পর দিন ক্ষুদ্র হতে থাকল। (৩) কৃষি-সমবায় আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণ কৃষক সমাজ শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করে সমাজতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করল। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদী শিল্প ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জোয়ার ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকেই এসে গিয়েছিল।

পুঁজিবাদী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যপন্থা হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে মেনে নিয়ে প্রসেসিং ও পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদনের সরকারী কণ্ট্রাকট গ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের প্রথম থেকে রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে যৌথ রাষ্ট্র-ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমে পুঁজিবাদী শিল্পের রূপান্তর সাধন করে। এই ভাবে ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে চালিত বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু এটা আর বেশী দিন পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হল না। শুধু মাত্র ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে পরিচালিত কলকারখানা ও বিপণিগুলির পরিবর্তন হল না, পরিবর্তন হল সমস্ত শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। রাষ্ট্র ও বে-সরকারী যৌথ মালিকানাধীন করাটাই পুঁজিবাদী শিল্প বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের নতুন এক রূপ।

প্রথমতঃ, যৌথ ভাবে সরকারী-বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তিত সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত কলকারখানা ও বিপণি থেকে উন্নততর ব্যবস্থা। কারণ এ ব্যবস্থা বিভিন্ন কলকারখানার স্থানীয় গণ্ডি ভেদ করে এবং বহু কলকারখানাকে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে বৃহত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং এর ফলে রাষ্ট্রগত ভাবে ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনার কর্মপন্থা ও সার্বিক ব্যবস্থা উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্যকে রূপান্তর করার ব্যাপারে, শ্রমশক্তি, কারিগরী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি স্থাপন, অর্থ এবং বিভিন্ন উদ্যোগের ক্যাডারদের, শ্রমোৎপাদন বাড়ানোর জন্য, ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়োগ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যৌথভাবে সরকারী-বে-সরকারী উদ্যোগে পরিবর্তিত সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সবচেয়ে উন্নত চেহারা।

দ্বিতীয়তঃ, যৌথ সরকারী-বে-সরকারী মালিকানার রূপ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শিল্প-বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের প্রণালী পরিবর্তিত হয়। সমস্ত শিল্প বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের যৌথ সরকারী-বে-সরকারী উদ্যোগে পরিবর্তিত হওয়ার প্রাকযুগে পুনরুদ্ধারের রূপ প্রকাশ পেত লাভ বণ্টনের মাধ্যমে ; পরিবর্তনের পর, পুনরুদ্ধারের রূপ প্রকাশ পেল সুদের নির্দিষ্ট হার নির্ধারণের মাধ্যমে। যৌথ সরকারী-বে-সরকারী ব্যবস্থাপনার যুগে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত শেয়ারের উপর একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ বেঁধে দেওয়া হল। ১৯৫৬ সালে ৮ই ফেব্রুয়ারী, রাষ্ট্রীয় পরিষদ ১ হতে ৬ শতাংশ বার্ষিক সুদের হার বেঁধে দেয়। ১৮ই জুন, রাষ্ট্রীয় পরিষদ বার্ষিক পাঁচ শতাংশ সুদের হার সর্বত্র সমান ভাবে ধার্য করে। নির্দিষ্ট হারে সুদ ধার্য করার সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিপতিরা, কারবারের লাভ বা লোকসান যা হোক, একটা মোটামুটি অঙ্ক লভ্যাংশ হিসাবে পেল। এইভাবে, রাষ্ট্র প্রতি বছর, পাকাপাকিভাবে জাতীয়করণের অবস্থায় নিয়ে আসা পর্যন্ত, পুঁজিপতিদের, তাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রয়মূল্য হিসাবে, একটা থোক নগদ টাকা (লভ্যাংশ) দিত। অপরপক্ষে, পুঁজিপতিরাও তাদের সহচরবর্গ, যারা কাজ করতে সক্ষম, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনপদে নিযুক্ত হত, এবং যারা কাজ করতে সক্ষম ছিল না, তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হত। এই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে গণ্য করা হত।

নির্দিষ্ট হারে সুদের ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর উপর পুঁজিবাদী শোষণ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হল। এইভাবে, যেসব শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমালিকানার যৌথ পরিচালন-ব্যবস্থা গ্রহণ করল, সে সব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন হল। যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে পুঁজিপতিদের মালিকানা প্রকাশ পেল পুঁজিপতিদের নির্দিষ্টহারে সুদ গ্রহণের মাধ্যমে যৌথ প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ অথবা বিক্রী করার অধিকার আর তাদের রইল না। উৎপাদনের উপকরণগুলি রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। পুঁজিপতিরা পুঁজিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাধারণ কর্মী হিসাবে নিয়োজিত হল।

আর্থিক উদ্যোগগুলির উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী উদ্যোগগুলির প্রশাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থা, এবং নির্দিষ্ট হারে পুঁজিপতিদের যৌথ লভ্যাংশ নির্ধারণ প্রকৃতিগতভাবে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগগুলিকে আধা-সমাজতান্ত্রিক করে তোলে। পুঁজিবাদী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এ ধরনের নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থ সমাজতন্ত্র কর্তৃক পুঁজিবাদের স্থান গ্রহণ।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলিকে যৌথ রাষ্ট্র-ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে আসার পর, কতগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষ বিশেষ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা হয়। সে সব কোম্পানীর করণীয় অর্থনৈতিক কাজ ছিল সমস্ত সম্পত্তির একটি সর্বাঙ্গীন তালিকা প্রণয়ন করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনঃসংগঠিত করা। ১৯৫৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীতে রাষ্ট্র পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এক নির্দেশনায় সর্ত আরোপ করা হল যে সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত নীতি

অনুযায়ী রাষ্ট্র-ব্যক্তিমালিকানাধীন যৌথ প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান সম্পত্তির তালিকা প্রণয়ন ও তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সর্তে আরও সংযোজনা করা হল যে ব্যক্তিমালিকানাধীন উদ্যোগগুলি রাষ্ট্র-ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার অনুমোদন লাভের পর, উৎপাদন ও পরিচালনার আদিরূপ পরিবর্তনের পূর্বে যথেষ্ট প্রস্তুতি দরকার হবে। এই বিশেষ কোম্পানীগুলির রাজনৈতিক কাজ হল বুর্জোয়া-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নতুনভাবে গঠন করা। এ সব পুঁজিবাদী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে ইতিবাচক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা হল। তাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পঠনে, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে এবং নিজেদের মধ্যে সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা চালাতে উৎসাহিত করা হল, যাতে তারা ক্রমশঃ শোষকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করতে পারে।

প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনকে আদর্শগত পুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হল। কেবল যখন যৌথ প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর ঘটেছে তখনই বুর্জোয়াভাবাপন্ন লোকেরা পুঁজিবাদী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কুফল বুঝতে পেরেছে। আদর্শগতভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার পরই তারা শোষণ করার মনোভাব পরিত্যাগ করে, শোষক থেকে মেহনতি মানুষে পরিবর্তিত হয়ে সক্রিয়ভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবর্তন করার কাজে যোগ দিতে এবং ভবিষ্যৎ জাতীয়করণের পথের বাধাগুলিকে হ্রাস করতে সক্ষম হল।

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়াদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুক্তফ্রণ্ট গঠন, পুর্নবিন্যাসের দ্বারা জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণ ও পার্টি কর্তৃক পর্যায়-ক্রমে পরিবর্তন ও দলে টানার নীতি গ্রহণের ফলে, ঘটনার সাধারণ গতি জাতীয় বুর্জোয়াদের শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের অনুকূলে গিয়েছিল।

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিক থেকে সুরু করে দেশে পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন বিস্ময়কর গতিতে এগিয়ে যায় কয়েকমাসের মধ্যেই, সমগ্র দেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট মাঝারী আয়তনের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যৌথ রাষ্ট্র-ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল এবং এ সব অঞ্চলে সমস্ত হস্তশিল্প সমবায় সংগঠিত হয়েছিল।

এ ভাবেই, গ্রামাঞ্চলে কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেশের সমগ্র কৃষি পরিবারের ৯১ শতাংশেরও বেশী কৃষি উৎপাদক সমবায়ে যোগদান করে। পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন হস্তশিল্পসমূহের অতি দ্রুত সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বড় ও মাঝারী শহরগুলিতে সমস্ত বে-সরকারী শিল্প বাণিজ্যকে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির যুক্ত মালিকানার আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং সমগ্র ব্যক্তিমালিকানাধীন হস্ত শিল্পকে উৎপাদক সমবায়ের মধ্যে সংগঠিত করা হয়।

এই বিরাট সাফল্যের অর্থ দাঁড়াল এই যে ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতি অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে, পুঁজিবাদ যে কেবল গ্রামাঞ্চলে পা রাখার জায়গা হারাল শুধু তাই নয়, সে শহর থেকেও স্থানচ্যুত হল। দেশের অভ্যন্তরে, মোটের উপর উৎপাদনোপকরণগুলির মালি-কানায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হল। এইভাবেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ উৎখাত কবার বিপ্লব সমাধা হল। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

সম্মত শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে রইল এই বিরাট অবদানের মধ্যে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক বিজয়ের অর্থ এই নয় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সমাধা হয়েছে। এর অর্থ এও নয় যে শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয়েছে। ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি গভীর ও সুদূর-প্রসারী বিপ্লবের তাৎপর্য বহন করে ; ইহা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আদর্শগতভাবে একটি সর্বব্যাপী বিপ্লব। মালিকানা ব্যবস্থায় পরিবর্তনেই বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-সংঘাতের অবসান হয়ে যায় না। দুটি বিভিন্ন মতপার্থক্যের সংগ্রাম—সমাজতন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ—একটি দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। সে কারণেই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও রাজনৈতিক এবং আদর্শগত ক্ষেত্রেও সর্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সুসম্পন্ন করতে হবে, তবেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় হবে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জিত হবে। সমগ্র অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় এই হচ্ছে পার্টির ঐতিহাসিক কর্তব্য।

টীকা

প্রথম অধ্যায়

১. [পৃঃ ১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে, বৃটেন চীনে প্রচুর পরিমাণে আফিং রপ্তানী করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীনের জনগণ তাদের জাতীয় জীবনে মাদকদ্রব্য বেচা-কেনার ও তাদের সংরক্ষিত মুদ্রার উপর এর অনধিকার হস্তক্ষেপের ক্ষতিকর ফল বুঝতে পারে এবং তার তীব্র প্রতিবাদ করে। তার ব্যবসা রক্ষার ছুতায়, বৃটেন ১৮৪০ সালে চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আগ্রাসন সুরু করে। লিন সে-সু'র নেতৃত্বে চীনা সেনাবাহিনী প্রতিরোধ করে, এবং ক্যান্টনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে "বৃটিশ বাহিনী ধ্বংস করে" অভিযান সংগঠিত করে। ১৮৪২ সালে, যাহোক, মাঞ্চু সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে, হংকং সমর্পণ করে, বৃটিশ ব্যবসার খাতিরে শাংহাই, ফুচাউ, অ্যাময়, নিঙপো ও ক্যান্টন প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর খুলে দিয়ে এবং আমদানীকৃত বৃটিশ পণ্যের উপর বৃটেনের সঙ্গে যৌথভাবে শুল্কধার্য করার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে বৃটিশের সঙ্গে নানকিং চুক্তি স্বাক্ষর করে।

২. [পৃঃ ২] কোরিয়ার উপর জাপ-আগ্রাসন ও চীনের ভূ-ভাগ ও নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্ররোচনার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যদিও তার সশস্ত্র বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে, কিন্তু মাঞ্চু সরকারের পচন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতিতে অভাবের দরুন চীন পরের বছর পরাজয় বরণ করে। ফলশ্রুতি হিসাবে অবমাননাকর শিমনোসেকি (বাকান) চুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং এতদ্বারা মাঞ্চু সরকার জাপানকে তাইওয়ান ও পেংঘু দ্বীপগুলি ছেড়ে দিতে, ২০০ মিলিয়ন তায়েল (এক তায়েলের সমান ১.৩৩ আউন্স রূপা) ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে, চীনে জাপানীদের কারখানা স্থাপন করতে, শাসি, চুংকিং, সুচাউ ও হ্যাংচাউ প্রভৃতি বন্দরগুলিকে সন্ধির শর্তানুযায়ী অবাধ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে এবং জাপানের হাতে কোরিয়াকে তার সামন্তরাষ্ট্র হিসাবে সমর্পণ করতে সম্মত হয়।

৩. [পৃঃ ২] ১৯০০ সালে, উত্তর চীনে কৃষকদের ও হস্তশিল্পীদের এক বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন সুরু হয়—ঈ হো তুয়ান ('বক্সার') আন্দোলন। নিজেদের কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত গোপন সমিতিভুক্ত করে এই সব কৃষক ও হস্তশিল্পীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালাতে থাকে। বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, জারতন্ত্রী রুশ, ফরাসী, ইতালী ও অষ্ট্রিয়া, যৌথভাবে এই আটটি সাম্রাজ্যবাদীশক্তি পিকিঙ ও তিয়েনসিন অধিকার করে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আন্দোলন দমন করে। পরিণামে মাঞ্চু সরকারকে ১৯০১ সালের অপমানকর সন্ধি খসড়াপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়।

৪. [পৃঃ ২] তৃতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫. [পৃঃ ৪] চতুর্থ ও দশম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬. [পৃঃ ৪] চতুর্থ ও পঞ্চম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭. [পৃঃ ৯] ঃ Compradors শব্দের আক্ষরিক অর্থ বিদেশী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দেশীয় দালাল। চীনদেশে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের চীনা পরিচালক (manager) অথবা উচ্চপদে নিযুক্ত চীনাদের বোঝায় এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট এই ধরনের চীনারা সাম্রাজ্যবাদ ও বৈদেশিক পুঁজির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে চৈনিক শিল্পবাণিজ্যে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে।

৮. [পৃঃ ৯] শেনিয়াঙ (মুকদেন) তখন যে নামে পরিচিতি লাভ করে।

৯. [পৃঃ ৯] এক তানের সমান ৫০ কিলোগ্রাম অথবা ০'৯৮ হন্দর।

১০. [পৃঃ ১২] ঠিকাদারী শ্রমিক বিনিয়োগ প্রথানুযায়ী দালালরা, প্রধানতঃ বস্ত্র শিল্পের জন্য, তিন বা পাঁচ বছরের চুক্তিতে গ্রামাঞ্চল থেকে মেয়ে শ্রমিক যোগানের ব্যবস্থা করত। চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মেয়ের পরিবারে অল্প টাকার একটা অংক দেওয়া হত। চুক্তির বলে মেয়ের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতনা, সর্বোপরি খাওয়া থাকার খরচ বাবদ তার সমস্ত অর্জিত অর্থ ঠিকাদার বা দালালের পকেটে যেত। এ প্রথার আরেকটা রকমফের ছিল। ঠিকাদার বা শ্রমিকসর্দার কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকদের পুঁজিপতিদের নিকট ভাড়া খাটানো হত এবং তাদের বেতনের মোটা অংশ কমিশন হিসাবে ঠিকাদার বা শ্রমিকসর্দাররা রেখে দিত।

১১. [পৃঃ ১২] বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়া ও প্রাপ্ত-বয়স্ক শ্রমিকদের বেতনের হার কমানোর এইটেই ছিল উপায়। "ট্রেনিং" নেওয়ার সময়, সাধারণতঃ তার সময় ছিল তিন থেকে পাঁচ বছরের মত, শিক্ষানবীস খাওয়া ও থাকার খরচ ছাড়া বেতনবাবদ কিছুই পেত না।

১২. [পৃঃ ১২] হুপে প্রদেশে উচাঙ্গ, হ্যাংকাও ও হ্যানিয়াং প্রভৃতির যৌথ নাম য়ুহান।

১৩. [পৃঃ ১৩] মাও সে-তুঙ, "জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (On Peoples Democratic Dictatorship), ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস প্রেস, পিকিঙ, ১৯৫৯, পৃঃ ৫।

১৪. [পৃঃ ১৬] মাও সে-তুঙ, নির্বাচিত রচনাসম্ভার (Selected Works), লরেন্স এবং উইশার্ট লন্ডন, ১৯৫৬, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৩।

১৫. [পৃঃ ১৬] ১৯১৫ সালে ১৮ই জানুয়ারীতে য়ুয়ান শী-কাই সরকারের নিকট প্রদত্ত দাবীগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রথম চারটিতে নিম্নলিখিতগুলি ছিল ঃ শান্টুংয়ে জার্মানী অধিকৃত সুযোগসুবিধা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি জাপানকে হস্তান্তরিত করা ও তাকে অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা ও স্বার্থস্বত্ব অনুমোদন করা ; জাপানীদের জমি ইজারা অথবা ভূমিস্বত্বের অধিকার ও বসবাস করতে দেওয়া, ব্যবসাবাণিজ্য করতে অনুমতি দেওয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব-মঙ্গোলিয়ায় রেলপথ নির্মাণ ও খনিজদ্রব্যের ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা ; মধ্যচীনে হেলিয়েপিঙ লৌহ ও ইস্পাত-কোম্পানীকে সিনো-জাপ যৌথ উদ্যোগ হিসাবে পুনর্গঠিত করা ; এবং চীনের উপকূল বরাবর কোন-বন্দর অথবা দ্বীপগুলি কোন তৃতীয় শক্তিকে ইজারা দেওয়া বা ছেড়ে থেকে বিরত থাকা। পঞ্চম অংশের দাবী ছিল যে জাপানকে চীনের সরকার, অর্থ, পুলিশ ও জাতীয়রক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং হুপে, কিয়াঙসী ও কোয়াণ্টুং প্রদেশগুলির সংযোগ-সাধনার্থে অত্যাবশ্যক রেলপথ নির্মাণ করতে দিতে হবে।

৭ই মে জাপান কর্তৃক চরমপত্র দেওয়ার পর, য়ুয়ান শী-কাই পঞ্চম অংশের দাবীগুলি ছাড়া সমস্ত দাবী মেনে নিলেন এবং পঞ্চম অংশের দাবীগুলি সম্পর্কে "আরও আলাপ আলোচনার" স্বপক্ষে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

১৬. [পৃঃ ১৩] উত্তর-পূর্ব চীন যে নামে পরিচিত ছিল।

১৭. [পৃঃ ১৬] চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রতিষ্ঠাতা। সমরনায়ক চ্যাঙ সো-লিন কর্তৃক ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৮. [পৃঃ ১৬] লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬) আধুনিক চীনা সাহিত্যের জনক এবং চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মহানতম ও কঠোর সংগ্রামী পথ প্রদর্শক ছিলেন। Ah Qয়ের যথার্থ আখ্যান, উন্মাদের ডায়েরী, এবং নববর্ষের বলি—তাঁর বিখ্যাত রচনা—তিনি অনেক ছোট গল্প, নিবন্ধ রচনা করেন এবং এগুলিতে তিনি সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালান, নির্যাতিতদের আশাআকাঙ্ক্ষায় শক্তি যোগান এবং জনগণের শত্রুর প্রকৃত চেহারাকে জনসমক্ষে প্রকট করেন। তিনি সদাই চীনের জনগণের সঙ্গে তার রচনাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে একাত্ম করে তোলেন এবং চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে ১৯৩৬ সালে অক্টোবর মাসে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. [পৃঃ ৩২] তাদের শাসন অব্যাহত রাখতে ও সুদৃঢ় করতে, কিছু কিছু প্রদেশের সমরনায়করা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সমর্থন জানান। তারা "প্রাদেশিক সংবিধান" রচনা করেন এবং এভাবে "গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের" নামে তাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণকে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। হুনানে সমরনায়ক চাও হেঙ-তি সর্বপ্রথম "প্রাদেশিক সংবিধান" জনসাধারণ্যে ঘোষণা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১. [পৃঃ ৪৫] পেঙ্গ পাই চীনে গোড়ার দিকের কৃষক আন্দোলনের কমিউনিস্ট নেতা এবং হাইফেঙ্গ ও লুফেঙ্গ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২৭ এবং ১৯২৮ সালে যথাক্রমে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ও রাজনৈতিক ব্যুরোতে নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি শাংহাইতে কুয়োমিন্টাং সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার ও নিহত হন।

২. [পৃঃ ৫২] চীনে গোড়ার দিকের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কমিউনিস্ট নেতাদের অন্যতম নেতা ও ১৯২২ সালে হংকং নাবিকদের সুবৃহৎ ধর্মঘট এবং ১৯২৫ সালে ক্যান্টন-হংকং ধর্মঘটের একজন সংগঠক ও নেতা। ১৯২৭ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজনৈতিক ব্যুরোর বিকল্প সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যুরোতে সদস্য নির্বাচিত হন এবং শাংহাইতে ১৯২৯ সালে জুনমাসে মারা যান।

৩. [পৃঃ ৫২] চীনে গোড়ার দিকের শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের একজন কমিউনিস্ট নেতা। ১৯২২ সালে তিনি চীনা ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারিয়েটের চেয়ারম্যান ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। ১৯২৮ সালে তিনি নিখিল চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন কর্তৃক রেড আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হন এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে রেড আন্তর্জাতিকের পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পশ্চিম হুনান-পশ্চিম হুপের বিপ্লবী ঘাঁটিতে লাল ফৌজের দ্বিতীয় সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক কমিশার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে শাংহাইতে কুয়োমিন্টাং সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং একই বছরে নানকিঙে তাঁকে হত্যা করে।

৪ [পৃঃ ৫৫] এটি একটি প্রথা এবং এই প্রথার সাহায্যে পুঁজিপতিরা জমিদারদের নিকট থেকে বৃহৎ আঞ্চলিক জমি খাজনার বদলে অধিকার করার জন্য কোম্পানী সংগঠিত করে এবং ছোট ছোট আকারে জমিগুলিকে ভাড়া দেয়। এভাবে প্রজারা দুভাবে শোষিত হয়।

৫. [পৃঃ ৫৭] মাও সে-তুঙ উল্লেখিত পুস্তক, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০।

৬. [পৃঃ ৫৮] গরীব কৃষক যারা নিজেদের জমিতে আংশিক কাজ করে এবং অন্যান্যদের নিকট ভাড়াবাবদ নেওয়া জমিতেও আংশিকভাবে কাজ করে।

৭. [পৃঃ ৫৮] মাও সে-তুঙ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭।

৮. [পৃঃ ৫৮] একই পুস্তক, পৃঃ ১৪।

৯. [পৃঃ ৫৮] একই পুস্তক।

চতুর্থ অধ্যায়

১. [পৃঃ ৭০] "কিসের জন্য আমরা এখন যুদ্ধ করছি ?" দি গাইড, নং ১৭২, চীনা সংস্করণ।

২. [পৃঃ ৭৪] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২।

৩. [পৃঃ ৭৪] একই পুস্তক, পৃঃ ৩২।

৪ [পৃঃ ৭৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২৭।

৫. [পৃঃ ৭৫] একই পুস্তক।

৬. [পৃঃ ৭৬] একই পুস্তক, পৃঃ ৩৩।
৭. [পৃঃ ৯৪] লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫২, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৪৮।

পঞ্চম অধ্যায়

১. [পৃঃ ৯৬] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩।
২ [পৃঃ ৯৮] একই পুস্তক, পৃঃ ৯৯।
৩. [পৃঃ ১০১] সিয়া তৌ-ঈন য়ুহান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু মারা যান। তাঁর অবশিষ্ট সেনাদল, শ্রমিক কৃষক সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে, দক্ষিণ হুনান উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।
৪. [পৃঃ ১০৫] খুদে জমিদার ও ধনী কৃষক।
৫. [পৃঃ ১০৫] ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং উত্তর-পূর্ব কিয়াংসীর রেড অঞ্চল ও রেড দশম বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, ফেঙ চি-মিন, ১৯৩৪ সালে লাল ফৌজ কর্তৃক অগ্রগামী জাপ-সেনাবাহিনী বিরোধী উত্তরাভিযান পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ সালে জানুয়ারী মাসে লড়াই চালানো কালে কুয়োমিণ্টাং প্রতিক্রিয়াশীল সেনাদলের দ্বারা বন্দী হন ও ছয়মাস পরে কিয়াংসীর অন্তর্গত নানচাঙে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।
৬. [পৃঃ ১২০] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬০-৬১।
৭. [পৃঃ ১২৫] একই পুস্তক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. [পৃঃ ১২৮] জেঃ স্তালিন, রচনাবলী, ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৫, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ২৬২।
২. [পৃঃ ১৩৪] চেন কুয়ো-ফু ও চেন লি-ফু, এই দুই ভায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত ফ্যাসিস্ত গুপ্তচরদের সংগঠন। ১৯২৯ সালে এই সংগঠনটি স্থাপিত হয়।
৩ [পৃঃ ১৫০] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

সপ্তম অধ্যায়

১. [পৃঃ ১৫৭] উত্তর চীনে কুয়োমিণ্টাং সরকারের প্রতিনিধি, হো ঈঙ-চীন ও উত্তর চীনে জাপ-সশস্ত্র বাহিনীর কম্যাণ্ডার য়োশিজিরো উমেজু কর্তৃক ১৯৩৫ সালের জুন মাসে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে জাপ-উপস্থাপিত দাবী কুয়োমিণ্টাং সরকার মেনে নেন, এবং এতদ্দ্বারা হোপেই ও চাহার প্রদেশে চীনের সার্বভৌম অধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে জাপানকে সমর্পণ করা হয়।
২ [পৃঃ ১৫৮] ১৯৩৫ সালে ৯ই ডিসেম্বর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রগতিশীল যুবকদের দ্বারা ১৯৩৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গঠিত এই বিপ্লবী যুবসংস্থা। জাপ-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর, এই যুবসংস্থার বহু সদস্য লড়াইয়ে জাপ শত্রুর পশ্চাতে ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন।
৩. [পৃঃ ১৬০] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, পৃঃ ১৫৯।
৪ [পৃঃ ১৬১] একই পুস্তকের একই জায়গায়।
৫. [পৃঃ ১৬১] একই পুস্তক, পৃঃ ১৬৩।
৬. [পৃঃ ১৬৩] একই পুস্তক, পৃঃ ১৭৪।
৭. [পৃঃ ১৬৮] একই পুস্তক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

অষ্টম অধ্যায়

১. [পৃঃ ১৭৮] দশটি বিষয়ঃ ১। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ; ২। সাধারণভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিকরণ ; ৩। সমগ্রদেশের জনগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুতি করা ; ৪। সরকারী কাঠামোর সংস্কারসাধন ; ৫। জাপ-আগ্রাসন প্রতিরোধার্থে বৈদেশিকনীতির পরিবর্তন সাধন ; ৬। যুদ্ধকালীন আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি ; ৭। জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন ; ৮। জাপ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ; ৯। পশ্চাদ্ভাগকে সুদৃঢ় করণের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগীদের, বিশ্বাসঘাতকদের ও জাপ-সমর্থকদের উৎখাত-করণ ; ১০। জাপ-প্রতিরোধার্থে জাতীয় সংহতিসাধন।

২. [পৃঃ ১৮২] দক্ষিণ চক্রভুক্ত সমরনায়ক ও উত্তরচক্রভুক্ত সমরনায়কদের মধ্যে রাজনৈতিক ফাট্‌কা-বাজিতে লিপ্ত কিছু সংখ্যক আমলা ও রাজনীতিকদের দ্বারা ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অতিদক্ষিণ-পন্থী রাজনৈতিক উপদল যারা সরকারী পদপ্রাপ্তির অনুসন্ধানে ব্যস্ত। ১৯২৬ থেকে ১৯২৭ সালে, উত্তরাঞ্চল অভিযানের সময়, রাজনীতি বিজ্ঞানের দলীয় একটি অংশ চিয়াঙ কাই-শেকের পক্ষে চলে যায় এবং প্রতিবিপ্লবী সরকার সুদৃঢ় করার ব্যাপারে চিয়াঙ কাই-শেককে সহায়তা করার জন্য তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়।

৩. [পৃঃ ১৮৩] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

৪. [পৃঃ ১৮৪] একই পুস্তক, পৃঃ ২০১।

৫. [পৃঃ ১৮৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২১১।

৬. [পৃঃ ১৮৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২৩৭।

৭. [পৃঃ ১৮৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২৩৯।

৮. [পৃঃ ১৮৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২০৪।

৯. [পৃঃ ১৯১] পাও-চিয়া-যৌথ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবদ্ধ একটি ব্যবস্থা, এবং এটি শাসনযন্ত্রের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক সর্বনিম্ন সংযোগ বিশেষ এবং এর দ্বারা কুয়োমিন্টাং চক্র তার ফ্যাসিস্ত শাসন অব্যাহত রাখে। ১৯৩২ সালের ১লা আগস্ট, চিয়াঙ কাই-শেক হোনান, হুপে এবং আনহোয়েই প্রদেশের জন্য "পাও এবং চিয়া সংগঠন এবং জেলাগুলিতে আদম-সুমারীর জন্য চিয়া সংগঠন সংগঠিত করার প্রবিধান" জারী করেন। এই প্রবিধানে বলা হল যে "পাও এবং চিয়া প্রতিটি পরিবারের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে ; তিনটির প্রতিটিতে পরিবার, চিয়া (প্রতি দশটি পরিবার নিয়ে এক চিয়া), এবং পাও (দশটি চিয়া নিয়ে এক পাও) — নিজেদের একজন দায়িত্বশীল প্রধান থাকবে।" প্রবিধানে এটাও রাখা হল প্রতিবেশীরা প্রত্যেকের উপর নজর রাখবে এবং পরস্পরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সরকারের নিকট রিপোর্ট দেবে, একজন দোষী সাব্যস্ত হলে সকলেই দণ্ড পাবে। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল যে প্রবিধান লোকজনকে বাধ্যতামূলকভাবে খাটাবার জন্য জোর করতে পারবে। ১৯৩৪ সালে ৭ই নভেম্বর কুয়োমিন্টাং সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করে যে এই প্রবিধানের বলে এই ফ্যাসিস্ত ব্যবস্থা সমস্ত প্রদেশে ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চালু হবে।

১০. [পৃঃ ১৯২] শানসীর সশস্ত্র গণফৌজ। এই গণফৌজ জাপ-বিরোধী যুদ্ধের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে ও নেতৃত্বে গড়ে উঠে।

১১. [পৃঃ ১৯২] স্থানীয় গণসংগঠন এবং এই গণসংগঠন, পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়, শানসীতে জাপ-আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. [পৃঃ ১৯২] কামাল (১৮৮১-১৯৩৮) তুরস্কের ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২২ সালে তুরস্কের জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্ররোচিত গ্রীক আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে এবং ১৯২৩ সালে কামাল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সান ইয়াৎ-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্তালিন মন্তব্য করেছিলেন, "কামাল ও তাদের অনুচরদের বিপ্লব উপরতলাকার বিপ্লব, জাতীয় ব্যবসায়ী বুর্জোয়াদের বিপ্লব, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে এই বিপ্লব সংঘটিত হয়

এবং আরও বিকাশের পথে প্রধানতঃ শ্রমিক কৃষকদের এবং কৃষি-বিপ্লবের একান্ত সম্ভাবনার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।" (জোসেফ স্তালিন, চীনা বিপ্লব সম্পর্কে, পৃঃ ৫৩, বুকস্ এ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস, কলিকাতা, ১৯৭৭।)

১৩. [পৃঃ ১৯৮] "ন্যায্যতাপ্রতিপাদন" নীতির অর্থ বিনা কারণে অথবা অন্যায্যভাবে সংগ্রাম করা নয়। অন্য কথায় বলতে হলে, কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে সংগ্রাম করা, আক্রমণাত্মক ব্যাপারে কখনো কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা, কিন্তু অন্যে আক্রমণ করলে সেই আক্রমণকে সাফল্যজনকভাবে ফিরিয়ে দেওয়া। জয় সুনিশ্চিত করতে "উপযোগিতা" নিতান্তই আবশ্যক। এর অর্থ হল খুবভালভাবে প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা করতে হবে এবং এমনভাবে উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সুযোগের ব্যবহার করে শক্তি সমাবেশের পরিকল্পনা করতে হবে যে প্রতিটি লড়াইয়ের ফলাফল ও বিজয়লাভ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। "নিয়ন্ত্রণ" নীতি সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি করার অন্যতম নীতি। কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ প্রতিহত করার পর এবং তারা নতুন করে যুদ্ধ সুরু করার আগে, সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়ে বিরোধিতার অবসান ঘটাতে হবে।

১৪. [পৃঃ ১৯৯] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩।

নবম অধ্যায়

১ [পৃঃ ২০৫] মাও সে-তুঙ, উল্লেখিত পুস্তক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

২ [পৃঃ ২০৭] একই পুস্তক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

৩ [পৃঃ ২০৮] একই পুস্তক, পৃঃ ৩১।

৪ [পৃঃ ২০৮] বেশীরভাগ ঘাঁটি অঞ্চল প্রথমে বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত হওয়ায়, স্বভাবত:ই পার্টির সভ্যরা নিজেদের একটি সুদৃঢ় দলে পরিণত করতে যত্নবান হয়। এভাবে এই দলাদলির মনোভাব "পার্বত্য-দুর্গের প্রবণতা" হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

দশম অধ্যায়

১. [পৃঃ ২৩১] মাও সে-তুং, উল্লেখিত পুস্তক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯।

২ [পৃঃ ২৩১] একই পুস্তক।

৩. [পৃঃ ২৩১] একই পুস্তক।

৪. [পৃঃ ২৩১] একই পুস্তক, পৃঃ ৩১৬।

৫. [পৃঃ ২৩২] একই পুস্তক, পৃঃ ৩১৩।

৬. [পৃঃ ২৩৩] একই পুস্তক, পৃঃ ২৮৪।

৭. [পৃঃ ২৩৫] একই পুস্তক, পৃঃ ২৬০।

৮. [পঃ ২৩৮] অষ্টম রুট আর্মি, নিউ ফোর্থ আর্মি এবং অন্যান্য জাপ-বিরোধী সশস্ত্র গণ-বাহিনী নিয়ে গঠিত।

একাদশ অধ্যায়

১. [পৃঃ ২৫০] জনগণকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে ও ফ্যাসীবাদী শাসন সুদৃঢ় করার মানসে, কুয়োমিন্টাং ১৯৩৬ সালে "জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়ার নাম করে চীনা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান-খসড়া তৈরী করে।" এই "সংবিধান-খসড়া" ১৯৩৬ সালে ৫ই মে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়; তা থেকেই এরূপ নামকরণ করা হয়।

২ [পৃঃ ২৫০] ড. সান ইয়াৎ-সেন তাঁর "রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য সম্বলিত নীতিসমূহের খসড়া (Outline of Principles for the Establishment of the State) নামক পুস্তকে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন রাষ্ট্রগঠনের প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেন: সামরিক সরকার, রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব ও সাংবিধানিক সরকার। বহুদিন যাবৎ চিয়াঙ কাই-শেকের নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাং প্রতিক্রিয়াশীলরা "সামরিক সরকার" এবং "রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব" শব্দগুলি "সাংবিধানিক

সরকার" গঠন মূলতুবি রাখার জন্য মিথ্যা ওজর হিসাবে ও প্রতি-বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহার করেছে। এবং এভাবে জনগণের সর্বরকমের স্বাধীনতা হরণ করেছে।

৩. [পৃঃ ২৫২] প্রশাসনিক, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ, বিচার-বিভাগীয় ও পরীক্ষা বিষয়ক ব্যাপার সমূহ, সবই এদের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

১. [পৃঃ ২৬৭] ১৯৪৯ সালের এপ্রিল-মে মাসে চীনা মুদ্রার (গোল্ড উয়ান) মূল্যমান এমন হ্রাস পায় যে এক মার্কিন ডলার = ৩০ লক্ষ থেকে এক কোটি গোল উয়ান।

চতুর্দশ অধ্যায়

১. [পৃঃ ২৯৭] পরবর্তীকালে নিম্নোক্ত দেশগুলি চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল: নরওয়ে, যুগোস্লোভিয়া, আফগানিস্থান, নেপাল, ইয়েমেন, শ্রীলঙ্কা, ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিক, কম্বোডিয়া, ইরাক, ইউনাইটেড কিংডম, এবং নেদারল্যান্ডস্।

২. [পৃঃ ২৯৮] কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি ও ইন্দোচীনে শান্তি পুনঃস্থাপন এবং চীনের জাতীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার অব্যবহিতপর সুদূর প্রাচ্যে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন ১৯৫৪ সালে ১২ই অক্টোবর এই বিষয়ে সম্মত হয় যে লুশুনের নৌ-ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহত হবে এবং তালিয়েনের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে চীনের হাতে তুলে দিতে হবে।

৩. [পৃঃ ৩১১] "ত্রি-বিধ দোষ"—সর্বরকমের কলুষতা, অপচয় ও আমলাতন্ত্র—যাকে বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন।

৪. [পৃঃ ৩১২] পঞ্চ দোষের বিরুদ্ধে অভিযান, সরকারী কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ, কর ফাঁকি, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অপহরণ, সরকারী চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট দেখানো ও অর্থনীতি সম্পর্কিত সংবাদ গোপনে লাভ করা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১. [পৃঃ ৩২৬] ছোট শহর, শহর, পৌর জেলা, এবং যেসব পৌর প্রতিষ্ঠান জেলায় বিভক্ত হয়নি সেসব পৌর-প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্ব নিম্নস্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং জেলা ও তদূর্ধ্বে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা চীনা গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের নির্বাচন সংক্রান্ত আইনে বলা আছে।

২. [পৃঃ ৩০১] কৃষি সংস্কারের প্রাক্কালে যারা মাঝারী কৃষক ছিল তাদেরই পুরানো, মাঝারী কৃষক বলা হবে। কৃষি সংস্কারের পর থেকে যে সব কৃষক মাঝারী কৃষকদের জীবন যাত্রায় উন্নীত হয়েছে তাদেরই নূতন মাঝারী কৃষক বলা যাবে।